‘আস সুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান’
গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

ধেয়ে আসছে ফিতনা

ইমাম আবু আমর উসমান আদ-দানি রহ.
(মৃত্যু - ৪৪৪ হিজরি)

অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
মুফতি মাহ্দী খান

তাখরিজ ও সম্পাদনা
মুফতি তারেকুজ্জামান

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখনিঃসৃত হাদিসে বর্ণিত

ধেয়ে আসছে ফিতনা

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখনিঃসৃত হাদিসে বর্ণিত

ধেয়ে আসছে ফিতনা

মূল

ইমাম আবু আমর উসমান আদ-দানি রহ.

(মৃত্যু ৪৪৪ হিজরি)

অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

মুফতি মাহ্দী খান

দাওরায়ে হাদিস, ইসলামি আইন ও ফিকহ্,

জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।

তাখরিজ ও সম্পাদনা

মুফতি তারেকুজ্জামান

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি

ইমাম, হাফিজুল হাদিস, কারি আবু আমর উসমান বিন সাইদ বিন উসমান বিন সাইদ বিন উমর আল-উমাবি রহ.। সংক্ষেপে তাঁকে ইমাম দানি বলে অভিহিত করা হয়। তিনি ইবনুস সাইরাফি নামেও পরিচিত।

জন্ম

৩৭১ হিজরিতে স্পেনের বিখ্যাত শহর কর্ডোভাতে এ মহান ইমাম জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি কর্ডোভা এবং পরে দানির অধিবাসী হন।

শৈশব ও শিক্ষাদীক্ষা

তিনি ৩৮৬ হিজরিতে ইলম অর্জন শুরু করেন। অতঃপর ৩৯৭ হিজরিতে প্রাচ্যের উদ্দেশে সফর করেন। কায়রাওয়ান শহরে ১৪ মাস অবস্থান করে শাওয়াল মাসে তিনি মিশরে চলে আসেন। এখানে এক বছর অবস্থান করে মক্কায় চলে যান এবং হজব্রত পালন করেন।

৩৯৯ হিজরিতে তিনি আন্দালুসে ফিরে আসেন, অতঃপর ৪০৩ হিজরিতে উপকূলীয় অঞ্চলে চলে যান। সারকুসতা শহরে সাত বছর অবস্থান করে ফের কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর তিনি ৪১৭ হিজরিতে দানি শহরে চলে আসেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এখানেই বসবাস করেন।

শাইখ ও আসাতিজা

তিনি কিরাআত ও হাদিসের ইমাম ছিলেন। উভয় শাস্ত্রেই তাঁর রয়েছে অসংখ্য উসতাদ। তাঁর হাদিসের উসতাদদের মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইমাম আবু মুসলিম বিন আহমাদ রহ., ইমাম আহমাদ বিন ফারাস মক্কি রহ., ইমাম আব্দুর রহমান বিন উসমান কুশাইরি রহ., ইমাম আব্দুল আজিজ বিন জাফর বিন খাওয়াসতি রহ., ইমাম খালাফ বিন ইবরাহিম বিন খাকান মিশরি রহ., ইমাম খাতাম বিন আব্দুল্লাহ বাজ্জার রহ., ইমাম আহমদ বিন ফাতহ বিন রাসসান রহ., ইমাম মুহাম্মদ বিন খলিফা বিন আব্দুল জাব্বার রহ., ইমাম সালামা বিন সাইদ রহ., ইমাম সালামুন বিন দাউদ কারাবি রহ., ইমাম আবু মুহাম্মদ বিন নুহাস মিশরি রহ., ইমাম আলি বিন মুহাম্মাদ বিন বাশির রাবায়ি রহ., ইমাম আব্দুল অহহাব বিন আহমদ বিন মুনির রহ., ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ইসা আন্দালুসি রহ., ইমাম আবু আব্দিল্লাহ বিন

আবি জামানাইন রহ., ইমাম আবুল হাসান আলি বিন মুহাম্মাদ কাবিসি রহ. প্রমুখ।

আর কিরাআতের উসতাদদের মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইমাম আবুল হাসান তাহির বিন গালবুন রহ., ইমাম আবুল ফাতহ ফারিস বিন আহমাদ জারির রহ., ইমাম আব্দুল আজিজ বিন জাফর বিন খাওয়াসতি রহ., ইমাম খালাফ বিন ইবরাহিম বিন খাকান মিশরি রহ., ইমাম আবু মুসলিম মুহাম্মাদ বিন আহমাদ রহ., ইমাম আবুল ফারাজ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ নাজ্জাদ রহ., ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ উবাইদুল্লাহ বিন সালামা বিন হাজাম রহ., ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবু আব্দির রহমান মুসাহিফি রহ. প্রমুখ।

ছাত্র ও শিষ্যগণ

হাদিস ও কিরাআত শাস্ত্রে তাঁর অসংখ্য ছাত্র রয়েছে। তন্মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য হলেন, তাঁর পুত্র ইমাম আবুল আব্বাস রহ., ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আবুল কাসিম নাজাহ রহ., ইমাম আবুল হাসান আলি বিন আব্দুর রহমান বিন দুশ রহ., ইমাম আবুল হুসাইন ইয়াহইয়া বিন আবু জাইদ বিন বাইয়াজ রহ., ইমাম আবুজ জাওয়াদ মুফাররিজ ইকবালি রহ., ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ বিন মুফাররিজ বাতালইয়াওসি রহ., ইমাম আবু বকর বিন ফাসিহ রহ., ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মুজাহিম রহ., ইমাম আবু আলি হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন মুবাশশির রহ., ইমাম আবুল কাসিম খালফ বিন ইবরাহিম তুলাইতুলি রহ., ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ফারাজ মুগামি রহ., ইমাম আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন আলি রহ., ইমাম আবু তামাম গালিব বিন উবাইদুল্লাহ কাইসি রহ., ইমাম মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন সুউদ দানি রহ., ইমাম খালফ বিন মুহাম্মাদ আনমারি বিন উরাইবি রহ. প্রমুখ।

আলিমদের প্রশংসা ও মূল্যায়ণ

- ইমাম মাগামি রহ. বলেন, ইমাম আবু আমর দানি রহ. ছিলেন একজন মুজাবুদ দাওয়াত (যার দুআ কবুল করা হয় এমন ব্যক্তি)। আর মাজহাবের দিক থেকে তিনি ছিলেন মালিকি মাজহাবের অনুসারী।
- ইমাম হুমাইদি রহ. বলেন, তিনি অধিক পরিমাণে হাদিস বর্ণনাকারী ও অগ্রগণ্য একজন কারি ছিলেন।

- ইমাম আবুল কাসিম বিন বাশকাওয়াল রহ. বলেন, ইমাম আবু আমর দানি রহ. ইলমুল কুরআন, রিওয়ায়াতুল কুরআন, তাফসির, তাজবিদ ও ইরাবের ব্যাপারে ইমাম ও বড় পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এ সবগুলো বিষয়ে তিনি চমৎকার সব পুস্তিকা রচনা করেছেন। এছাড়াও হাদিসের মতন, সনদ ও আসমাউর রিজালের ক্ষেত্রেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল ঈর্ষণীয় পর্যায়ের। তিনি ছিলেন প্রখর ধী-শক্তিসম্পন্ন ও ইলম সংরক্ষণকারী। বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দ্বীনদার, আল্লাহভীরু ও সুন্নাহর অনুসারী।
- ইমাম ইবনে উবায়দুল্লাহ হাজারি রহ. বলেন, ইমাম আবু আমর দানি রহ. ছিলেন একজন হাফিজুল হাদিস। তাঁর সম্পর্কে কিছু আলিমের মন্তব্য এমন যে, তাঁর সময়কালে এবং পরবর্তীকালেও তাঁর অনুরূপ বিশেষজ্ঞ ও স্মরণশক্তির অধিকারী কাউকে দেখা যায়নি। তিনি নিজের ব্যাপারে বলেন, আমি (ইলম বিষয়ক) যা-ই দেখতাম, তা লিপিবদ্ধ করে নিতাম। আর যা-ই লিখতাম, তা মুখস্ত করে নিতাম। আর কখনো এমন হয়নি যে, আমি যা মুখস্ত করেছি, পরে তা ভুলে গেছি। তাঁকে সালাফদের কথা ও আসার সম্পর্কিত কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এসংক্রান্ত যত বর্ণনা আছে, সব বর্ণনা পুরো সনদ সহকারে বলে দিতেন। (ইমাম ইবনে উবাইদুল্লাহ হাজারি রহ. বলেন,) আমি বলব, ইমাম আবু আমর দানি রহ. ইলমুল হাদিস, তাফসির ও নাহুসহ অন্যান্য ইলমে ঈর্ষণীয় পাণ্ডিত্য অর্জনের পাশাপাশি ইলমুল কিরাআত ও ইলমুল মাসাহিফের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছেছেন।

গ্রন্থ ও রচনাবলি

বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর রয়েছে অসংখ্য গ্রন্থ ও রচনাবলি। তন্মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো, (কিরাতে সাবআ বিষয়ে তিন খণ্ডের গ্রন্থ) জামিউল বায়ান ফিস সাবয়ি, আত-তাইসির, আল-ইকতিসাদ, ইজাজুল বায়ান, আত-তালখিস, আলমুকান্না' ফির-রাসমি, আল-মুহতাবি ফিল কিরাআতিশ শাওয়াজ, তাবাকাতুল কুররা, আল-উরজুজা ফি উসুলিদ দিয়ানা, আল-ওয়াকফু ওয়াল-ইবতিদা, আল-আদাদ, আত-তামহিদ ফি হারফিন নাফি', আল-লামাত ওয়ার-রাআত, আল-ফিতানুল কায়িনা, আল-হামজাতাইন, আল-ইয়াআত, আল-ইমালা, আল-মুহকাম ফিন-নুকাত, আল-মুফরাদাত,

শারহু কাসিদাতিল খাকানি ফিত-তাজবিদ, আত-তাহদিদ ফিল-ইতকান, আত-তাজবিদ ইত্যাদি। এছাড়াও তাঁর ছোট-বড় আরও অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর মোট রচনা-সংখ্যা একশ বিশ।

মৃত্যু

ইমাম আবু আমর উসমান আদ-দানি রহ. ৪৪৪ হিজরির ১৫-ই শাওয়াল মৃত্যুবরণ করেন। সেদিনই আসরের পরে তাঁকে দানির কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর জানাজায় দেশের বাদশাহ থেকে শুরু করে অসংখ্য লোক শরিক হয়। রাহিমাহুল্লাহু ওয়া জাআলাল জান্নাতা মাসওয়াহু। আমিন।

সম্পাদকের কথা

সময় বড় সঙ্গীন। পরিবেশ অত্যন্ত নাজুক। চারিদিকে আজ কেবল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার ছড়াছড়ি। কোথাও নেই একটু শান্তির সুবাতাস। সর্বত্রই আজ জুলুম-অত্যাচারের সয়লাব। ন্যায়-ইনসাফ ও মানবতা আজ ডুকরে কাঁদছে। বিশ্বমানবতার ভাগ্যাকাশে নেমে আসছে তিমির রাত্রি। মানুষ আজ বড্ড পেরেশান। কোথায় পাবে সে একটু পরিত্রাণ? নগ্নতা, অশ্লীলতা ও চারিত্রিক অবক্ষয় এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সমাজের সবচেয়ে ভালো মানুষটিও আজ নিজের ব্যাপারে সন্দিহান যে, কখন কোন গর্তে সে পা পিছলে পড়ে! উদাসীনরা তো আগে থেকেই উদাসীন, বর্তমানে তো সচেতনদেরও টিকে থাকা দায় হয়ে পড়েছে। আল্লাহর বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ না থাকলে নিজের চরিত্র রক্ষা ও হকের ওপর অবিচলতা এখন অসম্ভবপ্রায়।

সময়টা যে এখন বড় ফিতনার, এতে আজ কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ছোট থেকে বড়, কৃষক থেকে মজুর, সাধারণ থেকে আলিম—সবাই এখন নির্দ্বিধায়ই স্বীকার করে যে, সময়টা এখন ভয়ংকর ফিতনা-ফাসাদের। ব্যাপকভাবে এ স্বীকৃতি ও সবার মাঝে এ অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ ব্যাপারে খুব কম মানুষই সতর্কতা অবলম্বন করতে চায়। ফিতনা থেকে কীভাবে বেঁচে থাকা যায়, জীবনকে কীভাবে চারিত্রিক অবক্ষয় ও সকল ফাসাদ থেকে মুক্ত রাখা যায়, সে ব্যাপারে মানুষ আজ বড় উদাসীন! আমাদের সমাজে সালাত ও সিয়ামের ব্যাপারে কিছুটা সচেতনতা থাকলেও ফিতনার ব্যাপারে মানুষের সচেতনতা একেবারেই বিরল। ব্যাপারটি যেমনই আশ্চর্যের, তেমনই আশঙ্কারও বটে।

ফিতনার ব্যাপারে মানুষের এ উদাসীনতা লক্ষ করেই যুগে যুগে মুহাদ্দিসিনে কিরাম সংকলন করেছেন এসংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ। বড় বড় ও প্রসিদ্ধ হাদিসের গ্রন্থাবলিতে ফিতনা বিষয়ক অসংখ্য হাদিসের সমাহার থাকলেও উলামায়ে কিরাম এগুলোর পাশাপাশি এসংক্রান্ত সব হাদিস আলাদাভাবেও সংকলন করার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। তন্মধ্য হতে ইমাম নুআইম বিন হাম্মাদ রহ. (মৃ. ২২৮ হি.) এর 'কিতাবুল ফিতান', ইমাম আবু আলি হাম্বল বিন ইসহাক শাইবানি রহ. (মৃ. ২৭৩ হি.) এর 'আল-ফিতান', ইমাম আবু আমর উসমান বিন সাইদ আদ-দানি রহ. (মৃ. ৪৪৪ হি.) এর 'আস-সুনানুল ওয়ারিদা ফিল ফিতান', ইমাম ইবনে কাসির রহ. (মৃ. ৭৭৪ হি.) এর 'আন-

নিহায়া ফিল-ফিতান ওয়াল-মালাহিম', ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল অহাব নজদি রহ. (মু. ১২০৬ হি.) এর 'আহাদিসু ফিল-ফিতান ওয়াল-হাওয়াদিস' ও শাইখ হামুদ বিন আব্দুল্লাহ তুআইজিরি রহ. (মৃ. ১৪১৩ হি.) এর 'ইতহাফুল জামাআহ বিমা জাআ ফিল-ফিতানি ওয়াল মালাহিমি ওয়া আশরাতিস সাআহ' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি ইমাম আবু আমর উসমান বিন সাইদ আদ দানি রহ. (মৃ. ৪৪৪ হি.) এর সংকলিত 'আস-সুনানুল ওয়ারিদা ফিল ফিতান' এর সরল অনুবাদ। হাদিসের সংখ্যাধিক্য, অধ্যায়ের বৈচিত্র্য, বিন্যাসের সৌন্দর্য ইত্যাদি বিবেচনায় গ্রন্থটি অত্যন্ত চমৎকার ও সর্বশ্রেণির পাঠকের জন্যই উপকারী। তবে এর বেশিরভাগ বর্ণনাই -যেমনটি ফিতনাসংক্রান্ত অধিকাংশ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য- দুর্বল, পরিত্যাজ্য ও মাওজু। যদিও অন্যান্য গ্রন্থের বিবেচনায় এতে সহিহ ও হাসান হাদিসের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। মোটকথা, এ গ্রন্থটিতে সহিহ, হাসান, দুর্বল, পরিত্যাজ্য ও জাল হাদিসসহ সব ধরনের হাদিসেরই বিপুল সমাহার ঘটেছে।

এসব মুহাদ্দিসের উদ্দেশ্য যেহেতু এ বিষয়ক সকল বর্ণনা কেবল একসাথে সংকলন করা, তাই তাঁরা এক্ষেত্রে হাদিসের মানের দিকটি খেয়াল করেননি। যেখানে যেটা পেয়েছেন, সব তাঁরা এক জায়গায় জমা করে দিয়েছেন। একজন মুহাদ্দিস বা হাদিসের ছাত্রের জন্য বিষয়টি সমস্যার না হলেও সাধারণ লোকদের জন্য এটা বেশ মুশকিলের। কেননা, তারা হাদিসের মান নির্ণয় করতে না পারায় এবং স্তরভেদে হাদিসের হুকুম না বুঝায় সব ধরনের হাদিসকে একসাথে গুলিয়ে ফেলে। অজ্ঞতাবশত সহিহ ও মাওজুকে একই মানের হাদিস ভেবে বসে। পরিত্যাজ্য হাদিসের বাস্তবায়নকেও নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। এজন্যই এসব হাদিসের মান উল্লেখ ব্যতিরেকে শুধু অনুবাদ প্রকাশ অনেক সময় বিভ্রান্তির উদ্রেক করে থাকে।

অনূদিত এ গ্রন্থটির টীকায় আমরা হাদিসগুলোর তাখরিজের পাশাপাশি বেশিরভাগ হাদিসের মানও উল্লেখ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে আমরা শাইখ আবু উমর নিজাল ইসা আবুশি হাফি.-এর সম্পাদনায় 'বাইতুল আফকারিদ্দাওলিয়্যা' থেকে প্রকাশিত 'আস-সুনানুল ওয়ারিদা'-এর নতুন সংস্করণের ওপর নির্ভর করেছি। এতে শাইখ শুআইব আরনাউত রহ. ও শাইখ আলবানি রহ.এর তাহকিককে সামনে রেখে বিভিন্ন হাদিসের মান নির্ণয় করা হয়েছে। তবে আমরা হাদিসের মানের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে তাঁদের হুকুম গ্রহণ করিনি। কোথাও হাদিসের ভিন্ন কোনো সনদ পেলে বা

কোনো রাবির ব্যাপারে ভিন্নমত প্রমাণিত হলে কিংবা অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য ইমামের রায়ের বিপরীত কিছু হলে সেক্ষেত্রে আমরা ভালোভাবে যাচাই করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করেছি। তাখরিজের ক্ষেত্রেও আমরা মূল মাসাদির দেখে এতে নতুন সংযোজন, ভুল সংশোধন ও বিভিন্ন পরিবর্তন এনেছি।

কোনো হাদিসের তাখরিজে সহিহ বুখারি বা সহিহ মুসলিমের নাম থাকলে সেটা সুনিশ্চিত 'সহিহ' বা 'হাসান' হওয়ায় সেখানে আমরা নতুন করে আর হাদিসের মান উল্লেখ করিনি। এ দুটি ভিন্ন অন্য কোনো গ্রন্থের হাদিস হলে সেক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে হাদিসের মান উল্লেখ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তবে তাখরিজের ক্ষেত্রে কিছু কিছু হাদিস অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও অন্য কোনো হাদিস-গ্রন্থে না পাওয়ায় এবং নানা কারণে এর কিছু সনদ পরিপূর্ণভাবে যাচাই করার সুযোগ না থাকায় গ্রন্থটিতে থাকা সবগুলো হাদিসের মান আমরা নির্ধারণ করতে পারিনি। যার কারণে এর কিছু কিছু হাদিস মান বর্ণনা ছাড়াই রয়ে গেছে; যদিও অধিকাংশ হাদিসের মান স্পষ্টভাবেই বলে দেওয়া হয়েছে।

এখানে আমাদের একটি বিষয় জানা থাকা দরকার যে, সহিহ ও হাসান হাদিসের দুটি প্রকার আছে। এক. লি-জাতিহি, দুই. লি-গাইরিহি। 'লি-জাতিহি' বলা হয়, যেটা অন্য কোনো হাদিস বা সনদের ওপর নির্ভরশীল হওয়া ব্যতিরেকে সরাসরি সহিহ ও হাসান। আর 'লি-গাইরিহি' বলা হয়, যেটা অন্য কোনো হাদিস বা সনদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে সহিহ ও হাসান। এজন্যই অনেক সময় দেখা যায়, কোনো হাদিসের সনদ দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও হাদিসটি হাসান হয়। এটা মূলত 'হাসান লি-জাতিহি' নয়; বরং এটা 'হাসান লি-গাইরিহি'। যদিও 'লি-জাতিহি' ও 'লি-গাইরিহি' উভয় প্রকার হাদিসই প্রমাণযোগ্য, তথাপি মানের বিবেচনায় এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য আছে। 'লি-জাতিহি' অধিক শক্তিশালী, আর 'লি-গাইরিহি' তুলনামূলক কম শক্তিশালী। প্রামাণ্যতার বিচারে উভয়ের মাঝে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য না থাকায় আমরা এ গ্রন্থে 'সহিহ' ও 'হাসান' পরিভাষা দুটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ 'সহিহ' বলতে 'সহিহ লি-জাতিহি' ও 'লি-গাইরিহি' এবং 'হাসান' বলতে 'হাসান লি-জাতিহি' ও 'লি-গাইরিহি' উভয় প্রকারের যেকোনোটি হতে পারে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কোনো হাদিসের সনদ সহিহ হলেই হাদিস সহিহ হওয়াটা আবশ্যিক নয়। কখনো এমন হয় যে, হাদিসের সনদ তো

সহিহ, কিন্তু হাদিসটি সহিহ নয়। কারণ, সনদ সহিহ হওয়ার জন্য বর্ণনাকারীগণ সবাই বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও সূত্র-পরম্পরা নিরবচ্ছিন্ন হওয়াই যথেষ্ট। তবে হাদিস সহিহ হওয়ার জন্য এর পাশাপাশি আরও দুটি জিনিস থাকা জরুরি। এক. হাদিসটি অন্য কোনো অধিক বিশুদ্ধ হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া। দুই. হাদিসটিতে গোপন কোনো ত্রুটি না থাকা। উলুমুল হাদিসের সাধারণ তালিবুল ইলমরা সনদ সহিহ হওয়ার বিষয়টি নির্ণয় করতে পারলেও হাদিস সহিহ হওয়ার বিষয়টি নির্ণয় করা তাদের সবার পক্ষে সম্ভব নয়। বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসরাই কেবল এটা নির্ণয় করতে পারেন।

হাদিস-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থগুলোতে 'সহিহ' ও 'সনদ সহিহ' উভয় পরিভাষাই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে 'সনদ সহিহ' পরিভাষাটির তুলনায় 'সহিহ' পরিভাষাটি অধিক শক্তিশালী। কেননা, এতে হাদিস সহিহ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চয়তার সাথে বলা হয়। পক্ষান্তরে 'সনদ সহিহ' বলা হলে সেক্ষেত্রে সনদ সহিহ হওয়ার বিষয়ে নিশ্চয়তা পাওয়া গেলেও হাদিস সহিহ হওয়ার বিষয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। তবে বাস্তবতায় দেখা গেছে, হাদিসের সনদ সহিহ হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হাদিসটিও সহিহ হয়ে থাকে। এটা খুবই কম দেখা যায় যে, হাদিসের সনদ সহিহ; অথচ হাদিসটি সহিহ নয়। তাই কোনো হাদিসের ব্যাপারে 'সহিহ' বলা হলে সেটা তো স্পষ্টই সহিহ। আর কোনো হাদিসের ব্যাপারে যদি বলা হয় 'সনদ সহিহ', তাহলে সাধারণভাবে সে হাদিসটিকে আমরা 'সহিহ' বলে ধরে নিতে পারি; যতক্ষণ না এর বিপরীতে অশুদ্ধতার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

হাদিসের মান উল্লেখের ক্ষেত্রে আমরা এ গ্রন্থটির টীকায় মুহাদ্দিসদের বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেছি, যেমন : সহিহ, হাসান, জইফ, মারফু, মাওকুফ, মাকতু ইত্যাদি। এসব পরিভাষা অধিকাংশ লোকেরই অজানা। এগুলোর শাস্ত্রীয় আলোচনা যেহেতু কিছুটা জটিল ও দুর্বোধ্য, তাই শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা দেওয়ার পরিবর্তে এখানে আমরা মোটাদাগে কেবল এগুলোর ব্যাপারে সম্যক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

১. **সহিহ** : যে হাদিসের মান বিশুদ্ধ এবং যার সনদ ও মতনে কোনো ধরনের সমস্যা বা ত্রুটি থাকে না।
২. **হাসান** : যে হাদিসের মান মোটামুটি বিশুদ্ধ এবং যাতে সামান্য কিছু সমস্যা বা ত্রুটি থাকলেও তা হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করার ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব ফেলে না।

৩. **জইফ** (দুর্বল) : যে হাদিসের সনদ বা সূত্র দুর্বল। সাধারণত বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া বা তার মুখস্তশক্তির দুর্বলতা কিংবা এতে সূত্রবিচ্ছিন্নতাসহ এমন নানা কারণে হাদিস দুর্বল হয়ে থাকে।
৪. **অত্যন্ত** দুর্বল : যে হাদিসের সনদ বা সূত্র অত্যাধিক দুর্বল। সাধারণত বর্ণনাকারী অত্যাধিক ভুলকারী হওয়া বা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়াসহ এ ধরনের নানা কারণে হাদিস অত্যন্ত দুর্বল হয়ে থাকে।
৫. **মাওজু** : হাদিসের নামে জাল বা মিথ্যা বর্ণনাকে মাওজু হাদিস বলা হয়। সাধারণত বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী হওয়া বা হাদিস জালকারী বলে সাব্যস্ত হওয়া কিংবা শরিয়তের স্বীকৃত কোনো মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়াসহ এমন নানা কারণে হাদিস মাওজু বা জাল হয়ে থাকে।
৬. **মারফু** : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী, কর্ম, সমর্থন বা বৈশিষ্ট্যকে মারফু হাদিস বলা হয়।
৭. **মাওকুফ** : সাহাবির কথা বা কাজকে মাওকুফ হাদিস বলা হয়।
৮. **মাকতু** : তাবিয়ির কথা বা কাজকে মাকতু হাদিস বলা হয়।
৯. **ইসরাইলিয়াত** : পূর্বের আসমানি গ্রন্থ, যথা তাওরাত, ইনজিল ইত্যাদিতে পাওয়া কোনো কথা, তথ্য বা ঘটনাকে ইসরাইলিয়াত বলা হয়।
১০. **মুরসাল** : সাহাবির নাম উল্লেখ ব্যতিরেকে সরাসরি তাবিয়ি কর্তৃক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসকে মুরসাল বলা হয়।

হাদিসের মান বুঝতে হলে আমাদের এসব পরিভাষার ব্যাখ্যা ও পরিচিতি জানা থাকা একান্ত জরুরি। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এখানে যদিও পুরোপুরি শাস্ত্রীয় আঙ্গিকে পরিভাষাগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়নি, তথাপি এগুলো বুঝার জন্য এতটুকু আলোচনাই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

বইটির সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমরা হাদিসের বিভিন্ন সনদ ও মতন সামনে রেখে অনুবাদকে যথাসম্ভব নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। হাদিসের অর্থ সহজে বুঝার স্বার্থে কখনো অনুবাদের মাঝে বন্ধনী দিয়ে অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় কথা সংযোজন করে দিয়েছি। হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও আমরা ব্যাখ্যাকারের কথাগুলোকে হাদিসের সাথে যথাসম্ভব সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করেছি।

মনে রাখতে হবে, এখানে বস্তুত হাদিসগুলোই মূল, ব্যাখ্যা তো নিজের বুঝের ভিত্তিতে অতিরিক্ত সংযোজন মাত্র। তাই ব্যাখ্যায় কোনো কমবেশি হলে তা হাদিসের প্রামাণ্যতায় কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলবে না।

বইটিকে নির্ভুল করতে আমরা চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখিনি। এতৎসত্ত্বেও আমাদের ইলমি দুর্বলতা, জাহালাত বা অসতর্কতাবশত কোনো ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কোনো সচেতন পাঠকের নজরে বইয়ের কোনো অসংগতি ধরা পড়লে তা প্রকাশক সমীপে জানানোর বিনীত অনুরোধ রইল। আল্লাহ তাআলা আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন এবং এ বইয়ের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উভয় জাহানে উত্তম বিনিময় দান করুন।

তারেকুজ্জামান
১৫/০৮/২০২০ ইং

অনুবাদকের কথা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُه وَرَسُوْلُه.

সমস্ত প্রশংসা, সম্মান আর মর্যাদা আল্লাহ তাআলার, যিনি এই উম্মতকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দান করেছেন। সমস্ত গুণগান সেই মহান সত্তার, যিনি আমাদেরকে এমন রাসুলের উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন, যাঁর উম্মতের মধ্যে একজন রাসুলও আছেন। যিনি আসমান থেকে নেমে এসে সমস্ত পৃথিবীকে দাজ্জালি ফিতনা থেকে মুক্ত করে জগৎকে আলোকিত করে তুলবেন এবং প্রতিষ্ঠা করবেন নবুওয়াতের আদলে খিলাফাব্যবস্থা।

অসংখ্য দরুদ ও সালাম সেই রাসুলে আরাবির প্রতি, যিনি আমাদেরকে শেষ জমানায় সংঘটিত যাবতীয় ফিতনা সম্পর্কে অবগত করেছেন, এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং সেসময়ের করণীয় বিষয়েও আমাদের সবিস্তরে জানিয়েছেন। যিনি আমাদের সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁর বংশ হতে মাহদির আবির্ভাবের, যার হাত ধরে মুক্তি পাবে মানুষ সকল জুলুম-অনাচার থেকে এবং ফিরে যাবে সবাই ন্যায়-ইনসাফে পূর্ণ নতুন এক বিশ্বের দিকে।

ফিতান

'ফিতান' শব্দটি 'ফিতনা' শব্দের বহুবচন। ফিতনা বলা হয়, যার দ্বারা মানুষের ভাল-মন্দের অবস্থার প্রকাশ ঘটে। তাই ফিতনার অর্থ হচ্ছে, পরীক্ষা, যাচাই-বাছাই। যেমন বলা হয়, فتنت الفضة والذهب অর্থাৎ আমি সোনা ও রূপা যাচাই করলাম। এ অর্থেই পরশ পাথরকে 'ফিতানা' বলা হয়। কেননা, পরশ পাথর দিয়ে সোনার বিশুদ্ধতা যাচাই করা হয়। মোটকথা, 'ফিতনা' শব্দটিতে যাচাইয়ের অর্থ পাওয়া যায়।

ফিতনার আরও কয়েকটি অর্থ রয়েছে। যথা : শিরক, পথভ্রষ্টতা, হত্যা, বাধা প্রদান, ভ্রান্তি, সিদ্ধান্ত, গুনাহ, অসুস্থতা, পরীক্ষা, ক্ষমা, নির্বাচন, শাস্তি, আগুনে দহন, মস্তিস্কে বিভ্রাট ইত্যাদি। ইবনুল আরাবি রহ. বলেন, ফিতনার মূল শাব্দিক অর্থ হলো, পরীক্ষা ও বিপদাপদ। তবে কুফরকেও ফিতনা বলা হয়; কারণ, বিপদাপদের সর্বশেষ গন্তব্য কুফরের দিকেই হয়।

ফিতনার প্রকারসমূহ

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

তোমরা এমন ফিতনা থেকে বেঁচে থাকো, যা বিশেষভাবে তোমাদের মধ্যে যারা জালিম, কেবল তাদের ওপরই আপতিত হবে না। (বরং সবাইকেই তা গ্রাস করে নেবে।) আর জেনে রেখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। (সুরা আল-আনফাল : ২৫)

এ আয়াতের আলোচনায় ইবনুল আরাবি রহ. ফিতনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এ সম্পর্কে তিনটি মত রয়েছে।

প্রথমটি হচ্ছে, ফিতনা অর্থ অপছন্দনীয় ঘৃণ্য বিষয়। সুতরাং মানুষকে এখানে তা করতে নিষেধ করা হচ্ছে। কারণ, এ ফিতনার কারণে আজাব শুধু তাকেই ধরবে না; বরং সবাইকেই তা গ্রাস করবে। যেমনটি ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সম্পদ ও সন্তানাদির ফিতনা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা জেনে রেখো, নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি হলো ফিতনা। যেমনটি বলেছেন, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.।

তৃতীয়টি হচ্ছে, ফিতনা অর্থ এমন সব বিপদাপদ, যা দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হয়। যেমনটি বলেছেন, হাসান বসরি রহ.।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করতে চাই, তা হচ্ছে অসৎ কাজের ব্যাপারে চুপ থাকার ফিতনা অথবা তার ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। উভয়টিই ভয়ংকর রোগ, যা পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা যেসব ঘৃণ্য কাজ করত, তা থেকে তারা একে অপরকে বাধা প্রদান করত না।'

আমাদেরকে ফিতনার বিষয়গুলো চিনিয়েছেন আমাদের প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হাদিসে ফিতনা ও কিয়ামতের বিভিন্ন আলামতের যেসব কথা বর্ণিত হয়েছে, তার কিছু তো অতিবাহিত হয়ে গেছে। যেমন : আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত, রোম-পারস্য বিজয়, আরবের গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি। আরও কিছু চলমান। যেমন : হারজ বা ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, জিনা-ব্যভিচারের প্রসার, আমানতের খিয়ানত, অযোগ্য

লোকদের নেতৃত্ব, অর্ধউলঙ্গ নারীদের চলাফেরা ইত্যাদি। আর কিছু ভবিষ্যতে ঘটবে। যেমন : ফুরাত নদীর পানি শুকিয়ে তাতে স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশ পাওয়া, মাহদির আত্মপ্রকাশ, দাজ্জালের আবির্ভাব, ইসা আ.-এর অবতরণ ইত্যাদি।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আমাদের সমাজে কিছু আলিম আছে, ফিতনা বিষয়ক কোনো গ্রন্থের কথা শুনলেই তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। তারা বলতে শুরু করে, এ কিতাবে তো অনেক দুর্বল হাদিস রয়েছে। তাই এসব হাদিস মানুষের মাঝে প্রচার-প্রসার করা যাবে না। এ ধরনের নানা কথা বলে তারা মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। বস্তুত এরা হয়তো অজ্ঞ নয়তো দুষ্ট। কেননা, একজন আলিম মাত্রই জানেন যে, ফিতনা বিষয়ক হাদিসগুলোর মাঝে সহিহ ও হাসানের তুলনায় দুর্বল হাদিসের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু ঠুনকো এ অজুহাতে আমাদের সালাফ এসব হাদিস সংকলন ও বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকেননি। তাছাড়াও দুর্বল হাদিস হলেই যে তা ফেলে দিতে হবে, এমন কথাও তো কোনো মুহাদ্দিস বলেননি। বরং দুর্বল হাদিস থেকেও অনেক প্রয়োজনীয় ও উপকারী বিষয় অর্জিত হয়। এসব হাদিসের বাস্তবায়ন পুরোপুরি নিশ্চিত না হলেও কমপক্ষে সতর্কতা তো অবলম্বন করা যায়। এমন নানামুখী উপকারের কথা বিবেচনা করেই যুগে যুগে উলামায়ে কিরাম ফিতনা বিষয়ক হাদিসগুলোর সনদের ব্যাপারে শিথিলতা দেখিয়েছেন এবং দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও এসব হাদিস প্রচারের ক্ষেত্রে তারা কোনোরূপ বাধা দেননি।

আজ অন্যদেরকে ফিতনার ব্যাপারে সতর্ক করা তো দূরে থাক, নিজেরাই ফিতনা সম্পর্কে জানার তেমন কোনো গরজ অনুভব করি না। উল্টো কেউ এসব করতে গেলে অজ্ঞতাবশত তাকেই আমরা ফিতনাবাজ বলে গালি দিয়ে থাকি। অথচ ফিতনা সম্পর্কে অজ্ঞতা এটাও যে একটি ফিতনা, সে বিষয়ে আমাদের কোনো খবরও নেই। এভাবেই আমরা আজ বুঝে বা না বুঝে আস্তে আস্তে বিভিন্ন ফিতনায় নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছি।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে ফিতনার ভয়াবহতা ও এর গুরুত্ব অনুধাবন করার তাওফিক দান করুন এবং সে অনুসারে প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফিতনার সকল উৎস থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার সুযোগ করে দিন।

মুফতি মাহদী খান
১০/০৩/২০২০

ফিতনার বিবরণ ও আলোচনা

عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَامًا حَدَّثَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.

[১] বুরাইদ বিন আবি মারইয়াম রহ.র সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে কিয়ামত পর্যন্ত কী কী ঘটবে তার বর্ণনা দিয়েছেন।[১]

নোট : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সময়ে সাহাবায়ে কিরাম রা.-কে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ফিতনা সম্পর্কে বা ভবিষ্যতে পৃথিবীতে কী কী ঘটবে তার বর্ণনা দিতেন। তাদেরকে আগত সমস্যা, যা তিনি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে জানতে পারতেন, তার আলোচনা করতেন। কিন্তু আজ সমাজে আমরা যারা সর্বসাধারণ আছি, তারা এ বিষয়টি থেকে বঞ্চিত। সমাজের উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে জনসম্মুখে বা ঘরোয়া কোথাও তেমন একটা আলোচনা করেন না বললেই চলে। আর যদি কেউ করেন তবে অন্যরা বিষয়টিকে এভাবে উড়িয়ে দেন যে, এসব বিষয় এখন আলোচনা করার সময় নয়; এগুলো আরও শত শত বছর পরে ঘটবে! কেউ কেউ বলেন, এ সম্পর্কীয় হাদিসগুলো সব দুর্বল; তাই এসব আলোচনা করে বা এ জাতীয় হাদিস বর্ণনা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কোনো অর্থ হয় না। আবার তারা এ বিষয়ে সহিহ হাদিসে কী আছে, সেটাও কিন্তু বলতে চান না। কারণ, তা বর্তমান সমাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিছু দ্বীনদার ছাড়া অধিকাংশ মানুষও আজ এসব বিষয়ে ততটা আগ্রহী নয়। উলামায়ে কিরাম, যারা নিজেদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তরসূরি হিসেবে ভাবেন, তাদের উচিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতো মিম্বারে দাঁড়িয়ে উম্মাহকে জানিয়ে দেওয়া যে, তাদের সামনে কী ভয়াবহ বিপর্যয় অপেক্ষা করছে। ওয়ারিসে নবি হিসেবে এ দায়িত্ব তো আলিম-উলামার ওপরেই বর্তায়। তাই হক্কানি আলিমদের এসব বিষয়ে সাধারণ উম্মাহকে সতর্ক করা একান্ত কর্তব্য।

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلا حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ.

---

[১] সহিহ। আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ১৯/২৭৫ (৬০৩)

[২] হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সময় থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত কী কী ঘটবে—সবই বর্ণনা করলেন। যে তা সংরক্ষণ করার সংরক্ষণ করল, আর যে ভুলে যাওয়ার সে ভুলে গেল।[২]

عَنِ أَبِي عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ : لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلا بَلاءٌ وَفِتْنَةٌ، فَأَعِدُّوا لِلْبَلاءِ صَبْرًا.

[৩] আবু আবদি রাব্বিহ রহ. বলেন, আমি মুআবিয়া রা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, দুনিয়ার মাঝে বিপদাপদ আর ফিতনা ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। সুতরাং তোমরা সে বিপদাপদের জন্য ধৈর্যের প্রস্তুতি গ্রহণ করো।[৩]

নোট : একটু লক্ষ করে দেখুন, বর্তমানে আমরা এমন এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি, যখন বিপদ একটি ছাড়ে তো আরেকটি আসে; অথচ এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় কী, তা আমাদের অধিকাংশেরই জানা নেই। আগের আলোচনাতে আমরা বলে এসেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে সাহাবায়ে কিরাম রা.কে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে কী হবে, তা বলে দিতেন এবং তখন মুমিনের করণীয় কী, সেটাও বাতলে দিতেন—আমরা আজ সে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। এমন বিপদে মুমিনের ধৈর্যের মানসিকতা রাখতে হবে এবং নিজেকে ধৈর্যের গুণে গুণান্বিত করতে হবে, এ ব্যাপারে আজ আমরা বেশিরভাগ মানুষই কিছু জানি না। বিপদে পড়ে আমরা মুখে কখন যে কী বলে ফেলি নিজেরাও বুঝে উঠতে পারি না। এতে অনেক সময় আমাদের ইমানই হুমকির মুখে পড়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তাঁর ইমানদার বান্দাদের ডেকে বলেন—'হে ইমানদারগণ, তোমরা (বিপদে) সালাত ও ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করো।' পৃথিবীতে আজ ফিতনার যে সয়লাব চলছে, যদি আল্লাহ তাআলার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ না থাকে, তাহলে ইমান রক্ষা করা অসম্ভব। তাই আমাদের সালাত ও সবরের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ইমান রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করতে হবে এবং খুঁজে খুঁজে দ্বীনের সঠিক বিষয়গুলো জেনে সে অনুসারে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ أَوْ قَالَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى زَوَى لِيَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا،

---

[২] সহিহুল বুখারি : ৬৬০৪; সহিহু মুসলিম : ২৮৯১

[৩] সহিহ। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৩৫

وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَلا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَلا يُسَلِّطَ عَلَيْهَا عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لا يُرَدُّ، وَإِنِّي لا أُهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَلا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا، أَوْ قَالَ : مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا، وَيَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وَقَعَ فِي أُمَّتِي السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

[৪] সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমার জন্য দুনিয়াকে সংকুচিত করে দিয়েছেন, যার কারণে আমি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত ও পশ্চিমপ্রান্তের সব দেখে নিয়েছি। আমার উম্মতের রাজত্ব সে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে, যতদূর দুনিয়াকে আমার সামনে সংকুচিত করে দেওয়া হয়েছিল। আর আমাকে দুটি ধনভান্ডার প্রদান করা হয়েছে—একটি লাল, আরেকটি সাদা। আমি আমার রবের কাছে আমার উম্মতের জন্য আবেদন করলাম, তিনি যেন তাদেরকে নিরঙ্কুশভাবে ধ্বংস করে না দেন এবং তাদের ওপর নিজেরা ব্যতীত অন্য কোনো শত্রুকে চাপিয়ে না দেন। যারা তাদের মর্যাদাবানের মর্যাদাহানীকে বৈধ মনে করবে। আমার রব আমাকে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ, আমি যখন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তখন তা আর পরিবর্তিত হওয়ার নয়। আর তা হচ্ছে, আমি তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস করব না এবং তাদের ওপর নিজেদের ব্যতীত ভিন্ন কোনো শত্রুও চাপিয়ে দেবো না, যারা তাদের সম্মানিতদের সম্মানহানীকে বৈধ মনে করবে; যদিও ভূখণ্ডের সবাই (সকল কাফির) একত্রও হয়, যতক্ষণ না তারা (মুসলমানেরা) নিজেরা নিজেদের বন্দী করে এবং তাদেরই একজন অপরজনকে হত্যা করতে শুরু করে।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি আমার উম্মতের জন্য পথভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করছি। আমার উম্মতের মাঝে যদি একবার তলোয়ার উত্তোলন হয়ে যায়, তবে কিয়ামত পর্যন্ত আর তা অবনমিত হবে না।[৪]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي بَنِي مُعَاوِيَةَ وَهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الأَنْصَارِ، فَقَالَ لِي : هَلْ تَدْرِي أَيْنَ صَلَّى

[৪] সহিহু মুসলিম : ২৮৮৯; সুনানুত তিরমিজি : ২১৭৬

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِكُمْ هَذَا؟ قُلْتُ : نَعَمْ، فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْهُ، فَقَالَ : هَلْ تَدْرِي مَا الثَّلَاثُ الَّتِي دَعَا بِهِنَّ فِيهِ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ، فَقَالَ : أَخْبِرْنِي بِهِنَّ، فَقُلْتُ : دَعَا بِأَنْ لا يَظْهَرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلا يُهْلِكَهُمْ بِالسِّنِينَ فَأُعْطِيَهُمَا، وَدَعَا أَلا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، فَمُنِعَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : صَدَقْتَ، فَلَنْ يَزَالَ الْهَرْجُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

[৫] আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন জাবির বিন আতিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. আনসারদের একটি গ্রাম বনি মুআবিয়াতে আমাদের কাছে আগমন করলেন। তিনি এসে আমাকে বললেন, তুমি কি বলতে পারো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের এ মসজিদের কোথায় সালাত আদায় করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি তাকে এক দিকে ইঙ্গিত করে দেখালাম। তিনি বললেন, তুমি কি বলতে পারো, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে কোন তিনটি বিষয়ের দুআ করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, জানি। তিনি আমাকে বললেন, আমাকে বিষয়গুলো জানাও। আমি তাকে বললাম, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করেছেন, 'তাদের ওপর তিনি যেন তাদের নিজেদের ব্যতীত অন্য কোনো শত্রুকে চাপিয়ে না দেন এবং তাদেরকে যেন দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস করে না দেন।' এ দুটি বিষয়ই তাঁকে দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ তাঁর দুআ কবুল করা হয়েছে।) আর তিনি আরেকটি বিষয়ে দুআ করেছেন যে, তাদের নিজেদের মাঝে যেন সংঘাতে না জড়ায়, কিন্তু এটা তাঁকে দেওয়া হয়নি (অর্থাৎ তাঁর এ দুআটি কবুল করা হয়নি)। আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. বললেন, তুমি সত্য বলেছ। সুতরাং (নিজেদের মাঝে) মারামারি ও সংঘাত কিয়ামত পর্যন্ত থেকেই যাবে।[৫]

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى زَوَى لِيَ الأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زَوَى لِي مِنْهَا، وَإِنِّي أُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَلا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَلا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَيُهْلِكَهُمْ بِعَامَّةٍ، وَلا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا، وَلا يُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لا يُرَدُّ، إِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَلا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَلا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَاهُمْ

---

[৫] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ২৩৭৪৯

فَيُهْلِكَهُمْ بِعَامَّةٍ، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَبَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا، وَبَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا، قَالَ : وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنِّي لَأَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ عَلَى أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

[৬] শাদ্দাদ বিন আওস রা. থেকে মারফু সনদে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমার জন্য দুনিয়াকে সংকুচিত করে দিয়েছেন, যার কারণে আমি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত ও পশ্চিমপ্রান্তের সব দেখে নিয়েছি। আমার উম্মতের রাজত্ব সে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে, যতদূর দুনিয়াকে আমার সামনে সংকুচিত করে দেওয়া হয়েছিল। আর আমাকে দুটি ধনভান্ডার দান করা হয়েছে—একটি লাল, অন্যটি সাদা। আমি আমার রবের কাছে আমার উম্মতের জন্য আবেদন করলাম, তিনি যেন তাদেরকে ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস না করেন, তাদের ওপর তিনি যেন এমন শত্রুকে চাপিয়ে না দেন, যারা তাদেরকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করবে, তাদেরকে তিনি যেন দলে দলে বিভক্ত করে না দেন এবং তাদের (মুসলমানদের) একাংশ যেন অপর অংশকে মারামারি ও যুদ্ধের স্বাদ আস্বাদন না করায়। আমার রব আমাকে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ, আমি যখন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তখন তা আর পরিবর্তিত হওয়ার নয়। আমি তোমার উম্মতের জন্য এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, তাদেরকে আমি ব্যাপক দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস করব না এবং তাদের ওপর ভিন্ন শত্রুও চাপিয়ে দেবো না, যারা তাদেরকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করে দেবে; যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের ধ্বংস করবে, একজন অপরজনকে হত্যা করবে এবং একজন অপরজনকে বন্দী বানাবে।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি আমার উম্মতের জন্য পথভ্রষ্ট নেতৃবর্গের ব্যাপারে আশঙ্কা করছি। আমার উম্মতের মাঝে যদি একবার তলোয়ার উত্তোলন হয়ে যায়, তবে কিয়ামত পর্যন্ত তা আর অবনমিত হবে না।[৬]

عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ، حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ : سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ، وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا.

---

[৬] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ২২৩৯৫

[৭] আমির বিন সাদ রহ. তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন মদিনার উঁচু ভূমির দিক থেকে আগমন করলেন। যখন তিনি বনি মুআবিয়ার একটি মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন সেখানে প্রবেশ করে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। এরপর তিনি তাঁর রবের কাছে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দুআ করলেন। এরপর ফিরে বললেন, আমি আমার রবের নিকট তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি। আমাকে দুটি দান করেছেন এবং তৃতীয়টি দান করেননি। আমি আমার রবের কাছে দুআ করলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস না করেন। আমাকে তিনি তা দান করেছেন। এরপর আমি আমার রবের কাছে দুআ করলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে প্লাবন দ্বারা ধ্বংস না করেন। আমাকে তিনি তা দান করেছেন। এরপর আমি আবার তাঁর কাছে দুআ করলাম, তারা পরস্পরে যেন সংঘাতে জড়িয়ে না পড়ে। কিন্তু আমাকে তিনি এটা দান করেননি (অর্থাৎ আমার এ দুআটি কবুল করেননি)।[৭]

ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ : كَانَ خَبَّابُ بْنُ الأَرَتِّ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ وَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا يُحَدِّثُ، أَنَّهُ رَاقَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاةٍ صَلاهَا ﷺ حَتَّى كَانَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ صَلَّيْتَ اللَّيْلَةَ صَلاةً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ نَحْوَهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَجَلْ إِنَّهَا صَلاةُ رَغَبٍ وَرَهَبٍ، سَأَلْتُ رَبِّي فِيهَا ثَلاثَ خِصَالٍ، فَأَعْطَانِي مِنْهُنَّ ثِنْتَيْنِ، وَمَنَعَنِي الثَّالِثَةَ، سَأَلْتُهُ أَنْ لا يُهْلِكَنَا بِمَا يُهْلِكُ الأُمَمَ قَبْلَنَا، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَلا يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُوًّا، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَلا يُلْقِيَ بَيْنَنَا سَيْفًا، فَمَنَعَنِيهَا.

[৮] ইবনে শিহাব জুহরি রহ. বলেন, খাব্বাব বিন আরত রা. ছিলেন বনি জুহরার একজন কৃতদাস—যিনি বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত পড়ছিলেন, আর তিনি তা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এভাবে ফজরের সময় ঘনিয়ে এল। যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম ফেরালেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমার বাবা-মা আপনার জন্য কুরবান হোক! আজ আপনি এমন সালাত আদায় করলেন, যেমনটি আমি ইতিপূর্বে কখনো করতে দেখিনি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, এটা ছিল ভয় ও প্রত্যাশা-মিশ্রিত এক সালাত। আমি এতে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি, যা

---

[৭] সহিহু মুসলিম : ২৮৯০

থেকে তিনি আমাকে দুটি দান করেছেন, কিন্তু তৃতীয়টি দান করেননি। আমি আমার রবের কাছে চাইলাম, তিনি যেসব কারণে পূর্ববর্তী উম্মতকে ধ্বংস করেছেন, সেসব কারণে যেন আমাদেরকে ধ্বংস করে না দেন। তিনি আমাকে তা দান করেছেন। আমি রবের কাছে চাইলাম, তিনি যেন আমাদের ওপর শত্রুপক্ষকে চাপিয়ে না দেন। আমাকে তিনি তা দান করেছেন। এরপর আমি চাইলাম, তিনি যেন আমাদের তলোয়ারকে আমাদের ওপর চাপিয়ে না দেন। কিন্তু এটা আমাকে দান করেননি।[৮]

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ : وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : إِنَّ هَذَا الرِّجْزَ قَدْ وَقَعَ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ، فَقَامَ مُعَاذٌ، فَقَالَ : بَلْ هُوَ شَهَادَةٌ وَرَحْمَةٌ، وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : فَلَمْ أَدْرِ مَا دَعْوَةُ نَبِيِّكَ حَتَّى بَلَغَنِي الْحَدِيثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَلا يَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ، وَلا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا، وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، فَأَبَى عَلَيَّ، فَقُلْتُ : فَحُمَّى إِذًا أَوْ طَاعُونٌ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : فَعَرَفْتُ تَأْوِيلَ دَعْوَةِ نَبِيِّكُمْ.

[৯] আবু কিলাবা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শামে মহামারি দেখা দিলে আমর বিন আস রা. বললেন, নিশ্চয়ই (এখানে) এই (মহামারির) শাস্তি এসেছে; অতএব তোমরা এ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও। মুআজ রা. দাঁড়িয়ে বললেন, এটা তো শাহাদাত, রহমতের বিষয় এবং এটি তোমাদেরই নবির একটি দুআ। আবু কিলাবা রহ. বললেন, আমার জানা ছিল না, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী দুআ করেছিলেন। পরে আমার কাছে তো হাদিস পৌঁছেছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আমার রবের কাছে প্রার্থনা করেছি, তিনি যেন আমার উম্মতকে কোনো ভ্রান্তির ওপর একত্র না করেন, তাদেরকে দলে দলে বিভক্ত না করেন এবং তাদের (মুসলমানদের) একাংশ যেন অপর অংশকে মারামারি ও যুদ্ধের স্বাদ আস্বাদন না করায়। কিন্তু আমার রব এ (শেষোক্ত) দুআটি কবুল করলেন না। তখন আমি বললাম, (এটা যদি না দেন) তাহলে (তাদের মধ্যে) জ্বর কিংবা মহামারি দিন (যেন আখিরাতে এর বিনিময়ে তাদের গুনাহ ও ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করা হয়)। আবু কিলাবা রহ. বলেন, তখন আমি তোমাদের নবির দুআর ব্যাখ্যাটি বুঝতে পারলাম।[৯]

---

[৮] সহিহ। সুনানুন নাসায়ি : ১৬৩৮; মুসনাদু আহমাদ : ২১০৫৩

[৯] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ১৭৭৫৩, ১৭৭৫৪, ১৭৭৫৫

নোট : হাদিসে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস করব না এবং তাদের ওপর ভিন্ন শত্রুও চাপিয়ে দেবো না, যারা তাদের ওপর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে; যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করে বেড়াবে, একজন অপরজনকে হত্যা করবে এবং একজন অপরজনকে বন্দী করবে।

এর বাস্তবতা কি আজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে? আজ আমাদের মধ্যে সেসব বৈশিষ্ট্য চলে এসেছে, যার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশঙ্কা করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, আজ নামধারী মুসলমানই অপর মুসলমানকে হত্যা করছে কিংবা বন্দী করছে। কাফিরদের পরামর্শ ও ইঙ্গিতে মুসলিমদেশের কারাগারগুলো নিরাপরাধ ও প্রকৃত দ্বীনদার মুসলমান দিয়ে পূর্ণ করে ফেলা হচ্ছে। যারা কুফুরি দুনিয়ার চক্ষুশূল তাদেরকে বন্দী করে কাফিরদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। মুসলিম নারীরাও তা থেকে বাদ যাচ্ছে না। পথভ্রষ্ট মুরতাদ শাসকেরা নিজেদের ক্ষমতাকে রক্ষা করতে নিজের মুসলিম নারী বোনদেরও খ্রিষ্টান শাসকদের হাতে তুলে দিচ্ছে। আর হত্যা তো নিত্যদিনের ঘটনা। আত্মীয়স্বজনদের মাঝে দ্বন্দ্ব। সমাজে সমাজে ঝগড়া। রাষ্ট্রে একদলের সঙ্গে আরেকদলের বিবাদ। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো একটি আরেকটির প্রতিপক্ষ। বিপরীতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুশমনেরা আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু! আর এদিকে নিজেরা একে অপরের চরম শত্রু!! এসবের মূলে রয়েছে বর্তমানে নামধারী মুসলিম দেশগুলোর পথভ্রষ্ট নেতৃবর্গ।

সর্বগ্রাসী ব্যাপক ফিতনা

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي.

[১০] আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার পরে (তোমাদের ওপর অন্যদের) অগ্রাধিকার দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সঙ্গে মিলিত হওয়া (অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু হওয়া) পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ কোরো।[১০]

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا وَمَا تَسْتَعْمِلُنِي، فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

[১১] উসাইদ বিন হুজাইর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, আপনি অমুককে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিলেন; অথচ আমাকে দিলেন না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা আমার পরে (তোমাদের ওপর অন্যদের) অগ্রাধিকার দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সঙ্গে হাওজে কাওসারে মিলিত হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ কোরো।[১১]

حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: لَقَدْ حَذَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِتْنَةً لَمْ نَرَ أَنَّا نَخْلُفُ لَهَا، ثُمَّ قَرَأَ: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فَقَرَأْنَاهَا زَمَانًا، فَإِذَا نَحْنُ الْمَعْنِيُّونَ بِهَا، قَالَ: فَحَيْثُ كَانَ هَكَذَا فَلِمَ خَرَجْتُمْ؟ قَالَ: وَيْحَكَ، نَحْنُ نَعْلَمُ وَلَكِنْ لَا نَصْبِرُ.

[১২] জুবাইর বিন আওয়াম রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এমন ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, আমরা ভাবিনি যে, আমরাই তার (অর্থাৎ সে ফিতনার) উত্তরাধিকারী হব। এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : 'তোমরা এমন ফিতনার ভয় করো, যা কেবল তোমাদের জালিমদেরকেই গ্রাস করবে না।' [সুরা আল-আনফাল : ২৫] আমরা দীর্ঘ সময় আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি। কিন্তু এখন দেখছি এ আয়াতে

---

[১০] সহিহুল বুখারি : ৩১৬৩, ৩৭৯৪

[১১] সহিহুল বুখারি : ৩৭৯২, ৭০৫৭; সহিহু মুসলিম : ১৮৪৫

আমাদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। বর্ণনাকারী বললেন, ঘটনা যখন এমনই, তখন আপনারা (মুসলমানেরা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য) বের হলেন কেন? তিনি বললেন, তোমার নাশ হোক! আমরা জানি, কিন্তু ধৈর্য ধারণ করি না।[১২]

عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ : وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، قَالَ : تُصِيبُ الصَّالِحَ وَالظَّالِمَ عَامَّةً.

[১৩] জাহহাক রহ. থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার বাণী : 'তোমরা এমন ফিতনার ভয় করো, যা কেবল তোমাদের জালিমদেরকেই গ্রাস করবে না।' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, নেককার-বদকার সবাইকেই তা ব্যাপকভাবে গ্রাস করবে।[১৩]

নোট : এসব হাদিসে স্বার্থপরতা ও স্বজনপ্রীতির কথা বলা হচ্ছে। যে অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে আজ ধ্বংস আমাদের কাউকেই ছাড় দিচ্ছে না। এর ক্ষতির স্বীকার হচ্ছি আমরা সবাই। স্বজনপ্রীতি আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে গেছে। সর্বসাধারণের কথা বাদ দিলেও দ্বীনি প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় কাজকর্ম ও এর সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ পর্যন্ত এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে তো পারছেন না; বরং এসব স্থানের অবস্থা আরও ভয়াবহ। কাছের লোকদেরকে নিয়োগ প্রদান এবং পছন্দের লোকদেরকে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। অন্যদের অন্যায়ের বিচার হলেও নিজের লোকেদের অন্যায়ের কোনো জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত হয় না। আইনের শাসন আছে, মুখে কথা আছে, তবে সম্পর্ক না থাকলে পদোন্নতি হয় না। বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিজের লোকেরা পেলেও অন্যদের এসব কিছুই থাকে না। এভাবেই সব জায়গায় চলছে দুর্নীতি আর স্বজনপ্রীতির কারবার।

---

[১২] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ১৪৩৮

[১৩] মাকতু।

দলে দলে বিভক্তি ও পারস্পরিক বিবাদ

عَنْ عَمْرٍو، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ. فَلَمَّا نَزَلَتْ : أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَاتَانِ أَهْوَنُ، أَوْ هَاتَانِ أَيْسَرُ.

[১৪] আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা.-কে বলতে শুনেছি, যখন এই আয়াত নাজিল হয় : 'আপনি বলুন, তোমাদের উপরের দিক থেকে বা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে তোমাদের ওপর শাস্তি পাঠাতে তিনি সক্ষম।' [সুরা আল-আনআম : ৬৫] তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর কাছে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর যখন আয়াতের এ অংশটি অবতীর্ণ হলো : 'অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত করতে এবং একদলকে আরেক দলের শক্তিমত্তার স্বাদ আস্বাদন করাতে তিনি সক্ষম।' [সুরা আল-আনআম : ৬৫] তখন তিনি বললেন, এ দুটি তুলনামূলকভাবে সহজ।[১৪]

---

[১৪] সহিহুল বুখারি : ৪৬২৮, ৭৩১৩, ৭৪০৬

ফিতনা, ধ্বংসযজ্ঞ, ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও দ্বীনের বিপর্যয়

عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ، تُرْسَلُ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ إِرْسَالَ الْقَطْرِ.

[১৫] হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! তোমাদের ওপর ফিতনা এমনভাবে প্রেরণ করা হবে, যেভাবে বৃষ্টির ফোঁটা বর্ষিত হয়।[১৫]

নোট : বৃষ্টির ফোঁটার যেমন কোনো ধারাবাহিকতা থাকে না, কোনটি আগে আর কোনটি পরের; বরং এলোমেলোভাবে পড়তে থাকে, ফিতনাও ঠিক তেমনিভাবে এদিক-সেদিক থেকে লাগাতার আসতে থাকবে। বৃষ্টিতে পড়া একজন মানুষ বুঝতে পারে না, কোন ফোঁটাটি ডান থেকে এসে গায়ে পড়ল, আর কোনটি বাম থেকে, কোনটি নাকে পড়ল, আর কোনটি চোখে, তেমনিভাবে মানুষের মাঝেও এত ফিতনা আসতে থাকবে যে, মানুষ বুঝতেই পারবে না, কোন ফিতনা তাকে কোনদিক থেকে আঘাত করছে বা তার কী ক্ষতি করছে।

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ : أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ : هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟، قَالُوا : لَا، قَالَ : فَإِنِّي أَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ.

[১৬] উসামা বিন জাইদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার উঁচু একটি জায়গায় তাশরিফ রাখলেন। তারপর তিনি বললেন, আমি যা দেখি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ? উপস্থিত সবাই বলল, না। তিনি বললেন, আমি সেসব ফিতনা অবলোকন করতে পারছি, যা তোমাদের ঘরগুলোর মাঝে বৃষ্টি বর্ষণের ন্যায় পতিত হতে থাকবে।[১৬]

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : تَعَوَّدُوا الصَّبْرَ، فَيُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ بِكُمُ الْبَلَاءُ، مَعَ أَنَّهُ لَا يُصِيبَنَّكُمْ أَشَدَّ مِمَّا أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

---

[১৫] সনদ অত্যন্ত দুর্বল। তবে এটার সমর্থনে অনেক সহিহ হাদিস আছে। মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ১৫/৪৩

[১৬] সহিহুল বুখারি : ১৮৭৮, ২৪৬৮, ৩৫৯৭, ৭০৬০; সহিহু মুসলিম : ২৮৮৫

[১৭] হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা সবর ও ধৈর্যের চর্চায় অভ্যস্ত হও। অচিরেই তোমাদের ওপর পরীক্ষা ও বিপদ আপতিত হবে। অথচ তা এমন কোনো কঠিন বিপদ হবে না, যাতে আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে থাকাকালেই আক্রান্ত হয়েছি।[১৭]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ وَمَا نَعْلَمُ فِي أَيِّ شَيْءٍ نَزَلَتْ : ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، قُلْنَا : مَنْ نُخَاصِمُ وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ خُصُومَةٌ، فَمَنْ نُخَاصِمُ؟ حَتَّى وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ : هَذَا الَّذِي وَعَدَنَا رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ أَنْ نَخْتَصِمَ فِيهِ.

[১৮] আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর বাণী : 'তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের রবের সম্মুখে বিবাদে লিপ্ত হবে।' [সুরা জুমার : ৩১] এই আয়াতটি নাজিল হলে আমরা বুঝতে পারছিলাম না, কী বিষয়ে আয়াতটি নাজিল হলো। আমরা বলছিলাম, কাদের সঙ্গে আমরা বিবাদে লিপ্ত হব? অথচ আমাদের ও আহলে কিতাবিদের মাঝে তো কোনো প্রকারের বিবাদ নেই! তাহলে বিবাদ কার সঙ্গে করব? এমনকি ফিতনা (উসমান রা.-এর শহিদ হওয়ার ঘটনা) এসে পড়ল। ইবনে উমর বলেন, এটা হচ্ছে সেই ওয়াদা, যা আমাদের রব করেছেন যে, আমরা বিবাদে জড়িয়ে পড়ব।[১৮]

নোট : বিবাদ তাঁদের সময়ে যা হয়েছিল, তাকেই তাঁরা বিবাদ বলছেন। তাঁরা তা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তা স্বীকারও করছেন। আর আজ আমরা সেই বিবাদে এমনভাবে জড়িত, যা বোঝার মতো ক্ষমতাও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। প্রত্যেকেই নিজেকে সঠিক মনে করছি। এমনকি অন্যায়ভাবে বিবাদ করে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করাকেই বৈধ ভাবছি। তাই বিবাদ আজ কাফিরদের সঙ্গে নয়, বিবাদ আজ আমরা নিজেরা নিজেদের সঙ্গেই করে চলছি; অথচ তা বুঝতেও পারছি না।

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، يُصْلِحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنْ أُمَّتِي، يَحْقِنُ اللَّهُ دِمَاءَهُمْ بِهِ.

[১৯] আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান বিন আলি রহ. সম্পর্কে বললেন, আমার এই সন্তানটি এমন একজন নেতা, যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের দু'পক্ষের মাঝে সন্ধির

---

[১৭] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

[১৮] সহিহ। আস-সুনানুল কুবরা, নাসায়ি : ১১৩৮৩

ব্যবস্থা করবেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদের রক্ত প্রবাহ থেকে রক্ষা করবেন।[১৯]

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَلْحَمَةِ فِتَنٌ يَمُوتُ فِيهَا قَلْبُ الرَّجُلِ كَمَا يَمُوتُ بَدَنُهُ

[২০] হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মালহামা বা রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধের সময় এমন সব ফিতনা সংঘটিত হবে, যে সময় মানুষের অন্তরগুলো মরে যাবে, যেভাবে তাদের শরীর মরে যায়।[২০]

নোট : মানুষের অন্তর যখন মরে যায়, তখন তার আত্মমর্যাদা বলতে কোনো জিনিস থাকে না। সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। বর্তমানে আমরা ঠিক তেমনটাই দেখতে পাচ্ছি। মানুষের অন্তর বলে কোনো জিনিস আছে, এখন সেটা আর অনুভূতই হয় না। একজন পুরুষের সামনে যখন তার স্ত্রী অপর পুরুষের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করে, রসিকতা-মজাক করে, নিজের পৌরষে তা কতটুকু ঘা দেয়? আমাদের দ্বীন ও ইমান আজ ধ্বংস হয়ে চলছে; অথচ আমরা নির্বিকার, যেন আমাদের কোনো করণীয় নেই। আমি যে রবের ইবাদত করি, তিনি যে আমাকে কোনো দায়িত্ব দিয়েছেন, তা বোঝার মতো অন্তর কি আমাদের আছে? মৃতের শরীরে যেমন অনুভূতি জাগ্রত হয় না, আমাদের অন্তরেও ঠিক সেভাবে কোনো ওয়াজ-নসিহত বা কোনো আদেশ-নিষেধ প্রভাব ফেলে না। আর এভাবেই আমাদের অন্তরগুলো সব মারা যাচ্ছে।

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ هَرْجًا، قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ؟ وَنَرَى أَنَّهُ قَالَ: الْكَذِبُ، قَالَ: الْقَتْلُ. قَالُوا: وَمَا يَكْفِينَا أَنْ نَقْتُلَ كُلَّ عَامٍ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ قَتْلُكُمْ أَنْفُسَكُمْ، قَالُوا: وَمَا عُقُولُنَا؟ قَالَ: إِنَّهُ تُخْتَلَسُ عَامَّةُ عُقُولِ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَسَيُؤَخَّرُ لَهَا هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَمَا أُرَاهَا إِلَّا سَتُدْرِكُنِي وَإِيَّاكُمْ، وَمَا أَعْلَمُ الْمَخْرَجَ لِي وَلَكُمْ مِنْهَا فِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا

---

[১৯] এর সনদ খুবই দুর্বল। তবে তার মতন (ভাষ্য) সহিহ। আবু বাকরা রা.-এর হাদিসে এর সমর্থন রয়েছে। দেখুন, সহিহুল বুখারি : ২৭০৪, ৩৬২৯, ৩৭৪৬, ৭১০৯

[২০] দুর্বল, মুরসাল।

ﷺ إِلا أَنْ نَخْرُجَ مِنْهَا كَيَوْمِ دَخَلْنَا فِيهَا، قَالَ الْحَسَنُ : مَا الْخُرُوجُ مِنْهَا كَيَوْمِ دَخَلُوا فِيهَا إِلا السَّلَامَةُ، فَسَلِمَتْ قُلُوبُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ.

[২১] আবু মুসা আশআরি রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে ব্যাপক হারজ দেখা দেবে। সাহাবায়ে কিরাম রা. প্রশ্ন করলেন, হারজ কী জিনিস? (বর্ণনাকারী বলেন,) আমরা ভাবছি, তিনি বলেছেন, তা হচ্ছে মিথ্যা। কিন্তু তিনি বললেন, তা হচ্ছে হত্যাকাণ্ড। তাঁরা বললেন, এটা কি যথেষ্ট নয় যে, আমরা প্রতি বছরই অসংখ্য মুশরিকদের হত্যা করছি? তিনি বললেন, এটা তা নয়; বরং তা হচ্ছে, তোমরা নিজেরাই নিজেদের হত্যা করবে। তাঁরা বললেন, তখন আমাদের বিবেক-বুদ্ধির কী হবে? (অর্থাৎ বিবেকে কি এটা বাঁধা দেবে না?) তিনি বললেন, সে সময়ের অধিকাংশ লোকের বুদ্ধি-বিবেক তুলে নেওয়া হবে। নির্বোধ প্রকৃতির লোক ব্যতীত তেমন কেউ থাকবে না—যারা নিজেদেরকে সঠিক ভাবতে থাকবে। বর্ণনাকারী আবু মুসা আশআরি রা. বলেন, আমার ধারণা হয়, সত্বরই এ ফিতনা আমাকে ও তোমাদেরকে পেয়ে বসবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এ ফিতনার ব্যাপারে) আমাদের যেভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাতে এ থেকে আমার ও তোমাদের নিস্তারের কোনো উপায় দেখছি না। তবে যে পথে আমরা তাতে প্রবেশ করেছি, সে পথ দিয়েই বের হওয়ার সুযোগ আছে। হাসান রহ. বলেন, প্রবেশের দিন যেভাবে প্রবেশ করা হয়েছে, সেভাবেই সেখান থেকে বের হওয়ার অর্থ হচ্ছে, বিরত বা নিরাপদ দূরত্বে থাকা। তাহলে তাদের অন্তর (ইমান), হাত (কর্ম) ও মুখ (কথা) নিরাপদ থাকবে।[২১]

নোট : হাদিসের কথাগুলো গভীরভাবে অবলোকন করুন, এখানে যা বলা হয়েছে তা বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা, ভেবে দেখুন! হত্যাযজ্ঞ তো চলছেই। এ বিষয়ে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। আর বর্তমানের অধিকাংশ মানুষেরই বুদ্ধি-বিবেক লোপ পেতে শুরু করেছে। এখনো যে দু'চারজন বুঝমান ও বিবেকবান আছেন, সমাজে তাদের যে অবস্থান একেবারেই দুর্বল। তারা আমাদের মাঝে থাকলেও না থাকার মতোই। এ সঙ্গীন মুহূর্তে নিরাপদ থাকার উপায় একটিই, আর তা হলো সবকিছু থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা। সব ক্ষেত্রে, প্রতিটি ইস্যুতে নিজেকে উপস্থাপন করার মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে, নইলে বিভিন্ন ফিতনায় এমনভাবে আটকে যেতে হবে, যা থেকে আর নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় থাকবে না।

---

[২১] সহিহ। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৯৫৯

عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : سَتَكُونُ فِتَنٌ لا يَسْتَطِيعُ الْمُؤْمِنُ أَنْ يُغَيِّرَ فِيهَا بِيَدٍ وَلا بِلِسَانٍ، قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَفِيهِمْ يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنٌ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : وَكَيْفَ بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ : يَكْرَهُونَها بِقُلُوبِهِمْ. قَالَ : فَهَلْ يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ إِيمَانِهِمْ شَيْئًا؟، قَالَ : لا، إِلا كَمَا يُنْقِصُ الْقَطْرُ مِنَ الصَّفَاءِ.

[২২] উমাইর বিন হানি রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অচিরেই এমন ফিতনা সংঘটিত হবে, যখন মুমিন ব্যক্তি তার হাত ও মুখ দিয়ে (অন্যায় কাজ) বাধা দিতে সক্ষম হবে না। এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, সে সময় কি তাদের মধ্যে মুমিন ব্যক্তি থাকবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বলল, তা কীভাবে সম্ভব, হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, মুমিনরা তাদের অন্তর দ্বারা তা ঘৃণা করবে। লোকটি বলল, তাতে কি তাদের ইমানে কোনো ঘাটতি আসবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, তবে বৃষ্টির কারণে পানির পরিচ্ছন্নতায় যতটুকু ঘাটতি আসে, ততটুকু।[২২]

নোট : হাদিস থেকে বোঝা গেল, ফিতনার সময়ে মানুষ পরিপূর্ণ ইমানের ওপর অটল থাকতে পারবে না। সেজন্য তারা হাত বা মুখ দিয়ে কোনো মন্দ কাজে বাধা দিতে পারবে না। তবে ইমানের সর্বশেষ স্তর অন্তর দিয়ে ঘৃণা করার বিষয়টি বাকি থাকবে। সাহাবায়ে কিরাম রা. ইমানের এ স্তরকে হালকা মনে করে সে সময়ে কি মুমিন থাকা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বোঝালেন যে, সে সময়ের প্রেক্ষাপটে এতটুকু ইমানই যথেষ্ট হবে। তবে হ্যাঁ, এতে কিছুটা কমতি থাকলেও সেটা না থাকার মতোই। পরিষ্কার পানিতে বৃষ্টির ফোঁটা পড়লে যেভাবে পানি কিছুটা ঘোলা দেখায়, কিন্তু তা নষ্ট হয়ে যায় না, ঠিক সেভাবে ফিতনার সময়ে ইমানের দুর্বল স্তর বাহ্যত দুর্বল ও হালকা মনে হলেও সেটাই সে সময়ের জন্য যথেষ্ট ও কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

---

[২২] দুর্বল, মুরসাল।

ফিতনার আধিক্য ও তার মন্দ পরিণতি

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ، وَلا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ، فَقِيلَ : كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ : الْهَرْجُ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبَانَ، قَالَ : هُوَ يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، لَمْ يَذْكُرِ الأَسْلَمِيَّ.

[২৩] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, দুনিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত শেষ হবে না, যতক্ষণ না মানুষের ওপর এমন সময় আসবে, যখন হত্যাকারী জানবে না, সে কেন হত্যা করছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানবে না, তাকে কেন হত্যা করা হচ্ছে। প্রশ্ন করা হলো, তা কীভাবে সম্ভব? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হারজ বা ব্যাপক হত্যাকাণ্ড। (অর্থাৎ ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার কারণেই এমনটি হবে।) আর হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামে যাবে।[২৩]

নোট : বর্তমান সমাজের হত্যাকাণ্ডগুলো একটু পর্যবেক্ষণ করুন। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখুন, সব বুঝে আসবে। হত্যাকাণ্ডের পর শুধু এতটুকুই বলা হচ্ছে, পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে হয়ে থাকতে পারে বা পূর্ববিরোধের জেরে হয়েছে কিংবা জমিজমা নিয়ে ঝগড়া ছিল, ব্যস! কিন্তু মূল কারণটি অধরাই থেকে গেল।

হাদিসে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামে যাবে বলা হয়েছে। হত্যাকারী জাহান্নামে যাওয়ার বিষয়টি তো স্পষ্ট, কিন্তু নিহত ব্যক্তি জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হলো সেও হত্যাকারীকে হত্যা করতে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু তার ওপর অন্যজন জয়ী হয়ে গেছে। আর এই মানসিকতার কারণেই সে গুনাহগার হবে এবং এর কারণে হত্যাকারীর মতো তাকেও জাহান্নামে যেতে হবে। অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদিসে এ ব্যাখ্যাটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، قَالَ : كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْحَيِّ يَتَخَطَّوْنَ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَقُولُ : إِنَّكُمْ تَتَخَطَّونِي إِلَى

---

[২৩] সহিহ মুসলিম : ২৯০৮

رِجَالٍ مَا كَانُوا أَحْضَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَوْعَى لِحَدِيثِهِ مِنِّي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ.

[২৪] হুমাইদ বিন হিলাল রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গ্রামের কিছু লোক হিশাম বিন আমির রা.-এর পাশ দিয়ে ইমরান বিন হুসাইন রা.-সহ আরও কয়েকজন সাহাবির কাছে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি (হিশাম বিন আমির রা.) বললেন, তোমরা আমার পাশ দিয়ে এমন ব্যক্তিদের কাছে যাচ্ছ, যারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আমার চেয়ে বেশি উপস্থিত হননি এবং আমার চেয়ে তাঁর হাদিসও বেশি সংরক্ষণ করেননি। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আদম আলাইহিস সালাম-এর সৃষ্টি থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে বড় কোনো ফিতনা নেই।[২৪]

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَلَاثَةِ رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ، مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ، قَالَ : كُنَّا نَمُرُّ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَتُجَاوِزُونَنِي إِلَى رِجَالٍ مَا كَانُوا أَحْضَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي، وَلَا بِأَعْلَمَ بِأَحَادِيثِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ فِتْنَةٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ، قَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ وَمَشَى فِي الْأَسْوَاقِ.

[২৫] হুমাইদ বিন হিলাল রহ. তাঁর সম্প্রদায়ের তিনজন থেকে বর্ণনা করেছেন, যাদের মধ্যে আবু কাতাদা রহ.ও রয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা হিশাম বিন আমির রা.-এর পাশ দিয়ে ইমরান বিন হুসাইন রা.-এর কাছে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমাকে অতিক্রম করে এমন ব্যক্তিদের কাছে যাচ্ছ, যারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আমার চেয়ে বেশি উপস্থিত হননি এবং আমার চেয়ে তাঁর হাদিস সম্পর্কেও বেশি অবগত নন। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আদম আলাইহিস সালাম-এর সৃষ্টি থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে বড় কোনো ফিতনা নেই। সে খাবার খাবে এবং বাজার-ঘাটে চলাফেরা করবে।[২৫]

---

[২৪] সহিহু মুসলিম : ২৯৪৬

[২৫] প্রাগুক্ত।

নোট : হাদিসে এমন সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও অনেক নামধারী আলিমের পক্ষ থেকে দাজ্জাল অস্বীকার করার কথা শোনা যাচ্ছে। কেউ বলছে, দাজ্জাল কোনো ব্যক্তি নয়; বরং দাজ্জাল হচ্ছে একটি সভ্যতা। আর তা হচ্ছে বর্তমান ইউরোপ, আমেরিকাসহ পশ্চিমাবিশ্বের সভ্যতা। অথচ হাদিসে স্পষ্ট এসেছে যে, দাজ্জাল খানাপিনা করবে। খানাপিনা কি কোনো সভ্যতা করে, না কোনো ব্যক্তি? অনুরূপ মুসলিম শরিফে বর্ণিত তামিমে দারি রা.-এর ঘটনা পড়ুন! দেখুন তো, তা থেকে কী প্রতীয়মান হয়? দাজ্জাল যদি ব্যক্তি না হয়, তবে সে কোনো ঘরে কীভাবে আবদ্ধ থাকে? শিকল দিয়ে কি কোনো সভ্যতাকে বেঁধে রাখা যায়? ইবনে সাইয়াদকে উমর রা. হত্যা করতে চেয়েছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছিলেন এজন্য যে, যদি সে দাজ্জাল না হয়, তবে তাকে হত্যা করার দরকার নেই। আর যদি সে সত্যিই দাজ্জাল হয়, তবে তাকে হত্যা করতে পারবে না। কেননা, তার মৃত্যু হবে ইসা আলাইহিস সালাম-এর হাতে নিহত হওয়ার মাধ্যমে। তাহলে ইবনে সাইয়াদও কি কোনো সভ্যতা ছিল? আরে ভাই, যদি দাজ্জাল সভ্যতারই নাম হতো, তাহলে তো ইবনে সাইয়াদকে নিয়ে এত ধোঁয়াশা থাকত না; বরং বলে দেওয়া হতো যে, সে দাজ্জাল হতে পারে না। কেননা, দাজ্জাল তো সভ্যতার নাম, সে তো কোনো মানুষ নয়! কিন্তু এমন একটি বর্ণনাও পাওয়া যাবে না, যেখানে এ ধরনের স্পষ্ট বক্তব্য বা কোনো ইঙ্গিত রয়েছে। দাজ্জাল যে দেহবিশিষ্ট একজন ব্যক্তি হবে, সে সম্পর্কিত অনেক হাদিস আছে। সেগুলো পড়লে এ ব্যাপারে আর কোনো সংশয় থাকার কথা নয়।

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : تُعْرَضُ الْفِتْنَةُ عَلَى الْقُلُوبِ، فَأَيُّ قَلْبٍ كَرِهَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ أَمْ لا، فَلْيَنْظُرْ، هَلْ يَرَى شَيْئًا حَلالا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا، أَوْ يَرَى شَيْئًا حَرَامًا كَانَ يَرَاهُ حَلالا.

[২৬] হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অন্তরসমূহের সম্মুখে ফিতনা উপস্থাপন করা হবে। যে অন্তর তা অপছন্দ করবে, তার মধ্যে একটি শুভ্র দাগ পড়ে যাবে। আর যে অন্তর তা পান করবে এবং তাতে নিমজ্জিত হবে, সে অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে। সুতরাং যে এ কথা জানতে পছন্দ করে যে, সে ফিতনায় নিপতিত হয়েছে কিনা, সে যেন লক্ষ রাখে, সে কি কোনো বস্তুকে হালাল ভাবতে শুরু করেছে, যা সে (এক সময়) হারাম মনে করত!

অথবা কোনো বিষয়কে কি সে হারাম ভাবছে, যা সে (এক সময়) হালাল মনে করত![২৬]

নোট : হাদিসটির বাস্তবতা নিজের মধ্যে খুঁজে দেখা খুবই জরুরি। আজ আমাদের সমাজে এমনটিই চলছে। তবে সমস্যা হচ্ছে, আমরা তো আজ ভুলেই গিয়েছি যে, কোনটিকে আমরা এক সময় হালাল মনে করতাম, আর কোনটিকে হারাম।

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ : قَالَ مُعَاذٌ، إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، يَكْثُرُ مِنْهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ، حَتَّى يَقْرَأَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ، وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، حَتَّى يَقُولَ رَجُلٌ : قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ، فَمَا أَرَى النَّاسَ يَتْبَعُونِي، أَفَلا أَقْرَأُهُ عَلَيْهِمْ عَلانِيَةً، فَيَقْرَأُهُ عَلَيْهِمْ عَلانِيَةً فَلا يَتْبَعُهُ أَحَدٌ، فَيَقُولُ : قَدْ قَرَأْتُهُ عَلانِيَةً فَلا أَرَاهُمْ يَتْبَعُونِي، فَيَبْنِي مَسْجِدًا فِي دَارِهِ، أَوْ قَالَ فِي بَيْتِهِ : وَيَبْتَدِعُ قَوْلا، أَوْ قَالَ حَدِيثًا، لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتَدَعَ، فَإِنَّمَا ابْتَدَعَ ضَلَالَةً.

[২৭] আবু কিলাবা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুআজ রা. বলেন, অচিরেই এমন ফিতনা হবে, যার কারণে ধনসম্পদের প্রাচুর্য ঘটবে, কুরআনকে এমনভাবে খুলে দেওয়া হবে যে, মুমিন, মুনাফিক, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সবাই তা পড়বে। এমনকি এক ব্যক্তি বলে উঠবে, আমি কুরআন পড়েছি; অথচ লোকেরা আমার অনুসরণ করছে না! আমি কি তাদের সামনে এই কুরআন প্রকাশ্যে তিলাওয়াত করব না? এরপর সে তা প্রকাশ্যে পাঠ করবে, কিন্তু কেউ তার অনুসরণ করবে না। এরপর সে বলবে, আমি তাদের সামনে তা প্রকাশ্যে পাঠ করেছি, কিন্তু তারা আমার অনুসরণ করেনি। এবার সে তার ঘরকেই সালাতের জায়গা বানিয়ে নেবে এবং এমন সব কথাবার্তা আবিষ্কার করবে, যা আল্লাহর কিতাবেও নেই, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর মধ্যেও নেই। তোমরা এ লোক এবং তার আবিষ্কৃত বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাকো। নিশ্চয়ই সে গোমরাহি ও ভ্রান্তি আবিষ্কার করবে।[২৭]

নোট : আজ তো আমাদের মাঝে অনেকেই মসজিদে সালাতের জামাআত ছেড়ে ঘরে বসে তা আদায় করছে; আর ঘরে বসে থেকেই দ্বীনের অনেক বড়

---

[২৬] সহিহ, মাওকুফ। সহিহু মুসলিম : ১৪৪

[২৭] সহিহ, মাওকুফ। সুনানু আবি দাউদ : ৪৬১১

গবেষক ও ইসলামি চিন্তাবিদ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। হাদিসের ভাষ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, এ ধরনের লোক মূলত হিদায়াত থেকেই বঞ্চিত হয়। সুন্নাহর ওপর আমল না থাকায় তার এ জাতীয় কাজ, কথা ও গবেষণায় ভ্রান্তি থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি। সুতরাং এমন পন্থা অবলম্বন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা উচিত।

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: وُكِّلَتِ الْفِتْنَةُ بِثَلَاثَةٍ، بِالْحَادِّ النَّحْرِيرِ، الَّذِي لَا يُرِيدُ أَنْ يَرْتَفِعَ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا قَمَعَهُ بِالسَّيْفِ، وَبِالْخَطِيبِ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ الْأُمُورُ، وَبِالشَّرِيفِ الْمَذْكُورِ، فَأَمَّا الْحَادُّ النَّحْرِيرُ فَتَصْرَعُهُ، وَأَمَّا هَذَانِ فَتَبْحَثُهُمَا حَتَّى تَبْلُوَ مَا عِنْدَهُمَا.

[২৮] হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিন ব্যক্তির ওপর ফিতনা ন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। এক. অভিজ্ঞ সুনিপুণ ঝানু ব্যক্তি, যে চায় যে, কোনো ফিতনা উঠে আসলেই সে তা তলোয়ার প্রতিহত করবে। দুই. এমন আলোচক, যার দিকে (ভালো-মন্দ) সব বিষয়ই আহবান করে। আরেকজন হচ্ছে (সমাজের) উল্লেখযোগ্য সম্মানিতজন। সুতরাং সুনিপুণ ঝানু ব্যক্তিকে ফিতনা ধরাশায়ী করে ফেলবে। আর অপর দুই ব্যক্তিকে ফিতনা খুঁজে ফিরবে; এমনকি তাদের কাছে যা আছে, তা দিয়েই তাদেরকে বিপদে ফেলে দেবে।[২৮]

নোট : এ হাদিসে ফিতনার ভয়াবহতা বুঝানো হয়েছে। ফিতনা এতটাই মারাত্মক যে, তার সাথে তলোয়ার দিয়ে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। যে সমস্ত বক্তা ও খতিব ভালো-মন্দ সব কিছুর সাথেই তাল মিলিয়ে চলতে চায়, সমাজের সবাইকে খুশি রাখতে চায়, অনুরূপ সমাজের যেসব ভদ্র লোক নিজের ক্লিন ইমেজ ধরে রাখতে চায়, তারাও ফিতনার মধ্যে নিপতিত হয়ে যায়। মানুষকে খুশি রাখতে বা নিজেকে সবার কাছে ভালো বলে প্রমাণ করতে এমন কাজও সে করে বসে, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হারাম বা কুফর। বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে এর বাস্তবতা বেশ ভালোভাবেই দেখতে পাবেন। এজন্য সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা হলো, ফিতনা থেকে অনেক দূরে সরে যাওয়া এবং যথাসম্ভব নির্জনতা অবলম্বন ও নীরব থাকার চেষ্টা করা। হ্যাঁ, কোথাও মুখ খোলার প্রয়োজন হলে কিংবা শরয়ি বিধান বর্ণনা করার আবশ্যকীয়তা থাকলে সেখানে নীরব থাকার অবকাশ নেই। বাকি সাধারণ অবস্থায় চুপ থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ।

---

[২৮] সহিহ, মাওকুফ। হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/২৭৪

عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَضَعَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ خَمْسَ فِتَنٍ، فِتْنَةٌ عَامَّةٌ، ثُمَّ فِتْنَةٌ خَاصَّةٌ، ثُمَّ فِتْنَةٌ عَامَّةٌ، ثُمَّ فِتْنَةٌ خَاصَّةٌ، ثُمَّ تَجِيءُ الْفِتْنَةُ السَّوْدَاءُ الْمُظْلِمَةُ، الَّتِي يَصِيرُ النَّاسُ فِيهَا كَالْبَهَائِمِ.

[২৯] আসিম বিন জামরা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলি রা. বলেছেন, আল্লাহ এই উম্মতের জন্য পাঁচটি ফিতনা রেখেছেন। প্রথমে ব্যাপক ফিতনা, দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশেষ ফিতনা, তৃতীয় পর্যায়ে আবারও ব্যাপক ফিতনা, চতুর্থ পর্যায়ে আবারও বিশেষ ফিতনা। এরপর পঞ্চম পর্যায়ে আসবে অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো ফিতনা, যখন মানুষ চতুষ্পদ জন্তুতে পরিণত হবে।[২৯]

নোট : চতুষ্পদ জন্তুতে পরিণত হওয়াটা হতে পারে অজ্ঞতার কারণে হবে। ইলম ও দ্বীনের চর্চা না থাকায় মানুষ বুঝতেই পারবে না, সে কী করছে, বা তার কী করা উচিত। এজন্যই তারা পশুর মতো হয়ে যাবে। অথবা এটা আচার-আচরণের কারণেও হতে পারে। অর্থাৎ মানুষ এমন সব আচরণ করবে, যা কেবল চতুষ্পদ জন্তুর পক্ষেই সম্ভব। রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যে জিনা-ব্যভিচার করবে। অন্যায়, অপরাধ ও ভয়ংকর সব গুনাহে জড়িয়ে পড়বে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়বে। ঠিক-বেঠিক বোঝার মতো জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলবে। এভাবেই অধিকাংশ লোক মানুষ থেকে পশুতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ : لَمَّا عَبَرَ الْحَرُورِيَّةُ النَّهَرَ انْطَلَقُوا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، فَقَالُوا : مَا حَدَّثَكَ أَبُوكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتَنِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : تَكُونُ فِتَنٌ، فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا تَكُنِ الْقَاتِلَ.

[৩০] হুমাইদ বিন হিলাল রহ. বলেন, যখন হারুরিগণ নদী অতিক্রম করে আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাব রহ.এর কাছে আসল, তখন তারা বলল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তোমার বাবা (খাব্বাব রা.) ফিতনা সম্পর্কে তোমাকে কী হাদিস বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, আমি আমার বাবা থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, নানা প্রকারের ফিতনা সংঘটিত হবে। তুমি সে সময় আল্লাহর নিহত বান্দাদের মধ্যে থেকো, কিন্তু হত্যাকারী হতে যেয়ো না।[৩০]

---

[২৯] হাসান, মাওকুফ।

[৩০] হাসান। মুসনাদু আহমাদ : ৫/১১০

নোট : নিহত হতে বলা হয়েছে, হত্যাকারী নয়। কারণ, নিহত ব্যক্তি নির্দোষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু হত্যাকারীর সেই সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাই নিজে জুলুমের শিকার হলেও কখনো অন্যের ওপর জুলুম করতে যাওয়া যাবে না; যেমনটি বর্তমান সময়ে অহরহ ঘটছে। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ يَقُولُ : قَالَ حُذَيْفَةُ، وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِتْنَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّاعَةِ، وَمَا بِي أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسَرَّ فِي ذَلِكَ إِلَيَّ شَيْئًا لَمْ يُحَدِّثْهُ غَيْرِي، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ مَجْلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَعُدُّ الْفِتَنَ : مِنْهَا ثَلَاثٌ لَا يَكَدْنَ يَذَرْنَ شَيْئًا، وَمِنْهُنَّ فِتَنٌ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ، مِنْهَا صِغَارٌ، وَمِنْهَا كِبَارٌ. قَالَ حُذَيْفَةُ : فَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ كُلُّهُمْ غَيْرِي.

[৩১] ইবনে শিহাব জুহরি রহ. বলেন, আবু ইদরিস খাওলানি রহ. আমাদেরকে বলতেন, হুজাইফা রা. বলেছেন, আল্লাহর কসম, কিয়ামত পর্যন্ত যাবতীয় ফিতনা সম্পর্কে মানুষের মাঝে আমিই সবচেয়ে বেশি অবগত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আমার কাছে ফিতনা সম্পর্কে কোনো কিছু গোপন রাখেন, তবে তা অন্য কাউকেও বলেননি। একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি মজলিসে ফিতনা সম্পর্কে কথা বলছিলেন, যেখানে আমিও ছিলাম। তিনি গুনে গুনে ফিতনার কথা বলছিলেন। সেসব ফিতনার তিনটি এমন হবে, যা কোনো কিছুকেই ছাড়বে না। আর কিছু ফিতনা হবে গ্রীষ্মকালের বাতাসের ন্যায়, তার কিছু হবে বড় ফিতনা আর কিছু হবে ছোট। হুজাইফা রা. বলেন, আমি ছাড়া সে মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদের সবাই (দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে) চলে গেছেন।[৩১]

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ : قَالَ كَعْبٌ، مَا أَثَارَ قَوْمٌ فِتْنَةً إِلا كَانُوا لَهَا جَزَرًا.

[৩২] তালহা বিন জাইদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কাবে আহবার রহ. বলেছেন, কোনো জাতি যখন কোনো ফিতনা উসকে দিয়েছে, তখন তারাই তাতে জবাই হয়েছে।[৩২]

---

[৩১] সহিহু মুসলিম : ২৮৯১

[৩২] অত্যন্ত দুর্বল, মাকতু।

নোট : অর্থাৎ তাদের তৈরি ফিতনায় তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ : إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ تَشَبَّهَتْ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ تَبَيَّنَتْ.

[৩৩] মুতাররিফ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কোনো ফিতনার আবির্ভাব হয়, তখন তা অস্পষ্ট হয়েই প্রকাশ পায়। তবে যখন তা চলে যায়, তখন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৩৩]

নোট : আজকের প্রযুক্তিনির্ভর জীবন আমাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে আগমন করেছিল, কিন্তু এখন তার ক্ষতির দিকগুলো স্পষ্ট। সবাই এখন এর মন্দ প্রভাবের কথা স্বীকার করছে। মোবাইল এত উপকারী, কিন্তু এখন দেখা যায়, এর পেছনে পড়ে ছোট-বড় সবার ভবিষ্যৎ ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। টিভি এত উপকারী, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, শরিয়ত-গর্হিত কার্যকলাপ ও যৌনতার দৃশ্য দেখে পরিবারে সবার আখলাক-চরিত্র গোল্লায় যাচ্ছে। ইন্টারনেট এত উপকারী, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মানুষের ব্যক্তি জীবনের অনেক কিছুই এর কারণে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা প্রসারের কাজ ছাড়া এতে উল্লেখযোগ্য খুব বেশি উপকারিতা দেখা যাচ্ছে না। আজ প্রগতিশীল বলে যারা পরিচিত, তারাও আজ নিজ বাড়িতে প্রযুক্তিমুক্ত পরিবেশ তৈরি করার পরামর্শ দিচ্ছে। অনেক পরে এসে হলেও আজ এসবের অপকারিতা সবার কাছে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। এসব এটাই প্রমাণ করে যে, এগুলো মূলত সবই ছিল ফিতনা, যা একসময় অধিকাংশ লোক অস্বীকার করত। কিন্তু বাস্তবতা আজ চোখে আঙুল দিয়ে সব দেখিয়ে দিচ্ছে।

عَنْ أَبِي سِنَانٍ، أَنَّ رَاهِبًا لَقِيَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ : يَا سَعِيدُ! فِي الْفِتْنَةِ يَتَبَيَّنُ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ مِمَّنْ يَعْبُدُ الطَّاغُوتَ.

[৩৪] আবু সিনান রহ. থেকে বর্ণিত, এক খ্রিষ্টান ধর্মগুরু সাইদ বিন জুবাইর রহ.এর সাথে সাক্ষাত করে বললেন, হে আবু সাইদ, ফিতনার সময় স্পষ্ট হয়ে যায়, কে আল্লাহর ইবাদত করে আর কে তাগুতের ইবাদত করে।[৩৪]

নোট : তাগুতের ব্যাপারে বিস্তারিত কথা রয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, আল্লাহর বিধিনিষেধ বা কুরআন-সুন্নাহর আইনের বিপরীতে যারা নতুন বিধিনিষেধ বা আইন-কানুন প্রণয়ন করে বা যারা আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করে কিংবা তা

---

[৩৩] দুর্বল, মাকতু।
[৩৪] সহিহ। আশ-শারিআ, আজুররি : ৮১

পালন করতে বাধা দেয় তারাই তাগুত। বর্তমানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি হলো তাগুতের পথ। অনুরূপ মূর্তিপূজা, মাজারপূজা, জিনভূতের আরাধনা, জাদুটোনা ইত্যাদিও তাগুতি কর্মকাণ্ড। সুতরাং বর্তমানের এ ফিতনার জমানায় আজ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কারা আল্লাহর ইবাদত করে, আর কারা তাঁর দেওয়া নিয়মনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান করে তাগুতের আনুগত্য করে। মনে রাখতে হবে, আল্লাহর দেওয়া নিয়মনীতির বিপরীতে অবস্থান করে কখনো আল্লাহর ইবাদতকারী হওয়া যায় না।

عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْفِتْنَةُ تُرْسَلُ مَعَ الْهَوَى، فَمَنِ اتَّبَعَ الْهَوَى كَانَتْ فِتْنَتُهُ سَوْدَاءُ.

[৩৫] ইবনে লাহিয়া রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফিতনা প্রেরণ করা হয় প্রবৃত্তির অনুগামী করে। সুতরাং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে, তার ফিতনা কৃষ্ণকায় হয়ে দেখা দেবে।[৩৫]

নোট : কী কী বিষয় আমার প্রবৃত্তির অনুগামী, কোনটায় আমার প্রবৃত্তি সায় দেয়; আমরা কি তা নিরূপণ করতে পারছি? যদি পারি, তবেই বুঝতে পারব ফিতনা কী জিনিস? আমি কি বুঝতে পারছি, প্রবৃত্তি দ্বীন অনুসারে চলতে চায়, নাকি দ্বীনমুক্ত স্বাধীন জীবন চায়? আমার প্রবৃত্তি কি পর্দা করতে চায়, নাকি উল্টো পথে হাঁটতে চায়? আমরা এসব বুঝতে না পারলেও, কাফিরগোষ্ঠি ঠিকই এসব বিষয় বুঝে নিয়েছে। তারা আজ আমাদের জন্য পৃথিবীটাকে সেভাবেই সাজিয়ে দিয়েছে, যেভাবে আমাদের প্রবৃত্তি চায়। আমাদের প্রবৃত্তি কি চায় না, সমুদ্র সৈকতে নারীপুরুষের অবাধ বিচরণের জায়গাগুলোতে ঘুরতে? পর্দার আদেশ না মেনে বয়ফ্রেন্ড-গালফ্রেন্ড নিয়ে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ঘুরে বেড়াতে? টিভির পর্দায় সময় ব্যয় করতে? পড়ন্ত বিকেলটাকে অবৈধ খেলাধুলায় কাটিয়ে দিতে? অবাধ যৌনাচারের ফেনায়িত দৃশ্যে হারিয়ে যেতে? দেশভ্রমণের নামে বিভিন্ন কাফিরদেশে ঘুরে বেড়াতে? বস্তুত এসবই হলো প্রবৃত্তির অনুসরণ ও ফিতনা। আজ আমাদের সমাজ কৃষ্ণকায় রাতের গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা কেবলই হা-হুতাশ করে যাচ্ছি।

---

[৩৫] অত্যন্ত দুর্বল, মুরসাল।

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : اثْنَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ.

[৩৬] মাহমুদ বিন লাবিদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুটি বিষয় বনি আদম অপছন্দ করে থাকে। এক. মৃত্যু; অথচ তা মুমিনদের জন্য ফিতনা অপেক্ষা উত্তম। দুই. সম্পদের স্বল্পতা; অথচ সম্পদ স্বল্পতায় হিসাবও কম হবে।[৩৬]

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

[৩৭] উসামা বিন জাইদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আমার পরে মানুষের মাঝে পুরুষদের জন্য নারীর ফিতনার চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছু রেখে যাচ্ছি না।[৩৭]

নোট : তার অর্থ এই নয় যে, নারী মানেই মন্দ। মূলত তাকে মন্দ কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর তাই হাদিসে বলা হয়েছে পুরুষদের জন্য নারীর ফিতনা হবে সবচেয়ে ভয়ানক। সমাজের বর্তমান অবস্থা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন? সর্বত্র আজ কেন নারীকে ব্যবহার করা হচ্ছে? প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতির জন্য কেন এত রব উঠছে? মোবাইলের ভয়েসকলে নারীর কণ্ঠ, বিজ্ঞাপনে নারীর উলঙ্গ দেহ, সর্বত্রই কেবল নারীর দেহের প্রদর্শনী ও প্রচার-প্রসার। অফিসের ক্যাশকাউন্টারে একজন নারী ম্যানেজার কি খুবই আবশ্যক? তবে কেন এসব হচ্ছে? সবকিছুর উত্তর এই হাদিস। নারীর মাধ্যমেই আজ ফিতনার বিস্তৃতি ঘটছে সবচেয়ে বেশি, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন।

---

[৩৬] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ৫/৪২৭-৪২৮

[৩৭] সহিহুল বুখারি : ৫০৯৬; সহিহু মুসলিম : ২৭৪০, ২৭৪১

ফিতনার সময় করণীয়

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ.

[৩৮] আব্দুর রহমান রহ. থেকে বর্ণিত, আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অচিরেই নানা ফিতনা দেখা দেবে, যখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি পদাতিক ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে, আর পদাতিক ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। যে ব্যক্তি ফিতনার দিকে ফিরে তাকাবে, ফিতনা তাকে গ্রাস করে নেবে। সে সময় কোনো ব্যক্তি যদি আশ্রয়স্থল বা ঠিকানা খুঁজে পায়, সে যেন তাতে আশ্রয় গ্রহণ করে।[৩৮]

নোট : কোথাও কোনো গন্ডগোল হলে যেমন বলে, আপনি নিজের জান নিয়ে পালান, নতুবা নিজেও কিন্তু ফেঁসে যাবেন, ফিতনার জমানায় ঠিক যেন এমনই একটি অবস্থা হবে। ফিতনার সময়ে উত্তম হলো ফিরেও না দেখা, কী ঘটছে! যে ব্যক্তি ফিতনার দিকে ফিরে তাকাবে, ফিতনা তাকেও গ্রাস করে নেবে।

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْفِتْنَةَ بَاقِرَةٌ كَوَجَعِ الْبَطْنِ، لا يَدْرِي أَنْ يُؤْتِيَ لَهُ، تَأْتِيكُمْ مِنْ قِبَلِ مَأْمَنِكُمْ، تَذَرُ الْحَلِيمَ كَأَنَّمَا وُلِدَ أَمْسِ، الْمُضْطَجِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ، وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الرَّاكِبِ، كَسِّرُوا الْقِسِيَّ، وَاقْطَعُوا الأَوْتَارَ.

[৩৯] আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এই ফিতনা হচ্ছে পেটের ব্যাথার ন্যায় বিস্তৃত ও গভীর। তার জানা থাকবে না যে, ফিতনা তার দিকে আসছে; অথচ তোমাদের নিরাপদ জায়গা দিয়েই তা তোমাদের কাছে আগমন করবে। সহনশীল ব্যক্তিকে এমনভাবে ছাড়বে, যেন সে গতকালই ভূমিষ্ঠ হয়েছে। ফিতনার সময়ে শায়িত ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তি থেকে উত্তম। উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি থেকে উত্তম। দণ্ডায়মান ব্যক্তি আরোহী থেকে

---

[৩৮] সহিহুল বুখারি : ৩৬০১, ৭০৮১, ৭০৮২; সহিহু মুসলিম : ২৮৮৬

উত্তম। সে সময় তোমরা ধনুকগুলো ভেঙে ফেলো এবং ধনুকের রশিগুলো ছিঁড়ে ফেলো।[৩৯]

নোট : ফিতনার সময় ঠিক-বেঠিক বোঝা যেহেতু খুব কঠিন হবে, তাই তির-ধনুক ভেঙে ফেলতে বলা হয়েছে। কারণ, হতে পারে, সে এমন কোনো জায়গায় তা ব্যবহার করে বসবে, যেটি তার জন্য জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে।

'তোমাদের নিরাপদ জায়গা দিয়েই তা তোমাদের কাছে আগমন করবে।' বর্তমানে তেমনটিই হচ্ছে। আমরা যে ফিতনার মধ্যে আছি তা আমরা অনেকে বুঝতেও পারছি না। চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হওয়ার আগে মানুষ বুঝতেই পারবে না যে, সে ফিতনায় নিমজ্জিত ছিল। কুফুরি বিশ্ব আমাদের জন্য এমনভাবে সবকিছু সাজিয়ে রেখেছে, সবকিছু দেখতে অনেক চাকচিক্যময় মনে হচ্ছে, কিন্তু এর পরিণতি হবে খুবই করুণ। তাতে ফেঁসে গিয়ে আজ সবাই তড়পাচ্ছে, কিন্তু মুক্তির উপায় কেউ বলতে পারছে না এবং কেউ বলতে চাইলে তাকে বলতেও দেওয়া হচ্ছে না।

'এই ফিতনা হচ্ছে পেটের ব্যাথার ন্যায় বিস্তৃত ও গভীর। তার জানা থাকবে না যে, ফিতনা তার দিকে আসছে। অথচ তোমাদের নিরাপদ জায়গা দিয়েই তা তোমাদের কাছে আগমন করবে। সহনশীল ব্যক্তিকে এমনভাবে ছাড়বে, যেন সে গতকালই ভূমিষ্ট হয়েছে।' আজ আমরা বুঝতেও পারছি না যে, ফিতনা আমাদের দিকে আসছে। কিন্তু আমাদের পরিচিত ও বিশ্বস্ত মহল থেকেই ফিতনার সূত্রপাত দেখা দিচ্ছে। আর এতে অসংখ্য মুসলিম প্রতারিত হয়ে তারাও ফিতনায় আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। তবে এ সময়ে যারা ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে এবং নিজের ইমান-আমল হিফাজত করতে পারবে, তার অবস্থা হবে ভিন্ন। ফিতনা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। ফলে সে হবে সদ্যভূমিষ্ট শিশুর ন্যায় পবিত্র ও ফিতনামুক্ত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : تَكُونُ فِتْنَةٌ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ، وَالْيَقْظَانُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَسْتَعِذْ.

[৪০] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সত্বরই এমন ফিতনা আসবে, যখন ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে, জাগ্রত ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে, আর দণ্ডায়মান

---

[৩৯] সনদ দুর্বল, মাওকুফ। এর সনদ দুর্বল হলেও তার মর্ম সহিহ।

ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে। সে সময় কোনো ব্যক্তি যদি কোনো আশ্রয়স্থল পেয়ে যায়, সে যেন তাতে আশ্রয় গ্রহণ করে।[৪০]

عَنْ حُذَيْفَةَ، إِنَّ الْفِتْنَةَ تَسْتَشْرِفُ لِمَنِ اسْتَشْرَفَ لَهَا.

[৪১] হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই ফিতনা তার দিকেই ছুটে যাবে, যে তার প্রতি আগ্রহ দেখাবে।[৪১]

নোট : ফিতনার নানা বিষয়ে আমরা এভাবে ঢুকছি, 'দেখি তো একটু।' আর অমনি তাতে এমনভাবে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, সে হাজার চেষ্টা করেও তা থেকে বের হওয়ার কোনো পথ খুঁজে পায় না। মুসলমানরা আজ খেলাধুলা, বিনোদন, বিলাসিতা, উদাসীনতা ও নানা ভ্রান্ত মতবাদে এভাবেই ঢুকে পড়ছে। কিন্তু আজ আমরা বুঝতে পারছি না, এসব কিছুই ছিল মূলত আমাদের জন্য ফিতনা, যা শয়তানের পেট থেকে আবিষ্কৃত।

---

[৪০] সহিহ মুসলিম : ২৮৮৬
[৪১] সহিহ, মাওকুফ।

ফিতনার উদয়স্থল

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : اسْتَنَدَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَقَالَ : إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

[৪২] ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশা রা.-এর কক্ষের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে বললেন, নিশ্চয়ই ফিতনা এই দিক থেকে হবে, নিশ্চয়ই ফিতনা এই দিক থেকে হবে, যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়।[৪২]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ، يَقُولُ : أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

[৪৩] আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পূর্বদিকে মুখ করে বলতে শুনেছেন, মনে রেখো, ফিতনা এই দিক থেকে আসবে, যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়।[৪৩]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَقْبَلَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ، فَقَالَ : مِنْ هَا هُنَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، مِنْ هَاهُنَا الزَّلَازِلُ، وَالْفِتَنُ، وَالْفَدَّادُونَ، وَغِلَظُ الْقُلُوبِ.

[৪৪] আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে বললেন, এই দিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়, আর এই দিক থেকেই ভূমিকম্প, ফিতনা, কর্কশভাষী ও শক্তহৃদয়ের লোকদের দেখা মিলবে।[৪৪]

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، مَا أَسْأَلُكُمْ عَنِ الصَّغِيرَةِ، وَأَرْكَبَكُمْ لِلْكَبِيرَةِ، سَمِعْتُ أَبِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِيءُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَوْمَى بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ، وَأَنْتُمْ يَضْرِبُ

---

[৪২] সহিহুল বুখারি : ৩১০৪, ৩২৭৯, ৩৫১১, ৫২৯৬, ৭০৯২, ৭০৯৩; সহিহু মুসলিম : ২৯০৫

[৪৩] সহিহুল বুখারি : ৭০৯৩

[৪৪] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ৬০৯১; আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৮০০৩

بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا قَتَلَ مُوسَى الَّذِي قَتَلَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ خَطَأً، فَقَالَ اللَّهُ لَهُ : وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا.

[৪৫] ফুজাইল রহ. বলেন, আমি সালিম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর রহ.কে বলতে শুনেছি, হে ইরাকবাসী, তোমরা ছোট ছোট বিষয়ে কতইনা জিজ্ঞেস করে থাকো; অথচ তোমরা গুরুতর বিষয়ে জড়িত! আমি আমার পিতা আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ফিতনা এ দিক থেকে আসবে এবং তিনি তাঁর হাত দিয়ে পূর্বদিকে ইশারা করলেন, যেদিক থেকে শয়তানের শিং উদয় হয়। আর তোমরা নিজেরা একে অপরের গর্দান উড়াতে থাকবে। নিশ্চয়ই মুসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক ফিরআউনের এক অনুসারীর যে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল, তা ছিল অনিচ্ছাকৃত ও ভুলবশত। আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে বলেন, 'আর তুমি একজনকে হত্যা করে ফেলেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে চিন্তামুক্ত করলাম এবং তোমাকে কিছু ফিতনা দ্বারা পরীক্ষা করলাম।' [সুরা তহা : ৪০]'[৪৫]

নোট : 'নিশ্চয়ই মুসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক ফিরআউনের এক অনুসারীর যে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল, তা ছিল অনিচ্ছাকৃত ও ভুলবশত।' এখানে এ প্রসঙ্গ টানার কারণ হলো, কেউ যেন মুসা আলাইহিস সালাম-এর ঘটনা দিয়ে ভুলভাবে প্রমাণ পেশ করতে না পারে। কেননা, মুসা আলাইহিস সালাম-এর হত্যা করার ঘটনাটি ছিল অনিচ্ছাকৃত। পক্ষান্তরে এ উম্মতের কিছু লোক ফিতনার সময়ে যে হত্যাকাণ্ড ঘটাবে, তা হবে সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে এবং নিজেদের পার্থিব স্বার্থ ও অবৈধ প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا، قَالُوا : وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَفِي نَجْدِنَا، فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : هُنَاكَ الزَّلَازِلُ، وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

[৪৬] আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আলোচনাকালে বললেন, হে আল্লাহ, আপনি আমাদের শামের ভূমিতে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের ইয়ামানে বরকত দান করুন। সাহাবায়ে কিরাম রা. বললেন, আর আমাদের

---

[৪৫] সহিহ মুসলিম : ১৯০৫

নজদে! তিনি আবার বললেন, হে আল্লাহ, আপনি আমাদের শামের ভূমিতে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের ইয়ামানে বরকত দান করুন। তারা আবার বললেন, আর আমাদের নজদে! আমার ধারণা তৃতীয়বার তিনি বললেন, এ দিক থেকে ভূমিকম্প ও ফিতনার আবির্ভাব ঘটবে। আর এ দিক থেকেই শয়তানের শিং উদয় হয়ে থাকে।[৪৬]

[৪৬] সহিহুল বুখারি : ১০৩৭, ৭০৯৪

ফিতনার সময় আমলের প্রতি মনোনিবেশ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

[৪৭] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের টুকরার ন্যায় ফিতনার পূর্বে আমলের প্রতি মনোযোগী হও। যেখানে মানুষ সকাল করবে মুমিন হিসেবে, সন্ধ্যা করবে কাফির হয়ে। আর সন্ধ্যা করবে মুমিন হিসেবে, সকাল করবে কাফির হয়ে। মানুষ দুনিয়ার স্বার্থে নিজের দ্বীন বিক্রি করে দেবে।[৪৭]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ أَقْوَامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.

[৪৮] আনাস বিন মালিক রা. সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো রাতের ন্যায় ফিতনা আসবে। সেসময়ে মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। আর সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে, সকালে কাফির হয়ে যাবে। তারা দুনিয়ার তুচ্ছ স্বার্থে নিজেদের দ্বীন বিক্রি করে দেবে।[৪৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.

[৪৯] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো রাতের ন্যায় ফিতনার পূর্বে আমলের প্রতি মনোযোগী হও। যখন মানুষ সকাল করবে মুমিন

---

[৪৭] সহিহু মুসলিম : ১১৮, মুসনাদু আহমাদ : ৮০৩০

[৪৮] সহিহ। সুনানুত তিরমিজি : ২৩০৭; মুসনাদু আহমাদ : ১৫৭৫৩, ১৮৪৩৯

হিসেবে, সন্ধ্যা করবে কাফির হয়ে। আর সন্ধ্যা করবে মুমিন হিসেবে, সকাল করবে কাফির হয়ে। মানুষ দুনিয়ার স্বার্থে নিজের দ্বীন বিক্রি করে দেবে।[৪৯]

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ : صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْنَاهُ، يَقُولُ : إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ فِيهَا أَقْوَامٌ أَخْلَاقَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.

[৫০] নুমান বিন বাশির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সকালবেলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাতে গিয়ে তাঁকে বলতে শুনলাম, কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো রাতের ন্যায় ফিতনা আসবে। তখন মানুষ সকাল করবে মুমিন হিসেবে, সন্ধ্যা করবে কাফির হয়ে। আর সন্ধ্যা করবে মুমিন হিসেবে, সকাল করবে কাফির হয়ে। সেসময় মানুষ দুনিয়ার তুচ্ছ স্বার্থে নিজের চরিত্র বিক্রি করে দেবে।[৫০]

নোট : সমাজের প্রায় সবারই এক বক্তব্য যে, এখন টাকা-পয়সা ছাড়া কিছু হয় না। সাথে ক্ষমতাটাও দরকার। ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হলে বা ইসলামের পক্ষে জনমত তৈরি করতে হলে ক্ষমতার দরকার আছে। আমি যদি এই পদটি দখল না করি, তবে খারাপ মানুষ তা দখল করবে। কথাগুলো এক হিসেবে ঠিক আছে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, এগুলো এমন বিষয়, যার কারণে মানুষ সকালে মুমিন, সন্ধ্যায় কাফির আর সন্ধ্যায় মুমিন, সকালে কাফির হয়ে যাবে। এ ধরনের ব্যক্তিদের শেষ পর্যন্ত আদর্শ ঠিক থাকে না, আর তাতেই ঘটে যতসব বিপত্তি। সকালে ইসলামি আদর্শ নিয়ে বের হয়েছিল যে, কাউকে ঠকানো যাবে না। কিন্তু সন্ধ্যায় সে এমন আদর্শ নিয়ে ঘরে ফিরছে, যার কারণে তার ইমান তার থেকে বিদায় নিয়েছে। কিছু টাকা কামাই করতে এমন কাজে নিজেকে জুড়ে দিয়েছে, যা ইসলাম বহির্ভূত; অথচ তার কোনো খবরও নেই। আর এভাবে সে নিজের দ্বীন হারিয়ে শূন্য হাতে ঘরে ফিরছে। সকালে ইমানের ঝুলি নিয়ে বের হয়ে বিকেলে সে ফিরছে কুফরি মতাদর্শ গণতন্ত্রের সবক নিয়ে। বিকালে বলছিল, সুদ গ্রহণ করা হারাম, মদ খাওয়া হারাম, কিন্তু পরের দিন সকালে সে এমন লোকদের সঙ্গে যোগ দান করছে, যারা এসবের বৈধতা দানকারী। নাউজুবিল্লাহ।

---

[৪৯] সহিহ মুসলিম : ১১৮

[৫০] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ১৮৪০৪

আরবের ধ্বংস

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتِ : اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَوْمٍ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ، وَهُوَ يَقُولُ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ، وَعَقَدَ بِيَدِهِ تِسْعِينَ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟، قَالَ : نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.

[৫১] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পত্নী জাইনাব বিনতে জাহাশ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন। তাঁর চেহারা তখন রক্তিম দেখাচ্ছিল এবং তিনি বলছিলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'! আরব ধ্বংস হবে এমন এক ফিতনায়, যা খুবই নিকটবর্তী। ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর এতটুকু পরিমাণ উন্মুক্ত হয়ে গেছে। এ বলে তিনি তাঁর হাত দ্বারা নব্বইয়ের আকৃতি বানালেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাব; অথচ আমাদের মাঝে নেককার বান্দাগণ থাকবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন অশ্লীলতা বেড়ে যাবে।[৫১]

নোট : আমরা কি আজ ধ্বংস হয়ে গেছি, নাকি সামনে যাব? হাদিস কি বাস্তবায়ন হয়েছে, নাকি ভবিষ্যতে হবে? একটু লক্ষ করলেই দেখতে পারব, এই হাদিস আজ আমাদের সমাজে বাস্তবায়িত। তবে আমরা সবাই হয়তো তা উপলব্ধি করতে পারছি না। কারণ, সে দিব্য চোখ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আজ সমাজের প্রতিটি স্তরে অশ্লীলতা বেড়েছে। অবৈধ সন্তানে সমাজ ভরে গেছে। প্রতিটি ঘরে আজ টিভি-সিনেমা, অশ্লীলতা বেহায়াপনা চলছে। পর্দার ব্যাপারে কারও কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আর এসব কারণে সমাজে এমন ব্যভিচার চলছে, যা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। এমনকি বাবা তার মেয়ের সঙ্গে, মা তার ছেলের সঙ্গে, ভাই তার বোনের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হচ্ছে। আজ আমাদের মাঝে দু'চারজন নেককার আছেন সত্য, তারপরও আজ আমরা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। তাদের অসিলায়ও আমরা আল্লাহর আজাব-গজব থেকে রক্ষা পাব না; যেমনটি বিভিন্ন হাদিসে বলা হয়েছে।

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَت : اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ النَّوْمِ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ، يَقُولُ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ

---

[৫১] সহিহুল বুখারি : ৩৩৪৬, ৩৫৯৮, ৭০৫৯, ৭১৩৫; সহিহু মুসলিম : ২৮৮০

وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ، وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْعِينَ أَوْ مِائَةً، قِيلَ : أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ : نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.

[৫২] জাইনাব বিনতে জাহাশ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন। তখন তাঁর চেহারা রক্তিম দেখাচ্ছিল। তিনি বলছিলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'! আরব এমন এক ফিতনায় ধ্বংস হবে, যা খুবই নিকটবর্তী। ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর এতটুকু পরিমাণ উন্মুক্ত হয়ে গেছে। হাদিসের বর্ণনাকারী সুফইয়ান রহ. তাঁর হাত দ্বারা নব্বই বা একশর আকৃতি বানিয়ে দেখালেন। প্রশ্ন করা হলো, আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাব; অথচ আমাদের মাঝে নেককারগণ থাকবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন অশ্লীলতা যাবে।[৫২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، مُوتُوا إِنِ اسْتَطَعْتُمْ.

[৫৩] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আরব এমন এক ফিতনায় ধ্বংস হবে, যা খুবই নিকটবর্তী। তোমরা পারলে মরে যাও।[৫৩]

নোট : অর্থাৎ ফিতনার ভয়াবহতা এতটাই বেশি হবে যে, সে সময় ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার চেয়ে ইমান ও আমলের সহিত মৃত্যুই উত্তম হবে।

---

[৫২] সহিহুল বুখারি : ৭০৫৯

[৫৩] সহিহ, তবে موتوا إن استطعتم অংশটুকু ব্যতীত। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৪৯; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৩৮; মুসনাদু আহমাদ : ৯১৯১

তলোয়ার কোষমুক্ত হওয়ার ভয়াবহতা

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مِنْ أَخْوَفِ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي أَئِمَّةٌ مُضِلُّونَ، إِذَا وَقَعَ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

[৫৪] শাদ্দাদ বিন আওস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে যেসব ব্যাপারে ভয় পাই, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পথভ্রষ্ট নেতৃবর্গ। (কেননা, তাদের মধ্যকার বিবাদে পরস্পরের প্রতি একবার) যখন তলোয়ার উত্তোলিত হবে, কিয়ামত পর্যন্ত তা আর খাপবদ্ধ হবে না।[৫৪]

নোট : আজ বিশ্বের নামধারী মুসলমানরা কাফিরদের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত নয়; বরং নিজেরা নিজেরাই যুদ্ধ করে নিজেদের বিনাশ টেনে আনছে। সেই যে জঙ্গে জামাল আর জঙ্গে সিফফিনের সময় তলোয়ার উন্মোচিত হয়েছে, এর পর থেকে সামান্য বিরতিও দেয়নি। আজও আমাদের মাঝে সে বিবাদের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। আজও আমরা দ্বন্দ্বের মাঝেই অবস্থান করছি। নিজেরা নিজেদেরকে বন্দী করছি কিংবা হত্যা করছি, আর বিধর্মীরা তা দেখে দাঁত কেলিয়ে হাসছে।

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وَقَعَ فِي أُمَّتِي السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

[৫৫] সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে পথভ্রষ্ট নেতৃবর্গের ভয় করছি। (কেননা, তাদের মধ্যকার বিবাদে পরস্পরের প্রতি একবার) যখন তাদের মধ্যে তলোয়ার উত্তোলিত হবে, কিয়ামত পর্যন্ত তা আর খাপবদ্ধ হবে না।[৫৫]

---

[৫৪] সহিহ। সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা : ১৫৮২

[৫৫] সহিহ। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৫২; সুনানুত তিরমিজি : ২৩১২, ২৩৪৪; মুসনাদু আহমাদ : ২২৩৯৩, ২২৩৯৪

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِمْ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ أَشَدَّ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي الشَّيْطَانُ، وَلَا الدَّجَّالُ، وَلَكِنْ أَشَدَّ مَا أَتَّقِي عَلَيْهِمُ الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ.

[৫৬] আব্দুর রহমান বিন জিয়াদ রহ. তাঁর জনৈক উস্তাদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে শয়তান ও দাজ্জালের ব্যাপারে ততটা ভীত নই, যতটা ভীত তাদের পথভ্রষ্ট নেতৃবর্গের ব্যাপারে।[৫৬]

---

[৫৬] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ২১২৯৬, ২১২৯৮

হত্যাকাণ্ডের সূচনা

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامٌ يُرْفَعُ فِيهِنَّ الْعِلْمُ، وَيَنْزِلُ فِيهِنَّ الْجَهْلُ، وَيَكْثُرُ فِيهِنَّ الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ.

[৫৭] আবু মুসা আশআরি রা. সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তের দিনগুলোতে ইলম তুলে নেওয়া হবে, মূর্খতা নেমে আসবে এবং হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে।[৫৭]

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ الْهَرْجَ.

[৫৮] আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে।[৫৮]

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ : الْقَتْلُ.

[৫৯] আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের পরে এমন দিনের আগমন হবে, যেখানে মূর্খতা নেমে আসবে, ইলম তুলে নেওয়া হবে এবং হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে।[৫৯]

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَحْسَبُهُ رَفَعَهُ، قَالَ : بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ، يَزُولُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ فِيهَا الْجَهْلُ، قَالَ أَبُو مُوسَى :وَالْهَرْجُ، الْقَتْلُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ.

[৬০] আবু ওয়ায়িল রহ. সূত্রে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, -আমার ধারণা, তিনি হাদিসটি মারফু হিসেবেই বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেন, কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে হত্যাকাণ্ড দেখা দেবে, ইলম নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং

---

[৫৭] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ৩৮১৭

[৫৮] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ১৯৪৯২, ১৯৭১৭

[৫৯] সহিহ। সুনানুত তিরমিজি : ২৩১০; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৫১

মূর্খতা প্রকাশ পাবে। আবু মুসা রা. বলেন, 'হারজ' শব্দটি হাবশি ভাষায় হত্যাকাণ্ডের অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৬০]

নোট : উপরের হাদিসগুলোতে বলা হয়েছে, কিয়ামতের পূর্বে হত্যাকাণ্ড হবে, ইলম নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমাদের বর্তমান সময়ে এর বাস্তব রূপরেখা দেখা যাচ্ছে। হাদিসের কথাগুলো এখনকার বাস্তবতার সাথে পুরোপুরিই মিলে যাচ্ছে। হত্যাকাণ্ড, এখন জলবৎ তরলং। মন চাইলেই একটি হত্যাকাণ্ড যে কেউই ঘটাতে পারে। হত্যাকারী নিরীহ হলে তবেই তার বিচার করা হয়, নতুবা মানবরচিত আইনে কিংবা টাকার জোরে তার মুক্তির অনেক পথ খোলা রয়েছে। ইলম উঠে যাওয়ার বিষয়টিও আজ সবার কাছে স্বীকৃত। আজ আমাদের থেকে ইলম উঠে যাচ্ছে। বড় বড় আলিমরা সব বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁদের জায়গায় যোগ্য আলিম আসছে না। আর এভাবেই ধীরে ধীরে ইলমের আলো কমছে এবং জাহালাতের অন্ধকার বাড়ছে।

---

[৬০] সহিহুল বুখারি : ৭০৬৬; সহিহু মুসলিম : ২৬৭২

ফিতনার আধিক্য ও তার অশুভ পরিণতি

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتِ : اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَزِعًا، يَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ، مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ؟ يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ، لِكَيْ يُصَلِّينَ، رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا، عَارِيَةٌ فِي الآخِرَةِ.

[৬১] উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ঘুম থেকে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় জাগ্রত হয়ে বলছিলেন, সুবহানাল্লাহ! কত ধনভান্ডার অবতীর্ণ হলো! কত ফিতনা অবতীর্ণ হলো! ঘরবাসীদেরকে জাগ্রত করে দেবে? অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করছিলেন, যেন তারা সালাত আদায় করতে পারেন। দুনিয়ার কত বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি আখিরাতে নগ্ন হয়ে থাকবে![৬১]

নোট : 'দুনিয়ার কত বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি আখিরাতে নগ্ন হয়ে থাকবে!' এটার কারণ এটা হতে পারে যে, তারা দুনিয়াতে বেপর্দা চলত, তাই কিয়ামতের দিন তাদের এমন পরিণতি হবে। কিংবা এখানে বস্ত্রাবৃত বলতে আমলকারীও উদ্দেশ্য হতে পারে। সে হিসেবে নগ্ন অর্থ হবে, আমলহীন। অর্থাৎ দুনিয়াতে বাহ্যত অনেক আমল করা সত্ত্বেও নানা ফিতনায় জড়িয়ে সব আমল বরবাদ করে দেওয়ায় কিয়ামতের দিন উঠে দেখবে যে, তার আমলনামায় কোনো আমলই নেই। বিভিন্ন হাদিসে এ ধরণের পরিস্থিতিতে পড়ার কথা পাওয়া যায়। এটা হবে সবচেয়ে দুর্ভাগা লোকদের অবস্থা। এজন্য কেবল আমল করলেই মুক্তি পাওয়া যাবে, এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। বরং এর পাশাপাশি আমল বিনষ্ট করে না, এমন সব কার্যক্রম থেকেও নিজেকে দূরে রাখতে হবে; তাহলেই আশা করা যায়, কিয়ামতের দিন এসব আমল কাজে আসবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

عَنْ رِبْعِيٍّ، قَالَ : إِنَّا حَوْلَ حُذَيْفَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ سَنَةَ خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ إِذِ اسْتُشْهِدَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِمَنْ حَوْلَهُ : أَرَأَيْتُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ يَوْمَ الدَّارِ! أَفِتْنَةٌ كَانَتْ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً، قَالَ : فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَلَمْ يُجِيبُوهُ، وَتَكَلَّمَ يَوْمَئِذٍ أَعْرَابِيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، يُقْتَلُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَظْلُومًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ :

---

[৬১] সহিহুল বুখারি : ১১৫, ১১২৬, ৩৫৯৯, ৫৮৪৪, ৬২১৮, ৭০৬৯

أُوتِيَ كِفْلَيْنِ مِنَ الرَّحْمَةِ، قَالَ : فَرَدَعَ لَهَا حُذَيْفَةُ رَدْعَةً شَدِيدَةً لِمَا جَاءَ بِهِ الأَعْرَابِيُّ، ثُمَّ قَالَ الأَعْرَابِيُّ : سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ لا تَحْتَلِبُونَ بِدَمِهِ لَبَنًا، وَلا يَزَالُ السَّيْفُ فِيكُمْ مُخْتَرِطًا حَتَّى يَمْضِيَ عَشْرٌ وَمِائَتَا سَنَةٍ، وَفِي النَّاسِ الْفِتْنَةُ الْعَمْيَاءُ، الَّتِي يَمْلأُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، لا يَبْقَى بَيْتُ مَدَرٍ وَلا وَبَرٍ إِلا دَخَلَتْهُ.قَالَ حُذَيْفَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : يُمَيِّزُ اللَّهُ أَوْلِيَاءَهُ وَأَصْفِيَاءَهُ حَتَّى يُطَهِّرَ الأَرْضَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وَالْقَتَّالِينَ، وَأَبْنَاءِ الْقَتَّالِينَ، وَيَتْبَعُ الرَّجُلَ يَوْمَئِذٍ خَمْسُونَ امْرَأَةً، هَذِهِ تَقُولُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ، اسْتُرْنِي، يَا عَبْدَ اللَّهِ، آوِنِي.

[৬২] রিবয়ি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ৩৫ হিজরিতে আমরা হুজাইফা রা. ও তাঁর কিছু ছাত্রের পাশে বসা ছিলাম। হঠাৎ (খবর আসল যে,) উসমান রা.-কে শহিদ করে দেওয়া হয়েছে। হুজাইফা রা. তাঁর পাশের লোকদের লক্ষ করে বললেন, উসমান রা.-কে অবরুদ্ধ করে রাখার দিন কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবিদের দেখতে পেয়েছ? তখন ফিতনা কি ব্যাপক ছিল, না বিশেষ ছিল? সবাই চুপ থাকল, কেউ তাঁর কথার জবাব দিল না। রাবিআ গোত্রের এক গ্রাম্য ব্যক্তি সেদিন কথা বলেছিল। সে বলল, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ! হে রাসুলের সাহাবিরা, আমিরুল মুমিনিনকে নির্যাতিত অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, রহমতের দুটি অংশ আমাকে দেওয়া হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, যখন গ্রাম্য লোকটির এসব বলার কারণে হুজাইফা রা. তাকে কঠিনভাবে ধমক দিলেন। এরপর গ্রাম্য লোকটি আবার বলল, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ! হে মুহাম্মাদের সাহাবিগণ, তোমরা তার রক্ত দ্বারা দুধ পান করতে পারবে না! দুইশ দশ বছর অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত তোমাদের মাঝে তলোয়ার চালাচালি হতেই থাকবে। মানুষের মাঝে অন্ধ ফিতনা বিস্তার লাভ করবে, যাতে পূর্ব-পশ্চিমের সবকিছু ঢেকে যাবে। কাঁচা-পাকা সব ঘরেই তা প্রবেশ করবে। হুজাইফা রা. বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তাঁর প্রিয় ও পূণ্যবান বান্দাদের পৃথক করে নেবেন। এমনকি জমিনকে তিনি মুনাফিক, জল্লাদ ও জল্লাদদের বংশধরদের থেকে পবিত্র করে নেবেন। এ সময় একজন পুরুষের পেছনে

পঞ্চাশ জন করে নারী থাকবে। সে বলতে থাকবে, হে আল্লাহর বান্দা, আমাকে আবৃত করো, হে আল্লাহর বান্দা, আমাকে আশ্রয় দান করো।[৬২]

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّمَا هَذِهِ حَيْصَةٌ مِنْ حَيْصَاتِ الْفِتَنِ، وَبَقِيَتِ الرَّدَاحُ الْمُطْبِقَةُ، الَّتِي مَنْ مَاجَ بِهَا مَاجَتْ بِهِ، وَمَنْ أَشْرَفَ لَهَا اسْتَشْرَفَتْ لَهُ.

[৬৩] আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, যখন উসমান রা.-কে শহিদ করা হলো, তখন তিনি বললেন, এখন সময় হচ্ছে ফিতনা থেকে নিষ্কৃতি লাভের। এখন রয়ে গেছে কেবল পুরোপুরি স্থূলদেহ। যে তাতে দোল খাবে, ফিতনাও তাকে দোলায়িত করবে, আর যে তার প্রতি ফিরে তাকাবে, ফিতনা তাকে গ্রাস করে নেবে।[৬৩]

حَدَّثَنَا شَقِيقٌ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ، يَقُولُ : بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ قَالَ : أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ، قَالَ حُذَيْفَةُ : قُلْتُ : فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ، وَمَالِهِ، وَوَلَدِهِ، وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، قَالَ : لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، لَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ عُمَرُ : أَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ : لا، بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذًا لا يُغْلَقُ أَبَدًا، قُلْتُ : أَجَلْ، قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ : نَعَمْ، كَمَا أَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً، وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ : مَنِ الْبَابُ؟ فَقَالَ : عُمَرُ.

[৬৪] শাকিক রহ. বলেন, আমি হুজাইফা রা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা উমর রা.-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বলে ওঠলেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফিতনা সম্পর্কীয় বাণীটি সংরক্ষণ করে রেখেছে? হুজাইফা রা. বলেন, আমি বললাম, পুরুষের

---

[৬২] এ হাদিসে ইসহাক বিন ইয়াহইয়া নামক একজন বর্ণনাকারী আছে। ইবনে আদি রহ. তাঁর এ হাদিসটি বর্ণনা করে বলেছেন, তার হাদিসগুলো মুনকার। তবে হাফিজ ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারিতে তার ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করেছেন। দেখুন, ফাতহুল বারি : ৯/৩৩০

[৬৩] সহিহ, মাওকুফ।

ফিতনা তার পরিবারে, সম্পদে, সন্তানাদিতে ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে। আর তার সালাত, সদকা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ সেগুলোর ক্ষতিপূরণ করবে। উমর রা. বললেন, আমি তোমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি; বরং আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি সেই ফিতনা সম্পর্কে, যা সাগরের ঢেউয়ের ন্যায় তরঙ্গায়িত হবে। তখন হুজাইফা রা. বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, এ ব্যাপারে আপনার পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। আপনার ও সেই ফিতনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। উমর রা. বলেন, সে দরজাটি কি ভেঙে ফেলা হবে, না খুলে ফেলা হবে? তিনি বললেন, না, বরং তা ভেঙে ফেলা হবে। হুজাইফা রা. বলেন, তখন উমর রা. বললেন, তবে তো তা আর কখনো বন্ধ করা সম্ভব হবে না। আমি বললাম, হ্যাঁ। আমরা হুজাইফা রা.-কে বললাম, উমর রা. কি সে দরজাটির কথা জানতেন? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, যেমনটি আমরা জানি যে, আগামীকালের পূর্বে একটি রাত আছে। আর তা এ কারণে যে, আমি তাঁকে এমন হাদিস বর্ণনা করেছি, যা ভ্রান্তিকর নয়। আমরা ভয় পাচ্ছিলাম যে, তাকে জিজ্ঞেস করব, সেই দরজাটি কে? অবশেষে আমরা মাসরুক রহ.কে আদেশ করলে, তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, দরজাটি কে? হুজাইফা রা. বলেন, সেই দরজাটি হচ্ছে উমর রা.।[৬৪]

নোট : এ থেকে একটি কথা অনুমেয় যে, আল্লাহ তাআলা উমর রা.-কে এমন একটি নিয়ামত দিয়েছিলেন যে, তিনি ফিতনাকে অবদমিত করে রাখতে সক্ষম ছিলেন। তাঁর সময়ে সমাজের মধ্যে বা ইসলামের মধ্যে কেউ কোনো প্রকার ফিতনা সৃষ্টি করার সাহস পায়নি। আর সে সাহস পাবেই বা কীভাবে, খোদ শয়তানই তো তাঁকে দেখে ভয় পেত; যেমনটি বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : تَكُونُ أَرْبَعُ فِتَنٍ : الأُولَى : اسْتِحْلَالُ الدِّمَاءِ، وَالثَّانِيَةُ : اسْتِحْلَالِ الدَّمِ وَالأَمْوَالِ، وَالثَّالِثَةُ : اسْتِحْلَالُ الدَّمِ وَالأَمْوَالِ وَالْفُرُوجِ، وَالرَّابِعَةُ : لَوْ كُنْتَ فِي جُحْرِ ثَعْلَبٍ لَدَخَلَتْ عَلَيْكَ الْفِتْنَةُ.

[৬৫] আলি বিন আবি তালিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, চারটি ফিতনা হবে। প্রথমটি হচ্ছে, রক্ত প্রবাহকে বৈধ ভাবার ফিতনা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, রক্ত প্রবাহ ও সম্পদ বৈধতার ফিতনা। তৃতীয়টি হচ্ছে, রক্ত প্রবাহ, সম্পদ ও লজ্জাস্থান বৈধতার ফিতনা। চতুর্থটি হচ্ছে এমন ফিতনা, যদি তুমি কোনো

---

[৬৪] সহিহুল বুখারি : ৫২৫, ১৪৩৫, ১৮৯৫, ৩৫৮৬, ৭০৯৬; সহিহু মুসলিম : ১৪৪

শিয়ালের গর্তেও থাকো, তবুও সে ফিতনা তোমরা সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হবে।[৬৫]

নোট : সে ফিতনা আজ প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, তবুও কি আমরা বুঝতে সক্ষম হচ্ছি? আমাদের সমাজের দ্বীনদার মানুষের বালিশের ভেতর পর্যন্ত রং-বেরঙের ফিতনা সঙ্গোপনে ঢুকে গেছে; অথচ আমরা এটাকে উন্নয়নের ছোঁয়া বলে বগল বাজাচ্ছি। দ্বীনদার পরিবারের মানুষও ঘরে বসে বসে বেহায়াপনায় নিমজ্জিত, কিন্তু বাহিরে বের হলে মনে হবে তারা যেন ফেরেশতা। আঙুলের ছোঁয়ায় হাজারও গুনাহে নিমজ্জিত সমাজ আজ নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করতে শত অন্যায়কেও অস্বীকার করে যাচ্ছে বিনা দ্বিধায়।

عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ، يُصَبُّ عَلَيْكُمُ الشَّرُّ صَبًّا حَتَّى يَبْلُغَ الْفَيَافِي.

[৬৬] আমাশ রহ. থেকে বর্ণিত, হুজাইফা রা. বলেন, তোমাদের ওপর এত অধিক পরিমাণ মন্দ বিষয়কে ঢেলে দেওয়া হবে যে, তা দিয়ে প্রশস্ত ময়দানও ভরপুর হয়ে যাবে।[৬৬]

নোট : আমাদের বাড়িঘর আজ ফিতনা দিয়ে এমনভাবে ভরপুর হয়ে গেছে যে, কোনটা যে মন্দ, তাও আজ আমরা বুঝতে অক্ষম। আবর্জনা ও নোংরা পরিবেশে থাকতে থাকতে এখন সুন্দর, স্বচ্ছতা, পবিত্রতা আর সুগন্ধিকে অসহ্য মনে হয়। ইসলামের কথা বললেই অধিকাংশের মুখ কালো হয়ে যায়।

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ، فَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ صَبْرًا.

[৬৭] আবু আবদি রাব্বিহ রহ. বলেন, আমি মুআবিয়া রা. থেকে এই মিম্বরের ওপর শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, দুনিয়াতে ফিতনা ও বিপদাপদ ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সুতরাং তোমরা এবার সেই বিপদাপদের জন্য ধৈর্যের প্রস্তুতি গ্রহণ করো।[৬৭]

---

[৬৫] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।
[৬৬] সহিহ, মাওকুফ। মুসান্নাফু ইবনু আবি শাইবা : ৩৭৩৯৯
[৬৭] সহিহ, মাওকুফ। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৩৫

নোট : সত্যি আজ এত সমস্যা বিরাজ করছে যে, তা নিরূপণ করা বা তার প্রতিকার করা দুঃসাধ্য। তাই এখন ধৈর্য ধরে শেষ পরিণতির অপেক্ষা করা ব্যতীত আমাদের আর ভিন্ন কিছু করার সামর্থ্য নেই।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ.

[৬৮] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দুটি বড় দল লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। তাদের মাঝে বিশলাকারের যুদ্ধ সংঘটিত হবে; অথচ তাদের উভয়ের দাবি হবে একটাই।[৬৮]

নোট : এ হাদিসে আলি রা.-এর খিলাফতের সময়ে সংঘটিত জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ দুটি যুদ্ধে সত্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই মুসলিমদের দুটি দল একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল। এতে অসংখ্য সাহাবি ও মুসলিম শহিদ হয়েছেন, যা ছিল ইসলামের ইতিহাসে বড় এক ট্রাজেডি। এর পর থেকে মুসলমানদের পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহ আর বন্ধ হয়নি। কিয়ামত পর্যন্তই চলতে থাকবে এ ধারাবাহিকতা; যেমনটি অন্যান্য হাদিস থেকে জানা যায়।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا إِمَامَكُمْ، وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ، وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ.

[৬৯] হুজাইফা বিন ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের নেতাদেরকে হত্যা করবে, নিজেদের তলোয়ার দিয়ে লড়াই করবে, আর তোমাদের দুনিয়ার অধিকারী হবে তোমাদের নিকৃষ্ট ব্যক্তিরা।[৬৯]

নোট : ইতিহাস দেখলে স্পষ্ট হয় যে, মুসলিম নেতাদেরকে মুসলিম নামধারী লোকেরাই হত্যা করেছে। পার্থিব সামান্য স্বার্থের কারণে একে অপরের বিরুদ্ধে তলোয়ার উঠিয়েছে। আর সমাজের নিকৃষ্ট ও সবচেয়ে বাজে শ্রেণি লোকেরাই আজ এ দুনিয়ার শাসনকর্তা ও অধিকারীরূপে আসন গেড়ে বসেছে।

---

[৬৮] সহিহুল বুখারি : ৩৬০৮, ৩৬০৯, ৭১২১; সহিহু মুসলিম : ১৫৭

[৬৯] সনদ দুর্বল। সুনানুত তিরমিজি : ২২৭৫; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৪৩

عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي الْمُطَيْطَاءَ، وَخَدَمَتْهُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

[৭০] জুবাইর রা.-এর আজাদকৃত দাস ইউহান্নাস রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মত যখন দর্প ভরে হাত ঝুলিয়ে হাটবে, রোম ও পারস্য তাদের সেবা করবে, তখন তাদের একজনকে অপরজনের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।[৭০]

নোট : এটা অনেক আগেই বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। আর এখন তো তার সয়লাবে পুরো উম্মাহই ডুবে গেছে। ক্ষমতাধর মুসলিম দেশগুলোর নেতাদের হেরেমে ইউরোপিয়ান নারীদের সয়লাব, যারা তাদের সার্বক্ষণিক সেবা দিচ্ছে। আরবের যুবরাজরা তো এখন তাদেরকে নিয়েই সময় কাটায়। আর সে আভিজাত্য ধরে রাখতেই আমরা নিজেরা নিজেদের একজন অপরজনকে বিশ্বাস করতে পারছি না। নিজের জন্য হুমকি মনে করে একজন অপরজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছি। এর পূর্ণ বাস্তবায়ন দেখতে ৫০০ থেকে ৬০০ হিজরির ইতিহাস দেখুন। আজও সে ধারা শেষ হয়ে যায়নি; বরং ক্রমেই বাড়ছে এর উত্তাপ ও ক্ষতিকর দাপট।

عَنْ أَبِي عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ رَحِمَهُ اللهُ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلا بَلاءٌ وَفِتْنَةٌ، فَأَعِدُّوا لِلْبَلاءِ صَبْرًا.

[৭১] আবু আবদি রাব্বিহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া রা.-কে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুনিয়াতে ফিতনা ও বালা-মুসিবত ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। সুতরাং তোমরা বিপদাপদের জন্য ধৈর্যের প্রস্তুতি গ্রহণ করো।[৭১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيُحْسَرُنَّ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، حَتَّى يَقْتَتِلَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تِسْعَةٌ.

[৭২] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফুরাত নদীতে একটি স্বর্ণের পাহাড় উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, যা

---

[৭০] সহিহ, মুরসাল। সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা : ৯৫৬

[৭১] সহিহ, মাওকুফ। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৩৫; আল-কামিল, ইবনু আদি : ৭/২৬৮

নিয়ে মানুষ যুদ্ধে লিপ্ত হবে। আর এতে প্রত্যেক দশজনের নয়জনই নিহত হবে।[৭২]

عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، قَالَ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، وَذَكَرَ كَلَامًا كَثِيرًا، ثُمَّ قَالَ : فَعِنْدَ ذَلِكَ النَّائِحَاتُ الْبَاكِيَاتُ، فَبَاكِيَةٌ تَبْكِي عَلَى دِينِهَا، وَبَاكِيَةٌ تَبْكِي عَلَى دُنْيَاهَا، وَبَاكِيَةٌ تَبْكِي مِنْ ذُلِّهَا بَعْدَ عِزِّهَا، وَبَاكِيَةٌ تَبْكِي مِنْ جُوعِ أَوْلَادِهَا، وَبَاكِيَةٌ تَبْكِي مِنْ قِبَلِ وُلْدَانِهَا فِي بُطُونِهَا، وَبَاكِيَةٌ تَبْكِي مِنِ اسْتِحْلَالِ فُرُوجِهَا، وَبَاكِيَةٌ تَبْكِي مِنِ اسْتِحْلَالِ رِقَابِهَا، وَبَاكِيَةٌ تَبْكِي مِنْ سَفْكِ دِمَائِهَا، وَبَاكِيَةٌ تَبْكِي خَوْفًا مِنْ جُنُونِهَا، وَبَاكِيَةٌ تَبْكِي شَوْقًا إِلَى قُبُورِهَا.

[৭৩] মুনজির সাওরি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সত্বরই আরব ধ্বংস হবে এমন এক ফিতনার কারণে, যা অতি নিকটবর্তী। তিনি অনেক কথা আলোচনা করলেন, এরপর বললেন, তখন অনেক বিলাপকারিনী হবে। কোনো ক্রন্দনকারিনী কাঁদবে তার দুনিয়ার জন্য, কেউ কাঁদবে সম্মান পাওয়ার পর তার অপদস্থতার জন্য, কেউ কাঁদবে তার সন্তানদের ক্ষুধা উপবাসের কারণে, কেউ কাঁদবে তার পেটের বাচ্চা প্রসবের পূর্বের অবস্থার কারণে, কেউ কাঁদবে তার সাথে দৈহিক মেলামেশাকে বৈধ ভাবার কারণে, কেউ কাঁদবে তাকে অন্য কেউ দাসী ভাবার কারণে, কেউ কাঁদবে তার রক্ত প্রবাহের কারণে, কেউ কাঁদবে পাগল হয়ে যাওয়ার ভয়ে; আর কেউ কাঁদবে কবরে যাওয়ার বাসনা নিয়ে।[৭৩]

নোট : এগুলো হিজরি প্রথম শতকে বাস্তবায়িত হয়ে গেছে, যখন মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরে যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্র বিস্তার লাভ করেছিল। এরপর ধারাবাহিকভাবে এর বিস্তার বেড়েই চলেছে। বর্তমানেও কি এসব বাস্তবায়িত হচ্ছে না? একটু গভীরভাবে ভেবে দেখুন, সবকিছুরই বাস্তবায়ন দেখতে পাবেন।

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي ثَلَاثَةٌ : الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ، وَمُضِلَّاتُ الْفِتَنِ، وَشَهْوَةُ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ.

---

[৭২] সহিহ। তবে مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تِسْعَةٌ (প্রত্যেক দশজনের নয়জন) অংশটুকু ব্যতীত। কেননা, হাদিসের এ অংশটুকু শাজ (নির্ভরযোগ্য বর্ণনার পরিপন্থী)। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৪৬। এর বিপরীতে সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে : مِنْ كُلِّ مِائَةٍ، تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ (প্রত্যেক একশজনে নিরানব্বইজন)। আর এটাই সহিহ। দেখুন, সহিহু মুসলিম : ২৮৯৪
[৭৩] মাকতু।

[৭৪] জাফর বিন আলি রা. তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্য যেসব বিষয়ের ভয় করি, তন্মধ্যে তিনটি বিষয় অতি ভয়ংকর। হিদায়াতপ্রাপ্তির পর ভ্রষ্টতা, ফিতনার বিভ্রান্তি এবং পেট ও লজ্জাস্থানের কামনা-বাসনা।[৭৪]

নোট : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভয় করেছিলেন, তা কি আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে না? আমরা কি আজ এসব খোয়াচ্ছি না? এক সময় ভালো মুসল্লি ছিল, হঠাৎ করেই সে সালাত ছেড়ে দিল। মাদরাসায় পড়ত, হঠাৎ করেই সে স্কুলে চলে গেল এবং আমল-আখলাক সব বরবাদ করে দিল। দ্বীনদার বিশ্বস্ত ছিল, হঠাৎ করেই দুনিয়ার লোভে পড়ে মানুষের টাকা মেরে চম্পট দিল। এগুলো সবই হিদায়াতপ্রাপ্তির পর স্পষ্ট ভ্রষ্টতা। ফিতনা কী, তা-ই বুঝতে মানুষ অপারগ হয়ে যাচ্ছে। যদি কেউ ফিতনাই বুঝতে না পারে, তবে সে কি তা থেকে দূরে থাকবে? সমাজে আজ এমনটাই ঘটছে। সবাই আজ ফিতনায় নিমজ্জিত, আর এদিকে তারা ভাবছে, আমরা সবাই ভালো আছি। লজ্জাস্থানের বাসনার কথা আর কী বলব? যখন সমাজের সর্বত্রই জিনা-ব্যভিচার চলছে, তখন আর বাসনার বাকি থাকে কী? বাসনা কি আমরা নিজেরাই তৈরি করছি না? ১২/১৩ বছরেই যেসব ছেলেমেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায়, তাদেরকে বিবাহের জন্য আরও ১৫/২০ বছর অপেক্ষা করতে হয়। তারা এ সময়টাতে কী করবে? নিশ্চয়ই তার কামনা-বাসনা অবৈধভাবে মেটাবে। আর সমাজে আজ এটাই চলছে, যা কারোরই অজানা নয়। ৪০/৪৫ বছরের একজন পুরুষ, যার স্ত্রী বিগত যৌবনা বা স্ত্রী ইন্তেকাল করেছে, তার আরেকজন স্ত্রীর প্রয়োজন। কিন্তু না, সে বিবাহ করলে সমাজে তার মাথা কাটা যাবে। অবৈধভাবে সে তার জৈবিক চাহিদা পূরণ করুক, তাতে সমাজের আপত্তি নেই, এমনকি অনেক স্ত্রীরও আপত্তি নেই। যত আপত্তি ও বাধা তার দ্বিতীয় বিবাহ করা নিয়ে। আর এর কুফল আজ আমরা আমাদের সমাজে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। জৈবিক চাহিদায় অস্থির একজন পুরুষ তার ঔরসজাত মেয়ের সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত ব্যভিচারে লিপ্ত হচ্ছে। এগুলো আজ আর কোনো গোপন বিষয় নয়, অনৈসলামিক সমাজব্যবস্থার কারণেই আজ আমাদের এ অধঃপতন। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

---

[৭৪] সহিহ, মুরসাল।

ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ الْفِتَنَ سَتَعُمُّكُمْ، فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا.

[৭৫] তাওস রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফিতনা তোমাদের সবাইকেই গ্রাস করে নেবে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে তার মন্দত্ব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো।[৭৫]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

[৭৬] আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এই দুআটি শিক্ষা দিয়েছেন, যেভাবে তিনি তাদেরকে কুরআনের সুরা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে জাহান্নামের আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কবরের আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। দাজ্জালের ফিতনা থেকে থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। জীবন ও মৃত্যুকালীন ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[৭৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

[৭৭] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে কবরের আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। জাহান্নামের আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। জীবন ও মৃত্যুকালীন ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[৭৭]

---

[৭৫] মুরসাল।

[৭৬] সহিহু মুসলিম : ৫৯০; মুআত্তা মালিক : ৬২২

[৭৭] সহিহুল বুখারি : ১৩৭৭; সহিহু মুসলিম : ৫৮৮

عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : عَائِذٌ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ.

[৭৮] কাতাদা রহ. থেকে বর্ণিত, আনাস রা. তাদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে, 'আমি আল্লাহর নিকট সকল ফিতনার খারাবি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[৭৮]

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ : قَالَتْ أَسْمَاءُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَنَا عَلَى حَوْضِي أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ، فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِنْ دُونِي، فَأَقُولُ : أُمَّتِي، فَيُقَالُ : لا تَدْرِي، مَشَوْا عَلَى الْقَهْقَرَى. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ.

[৭৯] ইবনে আবি মুলাইকা রহ. আসমা রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আমার হাওজে কাওসারের পাশে পানকারীদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকব। তখন আমার কাছ থেকে কিছু লোককে পাকড়াও করা হবে। আমি বলব, এরা তো আমার উম্মত! তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, এরা পেছন ফিরে চলত। ইবনে আবি মুলাইকা রহ. বলেন, 'হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, পেছন ফিরে চলা থেকে অথবা বললেন, ফিতনায় আক্রান্ত হওয়া থেকে।'[৭৯]

নোট : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ অনুসরণ করে প্রতিটি মুমিনের জন্যই একান্ত আবশ্যকীয় দায়িত্ব হচ্ছে, ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। আল্লাহ যেহেতু মুমিনের দুআ শোনেন এবং দুআ মুমিনের হাতিয়ার; আর শয়তান ও তার দোসররা খুব চতুরতার সঙ্গে ইমান ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় নেমেছে, তার আশপাশে ফিতনা ছড়িয়ে দিচ্ছে, এমতাবস্থায় ইমানদারদের জন্য আবশ্যক হলো, আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেখানো দুআ পড়তে থাকা।

---

[৭৮] সহিহুল বুখারি : ৭০৯১

[৭৯] সহিহুল বুখারি : ৭০৪৮; সহিহু মুসলিম : ২২৯৩

ফিতনার সময় জ্ঞানীদের জ্ঞান-বুদ্ধির বিলুপ্তি

عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بَعْضِ الْمَشْيَخَةِ، رَفَعُوهُ، قَالُوا : إِنَّ اللَّهَ إِذَا قَذَفَ قَوْمًا بِفِتْنَةٍ لَوْ كَانَ فِيهِمْ أَنْبِيَاءُ فُتِنُوا، يُنْزَعُ مِنْ كُلِّ ذِي عَقْلٍ عَقْلُهُ، وَمِنْ كُلِّ ذِي رَأْيٍ رَأْيُهُ، وَمِنْ كُلِّ ذِي فَهْمٍ فَهْمُهُ، ثُمَّ يَدَعُهُمْ يَمُوجُونَ فِي ذَلِكَ، فَإِذَا رَدَّ إِلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ وَقَعُوا فِي التَّلَهُّفِ وَالتَّلَاوُمِ عَلَى مَا فَاتَهُمْ.

[৮০] হারিজ বিন উসমান রহ. তার কিছু শাইখ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন কোনো সম্প্রদায়ের মাঝে ফিতনা ঢেলে দেন, তখন তাদের মাঝে যদি নবিগণও থাকেন তাঁরাও তাতে আক্রান্ত হন। প্রত্যেক বিবেকবানের জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়, সিদ্ধান্ত প্রদানকারীদের সিদ্ধান্তের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং বুঝবান ব্যক্তিদের বুঝশক্তি খর্ব করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি তাদেরকে ফিতনায় তরঙ্গায়িত হয়ে দুলতে থাকাবস্থায় ছেড়ে দেন। এরপর যখন তাদেরকে আবার তাদের ছিনিয়ে নেওয়া জিনিসগুলো ফিরিয়ে দেন, তখন তারা সব হারানোর বেদনায় আফসোস ও পরিতাপ করতে থাকে।[৮০]

নোট : আজ জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তিবর্গ সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না যে, তারা কি কুফরিশক্তির সঙ্গে থাকবে ও তাদের সহযোগিতা করবে, না তাদেরকে ত্যাগ করবে! কারণ, সঙ্গ দিলে ইমান হারানোর ভয়, আর ত্যাগ করলে নানা বিপদাপদ, বালা-মুসিবতের সম্মুখীন হওয়ার পাশাপাশি নিজের সম্মান-সুখ্যাতিও খোয়ানোর আশঙ্কা।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْكَعْبِيُّ، عَنْ أَشْيَاخِهِ، قَالَ : إِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنُ عُرِجَ بِالْعُقُولِ، وَنُكِسَتِ الْقُلُوبُ.

[৮১] ইসহাক বিন আবি ইয়াহইয়া কাবি রহ. তার উস্তাদদের থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন ফিতনা সংঘটিত হতে থাকবে, জ্ঞান-বুদ্ধি তুলে নেওয়া হবে এবং অন্তরসমূহ অক্ষম হয়ে পড়বে।[৮১]

---

[৮০] সনদ দুর্বল, মুরসাল। আল-ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ : ১১৪

[৮১] সনদ অত্যন্ত দুর্বল, মাকতু।

আল্লাহর আজাবের ব্যাপকতা

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا، أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ.

[৮২] আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যখন কোনো সম্প্রদায়ের ওপর শাস্তি প্রেরণ করেন, তখন সে শাস্তি তাদের সবাইকেই গ্রাস করে নেয়। তবে কিয়ামতের দিন তাদের আমলনামা অনুসারেই তাদের পুনরুত্থান ঘটানো হবে।[৮২]

নোট : অর্থাৎ যখন কোনো জায়গায় আজাব আসে, তখন সে আজাব সেখানকার সবাইকেই গ্রাস করে নেয়; যদিও সেখানে কোনো নেককার বান্দাও থাকে। সে নেককার বান্দা যদি আজাব আসার কারণ সম্পর্কে ইতিপূর্বে জাতিকে অবহিত করে থাকে, তবে দুনিয়ার আজাবে নিপতিত হলেও কিয়ামতের দিন সে মুক্তি পেয়ে যাবে। আর যদি সে অন্যায়-অপরাধ দেখেও কিছু না বলে থাকে; অথচ তার বলার সামর্থ্য ছিল, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে জবাবদিহিতা করতে হবে। আল্লাহ চাইলে তার অন্য নেকআমলের কারণে মাফ করে দেবেন বা চাইলে শাস্তি দেবেন।

---

[৮২] সহিহুল বুখারি : ৭১০৮; সহিহু মুসলিম : ২৭৮৯

মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ও পরস্পরে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ.

[৮৩] জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজে বললেন, তোমাদের রক্ত ও সম্পদ তোমাদের এ দিন, এ মাস ও এ শহরের মতোই মর্যাদাসম্পন্ন, যতদিন না তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে মিলিত হবে। আর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।[৮৩]

নোট : অর্থাৎ এর মর্যাদা কখনোই কমবে না, এর সম্মান ও মর্যাদা আজীবন অক্ষুণ্ন থাকবে। এখানে কারও রক্ত প্রবাহ ও কারও সম্মানহানী করা যাবে না। একান্ত প্রয়োজন হলে এখান থেকে বের হলে তবেই সব করা যাবে।

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ.

[৮৪] আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, হত্যাকারী ও নিহত দু'জনই জাহান্নামি।[৮৪]

নোট : এর ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে গত হয়েছে যে, নিহত ব্যক্তিও যেহেতু হত্যাকারীতে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তাই হত্যাকারীর মতো সেও জাহান্নামে যাবে। সামনে এ ব্যাখ্যা সংবলিত স্পষ্ট হাদিস আসছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالأُلْفَةِ مَا لَمْ يَخْتَلِفِ النَّاسُ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فَفِرُّوا مِنْهَا، فَإِنَّ الْقَاتِلَ فِيهَا وَالْمَقْتُولَ بِمَنْزِلَةِ ابْنَيْ آدَمَ.

[৮৫] আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত হৃদ্যতা বজায় রাখা আবশ্যক, যতক্ষণ না মানুষ মতানৈক্যে জড়িয়ে পড়ে। যখন মানুষ মতানৈক্যে জড়িয়ে পড়বে, তখন তোমরা সেখান

---

[৮৩] সহিহ মুসলিম : ১২১৮

[৮৪] সহিহ মুসলিম : ১৬৮০

থেকে পলায়ন করো। কেননা, হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তিদ্বয় আদম আলাইহিস সালাম-এর দুই সন্তানের ন্যায় (একজন জালিম ও একজন মাজলুম) হবে।[৮৫]

নোট : পালানোর নির্দেশ দেওয়ার কারণ হলো, মতানৈক্য বা লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়লে একজন জালিম হবে আর একজন মাজলুম হবে। জালিম হওয়ার তো কোনো অবকাশই নেই। অনুরূপ স্বেচ্ছায় কাউকে নিজের ওপর জুলুম করার সুযোগ দিয়ে মাজলুম হওয়াও শরিয়ত অনুমোদন করে না। তাই এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

[৮৬] আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৮৬]

নোট : 'সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।' এর ব্যাখ্যায় আলিমগণ বলেছেন, সে পরিপূর্ণ ইমানদার নয়। তবে এ ব্যাখ্যা তখন প্রযোজ্য হবে, যখন অস্ত্রধারণকারী মনে করবে, আমি যা করছি তা গুনাহ বা অন্যায়। আর যদি সে কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে ক্ষমতার জোরে এটাকে নিজের জন্য সঠিক ও বৈধ মনে করে, তবে হাদিসে যা বলা হয়েছে তা আক্ষরিক অর্থেই হবে। অর্থাৎ সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। সামনে একই বিষয়ের ওপর আরও কিছু হাদিস আসছে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

[৮৭] আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৮৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

---

[৮৫] সনদ খুবই দুর্বল, মাওকুফ।
[৮৬] সহিহুল বুখারি : ৬৮৭৪, ৭০৭০; সহিহু মুসলিম : ৯৮
[৮৭] প্রাগুক্ত।

[৮৮] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৮৮]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ خَفِيفَ الظَّهْرِ مَا لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَلْقَهُ بِدَمٍ حَرَامٍ.

[৮৯] মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিনের পিঠের বোঝা ততক্ষণ পর্যন্ত হালকা থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না এবং নিজেকে কোনো অবৈধ রক্ত প্রবাহের সঙ্গে জড়াবে না।[৮৯]

عَنْ يَزِيدَ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ : مَنْ تَقَلَّدَ سَيْفَهُ فِي هَذِهِ الْفِتَنِ، لَمْ يَزَلِ اللَّهُ سَاخِطًا عَلَيْهِ حَتَّى يَضَعَهُ عَنْهُ.

[৯০] ইয়াজিদ বিন সুহাইব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে এই ফিতনার সময়ে অস্ত্রধারণ করবে, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকবেন, যতক্ষণ না সে তা ত্যাগ করবে।[৯০]

নোট : এটা হবে তখন, যখন মানুষের মাঝে কোনো দ্বন্দ্বকলহ চলতে থাকবে এবং সে কোনো একটি পক্ষ নিতে চেষ্টা করবে। তবে যদি ইসলাম ও কুফরের সরাসরি কোনো দ্বন্দ্ব হয়, তবে এমতাবস্থায় তলোয়ার রেখে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ : إِذَا حَمَلَ الْمُسْلِمَانِ السِّلَاحَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ النَّارِ، فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلَاهَا جَمِيعًا.

[৯১] আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন দুই মুসলমানের একজন অপরজনের ওপর অস্ত্র তাক করে,

---

[৮৮] সহিহু মুসলিম : ১০১

[৮৯] সহিহ, মুরসাল। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৭০

[৯০] মাকতু।

তখন তারা জাহান্নামের পার্শ্বদেশে অবস্থান করে। যখন তাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে, তখন দুজনেই জাহান্নামে প্রবেশ করে।[৯১]

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، كِلَاهُمَا يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ.

[৯২] আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন দুই মুসলমানের একজন অপরজনের ওপর অস্ত্র তাক করে, তাদের প্রত্যেকেই একে অপরকে হত্যা করার ইচ্ছা রাখে, তখন হত্যাকারী ও নিহত উভয়েই জাহান্নামি হবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, নিহত ব্যক্তির অপরাধ কোথায়? তিনি বলেন, সেও তার সঙ্গীকে হত্যা করতে মনস্থ করেছিল।[৯২]

নোট : এ হাদিসে স্পষ্টভাবে নিহত ব্যক্তির অপরাধের কারণ বলা হয়েছে; যেমনটি আমরা পূর্বের হাদিসগুলোর ব্যাখ্যায় বলে এসেছি। সামনের হাদিসেও অনুরূপ ব্যাখ্যা আসছে।

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : خَرَجْتُ بِسِلَاحِي لَيَالِي الْفِتْنَةِ، فَاسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ : أُرِيدُ نُصْرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلَاهُمَا فِي النَّارِ، قِيلَ فَهَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ : إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ.

[৯৩] হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফিতনার রাতগুলোতে (অর্থাৎ আলি রা. ও মুআবিয়া রা.-এর মাঝে চলমান দ্বন্দ্বের সময়) আমি আমার অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আবু বাকরা রা. আমার সামনে পড়লে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় চলছেন? আমি তাঁকে বললাম, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচাত ভাইকে সাহায্য করতে ইচ্ছা করেছি। সে বলল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন দুই মুসলমান তাদের অস্ত্র নিয়ে মুখোমুখি হয়, তখন তাদের দু'জনই জাহান্নামি হয়। জিজ্ঞেস

---

[৯১] সহিহ মুসলিম : ২৮৮৮
[৯২] সহিহুল বুখারি : ৩১

করা হলো, নিহত ব্যক্তির অপরাধ কোথায়? তিনি বলেন, সেও তার সঙ্গীকে হত্যা করতে মনস্থ করেছিল, তাই।[৯৩]

إِنَّ الْحَسَنَ حَدَّثَنَا أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي مُوسَى أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو رُهْمٍ، وَكَانَ يَتَسَرَّعُ فِي الْفِتَنِ، فَكَانَ الأَشْعَرِيُّ يَنْهَاهُ، فَقَالَ : لَوْلا مَا انْفَلَتَّ إِلَيَّ مَا حَدَّثْتُكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ تَوَاجَهَا بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ إِلا دَخَلا النَّارَ جَمِيعًا، قِيلَ : هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ : إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ، فَقَالَ بِلالٌ : أَعْرِفُ أَبَا رُهْمٍ.

[৯৪] হাসান রহ. আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, আবু রুহম নামে আবু মুসা রা.-এর এক ভাই ছিল। সে ফিতনার দিকে ধাবিত ছিল। আবু মুসা রা. তাকে নিষেধ করে বললেন, যদি তুমি আমার নিকট পলায়ন না করতে তাহলে আমি তোমাকে এ হাদিস শোনাতে পারতাম না। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যদি দুই মুসলমান অস্ত্র নিয়ে পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে একজন অপরজনকে হত্যা করে ফেলে, তবে তাদের দু'জনই জাহান্নামি। জিজ্ঞেস করা হলো, নিহত ব্যক্তির অপরাধ কী? তিনি বললেন, সেও তার সঙ্গীকে হত্যা করতে মনস্থ করেছিল। বিলাল রহ. বলেন, আমি আবু রুহমকে চিনি।[৯৪]

নোট : এখানে বিষয় হচ্ছে নিয়ত যেমন, ফলও তেমন। এখানে নিহত ব্যক্তি হত্যা না করা সত্ত্বেও জাহান্নামে যাবে তখন, যখন সেও অপরকে হত্যা করতে মনস্থ করবে। আর নিহত ব্যক্তি যদি এমন নিয়ত না করে, তবে সে জাহান্নামে যাবে না। বরং এক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে নিহত হয়ে মাজলুম হওয়ার কারণে সে ক্ষমা পাওয়ার উপযুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ.

[৯৫] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) মানুষের মাঝে প্রথম বিচার হবে অবৈধ খুনের বিষয়ে।[৯৫]

---

[৯৩] সহিহুল বুখারি : ৬৮৭৫, ৭০৮৩; সহিহু মুসলিম : ২৮৮৮

[৯৪] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ১৯৫৯০, ১৯৬০৯

[৯৫] সহিহুল বুখারি : ৬৫৩৩, ৬৮৬৪; সহিহু মুসলিম : ১৬৭৮

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا ثُمَّ اعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، قَالَ خَالِدٌ : سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى الْغَسَّانِيَّ عَنْ قَوْلِهِ، اعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ، قَالَ : هُمُ الَّذِينَ يَقْتَتِلُونَ فِي الْفِتْنَةِ فَيُقْتَلُ أَحَدُهُمْ، وَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدًى لَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ أَبَدًا.

[৯৬] উবাদা বিন সামিত রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে হত্যা করল, এরপর তার হত্যাকাণ্ড নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা করল, আল্লাহ তার ফরজ, নফল কোনোকিছুই কবুল করবেন না। খালিদ রহ. বলেন, আমি ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া রহ-কে জিজ্ঞেস করলাম, হত্যা নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার অর্থ কী? তিনি বললেন, যারা ফিতনার সময় যুদ্ধে লিপ্ত হয়, অতঃপর সে যুদ্ধে কেউ নিহত হয় এবং মনে করে, সে সঠিক বিষয়ের ওপরই প্রতিষ্ঠিত, যে কারণে সে কখনো আল্লাহর কাছে তাওবা করে না।[৯৬]

[৯৬] সহিহ। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৭০

ইমান আনয়নের পর কাফির হওয়ার ব্যাপারে সতর্ককরণ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَلَا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

[৯৭] জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাবধান! তোমরা আমার পরে কাফির হয়ে যেয়ো না, যখন তোমরা একজন অপরজনের গর্দান মারতে (অর্থাৎ হত্যা করতে) থাকবে।[৯৭]

নোট : এ হাদিসটি সাতজন সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে। যথা : ইবনে মাসউদ রা., ইবনে আব্বাস রা., ইবনে উমর রা., জারির বিন আব্দুল্লাহ রা., আবু বাকরা রা., সানাবিহি আহমাসি রা., আবু হাররা রাক্কাশি রহ.এর চাচা। কিন্তু এদের মধ্যে জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা.-এর নাম নেই। সম্ভবত এখানে ভুলবশত জারির বিন আব্দুল্লাহ রা.-এর পরিবর্তে জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা.-এর নাম এসে গেছে। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন।

أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَنْصَتَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، ثُمَّ قَالَ : لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

[৯৮] আবু জুরআ রহ. তার দাদা জারির রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজে সকল মানুষকে চুপ হতে বললেন। এরপর বললেন, তোমরা আমার পরে কাফির হয়ে যেয়ো না, যখন তোমরা একজন অপরজনের গর্দান মারতে থাকবে।[৯৮]

নোট : হাদিস থেকে বোঝা যায়, যখন মুসলমান একজন অপরজনকে বিনা বিচারে হত্যা করতে থাকবে, তখন মূলত এটাকে বৈধ মনে করেই এমনটা করতে থাকবে। আর এতে হারামকে হালাল মনে করায় তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফির হয়ে যাবে। অথবা যখন সমাজের অবস্থা এমন ঘটবে, তখন বুঝতে হবে, মুসলমানরা বিভিন্ন কুফরি কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হয়ে কাফির হয়ে যাওয়ার কারণেই এভাবে বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর মতো দুঃসাহস

---

[৯৭] সহিহুল বুখারি : ১২১, ৪৪০৫, ৬৮৬৯, ৭০৮০; সহিহু মুসলিম : ৬৫

[৯৮] প্রাগুক্ত।

দেখাতে পারছে। কারণ, প্রকৃত কোনো মুসলিম এভাবে বিনা বিচারে কাউকে হত্যা করতে পারে না।

আজ যদি সমাজের মধ্যে লক্ষ করা হয়, তবে এ কথা স্পষ্ট যে, এক মুসলমান অপর মুসলমানকে হত্যার করার মতো ঘৃণ্য কাজে তখনই জড়িত হয়েছে, যখন তারা নিজেরা নানা কুফুরি মতবাদের সঙ্গে এবং বিধর্মীদের সাথে গোপন সম্পর্ক তৈরিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। বর্তমান সমাজের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বিপক্ষকে হত্যা না করতে পারলে নিজের নিরাপত্তা বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন হবে না। আমাদের মাঝে যখন এ ভয়ংকর রোগ দেখা দিয়েছে, তখন আবার আমাদের ভাবতে বসা উচিত যে, আমরা তো কাফির হয়ে যাইনি? আমার নীতি-আদর্শকে আমি ইসলামের কাছে নিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখি, আমি যা বিশ্বাস করি, যেভাবে জীবন পরিচালনা করি, তা ইসলামের না কুফরের?

عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

[৯৯] মাসরুক রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার পরে কাফির হয়ে যেয়ো না, যখন তোমরা একজন অপরজনের গর্দান মারতে থাকবে।[৯৯]

---

[৯৯] সহিহ, মুরসাল। সুনানুন নাসায়ি : ৪১২৮

মুসলমানকে গালি দেওয়া বা হত্যা করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

[১০০] নুমান বিন আমর বিন মুকরিন রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো মুমিনকে গালি দেওয়া চরম গুনাহ এবং তাকে হত্যা করা কুফর।[১০০]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

[১০১] আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো মুমিনকে গালি দেওয়া চরম গুনাহ এবং তাকে হত্যা করা কুফর।[১০১]

عَنْ سَعْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ سِبَابَ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ، وَقِتَالَهُ كُفْرٌ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

[১০২] সাদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই কোনো মুমিনকে গালি দেওয়া চরম গুনাহ এবং তাকে হত্যা করা কুফর। কোনো মুমিনের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের সঙ্গে তিনদিন পর্যন্ত সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকবে।[১০২]

عَنْ عَبْدُ اللَّهِ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

[১০৩] আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো মুমিনকে গালি দেওয়া চরম গুনাহ এবং তাকে হত্যা করা কুফর।[১০৩]

---

[১০০] সহিহ। সহিহুল জামিউস সাগির : ৩৫৮৯

[১০১] সহিহুল বুখারি : ৪৮, ৬০৪৪, ৭০৭৬; সহিহু মুসলিম : ৬৪

[১০২] সহিহ। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৯৪১

[১০৩] সহিহুল বুখারি : ৪৮

মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই

عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ لأَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ : قَالَ وَكِيعٌ : أَوِ ابْنُ أَخِي خُرَيْمٍ : اخْرُجْ فَقَاتِلْ مَعَنَا، قَالَ : إِنَّ أَبِي وَعَمِّي شَهِدَا بَدْرًا، وَإِنَّهُمَا عَهِدَا إِلَيَّ أَلا أُقَاتِلَ رَجُلا يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، فَإِنْ أَتَيْتَنِي بِبَرَاءَةٍ مِنَ النَّارِ قَاتَلْتُ مَعَكَ، وَإِلا لا حَاجَةَ لَنَا فِيكَ. قَالَ : وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ :

وَلَسْتُ بِقَاتِلٍ رَجُلا يُصَلِّي عَلَى سُلْطَانِ آخَرَ مِنْ قُرَيْشِ

لَهُ سُلْطَانُهُ وَعَلَيَّ إِثْمِي مَعَاذَ اللهِ مِنْ جَهْلٍ وَطَيْشِ

أَأَقْتُلُ امْرَأً فِي غَيْرِ جُرْمٍ فَلَسْتُ بِنَافِعِي مَا عِشْتُ عَيْشِي.

[১০৪] শাবি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান একবার খুরাইম বিন ফাতিক রা.-এর সন্তান বা ভাতিজা আইমান রহ.কে বললেন, চলো, আমাদের সঙ্গে থেকে লড়াই করবে! তিনি বললেন, আমার বাবা ও চাচা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা আমার থেকে এই অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমি এমন কারও সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হব না, যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দেয়। তুমি যদি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির অঙ্গীকার দিতে পারো, তবে আমি লড়াইয়ে তোমার সঙ্গ দেবো। নতুবা তোমার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি এ কবিতা আবৃতি করলেন :

'(তোমার পক্ষ হয়ে) আরেকজন কুরাইশ সুলতানের বিরুদ্ধে গিয়ে এমন লোককে আমি হত্যা করতে পারি না, যে কিনা সালাত পড়ে।

তার রাজত্ব তার দায়িত্বে, আর আমার গুনাহ আমার ঘাড়ে চেপে বসবে! এমন মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

আমি কি বিনা অপরাধে কাউকে হত্যা করতে পারি? তাহলে তো আমি যতদিন বেঁচে থাকব, জীবনের জন্য কল্যাণকর কিছু করতে পারব না।[১০৪]

নোট : এ বর্ণনার ভঙ্গি থেকে প্রতীয়মান হয় 'তোমার কাছে আমার কোনো প্রয়োজন নেই' কথাটি খুরাইম পুত্রের, কিন্তু অন্যান্য বর্ণনা থেকে বুঝা যায়,

---

[১০৪] সহিহ, মাকতু। মুসতাদরাকুল হাকিম : ২৬৬৭; মুসনাদু আবি ইয়ালা : ৯৪৭; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৬৮১১; আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ১/২৯০ (৮৫২)

এটা মূলত মারওয়ান বিন আব্দুল মালিকের উক্তি। অর্থাৎ যখন তিনি যুদ্ধে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন, তখন খলিফা মারওয়ান রেগে গিয়ে বলল, যাও তোমাকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

এখানে এমন মুমিনদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যারা তাদের ইমান নষ্ট করেনি; বরং কেবল ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়ে বা ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তবে যদি সে বদদ্বীন ও মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে; যদিও মুখে তারা কালিমা পাঠ করুক। যেমন আবু বকর রা. জাকাত দিতে অস্বীকারকারী লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন; অথচ তারা কালিমা পাঠ করত, সালাত ও সিয়ামও পালন করত।

عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَالَ لِخُرَيْمِ أَوِ ابْنِ خُرَيْمٍ : تُقَاتِلُ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي وَعَمِّي شَهِدَا الْحُدَيْبِيَةَ، وَإِنَّهُمَا عَهِدَا إِلَيَّ أَلا أُقَاتِلَ مُسْلِمًا.

[১০৫] শাবি রহ. থেকে বর্ণিত, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান একবার খুরাইম রা. বা তাঁর সন্তানকে বলল, তুমি কি একদল মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই করবে? তিনি বললেন, আমার বাবা ও চাচা হুদাইবিয়া যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। তাঁরা আমার থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমি কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই করব না।[১০৫]

---

[১০৫] সহিহ, মাওকুফ। মুজামু ইবনিল আরাবি : ১৭৭৩

ফিতনা সামনে এসে পড়লে করণীয়

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِحُذَيْفَةَ : إِذَا اقْتَتَلَ الْمُسْلِمُونَ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ : انْظُرْ أَقْصَى بَيْتٍ فِي دَارِكَ فَلُجَّ فِيهِ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْكَ، فَقُلْ : هَا، بُؤْ بِذَنْبِي وَذَنْبِكَ.

[১০৬] ইবরাহিম বিন মুহাম্মাদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হুজাইফা রা.-কে বলল, যখন মুসলমানরা পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হবে, তখন আমার জন্য আপনার আদেশ কী? তিনি বললেন, তখন তুমি তোমার ঘরের শেষ দরজাটির প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তাতে ঢুকে পড়ো। তারপরও যদি কেউ তোমার সম্মুখে এসে পড়ে, তখন তুমি বলবে, এসো! তুমি (আমাকে হত্যা করে) আমার এবং তোমার গুনাহ নিয়ে ফিরে যাও।[১০৬]

নোট : এ হাদিস ওইসব ব্যক্তির ব্যাপারে বলা যেতে পারে, যার ইমান পরিচ্ছন্ন এবং সে না বুঝেই ফিতনায় জড়িয়ে পড়েছে। কিংবা তাকে প্রতিহত করার মতো তার শক্তি বা সক্ষমতা নেই। নতুবা সামনের হাদিসগুলোতে তাকে বাধা দেওয়া এবং প্রয়োজন হলে তাকে হত্যা করার বিধানও আসছে।

---

[১০৬] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

নিজের সম্পদ ও পরিবার রক্ষার্থে লড়াইয়ের ফজিলত

قَالَ حُجَيْرُ بْنُ الرَّبِيعِ قُلْتُ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ دَاخِلٌ يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِي؟ قَالَ عِمْرَانُ، إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ دَاخِلٌ يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِي، رَأَيْتُ أَنْ قَدْ حَلَّ لِي قَتْلُهُ.

[১০৭] হুজাইর বিন রবি রহ. বলেন, আমি ইমরান বিন হুসাইন রা.-কে বললাম, আমার সম্মুখে যদি কেউ এসে পড়ে, যে আমার জান ও সম্পদের পিয়াসি, তখন আমার করণীয় কী? ইমরান বিন হুসাইন রা. বললেন, আমার সম্মুখে যদি কেউ এসে পড়ে, যে আমার জান ও সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চায়, তবে আমি মনে করি, তাকে হত্যা করা আমার জন্য বৈধ।[১০৭]

নোট : কেউ হত্যা করতে আসলে তাকে প্রতিহত করাটা সম্পূর্ণ সঠিক। এমন করা থেকে তাকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। যদি তাতে সে বিরত না হয়, তবে নিজের জান বা সম্পদ রক্ষার্থে উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করাও বৈধ।

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، لا أَعْلَمُ أَحَدًا تَرَكَ قِتَالَ مَنْ يُرِيدُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ.

[১০৮] ইবনে আওন রহ. থেকে বর্ণিত, ইবনে সিরিন রহ. বলেন, আমি এমন কারও কথা শুনিনি, যার জান ও সম্পদের ওপর কেউ হামলা করেছে; অথচ সে তার সঙ্গে লড়াই করেনি।[১০৮]

عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الرَّجُلَ تُدْخَلُ حُرْمَتُهُ فَلا يَمْتَنِعُ.

[১০৯] আম্মার দুহনি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তার ওপর অসন্তুষ্ট হন, যার আত্মসম্মানে আঘাত হানা হলো; অথচ সে কোনো বাধা দিল না।[১০৯]

নোট : সক্ষমতা থাকলে তার ওপর আসা যেকোনো প্রকারের অত্যাচার প্রতিহত করা একজন মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই শক্তি ও সামর্থ্য থাকার

---

[১০৭] সহিহ, মাওকুফ।
[১০৮] সহিহ, মাকতু।
[১০৯] হাসান, মুরসাল।

পরও যদি কেউ তার ওপর আসা জুলুম-অত্যাচার প্রতিহত না করে, তাহলে এতে তার গুনাহ হবে এবং আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُقَاتِلُ الرَّجُلُ دُونَ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ وَبِالإِسْلامِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَمَنْ قَتَلَهُ كَانَ فِي النَّارِ، وَإِنْ قُتِلَ كَانَ شَهِيدًا.

[১১০] আমর বিন শুআইব রহ. তার পিতা সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুমিন বান্দা নিজের সম্পদ ও পরিবার রক্ষার জন্য লড়াই করবে। আল্লাহ ও ইসলামের দোহাই দিয়ে সে তিনবার আশ্রয় চাইবে। এরপর যে তাকে হত্যা করবে সে জাহান্নামে যাবে, আর সে নিহত হলে শহিদ হিসেবে গণ্য হবে।[১১০]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَتْلُ الْمُؤْمِنِ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا شَهِيدٌ.

[১১১] আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিন তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে যদি মাজলুম হয়ে নিহত হয়, তবে সে শহিদ।[১১১]

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

[১১২] বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে যে নিহত হলো, সে শহিদ।[১১২]

عَنْ أَبِي بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ حَفْصٍ قَالَ سَعْدٌ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : نِعْمَ الْمَيْتَةُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ دُونَ حَقِّهِ.

[১১৩] হাফসপুত্র আবু বকর রহ. থেকে বর্ণিত, সাদ রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, সেই মৃত্যু কতইনা উত্তম, নিজের সম্পদ রক্ষা করতে যে মৃত্যু হয়![১১৩]

---

[১১০] সহিহু মুসলিম : ১৪১

[১১১] সহিহুল বুখারি : ২৪৮; সহিহু মুসলিম : ১৪১

[১১২] সহিহ। সুনানুন নাসায়ি : ৪০৯২

ফিতনার সময়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখা

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ، وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ، يَعْنِي فِي الْفِتْنَةِ، وَالْزَمُوا أَجْوَافَ الْبُيُوتِ، وَكُونُوا فِيهَا كَالْخَيِّرِ مِنِ ابْنَيْ آدَمَ.

[১১৪] আবু মুসা আশআরি রা.র সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের ধনুকগুলো ভেঙে ফেলো এবং তার রশিগুলো ছিঁড়ে ফেলো। অর্থাৎ ফিতনার দিনগুলোতে। আর ঘরের ভেতরে জমে বসো। আর সে ফিতনার সময় তোমরা আদম আলাইহিস সালাম-এর দুই সন্তানের মধ্যে উত্তম সন্তানটির মতো হও।[১১৪]

নোট : অর্থাৎ ফিতনার সময় দরকার হলে হাবিলের মতো মাজলুম হয়ে নিহত হও, কিন্তু কাবিলের মতো জালিম হয়ে হত্যাকারী হতে যেয়ো না। কেননা, নিহত হলে তোমার দুনিয়া বরবাদ হবে, কিন্তু আখিরাতে নাজাত পাবে, বিপরীতে যদি তুমি হত্যাকারী হও তাহলে তোমার দুনিয়া-আখিরাত দুটোই বরবাদ হয়ে যাবে।

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، قِيلَ لَهُ فِي زَمَانِ الْفِتْنَةِ : أَلَا تَخْرُجُ فَتُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ وَتَسْعَى فِي أُمُورِهِمْ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا رَأَيْتَ فِئَتَيْنِ يَقْتَتِلَانِ عَلَى الدُّنْيَا، فَاضْرِبْ بِسَيْفِكَ حَجَرًا مِنَ الْحَرَّةِ حَتَّى يَنْكَسِرَ، ثُمَّ كُنْ فِي بَيْتِكَ، وَعُضَّ عَلَى لِسَانِكَ، حَتَّى يَأْتِيَكَ يَمِينٌ خَاطِئَةٌ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ.

[১১৫] ইয়াহইয়া বিন সাইদ রহ. থেকে বর্ণিত, ফিতনার সময়ে একবার মুহাম্মদ বিন মাসলামা রা.-কে বলা হলো, মানুষের মাঝে বিবাদ দূর করতে এবং তাদের সমস্যার সমাধান করার জন্য তুমি কি বের হবে না? তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা দেখবে দুটি দল পার্থিব স্বার্থে লড়াই করছে, তখন তুমি তোমার তলোয়ার সজোরে পাথরে আঘাত করে ভেঙে ফেলো। এরপর ঘরের ভেতরে গিয়ে অবস্থান করো এবং তোমার জিহ্বাকে কামড়ে ধরো, যতদিন না কোনো জালিমের হাতে নিহত হও কিংবা তোমার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়।[১১৫]

---

[১১৩] সহিহ, তবে এ সনদটি দুর্বল। মুসনাদু আহমাদ : ১৫৭৮

[১১৪] সহিহ। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৫৯; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৯৬১

[১১৫] হাসান। মুসনাদু আহমাদ : ১৭৯৭৯, ১৭৯৮২

নোট : আজ আমরা কোনো না কোনো দলের হয়ে কাজ করে নিজেকে নিরাপদ রাখতে চাইছি। কিন্তু আফসোস! একটু কি ভেবে দেখছি, আমি যাদের পেছনে মরীচিকার ন্যায় ঘুরে ফিরছি, তাদের অবস্থা কী? তারা কোন স্বার্থে হন্যে হয়ে ফিরছে? আপনি তাকিয়ে দেখুন, সবাই আজ তার দুনিয়া অর্জনে ব্যস্ত। রাজনৈতিক যত দল আছে, ইসলামি বা অনৈসলামি, তাদের প্রায় সবাই-ই পার্থিব স্বার্থ ছাড়া কিছু বোঝে না। পৃথিবীর অধিকাংশ ভূখণ্ডে আজ এ অবস্থাই বিরাজ করছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، سَتَكُونُ فُرْقَةٌ وَاخْتِلَافٌ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاكْسِرْ سَيْفَكَ وَنَبْلَكَ، وَاقْطَعْ وَتَرَكَ، وَاجْلِسْ فِي بَيْتِكَ، وَاتَّخِذْ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ.

[১১৬] মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রহ. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে মাসলামা, অচিরেই বিভক্তি ও মতানৈক্য শুরু হবে। আর যখন তা হবে, তখন তুমি তোমার তলোয়ার ও বর্শা ভেঙে ফেলো, তোমার তিরের রশি ছিঁড়ে ফেলো এবং ঘরে বসে কাঠের তলোয়ার আঁকড়ে ধরো।[১১৬]

---

[১১৬] সহিহ। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৯৬২

ফিতনা চলাকালীন ঘরে অবস্থান

حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي أُنَاسٍ حَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ ذَكَرُوا الْفِتْنَةَ عِنْدَهُ، أَوْ ذَكَرَهَا، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ، وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَنَامِلِهِ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ؟ قَالَ: الْزَمْ بَيْتَكَ، وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَخُذْ مَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّتِكَ، وَإِيَّاكَ وَعَوَامَّهُمْ.

[১১৭] ইকরামা রহ. বলেন, আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশে কিছু মানুষের মাঝে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন কিংবা স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন, যখন তুমি মানুষদের দেখবে তাদের চুক্তিসমূহ ভেঙে পড়ছে, তাদের আমানতদারিতা হ্রাস পাচ্ছে এবং তাদের অবস্থা হচ্ছে এমন—বলে নবিজি তাঁর আঙুলগুলোকে একটি অপরটির মাঝে প্রবেশ করালেন। (আমর রা. বলেন,) তখন আমি দাঁড়িয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা সেসময় কী করব? আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার ওপর উৎসর্গ করুন। তিনি বললেন, তুমি তোমার ঘরে অবস্থানকে আবশ্যক করে নাও, তোমার জিহ্বাকে বন্ধ রাখো, সত্য পথ গ্রহণ করো, অসৎ পথ বর্জন করো, তুমি শুধু তোমার নিজের বিষয়ই চিন্তা করো এবং সর্বসাধারণ থেকে দূরে থাকো।[১১৭]

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ إِذَا مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ، وَمَرِجَتْ أَمَانَتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا، وَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: آمُرُكَ أَنْ تَتَّقِي اللَّهَ وَتَأْخُذَ مَا تَعْرِفُ، وَتَدَعَ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِخُوَيِّصَتِكَ، وَإِيَّاكَ وَالْعَامَّةَ.

---

[১১৭] সহিহ। সুনানু আবি দাউদ : ৪৩৪৩

[১১৮] হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে আব্দুল্লাহ বিন আমর, তখন তোমার কী অবস্থা হবে, যখন তুমি নিকৃষ্ট মানুষদের মাঝে অবস্থান করবে? যখন তাদের চুক্তিসমূহ ভেঙে পড়বে, তাদের আমানতদারিতা হ্রাস পাবে এবং তাদের অবস্থা হবে এমন—বলে নবিজি তাঁর আঙুলগুলোকে একটি অপরটির মাঝে প্রবেশ করালেন। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, সেক্ষেত্রে আপনি আমাকে কী আদেশ করছেন? তিনি বললেন, তুমি তোমার ঘরে অবস্থানকে আবশ্যক করে নাও, তোমার জিহ্বাকে বন্ধ রাখো, সত্য পথ গ্রহণ করো, অসৎ পথ বর্জন করো, তুমি শুধু তোমার নিজের বিষয়ই চিন্তা করো এবং সর্বসাধারণ থেকে দূরে থাকো।[১১৮]

নোট : আমাদের ক্ষেত্রে ঘটছে উল্টোটা। আমরা ফিতনার সময়ে ঘরে অবস্থান তো দূরে থাক, উল্টো নানারকম ফিতনার উৎস জানতে আমরা আগ্রহী হয়ে উঠছি। ফিতনা আমাদের ওপর পড়ার আগে আমরা নিজেরাই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছি। অথচ হাদিসে আছে, যে ফিতনার দিকে উঁকি মেরে তাকায়, ফিতনা তাকে গ্রাস করে নেয়। সে সোনালী সময়ের কথাই যদি এমন হয়, তবে আমাদের আজকের অবস্থা কী হবে? আমাদের কি আজ বিশ্বাস হয় যে, এটা শেষ জমানা? তাসবিহের দানা টপটপ করে পড়ার মতো সব ফিতনা যে আজ আমাদের মাঝে পতিত হচ্ছে, আমরা কি তা অনুধাবন করছি? এসবের দিকে আমাদের কোনো নজরই নেই। আর এ কারণেই ফিতনা আমাদেরকে ঘিরে আছে, আর আমরা তাতে দিব্যি বসবাস করে যাচ্ছি। এখনও আমরা জাগতিক উন্নয়ন ও উন্নতি নিয়ে মোহাচ্ছন্ন। এসব যে আমাদের জন্য ফিতনা, তা আমাদের মোটেও বুঝে আসছে না। একটি কথা হয়তো আমাদের মনে আসতে পারে যে, ফিতনা কী বা ফিতনা কাকে বলে? ফিতনাসংক্রান্ত হাদিসগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত দিলে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামশূন্যতাই মূলত ফিতনা। যেখানে ইসলাম নেই সেখানেই ফিতনা বিরাজমান। সুতরাং আমাদের এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, যেখানে ইসলাম নেই।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ : امْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ.

[১১৯] উকবা বিন আমির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, মুক্তির উপায় কী? তিনি বলেন, তোমার জিহ্বার ওপর নিয়ন্ত্রণ

---

[১১৮] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ৬৫০৮

প্রতিষ্ঠা করো, তোমার জন্য তোমার ঘর প্রশস্ত হোক (অর্থাৎ ঘরে অবস্থান করো), আর তোমার ভুলত্রুটির জন্য কান্নাকাটি করো।[১১৯]

নোট : আজ তো আমরা কথা বলতে পারাকেই সফলতা মনে করি। কেউ কেউ বেশি মাত্রায় কথা বলার জন্য রীতিমত রিহার্সেল দিয়ে যাই। ভাবি, বড় বক্তা হয়ে দ্বীনের কাজ করব। আবার আমাদের কেউ তো সর্বত্র ঢুঁ মেরে ঘুরে বেড়াতে পারাকেও এক ধরনের সফলতা হিসেবে দেখে। অথচ হাদিসে ফিতনা থেকে বাঁচার সুন্দরতম উপায় বলা হয়েছে, নীরব থাকা, নিজেকে ঘরে আবদ্ধ করে নেওয়া এবং নিজের কৃত গুনাহের জন্য আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করা। এই হলো ফিতনার সময়ে একজন মুমিনের নিরাপদ থাকার কাজ, যা সাহাবিদেরকে বলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজ এতদিন পরে এসে আমাদের হাবভাব দেখলে মনে হয়, এসব পন্থা এমন মানুষের জন্য, যারা দুর্বল মুসলমান। আমরা তো সবল, কিছু করার মতো সামর্থ্য আমাদের আছে; তাই আমরা পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াব, যা ইচ্ছে তাই করে যাব, ফিতনা আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারবে না। উল্টো আমরাই বরং ফিতনাকে তাড়িয়ে বেড়াব, দুনিয়া থেকে তাকে বিদায় করব। বস্তুত এ চিন্তা-ভাবনার কারণেই আজ আমরা সহজেই ফিতনার শিকার হচ্ছি; অথচ আমরা তা অনুধাবন করতে পারছি না।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ : سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ، يَقُولُ : فِي آخِرِ الزَّمَانِ الْزَمُوا الصَّوَامِعَ، قُلْنَا : وَمَا الصَّوَامِعُ؟ قَالَ : الْبُيُوتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْجُو مِنْ شَرِّ ذَلِكَ الزَّمَانِ إِلا صَفْوَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ.

[১২০] আব্দুস সামাদ বিন ইয়াজিদ রহ. বলেন, আমি ফুজাইল বিন ইয়াজ রহ.কে বলতে শুনেছি, তোমরা শেষ জমানায় সাওয়ামি (গুদাম ঘরসমূহ)-কে আবশ্যক করে নাও। আমরা বললাম সাওয়ামি কী জিনিস? তিনি বললেন, ঘরসমূহ। কারণ, সে সময়ের ফিতনা থেকে আল্লাহর খাঁটি ও শ্রেষ্ঠ বান্দাগণ ছাড়া কেউই রক্ষা পাবে না।[১২০]

নোট : শেষ জমানার ফিতনা থেকে মুক্তি পেতে চাইলে হয় আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে, নয়তো ঘরের মধ্যভাগকে আবশ্যক করে সেখানে বসে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মনোনিবেশ করতে হবে।

---

[১১৯] সহিহ। সুনানুত তিরমিজি : ২৪০৬

[১২০] মাকতু।

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : لَوَدِدْتُ أَنِّي وَجَدْتُ مَنْ يَقُومُ لِي فِي مَالِي، فَدَخَلْتُ بَيْتِي، فَأَغْلَقْتُ بَابِي، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ أَحَدٌ أَبَدًا، وَلَمْ أَخْرُجْ إِلَى أَحَدٍ حَتَّى أَلْحَقَ بِاللهِ تَعَالَى.

[১২১] হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার খুব ইচ্ছে যে, আমি যদি এমন কাউকে পেয়ে যেতাম, যে আমার সম্পদের দেখাশোনা করবে, আর আমি আমার ঘরে ঢুকে যেতাম এবং দরজা বন্ধ করে দিতাম, অতঃপর কেউ আমার কাছে কখনো আসত না এবং আমিও কারও কাছে যেতাম না, যতদিন না আমি আল্লাহর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হই।[১২১]

নোট : এই হচ্ছে আমাদের আর সাহাবায়ে কিরাম রা.-এর মধ্যে পার্থক্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে যাওয়ার পরের সময়কেই তাঁরা তাদের জন্য ফিতনার সময় মনে করতেন। তাঁরা মনে করতেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলে গেছেন, তা আজই বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব। অন্যদিকে আমাদের সময়ে জ্ঞানীগণ পর্যন্ত একথা বলে বিষয়টাকে হালকা করে ফেলেন যে, কিয়ামত অনেক দেরি আছে! চিন্তার কারণ নেই, এখন এসবের কিছুই হবে না। দাজ্জাল আবার কী জিনিস? সে যদি আসেও, সেটার সময় এখন নয়! শত বা হাজার বছর পরে হয়তো কখনো সে আসবে! মূলত আমরা মনে মনে এ কথা ভেবে রেখেছি যে, আমরা তো অনেক ভালো মানুষ, এখনো চারদিকে কত ভালো মানুষ বেঁচে রয়েছে, তাই এখনই এসব ফিতনার সময় আসেনি। বস্তুত এভাবেই আমরা কখন যে ফিতনার মধ্যে পড়ে গেছি, উপলব্ধিও করতে পারিনি! আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ : قُلْتُ سَمِعْنَا أَنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْكُمْ رَجُلٌ يَعْدِلُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ، فَقَالَ : إِنَّا نَرْجُو مَا يَرْجُو النَّاسُ، وَإِنَّا نَرْجُو لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلا يَوْمٌ وَاحِدٌ سَيَطُولُ ذَلِكَ الْيَوْمُ حَتَّى يَكُونَ مَا تَرْجُو هَذِهِ الأُمَّةُ، قَبْلَ ذَلِكَ فِتْنَةٌ شَرُّ فِتْنَةٍ، يُمْسِي الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَّقِ اللهَ، وَلْيَحْرُزْ دِينَهُ، وَلْيَكُنْ مِنْ أَحْلاسِ بَيْتِهِ.

[১২২] মুহাম্মাদ বিন আলি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা শুনেছি, অচিরেই তোমাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যিনি এই উম্মতের মাঝে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি বলেন, আমরাও তেমনটা আশা

---

[১২১] দুর্বল, মাওকুফ।

করি, যেমনটা মানুষেরা করে। আর আমরা এও আশা করি যে, দুনিয়ার সময় যদি আর মাত্র একদিন বাকি থাকে তাহলে সেই দিনটি এতটা লম্বা হবে যে, তাতে এই উম্মতের আশা বাস্তবায়িত হবে। এর পূর্বে আসবে অত্যন্ত ভয়ংকর ও মন্দ এক ফিতনা, যখন মানুষ সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে, সকালে কাফির হয়ে যাবে, আর সকালে মুমিন থাকবে, সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে। তোমাদের কেউ যখন এমন সময় পেয়ে যাবে, তখন সে যেন আল্লাহকে ভয় করে, তার দ্বীন সংরক্ষণ করে এবং সে যেন তার ঘরে বসবাসকে আবশ্যক করে নেয়।[১২২]

নোট : আগেও এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে যে, আমাদের এ সময়টি এমন একটি সময়, যখন মানুষের মাঝে ঈমানি বিষয়ে কোনো সচেতনতা নেই। এখন আর কেউ এই তোয়াক্কা করে না যে, এ কাজ করলে আমার ঈমান থাকবে কি না! কেউ ভয় করে না যে, এ কথা বললে আমার ঈমান থাকবে কি না! এ আদর্শ গ্রহণ করলে আমার ঈমান থাকবে কি না! ধার্মিক বলে যারা পরিচিত, তারাও এখন বৈধ-অবৈধ সকল স্বার্থ হাসিল করার পর তবেই নিজের গায়ে একটু ধর্মের ছোঁয়া লাগায়। বছরে দু'দিন ইদের সালাত আদায় করে, মাঝেমধ্যে মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন করে, এলাকায় ধুমধামের সহিত ওয়াজ-মাহফিলের ব্যবস্থা করে এবং মাঝেমধ্যে মসজিদ-মাদরাসায় কিছু দান করে। এ সবই যেন সমাজে ভালো সাজার সেরা কিছু উপায়!

হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমানের নামটা ব্যতীত ব্যক্তির মাঝে মুসলমানিত্বের (সালাত, সিয়াম, হজ, জাকাত ও আল্লাহর যাবতীয় আদেশ-নিষেধের বাস্তবায়ন) কিছু থাকবে না। ইসলামের নামে কেবল কিছু রসম বা রীতি-রেওয়াজই বাকি থাকবে। মসজিদে আজান দেওয়ার জন্য টাকা দিয়ে লোক রাখা হবে, সুন্দর করে মসজিদ বানানো হবে, পরিপাটি ইদগাহ বানানো হবে, আর তাতে ধর্মের নামে বিদআতি কাজ-কারবার, রাজনীতি ও মসজিদের শিষ্টাচার বহির্ভূত কর্মকাণ্ড করা হবে।

এসব করে মূলত দ্বীন রক্ষা হয় না। এর জন্য পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। কুরআন-হাদিস যা সমর্থন করে না, তাকে এই বলে দূরে ছুড়ে মারতে হবে যে, এসব আমাকে জাহান্নামে নেওয়ার জন্য আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছে। এভাবে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন মানলে তবেই নাজাতের আশা করা যায়।

---

[১২২] মাকতু।

ফিতনার সময়ে দ্বীন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে থাকা

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ وَحُجْرُ الْكَلاعِيُّ، قَال : دَخَلْنَا عَلَى الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ وَهُوَ مِنَ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمْ : {وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا}، وَهُوَ مَرِيضٌ، قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّا جِئْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ، فَقَالَ عِرْبَاضٌ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى صَلاةَ الْغَدَاةِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ : أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي سَيَرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ.

[১২৩] আব্দুর রহমান বিন আমর সুলামি রহ. ও হুজর কালায়ি রহ. থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, আমরা ইরবাজ বিন সারিয়া রা.-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি ওই সাহাবিদের অন্যতম, যাদের ব্যাপারে কুরআনের এই আয়াত নাজিল হয়েছে : ‘আর তাদের ওপরও কোনো অভিযোগ নেই, যারা আপনার নিকট এসেছিল, যেন আপনি তাদের বাহন দান করেন, কিন্তু আপনি বললেন, আমার কাছে তোমাদের সওয়ার করানোর মতো কিছু নেই। তারা ভারাক্রান্ত হয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে ফিরে গেছে।’ [সুরা আত-তাওবা : ৯২] তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাকে বললাম, আমরা আপনার সাক্ষাৎ, সেবা ও কিছু গ্রহণ করার জন্য এসেছি। তখন ইরবাজ রা. বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ফজরের সালাত আদায় করলেন। এরপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন এবং আমাদেরকে এমনভাবে নসিহত করলেন, যা শুনে চোখ অশ্রুসিক্ত হলো, অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠল। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল, এ ওয়াজ শুনে তো মনে হচ্ছে, এটা আপনার বিদায়ী ওয়াজ। তাহলে আপনি আমাদের (ভবিষ্যতের জন্য) কী নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন? তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ভয় ও আমিরের আনুগত্য করার ব্যাপারে অসিয়ত করছি; যদিও সে (আমির) একজন হাবশি গোলাম হয়। কেননা, আমার পরে তোমাদের মধ্যে যে বেঁচে থাকবে, অচিরেই সে প্রচুর মতানৈক্য দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত ও

আমার খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নাত আবশ্যিকভাবে মেনে চলো। দাঁত দ্বারা তা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো। তোমরা নব্য আবিষ্কৃত বিষয় থেকে সতর্ক থাকো। কারণ, (দ্বীনের মধ্যে) প্রতিটি নব্য বিষয়ই বিদআত, আর প্রতিটি বিদআতই ভ্রান্তি।[১২৩]

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ : وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَاعْهَدْ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ : أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

[১২৪] ইরবাজ বিন সারিয়া সুলামি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আমাদেরকে এমনভাবে নসিহত করলেন, যা শুনে চোখ অশ্রুসিক্ত হলো এবং অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠল। এক সাহাবি বললেন, এ ওয়াজ শুনে তো মনে হচ্ছে, এটা আপনার বিদায়ী ওয়াজ; সুতরাং হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের কিছু নির্দেশনা দিয়ে যান। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ভয় ও আমিরের আনুগত্যের ব্যাপারে অসিয়ত করছি; যদিও সে (আমির) একজন হাবশি গোলাম হয়। আমার পরে তোমাদের মধ্যে যে বেঁচে থাকবে, অচিরেই সে প্রচুর মতানৈক্য দেখতে পাবে। তোমরা (দ্বীনের মধ্যে) নব্য আবিষ্কৃত বিষয় থেকে সতর্ক থাকো। কারণ, (দ্বীনের মধ্যে) প্রতিটি নব্য বিষয়ই বিদআত, আর প্রতিটি বিদআতই ভ্রান্তি। তোমাদের কেউ যদি এমন সময় পেয়ে যায়, তাহলে তখন তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নাত আবশ্যিকভাবে মেনে চলো। দাঁত দ্বারা তা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো।[১২৪]

নোট : হাদিসটির প্রতি যদি একটু খেয়াল করা হয়, তাহলে তার বাস্তবতা আজ স্পষ্টভাবেই চোখে পড়বে। কুরআন-হাদিস ছেড়ে ভালোর নামে যত বিষয় আবিষ্কার করা হয়েছে, তার চূড়ান্ত গিয়ে মিশেছে ভ্রান্তির সাগরে। তাই কুরআন-হাদিস ও তা বাস্তবায়নে সাহাবায়ে কিরামের পদ্ধতি ব্যতীত সবকিছুই ত্যাগ করতে হবে। অন্য কোনো পন্থায় এ দ্বীনের উন্নতি হবে না। এতে কেবল ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতারই প্রসার ঘটবে।

---

[১২৩] সহিহ। সুনানু আবি দাউদ : ৪৬০৭; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২
[১২৪] সহিহ। সুনানুত তিরমিজি : ২৮২৮; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২

মুমিন নেতৃবর্গের বিরুদ্ধাচরণ, সম্পর্কচ্ছেদ, ও দোষারোপ করার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি

عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : مَا مِلَاكُ هَذَا الْأَمْرِ؟ قَالَ : كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ وَهِيَ الْفِطْرَةُ، وَالصَّلَاةُ وَهِيَ الْمِلَّةُ، وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ.

[১২৫] আতা রহ. থেকে বর্ণিত, উমর বিন খাত্তাব রা. মুআজ বিন জাবাল রা.-কে বললেন, এই নেতৃত্বের অপরিহার্য শর্ত কী? তিনি বলেন, নিষ্ঠাপূর্ণ কালিমার স্বীকারোক্তি; আর এটা হচ্ছে ফিতরাত বা ইসলাম ধর্ম। এরপর সালাত, আর এটা হলো মিল্লাত বা দ্বীন। এরপর হচ্ছে আমিরের আদেশ শোনা ও তা মান্য করা।[১২৫]

নোট : নেতৃত্ব ঠিক থাকার জন্য তিনটি জিনিস লাগবে। এক. ইসলামের ঘোষণা, দুই. সালাত প্রতিষ্ঠা, তিন. আনুগত্য। এ তিনটির কোনোটি অনুপস্থিত থাকলে নেতৃত্ব পূর্ণতা পাবে না। ইসলাম ও সালাতের পাবন্দি ছাড়া কোনো আমির নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে পারে না। আর নেতৃত্ব তখনই স্থায়িত্ব লাভ করবে যখন মামুর বা অধীনস্ত লোক তার কথা যথাযথভাবে মেনে চলবে।

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَوَعَظَ النَّاسَ وَرَغَّبَهُمْ وَحَذَّرَهُمْ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ : اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، وَأَطِيعُوا مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، وَلَا تُنَازِعُوا الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا أَجْدَعَ، وَعَلَيْكُمْ بِمَا تَعْرِفُونَ، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ فَعُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

[১২৬] ইরবাজ বিন সারিয়া রা. থেকে বর্ণিত, একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে এসে মানুষদেরকে নসিহত করলেন, তাদেরকে উৎসাহ দিলেন, সতর্ক করলেন এবং আরও যা কিছু বলার বললেন। এরপর বলেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক কোরো না। আল্লাহ যাদেরকে তোমাদের নেতৃত্বের ভার দিয়েছেন, তাদের আনুগত্য করো। দায়িত্ব নিয়ে নেতৃত্বের উপযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ো না; যদিও সে

---

[১২৫] দুর্বল, মাওকুফ।

একজন হাবশি গোলাম হয়। তোমরা সৎকর্ম ও খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নাতকে আবশ্যক করে নাও। মজবুতভাবে তা আঁকড়ে ধরো।[১২৬]

নোট : আমাদের সমাজে আমরা ঠিক এর উল্টোটাই দেখছি। প্রথমত নেতৃত্ব দেওয়া হচ্ছে এমন লোকদের হাতে, যারা মূলত নেতৃত্বের যোগ্যতাই রাখে না। যারা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করে মানুষের জীবন থেকেই ধর্মকে ছিন্ন করে ফেলেছে, আজ তারা সমাজের নেতৃত্বের আসীনে। অথচ নেতৃত্ব দিতে হবে তাদেরকে, যারা দ্বীনের পূর্ণ অনুসারী এবং দ্বীন অনুসারে রাষ্ট্র ও সমাজ চালাতে বদ্ধপরিকর। দ্বিতীয়ত, নেতৃত্ব নিয়ে কখনোই বিবাদে লিপ্ত হওয়া যাবে না; অথচ আজ আমরা যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করছি, তা কোনোক্রমেই নেতা নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি নয়। কেননা, রাষ্ট্র ও সমাজের যোগ্য নেতৃত্ব নির্ধারণ করবে সমাজের নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবি ও জ্ঞানীগণ। অথচ বর্তমানে পাগল-ছাগল ও মূর্খরাও জাতীয় পর্যায়ের এ মহাগুরুত্বপূর্ণ কাজে সমান অধিকারের ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করছে। আর এতে হানাহানি-কাটাকাটির পাশাপাশি সমাজ পাচ্ছে অযোগ্য ও দূর্নীতিবাজ নেতৃত্ব।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ يُرِدْ هَوَانَ قُرَيْشٍ أَهَانَهُ اللّٰهُ.

[১২৭] মুহাম্মাদ বিন সাদ বিন ওয়াক্কাস রহ. তার বাবা সাদ রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরাইশকে অপদস্ত করতে চাইবে, আল্লাহ তাকে অপদস্ত করবেন।[১২৭]

নোট : এ হাদিসে কুরাইশ বলতে কুরাইশের সব লোক উদ্দেশ্য নয়; বরং কেবল মুসলিম কুরাইশদের বুঝানো হয়েছে, যারা ইসলামি খিলাফার দায়িত্বে থাকবেন। হাদিসে এসেছে, কুরাইশরাই হবে ইসলামি খিলাফার দায়িত্বশীল। তাই তাদের অপদস্ত করা অর্থ ইসলামি খিলাফাকে অপদস্ত করার নামান্তর।

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَأَلَ يَزِيدُ بْنُ سَلَمَةَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ فَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ،

---

[১২৬] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ১৭১৪২, ১৭১৪৪, ১৭১৪৫
[১২৭] সহিহ। সুনানুত তিরমিজি : ৪১৮০

فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا إِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.

[১২৮] আলকামা বিন ওয়ায়িল হাজরামি রহ. তার বাবা ওয়ায়িল রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়াজিদ বিন সালামা জুফি রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের ওপর যদি এমন কোনো নেতৃবর্গ চেপে বসে, যারা আমাদের কাছে তাদের অধিকার চায়, কিন্তু তারা আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, এ সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশনা দেন? তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলে তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন। এরপর আবারও তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলে তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন। শেষে তৃতীয়বার কিংবা দ্বিতীয়বারে আশআস বিন কায়িস রা. তাকে টেনে ধরলেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তার (আমিরদের) কথা শোনো এবং মান্য করো। কেননা, তাদের দায়ভার তাদের ওপর, আর তোমাদের দায়ভার তোমাদের ওপর।[১২৮]

নোট : ইসলামের এটাই নীতি যে, ইসলামি পন্থায় কেউ একবার নেতা নির্বাচিত হয়ে গেলে, সে যতক্ষণ দ্বীন থেকে বের হয়ে মুরতাদ না হয়ে যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার ছোটখাটো ভুল ছেড়ে দিয়ে সামগ্রিকভাবে তাকেই অনুসরণ করতে হবে, তাকেই মান্য করতে হবে। কোনোভাবেই তার কমান্ড ও আদেশ অমান্য করা যাবে না; যদি না তার দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। সে যদি ব্যক্তিগত জীবনে গুনাহেও লিপ্ত থাকে, তবুও তাকে ইসলামের ব্যাপারে, রাষ্ট্রের ব্যাপারে মান্য করে চলতে হবে। তার গুনাহের দায়ভার তার ঘাড়েই যাবে, এতে সাধারণ মুসলিমের কোনো অপরাধ হবে না।

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : مَا مَشَى قَوْمٌ شِبْرًا إِلَى السُّلْطَانِ لِيُذِلُّوهُ إِلا أَذَلَّهُمُ اللَّهُ.

[১২৯] হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো সম্প্রদায় যদি সুলতানকে অপমান করার জন্য এক বিঘতও অগ্রসর হয়, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।[১২৯]

---

[১২৮] সহিহ মুসলিম : ১৮৪৬

[১২৯] সহিহ, মাওকুফ। জামিউ মামার বিন রাশিদ : ২০৭১৫; শারহুস সুন্নাহ, বাগাবি : ২৪৬২

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : سَيَلِيكُمْ أُمَرَاءُ يُفْسِدُونَ وَمَا يُصْلِحُ اللَّهُ بِهِمْ أَكْثَرُ فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ فَلَهُ الأَجْرُ وَعَلَيْكُمُ الشُّكْرَ وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَعَلَيْهِمُ الْوِزْرُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبْرُ.

[১৩০] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অচিরেই তোমাদের এমন কিছু নেতৃবর্গ মিলবে, যারা ফাসাদ সৃষ্টি করবে। তবে তাদের মাধ্যমে আল্লাহ যেসব ভালো ও কল্যাণকর কাজ করাবেন, তার পরিমাণই হবে অধিক। সুতরাং তাদের মধ্য হতে যে আল্লাহর আনুগত্য করে কাজ করবে, তার জন্য রয়েছে প্রতিদান, আর তোমাদের দায়িত্ব হলো তার শুকরিয়া আদায় করা। আর যে তাদের মধ্য হতে যে আল্লাহর অবাধ্যতা করে কাজ করবে, তার পাপের ভার তার ওপরই বর্তাবে, আর তোমাদের কর্তব্য হলো ধৈর্য ধারণ করা।[১৩০]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّهَا سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، قُلْنَا : فَمَا تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ.

[১৩১] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অচিরেই (তোমাদের ওপর অন্যদের) অগ্রাধিকার ও এমন সব বিষয়ের আবির্ভাব হবে, যা তোমরা প্রত্যাখ্যান করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, এমন অবস্থা কেউ পেলে তার ব্যাপারে আপনার কী নির্দেশনা? তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের দায়িত্ব (অর্থাৎ আমিরের আনুগত্য) পালন করে চলবে, আর আল্লাহর কাছে তোমাদের অধিকার (ধৈর্যশক্তি ও জুলুম থেকে মুক্তি) প্রার্থনা করবে।[১৩১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا : فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ : أَدُّوا إِلَيْهِمُ الْحَقَّ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُمْ وَاسْأَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ.

[১৩২] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অচিরেই (তোমাদের ওপর অন্যদের) অগ্রাধিকার ও এমন সব বিষয়ের আবির্ভাব হবে, যা তোমরা প্রত্যাখ্যান করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, এমন অবস্থা কেউ পেলে তার ব্যাপারে আপনার

---

[১৩০] দুর্বল। শুআবুল ইমান : ৬৯৮৩

[১৩১] সহিহুল বুখারি : ৩৬০৩, ৭০৫২; সহিহু মুসলিম : ১৮৪৩

কী নির্দেশনা? তিনি বললেন, তোমরা তাদের অধিকার আদায় করে দাও, যা আল্লাহ তোমাদের ওপর অর্পণ করেছেন, আর তোমাদের অধিকার আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো।[১৩২]

নোট : আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, আমিরের নির্দেশ মান্য করে চলা; যতক্ষণ না সে শরিয়াবিরোধী কোনো কাজের আদেশ দেয়। শরিয়াবিরোধী কাজের আদেশ দিলে সেক্ষেত্রে আর তাকে মান্য করা যাবে না। আর তারা আমাদের ওপর যে জুলুম-অত্যাচার করবে বা আমাদের অধিকার খর্ব করবে, তার জন্য আমরা ধৈর্য ধরব এবং আল্লাহর কাছে তা প্রতিহত করার জন্য প্রার্থনা করব।

عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ، أَنَّهُ قَالَ : قِيلَ لِحُذَيْفَةَ : أَلَا تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ : إِنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَحَسَنٌ، وَلَكِنْ لَيْسَ السُّنَّةُ أَنْ تَرْفَعَ السِّلَاحَ عَلَى إِمَامِكَ.

[১৩৩] আবুল বুখতারি তায়ি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজাইফা রা.-কে বলা হলো, আপনি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবেন না? তিনি বললেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ অবশ্যই ভালো কাজ। তবে তোমার আমিরের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করা সঠিক পন্থা নয়।[১৩৩]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : اسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي عُسْرِكُمْ وَيُسْرِكُمْ، وَمَنْشَطِكُمْ وَمَكْرَهِكُمْ، وَأَثَرَةٌ عَلَيْكُمْ وَلَا تُنَازِعُوا الأَمْرَ أَهْلَهُ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ.

[১৩৪] আবু উমামা বাহিলি রা.র সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তোমরা আমিরদের কথা শোনো, তাদের অনুগত্য করো তোমাদের কষ্ট ও সুখের সময়, পছন্দ ও অপছন্দের সময়; যদিও তোমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে হয়। নেতৃত্ব নিয়ে তোমরা তাদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না, যদিও তোমরা তার হকদার হও।[১৩৪]

---

[১৩২] মুসনাদু আবি দাউদ তায়ালিসি : ২৯৫

[১৩৩] সহিহ, মাওকুফ। শুআবুল ইমান : ৭০৯৮

[১৩৪] সহিহ, তবে সনদ দুর্বল। মুসনাদুশ শামিয়্যিন, তাবারানি : ১৫৮৪; এর স্বপক্ষে অনেক সহিহ হাদিস রয়েছে। দেখুন- সহিহুল বুখারি : ৭০৫৬, ৭১৯৯, ৭২০০; সহিহু মুসলিম : ১৭০৯

নোট : হকদার হওয়া সত্ত্বেও নেতৃত্ব নিয়ে নেতৃবর্গের সঙ্গে লিপ্ত হওয়া থেকে হাদিসে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। অথচ আমরা এমন রাজনীতির চর্চা করছি, যার ধারাই হচ্ছে কাকে হটিয়ে কে ক্ষমতা দখল করতে পারে, কাকে ঠকিয়ে কে ভোগ করতে পারে। যে পারে সেই ভালো, সেই সর্বেসর্বা। শক্তিশালী ব্যক্তিই সঠিক, আর যারা পরাজিত ও দুর্বল তারা অযোগ্য। বর্তমানে রাজনীতির নীতিই হচ্ছে ক্ষমতা দখল করা, যা কিনা পার্থিব বিষয়ের একটি; অথচ তা দিয়েই আমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখি! অপরদিকে কুরআন-সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে দ্বীনের অংশ; আর তা করতে গিয়ে যদি কারও হাতে ক্ষমতা এসে যায়, তবে তা হবে খিলাফত প্রতিষ্ঠা বা আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়ন, যা ইবাদত। সামনে বর্ণিত হাদিসগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং দেখুন, তাহলে বিষয়গুলো আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قُلْتُ : إِذَا كَانَ عَلَيَّ إِمَامٌ جَائِرٌ فَلَقِيتُ مَعَهُ أَهْلَ ضَلَالَةٍ أَأُقَاتِلُ أَمْ لَا؟ لَيْسَ بِي حُبُّهُ وَلَا مُظَاهَرَتُهُ، قَالَ : قَاتِلْ أَهْلَ الضَّلَالَةِ أَيْنَمَا وَجَدْتَهُمْ، وَعَلَى الْإِمَامِ مَا حُمِّلَ، وَعَلَيْكَ مَا حُمِّلْتَ.

[১৩৫] আবু জুবাইর রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা.-কে প্রশ্ন করলাম, যখন আমার ওপর কোনো অত্যাচারী নেতা চেপে বসবে, আর এদিকে পথভ্রষ্ট লোকেদেরও দেখা পেয়ে গেলাম, তাহলে আমি তার সাথে মিলে ওইসব লোকের বিরুদ্ধে লড়াই করব, নাকি করব না? অথচ আমার প্রতি তার কোনো ভালোবাসাও নেই এবং কোনো সাহায্য-সহযোগিতাও নেই। তিনি বললেন, তুমি পথভ্রষ্টদের যেখানেই পাবে, সেখানেই তাদের সঙ্গে লড়াই করো। তোমার আমিরের বোঝা তার ঘাড়ে, আর তোমার দায়ভার তোমার ঘাড়ে।[১৩৫]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مُتَابَعَتُهُمْ ضَلَالٌ، وَمُفَارَقَتُهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَالْجِهَادِ وَالْحَجِّ كُفْرٌ.

[১৩৬] উমর বিন খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের এমন কিছু আমির আসবে, যাদের অনুসরণ হবে ভ্রষ্টতা, আর সালাত, জিহাদ ও হজের ক্ষেত্রে তাদের থেকে বিচ্ছিন্নতা হবে কুফর।[১৩৬]

---

[১৩৫] দুর্বল, মাওকুফ।

[১৩৬] মাওকুফ।

নোট : অর্থাৎ সাধারণ বিষয়ে বেশিরভাগই তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে। তাই এসব ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করলে পথভ্রষ্ট হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই। পক্ষান্তরে মুসলমানদের ঐক্য নির্দেশ করে, এমন সকল কাজে তাদের অমান্য করা হবে কুফর। কেননা, এতে পুরো ইসলামি নিজাম ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে। তাই তাদের বিরোধিতা করে জামাআতবদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকার অর্থ ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে দ্রোহ করা, যা কুফরির নামান্তর।

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْوِي، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

[১৩৭] ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে তার আমির থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখতে পায়, তবে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কারণ, কেউ যদি জামাআত ছেড়ে এক বিঘতও দূরে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে, তবে সে এক প্রকার জাহিলি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল।[১৩৭]

নোট : কারণ, জামাআহ বা মুসলিম দলকে আঁকড়ে থাকা হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে থাকো।' [সুরা আলি ইমরান : ১০৩] অতএব, আমিরের আনুগত্য অমান্য করে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করার কোনো সুযোগ নেই।

عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : إِنَّ الإِمَامَ يُفْسِدُ قَلِيلا وَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ كَثِيرًا، وَمَا يُصْلِحُ بِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يُفْسِدُ فَمَا عَمِلَ فِيكُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَلَهُ الأَجْرُ وَعَلَيْكُمُ الشُّكْرُ، وَمَا عَمِلَ فِيكُمْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ الْوِزْرُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبْرُ.

[১৩৮] লাইস বিন আবি সুলাইম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনাটির সনদ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। তিনি বলেন, আমির বিপর্যয় ঘটায় কম, কিন্তু তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কল্যাণের কাজ করান বেশি। তার মাধ্যমে তিনি যা কল্যাণ করেন, তা তার বিপর্যয়ের তুলনায় বেশি। সুতরাং আমির তোমাদের মধ্যে আল্লাহর আনুগত্য করে কাজ করলে তার জন্য রয়েছে প্রতিদান, আর তোমাদের দায়িত্ব হলো শুকরিয়া আদায় করা। আর

---

[১৩৭] সহিহুল বুখারি : ৭০৫৩, ৭০৫৪, ৭০৪৩; সহিহু মুসলিম : ১৮৪৯

নোট : অর্থাৎ সাধারণ বিষয়ে বেশিরভাগই তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে। তাই এসব ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করলে পথভ্রষ্ট হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই। পক্ষান্তরে মুসলমানদের ঐক্য নির্দেশ করে, এমন সকল কাজে তাদের অমান্য করা হবে কুফর। কেননা, এতে পুরো ইসলামি নিজাম ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়বে। তাই তাদের বিরোধিতা করে জামাআতবদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকার অর্থ ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে দ্রোহ করা, যা কুফরির নামান্তর।

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْوِي، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

[১৩৭] ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে তার আমির থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখতে পায়, তবে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কারণ, কেউ যদি জামাআত ছেড়ে এক বিঘতও দূরে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে, তবে সে এক প্রকার জাহিলি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল।[১৩৭]

নোট : কারণ, জামাআহ বা মুসলিম দলকে আঁকড়ে থাকা হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে থাকো।' [সুরা আলি ইমরান : ১০৩] অতএব, আমিরের আনুগত্য অমান্য করে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করার কোনো সুযোগ নেই।

عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : إِنَّ الإِمَامَ يُفْسِدُ قَلِيلا وَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ كَثِيرًا، وَمَا يُصْلِحُ بِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يُفْسِدُ فَمَا عَمِلَ فِيكُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَلَهُ الأَجْرُ وَعَلَيْكُمُ الشُّكْرُ، وَمَا عَمِلَ فِيكُمْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ الْوِزْرُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبْرُ.

[১৩৮] লাইস বিন আবি সুলাইম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনাটির সনদ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। তিনি বলেন, আমির বিপর্যয় ঘটায় কম, কিন্তু তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কল্যাণের কাজ করান বেশি। তার মাধ্যমে তিনি যা কল্যাণ করেন, তা তার বিপর্যয়ের তুলনায় বেশি। সুতরাং আমির তোমাদের মধ্যে আল্লাহর আনুগত্য করে কাজ করলে তার জন্য রয়েছে প্রতিদান, আর তোমাদের দায়িত্ব হলো শুকরিয়া আদায় করা। আর

---

[১৩৭] সহিহুল বুখারি : ৭০৫৩, ৭০৫৪, ৭০৮৩; সহিহু মুসলিম : ১৮৪৯

তিনি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নাফরমানি করে কাজ করলে তার দায়ভার তার ওপর, আর তোমাদের কর্তব্য হলো ধৈর্য ধরা।[১৩৮]

عَنْ نَافِعٍ، قَالَ : لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَنْصِبَ لَهُ الْقِتَالَ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ.

[১৩৯] নাফি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মদিনাবাসী ইয়াজিদ বিন মুআবিয়ার বাইআত ভঙ্গ করল, তখন ইবনে উমর রা. তাঁর পরিবার ও সন্তানদের একত্র করে বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক গাদ্দারের জন্য একটি করে পতাকা থাকবে। আমরা তো এ ব্যক্তির হাতে বাইআত হয়েছি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাইআতের ওপর। আর আমি এর চেয়ে বড় কোনো গাদ্দারির কথা জানি না যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাইআতের ওপর কারও কাছে বাইআত হয়ে পরে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করল। আর আমি যদি তোমাদের কারও ব্যাপারে জানি যে, কেউ তার বাইআত ভঙ্গ করেছে এবং এ ব্যাপারে তার হাতে বাইআত হয়নি, তাহলে আমার মাঝে এবং তার মাঝে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটবে।[১৩৯]

عَنِ الْحَارِثَ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ أَمَرَنِي اللَّهُ بِهِنَّ : الْجَمَاعَةُ، وَالسَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ، وَالْهِجْرَةُ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ رَأْسِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جِثَاءِ جَهَنَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى قَالَ : وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى تَدَاعَوْا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ.

---

[১৩৮] মাওকুফ। শুআবুল ইমান : ৬৯৮৩

[১৩৯] সহিহুল বুখারি : ৩১৮৮, ৬১৭৭, ৬১৭৮, ৬৯৬৬, ৭১১১; সহিহু মুসলিম : ১৭৩৫, ১৭৩৬

[১৪০] হারিস আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে এমন পাঁচটি বিষয়ের কথা বলছি, যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আমাকে আদেশ করেছেন। এক. মুসলিম জামাআত বা দলকে আঁকড়ে ধরা, দুই. আমিরদের কথা শোনা, তিন. তাদের আনুগত্য করা, চার. হিজরত করা, পাঁচ. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে জামাআতকে ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণও দূরে যাবে, সে যেন তার মাথা থেকে ইসলামকে নামিয়ে দিল, যতক্ষণ না সে তাতে প্রত্যাবর্তন করে। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের আহবান (বংশীয় বা দলীয় নামে একে অপরের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা ইত্যাদি) করবে সে জাহান্নামিদের দলভুক্ত। একজন বলল, যদি সে সিয়াম পালন করে এবং সালাত আদায় করে, তবুও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদিও সে সিয়াম ও সালাত আদায় করে। হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা আল্লাহর আহবানে পরস্পরকে আহবান করো, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম ও মুমিন করে নাম রেখেছেন।[১৪০]

নোট : এখানে আমিরদের কথা শোনা বলতে কেবল তারাই উদ্দেশ্য, যারা ইসলামের বর্ণিত পন্থায় ইসলাম বাস্তবায়ন করতে চায়। মনে রাখতে হবে যে, মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান বা খলিফা জীবিত থাকতে কোনো প্রকারেই অন্য কাউকে নেতা বানানো যাবে না; যতক্ষণ না সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। ইসলামে কেউ নেতৃত্বের দাবি করতে পারে না, যেভাবে গণতন্ত্রে বা অন্যান্য মতাদর্শে করা হয়ে থাকে। ইসলামি আমির বা খলিফা নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ'-এর পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, নিজের আবেদন বা জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে নয়। তাই ইসলামের এ পন্থা ত্যাগ করে প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচন করা একটি জাহিলি ব্যবস্থা, ইসলামের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ الأَكَابِرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْهَوْنَا عَنْ سَبِّ الأُمَرَاءِ.

[১৪১] আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শীর্ষস্থানীয় সাহাবিগণ আমাদেরকে আমিরদের গালিগালাজ করতে নিষেধ করেছেন।[১৪১]

নোট : আমিরদের গালিগালাজ করা যাবে না তখন, যখন তারা ইসলামি পন্থায় নির্বাচিত হবে। কুরআন-হাদিসের পরিপন্থী অন্য কোনোভাবে নির্বাচিত হলে

---

[১৪০] সহিহ। সুনানুত তিরমিজি : ২৮৬৩, ২৮৬৪
[১৪১] মাওকুফ।

তারা এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ, এরা আসলে মুসলমানদের নির্বাচিত ইসলামের নেতা নয়। তাদেরকে হিন্দু-মুসলিম, ইহুদি-খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ সবাই নির্বাচন করেছে। কোনো বিধর্মীর নির্বাচিত ব্যক্তি মুসলমানের নেতা হতে পারে না। মুসলমানদের নেতা মুসলমানগণ তাদের মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গের দ্বারাই নির্বাচিত হবে, অন্যদের মাধ্যমে নয় এবং ইসলামের বহির্ভূত পন্থায়ও নয়।

عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : سَيَكُونُ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ فَقَدْ هَلَكَ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلا نُقَاتِلُ فُجَّارَهُمْ؟ قَالَ : لا مَا صَلُّوا، لا مَا صَلُّوا.

[১৪২] হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অচিরেই তোমাদের এমন কিছু আমির আসবে, যাদের কিছু কাজ তোমরা ভালো পাবে আর কিছু কাজ মন্দ পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের প্রত্যাখ্যান করবে, সে দায়মুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকবে এবং তার অনুসরণ করবে, সে ধ্বংস হবে। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কি ফাসিক আমিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে, না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে।[১৪২]

নোট : এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, সালাত আদায় করলে তাদের বিরোধিতা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে এই সালাতও তো ততক্ষণ পর্যন্তই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে, যতক্ষণ না তার মধ্যে কুফুরি কোনো বিষয় পাওয়া যাবে। যেমন কুফুরি মতবাদে বিশ্বাস, যা আগেও বলা হয়েছে। কেউ ধর্মনিরপেক্ষবাদকে গ্রহণ করলে সে দ্বীন থেকে বেরিয়ে যায়। যদি এসব করা হয়, তবে এমন ব্যক্তিদের সালাতের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। মোটকথা হচ্ছে, ইমানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এমন কিছু পাওয়া না যেতে হবে। যদি পাওয়া যায়, তবে তার সালাত, হজ, সিয়াম, হজ, জাকাত, কুরবানি ইত্যাদি কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়।

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ : أَخَذَ عُمَرُ بِيَدِي، فَقَالَ : يَا أَبَا أُمَيَّةَ إِنِّي لا أَدْرِي لَعَلَّنَا لا نَلْتَقِي بَعْدَ يَوْمِنَا هَذَا : اتَّقِ اللَّهَ رَبَّكَ إِلَى يَوْمِ تَلْقَاهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَأَطِعِ الإِمَامَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا إِنْ ضَرَبَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ أَهَانَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ

[১৪২] হাসান, তবে এ সনদটি দুর্বল। সহিহু মুসলিম : ১৮৫৪; সুনানুত তিরমিজি : ২২৬৫; মুসনাদু আহমাদ : ২৬৫২৮

حَرَمَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ أَمَرَكَ بِأَمْرٍ يَنْقُصُ دِينَكَ فَقُلْ : طَاعَةٌ مِنِّي دَمِي دُونَ دِينِي وَلَا تُفَارِقِ الْجَمَاعَةَ.

[১৪৩] সুওয়াইদ বিন গাফলা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর রা. আমার হাত ধরে বললেন, হে আবু উমাইয়া, আমার জানা নেই যে, আজকের পর আমরা হয়তো আর মিলিত হতে পারব কি না। তুমি মৃত্যু পর্যন্ত তোমার রবকে এমনভাবে ভয় করো, যেন তুমি তাকে দেখছ। ইমামের আনুগত্য করো, যদিও সে একজন হাবশি নাককাটা গোলামও হয়। সে যদি তোমাকে প্রহার করে, ধৈর্যধারণ করো। সে যদি তোমাকে অপদস্ত করে, ধৈর্যধারণ করো। সে যদি তোমাকে বঞ্চিত করে, ধৈর্যধারণ করো। তবে সে যদি তোমাকে এমন কাজের আদেশ করে, যা তোমার দ্বীনে ত্রুটি সৃষ্টি করে, তবে বলো, আমার রক্ত আপনার আনুগত্যে উৎসর্গিত, তবে দ্বীনের (সাথে সাংঘর্ষিকতার) ক্ষেত্রে নয়। আর কখনো জামাআত ত্যাগ কোরো না।[১৪৩]

নোট : এই হাদিসটি আমাদের এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যদি কাউকে মানতে গিয়ে দ্বীনের মধ্যে ঘাটতি আসে, তবে কোনোক্রমেই তার আনুগত্য করা যাবে না। অনুরূপ যদি কোনো আমিরের ইমান বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে কোনো বিষয়েই তার আনুগত্য চলবে না। কেননা, মুমিনের ওপর কেবল মুমিনের কর্তৃত্বই চলে, কাফির বা মুরতাদের নয়।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ : الْأَمِيرُ مِنْ أَمْرِ اللهِ فَمَنْ طَعَنَ فِي الْأَمِيرِ فَإِنَّمَا يَطْعَنُ فِي أَمْرِ اللهِ ﷻ

[১৪৪] মুআজ বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, আমির আল্লাহর আদেশ থেকে হয়। তাই যে ব্যক্তি (অন্যায্যভাবে) আমিরকে তিরস্কার করল, সে যেন আল্লাহর আদেশের প্রতিই তিরস্কার করল।[১৪৪]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ : لَمَّا بُويِعَ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ خَيْرًا رَضِينَا، وَإِنْ كَانَ شَرًّا صَبَرْنَا.

[১৪৫] মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের থেকে যখন ইয়াজিদ বিন মুআবিআর বাইয়াত নেওয়া হলো, সে কথা আব্দুল্লাহ বিন

[১৪৩] সহিহ, মাওকুফ। আল-আমওয়াল, ইবনে জানজুয়া : ৩০

[১৪৪] দুর্বল, মাওকুফ। আল-আমওয়াল, ইবনে জানজুয়া : ৩৩

উমর রা.-কে বলা হলে তিনি বললেন, সে যদি ভালো হয়, তবে আমরা সন্তুষ্ট, আর যদি খারাপ হয়, তবে আমরা ধৈর্যধারণ করব।[১৪৫]

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ : مَا سَبَّ قَوْمٌ أَمِيرَهُمْ إِلا حُرِمُوا خَيْرَهُ.

[১৪৬] আবু ইসহাক রহ. থেকে বর্ণিত, যখনই কোনো সম্প্রদায় তাদের আমিরকে গালিগালাজ করেছে, তখনই তারা তার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।[১৪৬]

عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ : سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ أُمَّتِي وَهِيَ جَمِيعٌ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ.

[১৪৭] আরফাজা বিন শুরাইহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে বললেন, অচিরেই নানা দুর্যোগ ও বিপর্যয় আসবে। সুতরাং তোমরা যাকে দেখবে যে, সে আমার উম্মতের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে প্রয়াস চালাচ্ছে, অথচ তারা ঐক্যবদ্ধ আছে, তবে তোমরা তাকে হত্যা করে ফেলো; সে যেই হোক না কেন।[১৪৭]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الإِذْلالُ؟ قَالَ : يَتَعَرَّضُ لِلسُّلْطَانِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْهُ النَّصَفُ.

[১৪৮] ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো মুমিনের জন্য শোভনীয় নয় যে, সে নিজেকে অপমানিত করবে। সাহাবায়ে কিরাম রা. প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, নিজেকে অপমানিত করা কী? তিনি বলেন, ক্ষমতা গ্রহণ করা; অথচ তার মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার নেই।[১৪৮]

নোট : আমাদের বর্তমানের অধিকাংশ লোকের আজ এ অবস্থা। আমরা এ কথা অনুভব করতেও ভুলে গেছি যে, কোনটি আমার জন্য সম্মানের আর কোনটি অসম্মানের। আজ আমরা সবাই নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করতে নানা নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করছি; অথচ এভাবে নির্বাচন করতে বলা হয়নি।

---

[১৪৫] সহিহ, মাওকুফ।

[১৪৬] মাকতু।

[১৪৭] সহিহ মুসলিম : ১৮৫২

[১৪৮] সহিহ। সুনানুত তিরমিজি : ২৩৬৯; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০১৬

খিলাফত বা রাষ্ট্র পরিচালনা ছিল একটি সম্মানের বিষয়, যা আল্লাহ তাআলা বনি আদমকে দান করেছেন এবং সে বিষয়কে সামনে রেখেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু আমরা কুরআন-সুন্নাহর পথ ছেড়ে নিজেদেরকেই লাঞ্ছিত করছি। আজ যারা ক্ষমতা গ্রহণের যোগ্য নয়, তারাই আজ নেতা হওয়ার জন্য অস্থির।

عَنْ عَرِيفٍ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا عَلَى الأُمَرَاءِ زَكَّيْنَاهُمْ بِمَا لَيْسَ فِيهِمْ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ دَعَوْنَا اللَّهَ عَلَيْهِمْ.قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ ذَلِكَ النِّفَاقَ.

[১৪৯] আরিফ হামদানি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর রা-কে বললাম, আমরা যখন আমিরদের দরবারে প্রবেশ করি, তখন আমরা তাদের এমন প্রশংসা করি, যা তাদের মাঝে নেই। আর যখন তাদের দরবার থেকে বের হই, তখন তাদের জন্য বদদুআ করি। তিনি বলেন, আমরা তা নিফাক হিসেবে গণ্য করতাম।[১৪৯]

নোট : যেহেতু এরা ছিলেন আমির, তাই তাদের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও তাদেরকে ব্যাপকভাবে অপদস্ত করা বা সামগ্রিকভাবে তাদের বিরোধিতা করা বৈধ নয়। আর এজন্যই তাদের সামনে প্রশংসা আর পেছনে সমালোচনা করাকে নিফাক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

[১৪৯] সহিহুল বুখারি : ৭১৭৮

ফিতনার সময়ে অস্ত্র ও যুদ্ধের বাহন বিক্রি

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ.

[১৫০] ইমরান বিন হুসাইন খুজায়ি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিতনার সময়ে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।[১৫০]

নোট : অর্থাৎ শত্রুপক্ষ বা ফিতনা সৃষ্টিকারীদের নিকট বিক্রি করা যাবে না। কারণ, এর দ্বারা শত্রুপক্ষ শক্তিশালী হতে পারে এবং নিজেদের হাত থেকে অস্ত্র চলে গেলে প্রয়োজনের সময় তা পাওয়া না-ও যেতে পারে। তেমনিভাবে যেহেতু সময়টা ফিতনার, তাই যারা অসৎ, তারা এসব অস্ত্র দিয়ে সমাজে ফিতনাকে আরও বেগবান করতে পারে। এজন্য শরিয়তে এ সময় অস্ত্র কেনাবেচাকে নিষেধ করা হয়েছে।

عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ بَيْعَ السِّلَاحِ وَالدَّوَابِّ فِي الْفِتْنَةِ.

[১৫১] হাসান রহ. ও ইবনে সিরিন রহ. থেকে বর্ণিত যে, তারা দুজনেই ফিতনার সময়ে অস্ত্র ও (যুদ্ধের) পশু বিক্রি করাকে অপছন্দ করতেন।[১৫১]

عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تَشُدُّوا لَهُمْ أَزْرَارًا وَلَا تَشُدُّوا لَهُمْ عُرًى.

[১৫২] আবুল মুহাজির সালিম বিন আব্দুল্লাহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা তাদের শক্তির যোগান দিয়ো না, তোমরা তাদের মুক্ত করে দিয়ো না।[১৫২]

---

[১৫০] দুর্বল। মুসনাদুল বাজ্জার : ৩৫৮৯

[১৫১] দুর্বল, মাকতু।

[১৫২] মাকতু।

ফিতনার সময় ফিতনাবাজদের নিকট ক্রয়বিক্রয়

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى يُونُسَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ بَعَثَ إِلَى أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ بِخُرْجٍ يَبِيعُهُ فَلَمَّا كَانَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الْمُهَلَّبِ أَرْسَلَ إِلَيْهِ : رُدَّ عَلَيَّ خُرْجِي.

[১৫৩] হুসাইন বিন আব্দুর রহমান রহ. তার কাছে বর্ণনাকারী একজন থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনে সিরিন রহ. আইয়ুব সাখতিয়ানি রহ.এর নিকট একটি থলি দিয়ে পাঠালেন, যেন তিনি তা বিক্রয় করে দেন। এরপর যখন ইবনে মাহলাবের ফিতনা সংঘটিত হলো, তখন তার কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, তুমি পাত্রটি ফেরত পাঠাও (এখন আর বিক্রি করার দরকার নেই)।[১৫৩]

নোট : ক্রয়বিক্রয় সাধারণত একটি লাভজনক বিষয়। তাই ফিতনার সময় ফিতনাবাজদের কাছে কোনো পণ্য কেনাবেচা না করা ঠিক নয়। যেন এর দ্বারা তারা কোনো প্রকারের লাভ বা উপকার গ্রহণ করতে না পারে।

قَالَ ابْنُ مَعْبَدٍ وَحَدَّثَنَا الثِّقَةُ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ : إِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَشْتَرِ.

[১৫৪] ইবনে মাবাদ রহ. বলেন, সাইদ বিন মুসাইয়িব রহ. বলতেন, যখন ফিতনা শুরু হয়ে যাবে, তখন কিছু বিক্রয় করবে না এবং কিছু ক্রয়ও করবে না।[১৫৪]

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ : قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ : أَرَأَيْتَ إِنْ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ بِثَغْرٍ، أَتَرَى لأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُمْ شَيْئًا؟ قَالَ : لا، وَلا مِخْلاةً مِنْ تِبْنٍ، إِلا مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ.

[১৫৫] ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আওজায়ি রহ.কে বললাম, বলুন, যদি পাহাড়ের কোনো গিরিপথেও কোনো ফিতনা সংঘটিত হয়, তখন কি কারও জন্য তাদের কাছে কিছু বিক্রি করা সঠিক মনে করেন? তিনি বললেন, না। এমনকি মাটি রাখার একটি পাত্রও না, তবে আস্থাভাজন লোক হলে ভিন্ন কথা।[১৫৫]

---

[১৫৩] দুর্বল, মাকতু।
[১৫৪] দুর্বল, মাকতু।
[১৫৫] মাকতু।

ফিতনা থেকে পলায়ন

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ.

[১৫৬] আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অচিরেই মুসলমানের জন্য ছাগল-ভেড়া হবে তার সম্পদের মধ্যে উত্তম সম্পদ, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়া এবং বৃষ্টি-বিধৌত এলাকায় চলে যাবে এবং তার দ্বীন নিয়ে সে ফিতনা থেকে পলায়ন করবে।[১৫৬]

عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خَيْرُ النَّاسِ فِي الْفِتَنِ رَجُلٌ أَخَذَ بِرَأْسِ فَرَسِهِ يُخِيفُ الْعَدُوَّ وَيُخِيفُونَهُ، وَرَجُلٌ مُعْتَزِلٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ.

[১৫৭] ইবনে তাওস রহ. তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফিতনা চলাকালে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার ঘোড়ার মাথার অগ্রভাগ ধরে রাখে। শত্রুকে সে ভয় দেখায় এবং শত্রুরাও তাকে ভয় দেখায়। ওই ব্যক্তিও সর্বোত্তম, যে তার ওপর থাকা আল্লাহর হক আদায় করার উদ্দেশে জনমানব থেকে দূরত্ব বজায় রাখে।[১৫৭]

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ : مَنْ فَرَّ بِدِينِهِ شِبْرًا حُشِرَ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

[১৫৮] আমর বিন দিনার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (ফিতনার সময়) যে ব্যক্তি তার দ্বীন নিয়ে এক বিঘত পরিমাণ দূরেও পলায়ন করবে, (কিয়ামতের দিন) ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে তার হাশর হবে।[১৫৮]

حَدَّثَنِي كُرْزُ بْنُ حُبَيْشٍ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِلإِسْلَامِ مُنْتَهًى؟ قَالَ : نَعَمْ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا مِنْ عَجَمٍ أَوْ عَرَبٍ أَدْخَلَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ تَقَعُ فِتَنٌ كَالظُّلَلِ يَعُودُونَ فِيهَا أَسَاوِدَ صُمًّا يَضْرِبُ بَعْضُهُمْ

---

[১৫৬] সহিহুল বুখারি : ১৯, ৩৩০০, ৩৬০০, ৬৪৯৫, ৭০৮৮

[১৫৭] সহিহ, মুরসাল। সুনানুত তিরমিজি : ২১৭৭

[১৫৮] মাকতু।

رِقَابَ بَعْضٍ، فَأَفْضَلُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.

[১৫৯] কুরজ বিন হুবাইশ খুজায়ি রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এক গ্রাম্য লোক এল। সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, ইসলামের কি কোনো সমাপ্তি আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ তাআলা আরব-অনারব হতে যাকে খুশি তাকে এই ইসলামে প্রবেশ করাবেন। এরপর এমন ফিতনা সংঘটিত হবে, যা হবে অন্ধকারের ন্যায়। তখন লোকেরা বিপুলহারে বধিরে পরিণত হবে, একজন অপরজনের গর্দানে আঘাত করতে থাকবে। সেদিন সর্বোত্তম লোক হবে সেই মুমিন ব্যক্তি, যে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে জনমানব থেকে দূরে থাকবে, সে তার রবকে ভয় করবে এবং মানুষের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য তাদের ত্যাগ করবে।[১৫৯]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى اللَّهِ ﷺ الْغُرَبَاءُ، قِيلَ : وَمَا الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ : الْفَرَّارُونَ بِدِينِهِمْ، يُحْشَرُونَ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[১৬০] আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে গুরাবা। জিজ্ঞেস করা হলো গুরাবা কারা? তিনি বললেন, যারা তাদের দ্বীন নিয়ে পলায়ন করে। কিয়ামতের দিন ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে তাদের হাশর হবে।[১৬০]

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، كُلُّ غَنِيٍّ خَفِيٍّ، قَالَ : قُلْتُ : مَا أَنَا بِالْغَنِيِّ، وَلَا الْخَفِيِّ، قَالَ : كُنْ كَابْنِ لَبُونٍ بِلَا ضَرْعٍ فَتُحْلَبَ وَلَا ظَهْرٍ فَتُرْكَبَ، قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، كُلُّ خَطِيبٍ مِصْقَعٍ، أَوْ رَاكِبٍ مَوْضِعٍ.

[১৬১] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে সে ফিতনার জমানায় সর্বোত্তম ব্যক্তির কথা জানাব না? সে হলো অমুখাপেক্ষী নিভৃতচারী ব্যক্তি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, আমি অমুখাপেক্ষীও নই আবার নিভৃতচারীও নই। তিনি বললেন, তুমি ইবনু লাবুন তথা উষ্ট্রীর দুই বছর বয়সী বাচ্চার মতো হও, যার কোনো ওলান নেই যে, দুধ

---

[১৫৯] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ১৫৯১৭, ১৫৯১৮, ১৫৯১৯

[১৬০] সহিহ, মাওকুফ। অবশ্য এটা সহিহ সনদে মারফু হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/২৫; আল-ইবানাতুল কুবরা : ৭৭১

দোহানো যায়, আবার তার শক্তসমর্থ পিঠও নেই যে, তাতে সওয়ার হওয়া যায়। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে সে ফিতনার সময়ে সর্বনিকৃষ্ট লোকের কথা জানাব না? সে হলো অনলবর্ষী বক্তা কিংবা দ্রুতগামী আরোহী।[১৬১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ : الْهَارِبُ بِدِينِهِ كَالْمُهَاجِرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[১৬২] আব্দুল্লাহ বিন আবি জাফর রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দ্বীন নিয়ে পলায়নকারী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে হিজরতকারীর ন্যায়।[১৬২]

عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، يَرْفَعُهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : بَشِّرِ الْفَرَّارِينَ بِدِينِهِمْ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا مِنْ مَدِينَةٍ إِلَى مَدِينَةٍ، وَمِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ، أَنَّهُمْ مَعِي أَوْ مَعَ إِبْرَاهِيمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَاتَيْنِ، وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا.

[১৬৩] আব্বাদ বিন কাসির রহ. থেকে মারফু সনদে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যারা ইমান ও সওয়াবের প্রত্যাশায় দ্বীন নিয়ে এক শহর থেকে আরেক শহরে, এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে পলায়ন করে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও। তারা কিয়ামতের দিন আমার সঙ্গে অথবা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে এভাবে থাকবে। এ বলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মধ্যমা আঙুলকে পাশের আঙুলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখালেন।[১৬৩]

নোট : ফিতনার সময়ে ফিতনার মোকাবিলা যদি করা সম্ভব না হয়, তবে নিজের প্রয়োজনীয় রসদপত্র সঙ্গে নিয়ে নিরাপদ কোনো অঞ্চলে চলে যাওয়া উত্তমই না শুধু; বরং জরুরিও। কারণ, ফিতনা সাধারণত এমন হয়ে থাকে, যেখানে মানুষ ঠিক-বেঠিক বুঝতে পারে না। আবার অনেক সময় তা বুঝতে পারলেও পারিপার্শ্বিক অনেক কারণে সঠিকটা গ্রহণ করতে পারে না, যার কারণে তার দ্বীন হুমকির সম্মুখীন হয়। সেক্ষেত্রে নিজের দ্বীন বিনষ্ট হওয়ার সমূহ ভয় থাকে। তাই নিজের দ্বীনকে নিরাপদ করতে ফিতনা থেকে পলায়ন করাও দ্বীনদারিত্ব বা দ্বীনের অংশ; যেমনটি আমরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১৬১] সহিহ, মাওকুফ। অন্যান্য কিতাবে বিশুদ্ধ সনদে কিছু শব্দের কমবেশে এটা হুজাইফা বিন উসাইদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, মুসতাদরাকুল হাকিম : ৮৬১২; মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ৩৭১২৫

[১৬২] মাকতু।

[১৬৩] সনদ খুবই দুর্বল।

ওয়া সাল্লাম এর জীবনীতে দেখতে পাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম রা. দ্বীনের হিফাজতের জন্যই হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মানুষের একটি ধৈর্যসীমা আছে, যা অতিক্রম করলে মানুষ নিজে মরতে বা মারতে প্রস্তুত হয়ে যায়, নতুবা সমসাময়িক বিষয়ে জড়িয়ে যায়। মন্দ বিষয়ও দীর্ঘ সময় ধরে দেখতে থাকলে তা সহনীয় হয়ে যায়, এক সময় মন থেকেও তার কদর্যতা দূর হয়ে নিজের কাছে তা ভালো লাগতে শুরু করে। এটাই তো আজ আমাদের সমাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

একটি মেয়ে একটি ছেলের সাথে এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলা, ঘুরতে যাওয়া, হাসাহাসি করা ইত্যাদি বিষয়গুলো একসময় কল্পনাও করা যেত না। এখন তা খুবই স্বাভাবিক; বরং এরাই তো এখন সমাজের চোখে সুশীল। কারণ, এরা সবার সঙ্গে মিশতে পারে। নানারকম রসাত্মক কথা বলতে পারে। চলাফেরার স্টাইলও আধুনিক। এজন্য সমাজও তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছে। আসলে কি বিষয়টি মানার মতো? আজ থেকে বিশ-ত্রিশ বছর আগের চোখ আর মন দিয়ে একবার উপলব্ধি করে দেখুন তো!

সুদ খাওয়ার ব্যাপারটি নিয়েও একটু ভাবুন। এক সময়ে সমাজে সুদখোরদের ভিন্ন একটি পরিচয় ছিল। সমাজের চোখে তারা ছিল অত্যন্ত নিকৃষ্ট। অথচ এখন সমাজের সর্বত্রই সুদখোরদের দেখতে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়; বরং তাদেরকে তো ইদানীং সম্মানের দৃষ্টিতেও দেখা হচ্ছে। সুদ এখন সবার কাছে সহনীয় হয়ে গেছে। এভাবেই ফিতনা আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করছে; অথচ আমাদের তাকিয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করার নেই। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

ফিতনার সময়ে আমলের ফজিলত

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَمَلُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ.

[১৬৪] মাকাল বিন ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফিতনার সময়ে আমল করা আমার নিকট হিজরত করার ন্যায়।[১৬৪]

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ.

[১৬৫] মাকাল বিন ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফিতনার সময়ে ইবাদত করা আমার দিকে হিজরত করার ন্যায়।[১৬৫]

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْعَمَلُ فِي الْهَرْجِ كَالْهِجْرَةِ إِلَيَّ.

[১৬৬] মাকাল বিন ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফিতনার সময়ে আমল করা আমার নিকট হিজরত করার ন্যায়।[১৬৬]

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْعَمَلُ فِي الْهَرْجِ كَالْهِجْرَةِ مَعِي.

[১৬৭] মাকাল বিন ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফিতনার সময়ে আমল করা আমার সঙ্গে হিজরত করার ন্যায়।[১৬৭]

নোট : যেখানে মানুষ ফিতনায় নিমজ্জিত হয়ে তার দ্বীনকে বিলিন করে দিচ্ছে, সেখানে ইবাদত ও আমল করতে পারার অর্থ হচ্ছে, অসুস্থ সমাজের গড্ডালিকা প্রবাহে না ভেসে সে দ্বীনের ওপর অটল থাকার চেষ্টা করছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা যে কত কঠিন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না! আর এ কারণেই ফিতনার সময় আমলের এত ফজিলতের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ফিতনার এই শেষ জমানায় দ্বীনের ওপর আমল করার এবং তার ওপর অটল থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

---

[১৬৪] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ২০২৯৮
[১৬৫] সহিহু মুসলিম : ২৯৪৮
[১৬৬] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ২০২৯৮
[১৬৭] প্রাগুক্ত।

ফিতনার সময়ে কথা বলার খারাবি

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْكَلَامُ فِي الْفِتْنَةِ دَمٌ يَقْطُرُ.

[১৬৮] মুহাম্মাদ বিন অলিদ কুরাশি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফিতনার সময়ে কথা বলা ফোঁটায় ফোঁটায় পড়া রক্তের ন্যায়।[১৬৮]

عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تَكُونُ فِتْنَةٌ وَقْعُ اللِّسَانِ فِيهَا أَشَدُّ مِنَ وَقْعِ السَّيْفِ.

[১৬৯] তাওস রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এমন ফিতনা আসবে, যখন জিহ্বার (ক্ষতিকর) প্রভাব তলোয়ারের প্রতিক্রিয়ার চেয়ে মারাত্মক হবে।[১৬৯]

عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ : مَا أُخْبِرْتُ وَلَا اسْتُخْبِرْتُ مُنْذُ كَانَتِ الْفِتْنَةُ، قَالَ : فَقَالَ مَسْرُوقٌ : لَوْ كُنْتُ مِثْلَكَ لَسَرَّنِي أَنْ أَكُونَ قَدْ مُتُّ. قَالَ شُرَيْحٌ : فَكَيْفَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا فِي الصُّدُورِ، تَلْتَقِي الْفِئَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الأُخْرَى.

[১৭০] শুরাইহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন থেকে ফিতনা (অর্থাৎ উসমান রা.-এর শাহাদাতের পরবর্তী ফিতনা-ফাসাদ) শুরু হয়েছে, তখন থেকে আমি কোনো কথাও বলিনি এবং কোনো জিজ্ঞাসারও সম্মুখীন হইনি। তখন মাসরুক রহ. বললেন, আমি যদি আপনার মতো (স্থানে) হতাম, তাহলে (ফিতনার বিভীষিকা দেখে) আমার মৃত্যু হলেই আমি আনন্দিত হতাম। শুরাইহ রহ. বলেন, তাহলে (একটু ভেবে দেখো,) এর চেয়ে বেশি হলে কী অবস্থা দাঁড়াবে, যা আমাদের অন্তরে ছিল? দুটি দল (আলি রা. ও মুআবিয়া রা.-এর দল) পরস্পর মুখোমুখী হচ্ছে; অথচ আমার কাছে তাদের একটি অপরটির চেয়ে প্রিয়।[১৭০]

---

[১৬৮] মাকতু।
[১৬৯] দুর্বল, মুরসাল। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৬৫; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৯৬৮
[১৭০] সহিহ, মাকতু। মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ৩৭৪৩২; হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৪/১৩৩

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، إِنَّمَا الْفِتْنَةُ بِاللِّسَانِ وَلَيْسَتْ بِالْيَدِ.

[১৭১] ইবনে জুরাইজ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, ফিতনা জিহ্বার মাধ্যমেই হয়, হাতের মাধ্যমে নয়।[১৭১]

নোট : এসব বর্ণনায় ফিতনার সময় কথা বলাকে নিষিদ্ধ ও মন্দ বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ, অধিকাংশ ফিতনার সূত্রপাত কথা থেকেই হয়ে থাকে; যেমনটি ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়। যখন কথা বলাই ফিতনার অন্যতম সূত্র, তখন ফিতনার জমানায় কথা বলাটা আগুনে ঘি ঢালার মতো। তাই ফিতনার জমানায় নিজের ইমান-আমলসহ সবকিছু বাঁচাতে নীরব থাকার কোনো বিকল্প নেই।

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ : بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ الْهَرْجُ، وَذَكَرَ الْفِتْنَةَ، ثُمَّ قَالَ أَبُو مُوسَى : مَا أَعْلَمُ الْمَخْرَجَ لِي وَلَكُمْ مِنْهَا فِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلا أَنْ نَخْرُجَ مِنْهَا كَيَوْمِ دَخَلْنَا فِيهَا. قَالَ الْحَسَنُ : مَا الْخُرُوجُ كَيَوْمِ دَخَلُوا فِيهَا إِلا السَّلَامَةُ، فَسَلِمَتْ قُلُوبُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ.

[১৭২] আবু মুসা রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে হারজ সংঘটিত হবে এবং তিনি ফিতনার কথা আলোচনা করলেন। এরপর আবু মুসা রা. বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে হিসেবে আমার জন্য এবং তোমাদের জন্য তা থেকে বের হওয়ার আমি কোনো উপায় দেখছি না। তবে হ্যাঁ, আমরা যদি এ থেকে বের হয়ে সেদিনের মতো হয়ে যাই, যেদিন তাতে প্রবেশ করেছিলাম, তাহলে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। হাসান রহ. বলেন, প্রবেশের দিনের মতো বের হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো, (সবকিছু থেকে) নিরাপদ ও মুক্ত থাকা। এতে করে তাদের অন্তর, হাত ও মুখ (ফিতনা থেকে) নিরাপদ থাকবে।[১৭২]

নোট : এ হাদিসে ফিতনার জমানায় ফিতনা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় বলা হয়েছে, একেবারে নীরব হয়ে যাওয়া। সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে যখন একাকী থাকা হবে, তখনই কেবল ফিতনামুক্ত থাকার আশা করা যায়। নয়তো যেকোনো সময় ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে যাবে।

---

[১৭১] মাওকুফ।

[১৭২] সহিহ। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৯৫৯

عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ : لَبِثَ شُرَيْحٌ فِي الْفِتْنَةِ تِسْعَ سِنِينَ لا يُخْبِرُ وَلا يَسْتَخْبِرُ.

[১৭৩] মাইমুন বিন মিহরান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (উসমান রা.-এর শাহাদাত পরবর্তী) ফিতনার জমানায় শুরাইহ রহ. নয় বছর অবস্থান করেছিলেন। এ সময়ে তিনি কাউকে কিছু বলেনওনি এবং কারও থেকে কোনো কিছু জানতেও চাননি (অর্থাৎ এ ব্যাপারে একেবারে নীরব হয়ে গিয়েছিলেন)।[১৭৩]

সংবাদ জিজ্ঞেস করা, তবে কাউকে না বলা

حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى قُرَيْشٍ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَسْتَخْبِرُ وَلا يُخْبِرُ.

[১৭৪] বশির বিন আব্দুর রহমান রহ. বলেন, ইবরাহিম নাখয়ি রহ. (ফিতনার সময়ে বিভিন্ন সংবাদ) জিজ্ঞেস করতেন, তবে কাউকে কিছু জানাতেন না।[১৭৪]

নোট : তিনি তার নিরাপত্তার জন্যই বিভিন্ন খবর-সংবাদ সংগ্রহ করতেন। তাঁর এ পন্থা থেকে নিজের নিরাপত্তা মজবুত করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। ফিতনার সময় ফিতনাসংক্রান্ত নানা বিষয় জেনে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেতে পারে, তবে তা অন্যকে জানিয়ে ফিতনার পালে হাওয়া দেওয়া যাবে না।

---

[১৭৩] সহিহ, মাকতু। মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ৩৭৪৩২; হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৪/১৩৩

[১৭৪] সহিহ, মাকতু।

ফিতনার সময়ে কবরবাসীদের ওপর ঈর্ষা ও মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ.

[১৭৫] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না মানুষ কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে বলবে, হায়! আমি যদি তার জায়গায় হতাম।[১৭৫]

নোট : যখন ফিতনা চলবে, তখন মানুষ বুঝতেই পারবে না, তার জন্য কী করণীয় আর কী বর্জনীয়? অথবা বুঝতে পারলেও সে এমন অবস্থায় পতিত হবে, যখন কিছুই করার থাকবে না। তখন যদি ইমানসহ মৃত্যুবরণ করা সম্ভব হয়, তবে সেটাই তার জন্য উত্তম। কারণ, এ অবস্থায় ঝুলে থাকলে ইমান নিলামে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই যারা ইমানদার হবে, তারা মৃত মুমিনদের কবর দেখে বলবে, হায়! আমি যদি তার মতো ইমান নিয়ে কবরে যেতে পারতাম!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَكَ.

[১৭৬] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মানুষ কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে বলবে, হায়! আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম![১৭৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ.

[১৭৭] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত

---

[১৭৫] সহিহুল বুখারি : ৭১১৫, ৭১২১; সহিহু মুসলিম : ১৫৭

[১৭৬] প্রাগুক্ত।

হবে না, যতক্ষণ না মানুষ কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে বলবে, হায়! আমি যদি তার জায়গায় হতাম![১৭৭]

عَنْ أَبِي عَبْدِ رَبِّهِ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَانَ إِذَا جَاءَهُ مَوْتُ الرَّجُلِ عَلَى الْحَالِ الصَّالِحَةِ، قَالَ : هَنِيئًا لَهُ يَا لَيْتَنِي بَدَلَهُ. فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ الدَّرْدَاءِ : إِذَا أَتَاكَ مَوْتُ الرَّجُلِ قُلْتَ : يَا لَيْتَنِي بَدَلَهُ، فَقَالَ : تَدْرِينَ أَنَّ الرَّجُلَ يُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا؟ فَقَالَتْ : وَكَيْفَ؟ فَقَالَ : يُسْلَبُ إِيمَانُهُ وَهُوَ لا يَشْعُرُ، فَلأَنَا لِهَذَا بِالْمَوْتِ أَغْبَطُ مِنْ هَذَا فِي الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ.

[১৭৮] আবু আবদি রাব্বিহ রহ. থেকে বর্ণিত, কোনো ব্যক্তির যখন সৎ অবস্থায় মৃত্যু ঘনিয়ে আসত, তখন আবু দারদা রা. বলতেন, মুবারকবাদ তার জন্য! আহ, তার জায়গায় যদি আমি হতাম! উম্মে দারদা রা. তাকে বললেন, যখন আপনার কাছে কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর খবর আসে, আপনি কেন বলেন, তার পরিবর্তে যদি আমি হতাম! তিনি বললেন, তুমি কি জানো, মানুষ সকালে মুমিন থাকে, আর সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যায়? তিনি (উম্মে দারদা রা.) জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে? তিনি (আবু দারদা রা.) বললেন, তার ইমান ছিনিয়ে নেওয়া হবে; অথচ সে উপলব্ধিও করতে পারবে না। আর এ কারণেই আমি এভাবে মৃত্যুবরণ করাকে সিয়াম ও সালাতরত থাকার চাইতে অধিক ঈর্ষা করি।[১৭৮]

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ فَوَاللَّهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ الْمَوْتُ أَحَبَّ إِلَى أَحَدِهِمْ مِنَ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ.

[১৭৯] ইয়াহইয়া বিন কাসির রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান রহ.এর সাক্ষাতে গেলাম। তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। তিনি বললেন, তুমি যদি মরে যেতে পারো, তবে মরে যাও। আল্লাহর কসম! অচিরেই মানুষের সামনে এমন সময় আসবে, যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু লাল স্বর্ণ অপেক্ষা উত্তম হবে।[১৭৯]

নোট : এখানে মৃত্যু বলতে ইমান অবস্থায় মৃত্যু বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ শেষ জমানায় ফিতনার ভয়াবহতা এত বেশি হবে যে, তখন ইমান নিয়ে মরতে

---

[১৭৭] প্রাগুক্ত।

[১৭৮] দুর্বল, মাওকুফ।

[১৭৯] সহিহ, মাকতু।

পারাটাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। তাই সত্যিকার মুমিনরা পৃথিবীর সকল কিছুর বিনিময়ে হলেও এমন মৃত্যু কামনা করবে।

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ، يَقُولُ : إِنَّ لِلْفِتْنَةِ وَقَفَاتٌ وَنَقَفَاتٌ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ فِي وَقَفَاتِها فَلْيَفْعَلْ.

[১৮০] জাইদ বিন অহাব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুজাইফা রা.-কে বলতে শুনেছি, ফিতনার জন্য বিরতি এবং উত্তেজনার সময় রয়েছে। তোমাদের মধ্যে কেউ তার বিরতির সময়ে মরতে পারলে তখনই যেন সে মারা যায় (অর্থাৎ মৃত্যুর কামনা করে)।[১৮০]

عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ النَّخَعِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ : إِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ لَوْ وَجَدَ فِيهِ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ يُبَاعُ لاشْتَرَاهُ، وَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُغْبَطُ فِيهِ الرَّجُلُ بِخِفَّةِ الْحَاذِ كَمَا يُغْبَطُ فِيهِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ.

[১৮১] কুমাইল বিন জিয়াদ নাখয়ি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে মাসউদ রা.-কে বলতে শুনেছি, অচিরেই তোমাদের সামনে এমন সময় আসবে, যখন তোমাদের কেউ যদি মৃত্যুকে বিক্রয় করতে দেখে, তবে সে তা ক্রয় করে নেবে। আর অচিরেই তোমাদের সামনে এমন সময় আসবে, যখন মানুষের সম্পদ ও পরিবারের সদস্যসংখ্যা কম হওয়া নিয়ে ঈর্ষা করা হবে, যেমনিভাবে এখন সন্তান ও সম্পদের প্রাচুর্য নিয়ে ঈর্ষা করা হয়।[১৮১]

নোট : শেষ জমানায় মুমিনরা এসব কম হওয়াকেই ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখবে। কারণ, এসব মূলত পার্থিব বিষয়। তাই ফিতনার সময়গুলোতে এগুলো যার যত কম হবে, সে তত ভালো থাকবে।

---

[১৮০] দুর্বল, মাওকুফ।

[১৮১] সহিহ, মাওকুফ। অবশ্য অন্যান্য বর্ণনায় মারফু হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, মুসতাদরাকুল হাকিম : ৮৪৯৫; মুসনাদুল বাজ্জার : ১৪৬১; আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ৯৭৭৭

ফিতনার সময় নিয়ত ও সম্পদ উপার্জন

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

[১৮২] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (দুনিয়াতে) যে যাকে ভালোবাসবে, (কিয়ামত দিবসে) সে তারই সঙ্গে থাকবে।[১৮২]

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، تَكُونُ أَعْمَالٌ مَنْ رَضِيَهَا مِمَّنْ غَابَ عَنْهَا فَهُوَ كَمَنْ شَهِدَهَا وَمَنْ كَرِهَهَا مِمَّنْ شَهِدَهَا فَهُوَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا.

[১৮৩] কাসিম বিন আব্দুর রহমান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেছেন, সামনে অনেক (মন্দ) কর্ম ঘটবে, সেখানে অনুপস্থিত থেকেও যে তাতে সন্তুষ্ট থাকল, সে যেন তথায় উপস্থিত ছিল। আর সেখানে উপস্থিত থেকেও যে তা অপছন্দ/ঘৃণা করল, সে যেন তথায় অনুপস্থিত ছিল।[১৮৩]

নোট : আমাদের সমাজে এ জাতীয় কথা অহরহ বলা হয়ে থাকে—সিনেমাটি চমৎকার হয়েছে! কী অসাধারণ অভিনয়! কী দারুণ নাচে মেয়েটি! ওরই তো পুরস্কার পাওয়া উচিত! কী চমৎকার খেলল! এমন খেলা আমি কোনোদিন দেখিনি! এমন গানও হয় নাকি! অসাধারণ কণ্ঠ! হৃদয়টা ছুঁয়ে গেল! এসব কথাগুলোকে যদি এ হাদিস দ্বারা বিচার করা হয়, তাহলে নিজে সরাসরি কাজটি না করলেও বা না দেখলেও সে ওইসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যারা কাজটি করেছে বা দেখেছে। যখন কিয়ামতের দিন সিনেমার হিরোদেরকে ব্যভিচারী হিসেবে, কাউকে নর্তকী হিসেবে, কাউকে ইসলামের দুশমন হিসেবে তোলা হবে, তখন তাদেরকে মুহাব্বতকারী ও ভক্তকুলও তাদের সঙ্গে উঠবে। কেউ যদি তাদেরকে ভালোবাসে, তবে কিয়ামতের দিন সে তাদের সঙ্গে থাকবে।

---

[১৮২] সহিহুল বুখারি : ৬১৬৮, ৬১৬৯; সহিহু মুসলিম : ২৬৪০

[১৮৩] হাসান, মাওকুফ। মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ৩৭৪২২; আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ৮৮৮৮। অনেক বর্ণনায় হাদিসটি মারফু হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, সুনানু আবি দাউদ : ৪৩৪৫; আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ১৪৫৫১, ১৪৫৫২; আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ১৭/১৩৯ (৩৪৫); আল-ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ : ৭৩২

আর এসবের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ যে নিকৃষ্ট সম্পদ, তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে? কিন্তু আজ তো আমরা এসবকে অন্যায় ভাবতেই প্রস্তুত নই। আমরা একে জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবেই ধরে নিয়েছি। বিনোদন ছাড়া কি জীবন চলে? সময় কাটবে কী করে? একঘেয়ে একঘেয়ে লাগবে। অবসর সময়টুকু যদি বিনোদনে কাটে, তবে সমস্যা কী? আমি তো সময়মতো সিয়াম-সালাত আদায় করছিই! কিন্তু প্রিয় ভাই ও বোন আমার, মুসলমানের কোনো সময় কি অবসরে যেতে পারে? যদি সে কোনো সময়ে কোনো কাজ নাও করে, কোনো আমল নাও করে, তবুও অন্যায় ও গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকাও একটি ইবাদত। আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার থেকে এই পাঁচটি কথা কে গ্রহণ করবে? বললাম, আমি, হে আল্লাহর রাসুল। তিনি আমার হাত ধরলেন এবং পাঁচটি বিষয় গুনে গুনে বর্ণনা করলেন। প্রথমটি বললেন, তুমি হারাম কাজকে ত্যাগ করো, তাহলে তুমি মানুষের মাঝে সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী হিসেবে গণ্য হবে।'

তেমনিভাবে আবার যদি কেউ ভালো কাজ করে, আর অন্য কেউ তা পছন্দ করে এবং তাকে ভালোবাসে, তাহলে সে তা না করেও তার সমান সওয়াব পাবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَصَابَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا فِي فِتْنَةٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ بِطَابَعِ النِّفَاقِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ.

[১৮৪] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অবৈধভাবে (গনিমতের) দিনার ও দিরহাম আত্মসাৎ করল; আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে নিফাকের মোহর অঙ্কন করে দেবেন, যতক্ষণ না সে তা আদায় করে দেবে।[১৮৪]

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَتَكُونُ فِتْنَةٌ لا يَنْجُو مِنْهَا إِلا مَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهَا شَيْئًا، فَمَنْ أَصَابَ مِنْ مَالِهَا كَمَنْ أَصَابَ مِنْ دَمِهَا.

[১৮৫] উবাইদুল্লাহ বিন আবি জাফর রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অচিরেই এমন (গনিমতের সম্পদ ও প্রাচুর্যের) ফিতনা হবে, যা থেকে কেবল সেই মুক্তি পাবে, যে তা থেকে কোনো কিছু আত্মসাৎ করেনি। যে ব্যক্তি সে সম্পদ থেকে কোনো কিছু আত্মসাৎ করল, সে যেন তার রক্ত গ্রহণ করল।[১৮৫]

---

[১৮৪] দুর্বল। আল- কামিল, ইবনু আদি : ৭/৫০৪; মিজানুল ইতিদাল : ৩/৬২৩-৬২৪; লিসানুল মিজান : ৫/২৫০

[১৮৫] দুর্বল, মুরসাল। আল-ফিতান, নুআইম বিন হাম্মাদ : ৩৬৮

কুরাইশের কিছু যুবকের হাতে উম্মাহর ধ্বংস

عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ مَرْوَانَ، يَقُولُ لأَبِي هُرَيْرَةَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ هَلَاكَ الْعَرَبِ عَلَى يَدِ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَ مَرْوَانُ : بِئْسَ الْغِلْمَةُ أُولَئِكَ.

[১৮৬] ইয়াজিদ বিন শরিক আমিরি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মারওয়ানকে বলতে শুনেছি, তিনি আবু হুরাইরা রা.-কে বলছিলেন, হে আবু হুরাইরা, আপনি আমাকে সেসব হাদিস শোনান, যা আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন। তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, কুরাইশের কিছু অনুপযুক্ত ব্যক্তির হাতেই আরব জাতির ধ্বংস নিহিত রয়েছে। মারওয়ান বললেন, সেসব অনুপযুক্তরা কতইনা নিকৃষ্ট![১৮৬]

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَدِّي، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ وَمَعَنَا مَرْوَانُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ : هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ مَرْوَانُ : لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ بَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ لَفَعَلْتُ فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي إِلَى بَنِي مَرْوَانَ حِينَ مُلِّكُوا بِالشَّامِ فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا قَالَ لَنَا : عَسَى هَؤُلَاءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ، قُلْنَا : أَنْتَ أَعْلَمُ.

[১৮৭] আমর বিন ইয়াহইয়া বিন আমর বিন সাইদ রহ. বলেন, আমাকে আমার দাদা (আমর বিন সাইদ রহ.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা রা.-এর সঙ্গে মদিনায় মসজিদে নববিতে বসা ছিলাম। আমাদের সঙ্গে তখন মারওয়ানও ছিল। আবু হুরাইরা রা. বললেন, আমি সত্যায়নকৃত ও সত্যবাদী (রাসুলুল্লাহ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, কুরাইশের কিছু আযোগ্য ব্যক্তির হাতে আমার উম্মত ধ্বংস হবে। মারওয়ান বললেন, সেসব অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক।

---

[১৮৬] হাসান, তবে এ সনদটি দুর্বল। মুসনাদু আহমাদ : ১০৭৩৭ এসংক্রান্ত আরও একাধিক সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

আবু হুরাইরা রা. বললেন, আমি যদি বলতে চাই যে, তারা হচ্ছে অমুক অমুক গোত্রের, তবে অবশ্যই সব বলতে পারব। (বর্ণনাকারী আমর বিন ইয়াহইয়া বিন আমর রহ. বলেন,) এরপর বনি মারওয়ান শামের শাসনক্ষমতায় থাকাকালীন আমি আমার দাদার সাথে করে তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। তিনি (আমার দাদা) যখন দেখলেন তারা সব অল্পবয়স্ক যুবক, তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, আশঙ্কা হচ্ছে, এসব লোকগুলো তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আমরা বললাম, আপনিই ভালো জানেন।[১৮৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِي أَوْ هَلَاكَ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ غِلْمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ.

[১৮৮] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মত ধ্বংস বা বিপর্যয়ের শিকার হবে কুরাইশের কিছু নির্বোধ যুবক নেতাদের কারণে।[১৮৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُهْلِكُ أُمَّتِي هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ.

[১৮৯] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতকে কুরাইশের এই শাখাটি ধ্বংস করবে।[১৮৯]

عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ إِمَارَةِ الصِّبْيَانِ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وَمَا إِمَارَةُ الصِّبْيَانِ؟ قَالَ : إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ هَلَكْتُمْ، وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ أَهْلَكُوكُمْ.

[১৯০] ইয়াহইয়া বিন আব্দুল্লাহ রহ. তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আবু হুরাইরা রা.-কে বলতে শুনেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি বালকদের নেতৃত্ব থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সাহাবায়ে কিরাম রা. প্রশ্ন করলেন, বালকদের নেতৃত্বের অর্থ কী? তিনি বললেন, তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো, তবে (তোমাদের আখিরাত) ধ্বংস হয়ে যাবে, আর যদি অবাধ্য হও, তবে তারা (হত্যা ও নির্যাতনের মাধ্যমে) তোমাদের (দুনিয়া) ধ্বংস করে দেবে।[১৯০]

---

[১৮৭] সহিহুল বুখারি : ৩৬০৪, ৩৬০৫, ৭০৫৮; সহিহু মুসলিম : ২৯১৭
[১৮৮] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ৭৮৮১; আরও দেখুন : ৭৯৭৪, ৮০৩৩, ৮৩৪৭, ১০২৯২
[১৮৯] সহিহুল বুখারি : ৩৬০৪, ৩৬০৫, ৭০৫৮; সহিহু মুসলিম : ২৯১৭
[১৯০] দুর্বল। মুসনাদু আহমাদ : ৮৩২০

নেতৃত্ব কুরাইশদের অধিকার

عَنْ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ، وَقَالَ بِأُصْبُعَيْهِ يَلْوِيهِمَا.

[১৯১] ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই নেতৃত্ব কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে, যতদিন দু'জন মানুষও থাকবে। এ বলে তিনি তাঁর দুটি আঙুল বাঁকা করে দেখালেন।[১৯১]

নোট : অর্থাৎ পৃথিবীতে মুসলিমদের নেতৃত্ব ও খিলাফত পরিচালনার অধিকার কেবল কুরাইশদের। এ হাদিসের ব্যাখ্যা নিয়ে আলিমদের মাঝে একাধিক মত রয়েছে। কারও মতে এটা ওয়াজিব শর্ত, তথা কুরাইশ ছাড়া অন্য কারও খলিফা হওয়া জায়িজ নেই। আর কারও মতে এটা কেবল উত্তম ও অগ্রাধিকার বুঝায়, আবশ্যকীয়তা প্রমাণ করে না। সুতরাং কুরাইশ বংশের কেউ না থাকলে কিংবা থাকলেও উপযুক্ত না হলে অন্য কোনো বংশের লোকও খলিফা হতে পারবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ.

[১৯২] ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই নেতৃত্ব কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে, যতদিন (পৃথিবীতে) দু'জন লোকও থাকবে।[১৯২]

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلا تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ

---

[১৯১] সহিহুল বুখারি : ৩৫০১, ৭১৪০; সুনানুত তিরমিজি : ১৮২০

[১৯২] প্রাগুক্ত।

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلا أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ.

[১৯৩] জুহরি রহ. থেকে বর্ণিত, মুহাম্মদ বিন জুবাইর বিন মুতইম রহ. বর্ণনা করেছেন, মুআবিয়া রা.-এর কাছে খবর পৌঁছল -যখন তার পাশে কুরাইশদের একটি প্রতিনিধিদল অবস্থান করছিল- যে, আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বর্ণনা করেছেন, অচিরেই কাহতান গোত্র থেকে একজন বাদশা হবেন। এ কথা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর আল্লাহর যথাপযুক্ত প্রশংসা করে বললেন, আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, তোমাদের কিছু ব্যক্তি এমন হাদিস বর্ণনা করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও বর্ণিত হয়নি। তোমাদের মধ্যে এরাই হচ্ছে অজ্ঞ। সুতরাং তোমরা তাদের ওইসব কাল্পনিক ধারণা থেকে সতর্ক থাকো, যা কল্পনাকারীকে পথভ্রষ্ট করবে। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, এই নেতৃত্ব কুরাইশদের মধ্যেই থাকবে। যে-ই তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আল্লাহ তাকে তার চেহারার ওপর অধোঃমুখি (লাঞ্ছিত) করে দেবেন; যতক্ষণ তারা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে থাকবে।[১৯৩]

নোট : উলামায়ে কিরাম মুআবিআ রা. কর্তৃক আব্দুল্লাহ বিন আমর রা.-এর হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করার অনেক কারণ উল্লেখ করেছেন। কারও মতে তাঁর বর্ণনা থেকে বাহ্যত এ ভুল বুঝার আশঙ্কা ছিল যে, কুরাইশ ব্যতীত অন্য বংশ থেকেও বৈধ শাসক বা খলিফা হতে পারে। আর আব্দুল্লাহ রা.-এর উক্তি থেকে বুঝা যায়, ভবিষ্যতে সেটা বাস্তবেও ঘটবে। এতে ন্যায়ভাবে প্রতিষ্ঠিত খিলাফতে ইসলামির বিরুদ্ধে কাহতানি বংশের কেউ বিদ্রোহ করে এ বর্ণনাকে দলিল হিসেবে পেশ করতে পারে। তাই মুআবিআ রা. প্রসিদ্ধ হাদিস দ্বারা আব্দুল্লাহ রা.-এর উক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবার কারও মতে এটা আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত একটি মারফু হাদিসের সাথে কিছুটা অমিল থাকায় তিনি অস্বীকার করেছেন। কেননা, মারফু বর্ণনায় কাহতানি বংশের একজন বাদশাহ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সেটা হবে শেষ জমানায়। অথচ আব্দুল্লাহ রা.-এর উক্তি থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এটা শীঘ্রই ঘটবে। এসব কারণে মুআবিআ রা. আব্দুল্লাহ রা.-এর উক্তিকে অস্বীকার করেছেন। আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

---

[১৯৩] সহিহুল বুখারি : ৩৫০০, ৭১৩৯

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّ هَذَا الأَمْرَ لا يَزَالُ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وُلاتُهُ وَلَنْ يَزَالَ فِيكُمْ حَتَّى تُحْدِثُوا أَعْمَالا تُخْرِجُكُمْ مِنْهُ فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شَرَّ خَلْقِهِ فَالْتَحَوْكُمْ كَمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ.

[১৯৪] আবু মাসউদ আনসারি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে বললেন, হে কুরাইশ জাতি, এই নেতৃত্ব তোমাদের মাঝেই থাকবে, তোমরাই তার অধিকারী সাব্যস্ত হবে, তোমাদের মাঝেই তা স্থায়ী থাকবে, যতক্ষণ না তোমরা এমন কোনো কাজের উদ্ভব ঘটাবে, যা তোমাদেরকে এই অধিকার থেকে বের করে দেবে। আর যখন তোমরা এমনটি করবে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর তার নিকৃষ্ট মাখলুককে চাপিয়ে দেবেন। তারা তোমাদেরকে কেটে (নিশ্চিহ্ন করে) ফেলবে, যেভাবে ডাল কেটে ফেলা হয়।[১৯৪]

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ، قَالَ : قَامَ مُعَاوِيَةُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الأَمْرِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَامِ.

[১৯৫] জাইদ বিন আবি ইতাব রহ. থেকে বর্ণিত, মুআবিআ রা. একবার মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষেরা নেতৃত্বের ব্যাপারে কুরাইশের অনুগামী হবে। জাহিলি জমানার শ্রেষ্ঠরা ইসলামেও শ্রেষ্ঠ থাকবে।[১৯৫]

নোট : এর অর্থ হলো, জাহিলি জমানায় যারা নেতা ও মর্যাদসম্পন্ন ছিল, ইসলাম গ্রহণের পর যদি তারা ইসলামের বিধিবিধান পুঙ্খানুপুঙ্খ মেনে চলে তাহলে জাহিলি জমানার মতো ইসলামি যুগেও তাদের নেতৃত্ব ও মর্যাদা যথারীতি বহাল থাকবে।

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ.

---

[১৯৪] সহিহ। আস-সুন্নাহ, ইবনু আবি আসিম : ১১১৮, ১১১৯

[১৯৫] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ১৬৯২৮

[১৯৬] জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষেরা ভালো ও মন্দ উভয় ক্ষেত্রে কুরাইশের অনুসারী হবে।[১৯৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ : فِيكُمُ النُّبُوَّةُ وَالْمَمْلَكَةُ.

[১৯৭] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস রা.-কে বললেন, তোমাদের মাঝেই নবুওয়াত ও রাজত্ব।[১৯৭]

নোট : এখানে নবুওয়াত বলতে ভবিষ্যতে কেউ নবি হবেন এমনটি বুঝানো হয়নি; বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কুরাইশ বংশের, সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى، قَالَ : كَانَ أَبُو الْجَلَدِ يَحْلِفُ وَلَا يُسْتَثْنَى : أَنْ لَا تَهْلِكَ هَذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَحْكُمَ فِيهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، فِيهِمْ رَجُلَانِ مِنْ رَهْطِ النَّبِيِّ ﷺ يَحْكُمَانِ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ أَحَدُهُمَا ثَلَاثِينَ وَالْآخَرُ أَرْبَعِينَ.

[১৯৮] আবু ইয়াহইয়া রহ. বর্ণনা করেন, আবুল জালাদ রহ. 'ইনশাআল্লাহ' না বলে (অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে) কসম খেয়ে বলতেন যে, এই উম্মত ততদিন পর্যন্ত ধ্বংস হবে না, যতদিন না তাদের মাঝে বারোজন খলিফা রাজত্ব করবে। তাদের মাঝে দু'জন হবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশধর। তারা হিদায়াত ও সঠিক দ্বীন অনুসারে রাজত্ব করবেন। তাদের একজন ত্রিশ বছর অপরজন চল্লিশ বছর রাজত্ব করবেন।[১৯৮]

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ السُّوَائِيَّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَضُرُّ هَذَا الدِّينَ مَنْ نَاوَأَهُ حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

[১৯৯] আবু খালিদ রহ. বর্ণনা করেন, আমি জাবির বিন সামুরা সুওয়ায়ি রা.-কে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দ্বীনের বিরোধিতাকারী কেউই এ দ্বীনের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যতক্ষণ না

---

[১৯৬] সহিহু মুসলিম : ১৮১৯
[১৯৭] সনদ খুবই দুর্বল। আল-কামিল, ইবনু আদি : ৪/১৫৭৪; দালাইলুন নবুওয়াহ : ৬/৫১৭
[১৯৮] মাকতু।

বারোজন খলিফা রাজত্ব করবেন। তাদের প্রত্যেকেই হবেন কুরাইশ বংশের।[১৯৯]

নোট : আগের হাদিসে বলা হয়েছে, দু'জন হবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশ থেকে থেকে। দুটি হাদিসের সমন্বয় থেকে থেকে বুঝা যায়, বারোজনের মধ্যে দু'জন সরাসরি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশ থেকে হবে, আর অপর দশজন সরাসরি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশধর না হলেও কুরাইশ বংশের হবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كُنَّا فِي قُبَّةٍ فِي بَيْتٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ، فَقَالَ : الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ، وَلِي عَلَيْكُمْ حَقٌّ وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ مِثْلُهُ، مَا فَعَلُوا ثَلاثًا إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِذَا عَاهَدُوا أَوْفُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

[২০০] আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একটি ঘরের গম্বুজে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, খলিফাগণ সব কুরাইশ থেকে হবে। তোমাদের ওপর যেমন আমার অধিকার রয়েছে, তেমনি তাদেরও তোমাদের ওপর অধিকার রয়েছে; যতদিন তারা তিনটি কাজ করতে থাকবে। এক. তাদের কাছে দয়ার আবেদন করা হলে দয়া করবে। দুই. বিচার করলে সুবিচার করবে। তিন. অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করবে। সুতরাং তাদের কেউ যদি তা না করে, তাহলে তার ওপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত বর্ষিত হোক।[২০০]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ مُجْتَمِعُونَ فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ، وَقَالَ : الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ، وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ عَظِيمٌ وَلَكُمْ مِثْلُ ذَلِكَ، فَأَطِيعُوهُمْ مَا عَمِلُوا بِثَلاثٍ : إِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِذَا عَاهَدُوا أَوْفُوا، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

---

[১৯৯] সহিহ। আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ১৮৫২; সহিহুল বুখারি : ৭২২৩; সহিহু মুসলিম : ১৮২১

[২০০] সহিহ। আদ-দুআ, তাবারানি : ২১১৮

[২০১] আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন, তখন আমরা আনসারের একটি ঘরে একত্রে বসে ছিলাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের দু'চৌকাঠ ধরে বললেন, খলিফাগণ সব কুরাইশ থেকে হবে। তোমাদের ওপর তাদের বিশাল অধিকার রয়েছে, তেমনি তোমাদেরও (তাদের ওপর অধিকার) আছে। সুতরাং তাদের আনুগত্য করতে থাকো, যতদিন তারা তিনটি কাজ করতে থাকবে। এক. বিচার চাওয়া হলে সুবিচার করবে। দুই. তাদের কাছে দয়ার আবেদন করা হলে দয়া করবে। তিন. অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করবে। সুতরাং তাদের কেউ যদি তা না করে, তাহলে তার ওপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত বর্ষিত হোক।[২০১]

---

[২০১] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ১২৯০০

নেতা না থাকলে করণীয়

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، يَقُولُ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ : نَعَمْ، قُلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ : نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ، قُلْتُ : وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ : قَوْمٌ يُهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ، قُلْتُ : فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ : نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا، قَالَ : هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ : تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ : فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.

[২০২] হুজাইফা বিন ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত, মানুষেরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত, আর আমি জিজ্ঞেস করতাম মন্দ সম্পর্কে; মন্দ আমাকে গ্রাস করতে পারে এই ভয়ে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা একসময় জাহিলিয়াত ও মন্দের মাঝে ডুবে ছিলাম। এরপর আল্লাহ আমাদের মাঝে এ কল্যাণ (অর্থাৎ ইসলামের নিয়ামত) দান করলেন। এ কল্যাণের পর কি আবার মন্দ কিছু ঘটবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেই মন্দের পরে কি পুনরায় ভালো কিছু হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তাতে সমস্যা থাকবে। আমি বললাম, সমস্যা কী? তিনি বললেন, মানুষেরা তাতে আমার আনিত হিদায়াত রেখে অন্য পথে চলবে। এর কিছু তুমি ভালো দেখবে আর কিছু দেখবে মন্দ। আমি বললাম, এ কল্যাণের পর কি আবার মন্দ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জাহান্নামের দরজায় দাঁড়ানো এমন কিছু আহবানকারী হবে, তাদের আহবানে যে সাড়া দেবে, তারা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, আপনি আমাদেরকে তাদের গুণাবলি বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই মধ্য থেকে হবে, আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম, আমি যদি সে সময় পেয়ে যাই, তবে আমাকে আপনি কী আদেশ করছেন? তিনি বললেন, তুমি মুসলমানদের দল ও তার নেতাকে আঁকড়ে থাকো। আমি বললাম, যদি তাদের মাঝে সংঘবদ্ধতা ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তবে তুমি তাদের

সকল দল ত্যাগ করো, যদিও তোমাকে গাছের শিকড় কামড়ে থাকতে হয়; যতদিন না তোমার মৃত্যু আসে। আর তুমি সেই অবস্থাতেই থাকবে।[২০২]

নোট : আজ আমাদেরই ভাই বা ধর্মীয় ভাই আমাদেরকে এমন সব কাজ করতে উৎসাহিত বা প্ররোচিত করছে, যার সবই হচ্ছে এমন আহবান, যার একটিতেও যদি সাড়া দেওয়া হয়, তবে তারা আমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে ছাড়বে। আজ আমাদেরই ভাই বা ইসলামের অনুসারী মুসলমান বলে দাবি করে, কিন্তু তারা সবাই আমাকে এমন জীবনাদর্শের কথা বলছে, যা সুস্পষ্ট আল্লাহদ্রোহিতা। তারা আমাদের ভাষাতেই কথা বলে, তাদের মুখেও ইসলাম, সালাত, সিয়াম, হজ, জাকাত উচ্চারিত হয়। তারা ঘোষণাও দেয় যে, ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ। অথচ প্রকৃতভাবে তারা তার বাস্তবায়ন চায় না বা চাইলে সঠিকটা চায় না। এমন অবস্থায় যদি কোনো নেতা বা ইমাম না-ই থাকে, তাহলে কোনো দলে যোগ না দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ইমান ও ইসলাম নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ، أَبْرَارُها أُمَرَاءُ أَبْرَارِها، وَفُجَّارُها أُمَرَاءُ فُجَّارِها، وَلِكُلٍّ حَقٌّ، فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَإِنْ أَمَّرَتْ عَلَيْكُمْ قُرَيْشٌ حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، مَا لَمْ يُخَيَّرْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ، ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ، فَإِنَّهُ لا دُنْيَا لَهُ وَلا آخِرَةَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ.

[২০৩] আলি বিন আবি তালিব রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, খলিফাগণ সব কুরাইশ বংশ থেকে হবে। তাদের নেককারগণ নেককারদের নেতা, আর মন্দরা মন্দদের নেতা। প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে। সুতরাং তোমরা প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করো। কুরাইশ নেতা যদি তোমাদের ওপর নাককাটা একজন হাবশিকেও নেতা নির্ধারণ করে দেয়, তবুও তোমরা তার কথা শোনো এবং মান্য করো; যতক্ষণ না তোমাদের কাউকে তার ইসলাম ও হত্যার সুযোগ দেওয়া হয় (অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে হত্যার উপযুক্ত হয়ে যায়, যার কারণে তাকে হয় ইসলাম নবায়ন করতে হবে নয়তো হত্যা করতে হবে)। (এমন হলে) তার মা তাকে হারিয়ে ফেলুক (অর্থাৎ সে ধ্বংস হোক)! ইসলামের পর (ভিন্ন ধর্মে গিয়ে) তার দুনিয়া-আখিরাত সবই বরবাদ।[২০৩]

---

[২০২] সহিহুল বুখারি : ৩৬০৬, ৭০৮৪; সহিহু মুসলিম : ১৮৪৭

[২০৩] হাসান, তবে সনদ দুর্বল। মুসতাদরাকুল হাকিম : ৬৯৬২

عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ : قُرَيْشٌ أَئِمَّةُ الْعَرَبِ أَبْرَارُها أَئِمَّةُ أَبْرَارِها، وَفُجَّارُها أَئِمَّةُ فُجَّارِها، وَلِكُلٍّ حَقٌّ فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.

[২০৪] আলি বিন আবি তালিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরাইশরা হলো আরবের নেতা। তাদের নেককারগণ নেককারদের নেতা, আর মন্দরা মন্দদের নেতা। প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে। সুতরাং তোমরা প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করো।[২০৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ النَّاسَ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الأَمْرِ خِيَارُهُمْ تَبَعٌ لِخِيَارِهِمْ، وَشِرَارُهُمْ تَبَعٌ لِشِرَارِهِمْ.

[২০৫] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নেতৃত্বের ব্যাপারে লোকেরা কুরাইশের অনুগামী। তাদের নেককারগণ নেককারদের অনুগামী, আর মন্দরা মন্দদের অনুগামী হবে।[২০৫]

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلا تَقَدَّمُوهَا، وَتَعَلَّمُوا مِنْ قُرَيْشٍ وَلا تُعَلِّمُوهَا.

[২০৬] জুহরি রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কুরাইশকে প্রাধান্য দাও, তাদের অগ্রে যেয়ো না। তোমরা কুরাইশদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ কোরো, তাদেরকে শিক্ষা দিতে যেয়ো না।[২০৬]

নোট : উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সৌদিআরবে যারা ক্ষমতায় আছে, তাদের সাথে কুরাইশের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা ক্ষমতায় এসেছে ব্রিটিশদের যোগসাজশে। জনগণকে শোষণ করাই তাদের প্রকৃতি। এরা প্রকৃত অর্থে ইসলামি নেতৃত্বও দিচ্ছে না। তাই এসব হাদিসকে ভুল জায়গায় ভুল অর্থে ব্যবহার করার সুযোগ নেই।

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنِّي لَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخَافُكُمْ عَلَى النَّاسِ.

[২০৭] মিসওয়ার বিন মাখরামা রহ. থেকে বর্ণিত, উমর রা. বলেন, হে কুরাইশগণ, আমি তোমাদের ব্যাপারে মানুষকে ভয় করি না, তবে আমি মানুষের ব্যাপারে তোমাদের (জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের) ভয় করি।[২০৭]

---

[২০৪] মাওকুফ। হাদিসটি পূর্বে মারফু হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে।

[২০৫] সহিহুল বুখারি : ৩৪৯৫; সহিহু মুসলিম : ১৮১৮

[২০৬] সহিহ মুরসাল। মারিফাতুস সুনান ওয়াল আসার, বাইহাকি : ৪২০

[২০৭] দুর্বল, মাওকুফ। মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ৩০৫০৯, ৩৭০৬৬

কালের দুর্বিপাক ও মানুষের অবস্থার পরিবর্তন

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ : شَكَوْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَا بَلَغَنَا مِنَ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ : اصْبِرُوا، فَإِنَّهُ لا يَأْتِيكُمْ زَمَانٌ إِلا وَالَّذِي بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ.

[২০৮] জুবাইর বিন আদি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আনাস রা.-এর কাছে হাজ্জাজের জুলুমের ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা ধৈর্যধারণ করো। কারণ, পরবর্তী প্রতিটি সময় পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় অধিক নাজুক ও কঠিন হবে; যতদিন না তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে। আমি এ কথা তোমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি।[২০৮]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ وَلا لَيْلَةٍ وَلا شَهْرٍ وَلا سَنَةٍ إِلا وَالَّذِي قَبْلَهُ خَيْرٌ مِنْهُ، سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ نَبِيِّكُمْ.

[২০৯] আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দিন, রাত, মাস ও বছরের মধ্যে পূর্ববর্তীটিই সদা পরবর্তীটির তুলনায় উত্তম হবে। আমি এ কথা তোমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি।[২০৯]

عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، لا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ إِلا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، لا أَعْنِي عَامًا أَخْصَبَ مِنْ عَامٍ، وَلا أَمْطَرَ مِنْ عَامٍ، وَلَكِنْ ذَهَابَ خِيَارِكُمْ، وَعُلَمَائِكُمْ، ثُمَّ يُحْدِثُ قَوْمٌ يَقِيسُونَ الأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ، فَيُهْدَمُ الإِسْلامُ وَيَنْثَلِمُ.

[২১০] মাসরুক রহ. থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, তোমাদের প্রতিটি বছরের পরেরটি পূর্বেরটির চেয়ে মন্দ হবে। আমি এ কথা বলছি না যে, একটি বছর অপর বছরের তুলনায় উর্বর হবে এবং একটি বছর অপর বছরের তুলনায় বেশি বৃষ্টিস্নিগ্ধ হবে। বরং (মন্দ বলতে) আমি বুঝাতে চেয়েছি, তোমাদের নেককার ব্যক্তিবর্গ ও আলিমগণ বিদায় নেবেন। এরপর এমন এক

---

[২০৮] সহিহুল বুখারি : ৭০৬৮

[২০৯] হাসান, তবে এ সনদটি দুর্বল।

সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা নিজেদের (মনগড়া) মতের ভিত্তিতে বিধিবিধান বের করবে। এতে করে ইসলাম বিলুপ্ত ও বিনষ্ট হয়ে যাবে।[২১০]

নোট : এটা এখন সমাজের স্বীকৃত সত্য যে, আগের দিনগুলো কত ভালো ছিল! আগের মানুষগুলো কত ভালো ছিল! আর এখন কত পরিবর্তন হয়ে গেছে! সমাজের সবাই আজ এভাবেই তিক্ত বাস্তবতার স্বীকৃতি দেয়। এসবই হচ্ছে হাদিসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন। ক্রমান্বয়ে আমাদের নেককার ব্যক্তিবর্গ ও হক্কানি আলিমরা বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। দিন দিন তাদের সংখ্যা বাড়ছে, যারা দ্বীনের ওপর নিজস্ব মতকে প্রাধান্য দিতে পছন্দ করে। আর তার ফলও আমরা দেখতে পাচ্ছি। এভাবেই ধীরে ধীরে ইসলাম বিলুপ্ত হয়ে প্রকৃত দ্বীনধর্ম বিনষ্ট হচ্ছে।

عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، لَيْسَ عَامٌ إِلا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، وَلا عَامَ أَمْطَرَ مِنْ عَامٍ، وَلا عَامَ أَخْصَبَ مِنْ عَامٍ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ، ثُمَّ قَرَأَ : وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ وَلَكِنْ ذَهَابَ خِيَارِكُمْ وَعُلَمَائِكُمْ، وَيَظْهَرُ قَوْمٌ يَقِيسُونَ الأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ، فَيُهْدَمُ الإِسْلامُ وَيَنْثَلِمُ.

[২১১] মাসরুক রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেছেন, তোমাদের প্রতিটি বছরের পরেরটি পূর্বেরটির চেয়ে মন্দ হবে। আমি এ কথা বলছি না যে, একটি বছর অপর বছরের তুলনায় বেশি বৃষ্টিস্নিগ্ধ হবে। একটি বছর অপর বছরের তুলনায় উর্বর হবে। বরং আল্লাহ তাআলা যেভাবে চান, তাতে পরিবর্তন আনবেন। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, 'আর আমি তা (বৃষ্টি) তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিতরণ করি।' [সুরা আল-ফুরকান : ৫০] তবে তোমাদের উত্তম ব্যক্তিবর্গ ও আলিমগণ বিদায় নেবেন। এরপর এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা শরিয়তের বিধিবিধান নিজের রায়ের ওপর ভিত্তি করে বর্ণনা করবে। এতে করে ইসলাম বিলুপ্ত ও বিনষ্ট হয়ে যাবে।[২১১]

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ : أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ الْحَجَّاجَ، فَقَالَ : اصْبِرُوا، فَإِنَّهُ لا يَأْتِي عَلَيْكُمْ يَوْمٌ أَوْ زَمَانٌ إِلا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ.

---

[২১০] মাওকুফ। তবে প্রথম অংশটি মারফু হওয়ার পক্ষে শাহিদ (সমার্থক হাদিস) পাওয়া যায়।
[২১১] প্রাগুক্ত।

[২১২] জুবাইর বিন আদি হামদানি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আনাস বিন মালিক রা.র কাছে এসে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা ধৈর্যধারণ করো। কারণ, পরবর্তী প্রতিটি সময় পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় মন্দ হবে; যতদিন না তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে। আমি এ কথা তোমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি।।[২১২]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كُلَيْبٍ الْمُرَادِيُّ، قَالَ : بَلَغَنِي، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ : مَا أَنْكَرْتُمْ مِنْ زَمَانِكُمْ فَبِسُوءِ عَمَلِكُمْ.

[২১৩] আব্দুল্লাহ বিন কুলাইব মুরাদি রহ. বলেন, আমি সংবাদ পেয়েছি, হাসান বসরি রহ. বলতেন, তোমরা তোমাদের সময়ের যা কিছু মন্দ দেখছ, তা তোমাদের মন্দ আমলের কারণেই।[২১৩]

নোট : তাঁর এ কথার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। নিঃসন্দেহে এটাই বাস্তব; যেমনটি কুরআনে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

'মানুষের হাতের উপার্জনের (মন্দ কর্মের) কারণে জলে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে; যেন তিনি তাদেরকে আস্বাদন করান তাদের কর্মের কিঞ্চিৎ প্রতিফল। সম্ভবত তারা (সঠিক পথে) ফিরে আসবে।' [সুরা আর-রুম : ৪১]

عَنِ ابْنِ حَلْبَسٍ يَعْنِي يُونُسَ بْنَ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، أَنَّهُ قَالَ : مَالَنَا لا يَأْتِينَا زَمَانٌ إِلا بَكَيْنَا فِيهِ، وَلا تَوَلَّى عَنَّا إِلا بَكَيْنَا عَلَيْهِ؟

[২১৪] ইবনে হালবিস রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হায়, আমাদের কী হলো যে, আমাদের সম্মুখে যে বছরটিই আসছে, আমরা তাতে (ফিতনা ও বিপর্যয়ের আধিক্যে) ক্রন্দন করছি! আর যে বছরটি চলে যাচ্ছে, তার বিদায়ে ক্রন্দন করে চলছি![২১৪]

عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ : مَا بَكَيْتُ مِنْ زَمَانٍ إِلا بَكَيْتُ عَلَيْهِ.

---

[২১২] সহিহুল বুখারি : ৭০৬৮

[২১৩] সনদ দুর্বল, মাকতু।

[২১৪] মাকতু।

[২১৫] শাবি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (পূর্বে) একসময় কাঁদিনি, কিন্তু (বর্তমান সময়ের ফিতনার ভয়াবহতা দেখে) এখন সে সময়ের বিদায়ে আমি কান্না করি।[২১৫]

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْكَعْبِيُّ، قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : كَانَ يُقَالُ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُنْتَقَصُ فِيهِ الصَّبْرُ وَالْعَقْلُ وَالْحِلْمُ وَالْمَعْرِفَةُ، حَتَّى لا يَجِدَ الرَّجُلُ مَنْ يَبُثُّ إِلَيْهِ مَا يَجِدُهُ مِنَ الْغَمِّ، قِيلَ لَهُ : وَأَيُّ زَمَانٍ هُوَ؟ قَالَ : أُرَاهُ زَمَانَنَا هَذَا.

[২১৬] ইসহাক বিন আবি ইয়াহইয়া কাবি রহ. বর্ণনা করে বলেন, সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেছেন, বলা হতো, মানুষের মাঝে এমন সময় আসবে, যখন ধৈর্য, বিবেক, সহনশীলতা ও শিক্ষার ঘাটতি হবে। এমনকি কোনো ব্যক্তি এমন কাউকে খুঁজে পাবে না, যার কাছে নিজের অস্থিরতার কথা প্রকাশ করতে পারে। বলা হলো, সে সময়টি কখন? তিনি বললেন, আমার মতে সেটি আমাদের এ সময়।[২১৬]

নোট : সুবহানাল্লাহ! তাবিয়ি ও তাবি তাবিয়িদের সময়কেই যদি তাঁরা হাদিসে বর্ণিত সময় ধরে নেন, তাহলে আমাদের সময়ের কী অবস্থা, তা কি কখনো ভেবে দেখেছি? আজ আমাদের অনেকে দ্বীনের বা ইসলামের একটি সঠিক বিষয় যদি জানতে চায়, তাহলে সহজে সে সমাধান পাবে না। ভয়ে আজ কেউ ইসলামের প্রকৃত রূপ, ও অবস্থান বলছে না। এমনকি অনেকে তো কোনো কিছু জানতে বা প্রশ্ন করতেও ভয় পাচ্ছে। তার কোনো সমস্যার কথাও কাউকে বলতে পারছে না; এজন্য যে, অন্যেরা এটাকে সুযোগ মনে করে তাকে ধোঁকা দিয়ে বিপদগ্রস্ত করতে পারে। তাই কেউ আজ কাউকে তার সমস্যার কথাও বলে না। কারণ, সে জানে না, এ লোকের কাছে বলার দ্বারা তার সমস্যার সমাধান হবে নাকি তাতে আরও জটিলতা তৈরি হবে। বস্তুত সবাই আজ ধোঁকা দিতে ভালোবাসে। কাউকে ঠকাতে পারলে তা তার বুদ্ধির প্রখরতা হিসেবে ধরা হয়। নিজেকে তারা চালাক মনে করে। এই হলো আমাদের বর্তমান যুগের হালত!

---

[২১৫] খুবই দুর্বল, মাকতু। মুজামু ইবনিল আরাবি : ১৬৬৩

[২১৬] দুর্বল, মাকতু।

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا يَزْدَادُ الأَمْرُ إِلا شِدَّةً، وَلا الدُّنْيَا إِلا إِدْبَارًا، وَلا النَّاسُ إِلا شُحًّا، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ، وَلا مَهْدِيَّ إِلا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ.

[২১৭] আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নেতৃত্বের সমস্যা ক্রমান্বয়ে জটিলই হতে থাকবে, দুনিয়ার পশ্চাদপসরণ ক্রমে বাড়তেই থাকবে এবং মানুষের কৃপণতা ক্রমশ বৃদ্ধিই পাবে। আর কিয়ামত সংঘটিত হবে সর্বনিকৃষ্ট মানুষদের ওপর। আর মাহদি, সে তো ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম-ই।[২১৭]

নোট : উল্লেখ্য যে, ইসা আলাইহিস সালাম ও ইমাম মাহদি দু'জন আলাদা ব্যক্তি, যা একাধিক সহিহ হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত। তাই এ দুর্বল হাদিস থেকে ইসা আলাইহিস সালাম ও ইমাম মাহদিকে এক ভাবার কোনো কারণ নেই। কারও কারও মতে এ হাদিসে 'মাহদি' বলতে ইমাম মাহদি বুঝানো হয়নি; বরং এখানে তার শাব্দিক অর্থ 'সুপথপ্রাপ্ত' উদ্দেশ্য।

عَنِ ابْنِ أَبِي صَدَقَةَ الْيَمَانِيِّ، قَالَ : يُبْعَثُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أُمَرَاءُ كَذَبَةٌ، وَوُزَرَاءُ فَجَرَةٌ، وَأُمَنَاءُ خَوَنَةٌ، وَعُرَفَاءُ ظَلَمَةٌ، وَقُرَّاءُ فَسَقَةٌ، أَهْوَاؤُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، سِيمَاهُمْ سِيمَا الرُّهْبَانِ، لَيْسَ لَهُمْ دَعَةٌ، قُلُوبُهُمْ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيَفِ، يَلْبِسُهُمُ اللَّهُ فِتْنَةً غَبْرَاءَ مُظْلِمَةً، يَتَهَوَّكُونَ فِيهَا تَهَوُّكَ الْيَهُودِ الظَّلَمَةِ.

[২১৮] ইবনে আবি সাদাকা ইয়ামানি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের পূর্বে কিছু মিথ্যাবাদী নেতৃবর্গ হবে, পাপাচারী মন্ত্রীবৃন্দ হবে, খিয়ানতকারী আমানতদার হবে, অত্যাচারী দায়িত্বশীল হবে এবং কিছু ফাসিক আলিম হবে, যাদের প্রবৃত্তি হবে ভিন্ন ভিন্ন আর তাদের নিদর্শন হবে বৈরাগ্য। এদের মধ্যে কোনো ভদ্রতা থাকবে না। অন্তরটা হবে পঁচা লাশের চেয়েও দুর্গন্ধযুক্ত। আল্লাহ তাদেরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা দ্বারা ঢেকে দেবেন, আর তারা সে ফিতনায় অত্যাচারী ইহুদিদের ন্যায় অস্থিরচিত্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে।[২১৮]

নোট : হাদিসটি নিয়ে ভাবার আছে অনেক কিছু। একটু খেয়াল করে দেখুন, এসব মিলে যাচ্ছে কি না! এ হাদিসের সব আলামতই আজ বাস্তবায়িত দেখা

---

[২১৭] সনদ দুর্বল। তবে لا تقوم الساعة، إلا على شرار الناس (সৃষ্টির সর্বনিকৃষ্টদের ওপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।) অংশটুকু সহিহ সনদে প্রমাণিত। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৩৯

[২১৮] সনদ খুবই দুর্বল, মাকতু।

যাচ্ছে। যার পরিচয় যেমন দেওয়া হয়েছে, সমাজে তারা আজ সে চরিত্রের হয়েই প্রকাশ পেয়েছে। তবে আল্লাহ যাকে বিশেষ অনুগ্রহে হিফাজত করেছেন, তার কথা ভিন্ন।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ النَّاسَ الْيَوْمَ كَشَجَرَةٍ ذَاتِ جَنًى، وَيُوشِكُ أَنْ يَعُودَ النَّاسُ كَشَجَرَةٍ ذَاتِ شَوْكٍ، إِنْ نَاقَدْتَهُمْ نَاقَدُوكَ، وَإِنْ تَرَكْتَهُمْ لَمْ يَتْرُكُوكَ، وَإِنْ هَرَبْتَ مِنْهُمْ طَلَبُوكَ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ الْمَخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ : تُقْرِضُهُمْ مِنْ عِرْضِكَ لِيَوْمِ فَقْرِكَ.

[২১৯] আবু উমামা বাহিলি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বর্তমানে মানুষ ফলযুক্ত গাছের ন্যায়। অচিরেই মানুষ কাঁটাযুক্ত গাছের ন্যায় হয়ে যাবে। তুমি যদি তাদের ছিদ্রান্বেষণ করো, তারাও তোমার ছিদ্রান্বেষণ করবে। কিন্তু তুমি যদি তাদেরকে ত্যাগ করো, তারা তোমাকে ত্যাগ করবে না। তুমি যদি তাদের থেকে পলায়ন করে বেড়াও, তারা তোমাকে খুঁজে বেড়াবে। তাঁরা প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, তা থেকে মুক্তির উপায় কী? তিনি বললেন, তোমার অস্বচ্ছলতার সময়েও তাদেরকে তুমি ঋণ প্রদান করবে।[২১৯]

নোট : বর্তমানে তো এমনই হচ্ছে, যা হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গেছেন। আজ আপনি যদি গিবত ও পরনিন্দামুক্ত পরিবেশে থাকতে চান, তবে তা হবে না। আপনি এমন নিরাপদ পরিবেশে থাকতে চাইলেও তারা আপনাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে খুঁজে বেড়াবে। আজ সমাজের মানুষ আপনাকে এই সুযোগ দেবে না যে, আচ্ছা, সে ভালো থাকতে চায়, নিজের মতো থাকতে চায়, থাকুক না! কিন্তু না, তারা আপনার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হবে। বলবে, কী ব্যাপার, সবসময় ঘরেই বসে থাকেন! এরই মধ্যে কেউ গান-মিউজিক শুরু করল বা অন্যায়মূলক কথাবার্তা শুরু করল, কিন্তু আপনি কিছু বলতে পারছেন না। এরপর আপনি যদি তাদের থেকে পলায়ন করে বেড়ান, তবে তারা আপনাকে খুঁজে বেড়াবে। এরপর হাদিসে তাদের থেকে অব্যহতি পাওয়ার জন্য যে ঋণ প্রদান করার কথা বলা হয়েছে, যদি তা থেকে বাহ্যিক অবস্থাই উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তবে হয়তো এর কারণ এই যে, ঋণের টাকা আদায়ের ভয়ে তারা আপনার কাছে এসে এভাবে খুঁজে বেড়াবে না। অথবা আপনার অনুগ্রহ তাদের ওপর থাকার কারণেও হতে পারে, তারা আপনাকে সমীহ করে চলবে।

---

[২১৯] সনদ দুর্বল। আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ৭৫৭৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ، وَلا يَدْرِي الْمَقْتُولُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ.

[২২০] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! মানুষের মাঝে এমন এক সময় আসবে, হত্যাকারী জানবে না, কেন সে হত্যা করেছে। নিহত ব্যক্তিও জানবে না, কেন তাকে হত্যা করা হয়েছে।[২২০]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ لا يُدْرِكْنِي زَمَانٌ وَلا أُدْرِكُهُ، لا يُتَّبَعُ فِيهِ الْعَالِمُ، وَلا يُسْتَحْيَى فِيهِ مِنَ الْحَلِيمِ، قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الْعَجَمِ، وَأَلْسِنَتُهُمْ أَلْسِنَةُ الْعَرَبِ.

[২২১] সাহল বিন সাদ সায়িদি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ, সে জমানা যেন আমাকে না পায়, আমিও যেন সে জমানা না পাই; যখন আলিমগণের অনুসরণ করা হবে না, সহনশীল ব্যক্তিকে লজ্জা করা হবে না। তাদের অন্তরগুলো হবে অনারবের ন্যায়, কিন্তু মুখের ভাষা হবে আরবদের মতো।[২২১]

নোট : আজ আরবি ভাষাভাষী দেশগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেসব দেশে হকপন্থী আলিমগণ অনুসরণীয় তো দূরের কথা; উল্টো বরং তারা অবজ্ঞা, অবহেলা ও জুলুমের পাত্রে পরিণত হয়েছেন। যারা যত দ্বীনদার আলিম, তারা সমাজে ততবেশি অবজ্ঞার শিকার। যারা যতবেশি সহনশীল তাদের এই সহনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের সামনে অন্যায় করা থেকে দূরে থাকবে তো দূরে থাক, তাদের সামনে অন্যায় করে দেখানো হয় এবং বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, এই সমাজে চলতে হলে এভাবেই চলতে হয়। তুমি তো মোল্লা হয়ে চলো, দ্বীন মেনে চলো, কিন্তু এই দেখো আমরা মুক্তমনা, আমরা নারী-পুরুষ অবাধে চলি। আজ সমাজে এমন সহনশীল ব্যক্তিদের সামনে বখাটে যুবকেরা প্রকাশ্যে গুনাহ করে, মদ খায়, গান গায়, নেশা করে এবং অশ্লীল কথাবার্তা বলে। মেয়েরা এমন লজ্জাবোধ করে না যে, এমন একজন মানুষের সামনে দিয়ে আমি কীভাবে বেপর্দার সহিত অর্ধনগ্ন হয়ে চলাফেরা করি! কখনো এটা ভাবে না যে, আমাকে এসব থেকে বিরত থাকা উচিত। এসব লোকের অন্তর এতই কঠিন যে, তাতে ভালো কথা কোনো প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে না।

---

[২২০] সহিহু মুসলিম : ২৯০৮
[২২১] দুর্বল। মুসনাদু আহমাদ : ৫/৩৪০

قَالَ عُمَيْرُ بْنُ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ، خَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا.

[২২২] উমাইর বিন আসওয়াদ কিন্দি রহ. বলেন, এই উম্মতের শ্রেষ্ঠরা হচ্ছে তার প্রথমভাগ ও শেষভাগ।[২২২]

নোট : প্রথমভাগ তো উত্তমই আর শেষভাগও উত্তম হবে, যা অন্য একটি হাদিসেও বলা হয়েছে। ইসলামের প্রথম অবস্থা ছিল শোচনীয়, তার অনুসারীদের সংখ্যা ছিল কম। শেষ জমানায় ইসলাম আবার তার আগের অবস্থায় চলে যাবে, যখন প্রকৃত মুসলিমদের সংখ্যা হবে নিতান্তই হাতে-গোনা। সুতরাং শেষ জমানায় ইসলামের এমন প্রকৃত অনুসারীদের জন্যই রয়েছে সুসংবাদ।

حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ حَيْوَةَ بْنَ شُرَيْحٍ، يَقُولُ : سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَةٍ يُرَبِّي أَحَدُكُمْ جِرْوَ كَلْبٍ خَيْرٌ مِمَّا يُرَبِّي وَلَدًا.

[২২৩] ইদরিস বিন ইয়াহইয়া খাওলানি রহ. বলেন, আমি হাইওয়া বিন শুরাইহ রহ.কে ১৬০ হিজরি সনে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ কেউ নিজের সন্তানের চাইতেও কুকুর ছানাকে অধিক উত্তমভাবে লালন-পালন করবে।[২২৩]

নোট : আজ শুধু ইউরোপ নয়, মুসলিম দেশগুলোতেও দেখুন, ঠিক এমনটাই দেখতে পাবেন। কুকুরের যতটুকু যত্ন নেওয়া হয়, একজন মানুষেরও সে যত্ন নেওয়া হয় না। তারা একটি কুকুরের ছানাকে যতটুকু বিশ্বাস করে, একজন মানুষের ওপরও ততটা আস্থা রাখে না। ইউরোপের দেশগুলোতে কুকুরের জন্য আলাদা হোটেল, আলাদা ঘর, বিশেষ খাবার, স্যুপ ইত্যাদি আছে। তাকে গোসল করানোর জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে। মোটকথা তারা কুকুরের এমন যত্ন নেয়, যা একজন মানুষের জন্যও কেউ সচারাচর করে না।

---

[২২২] দুর্বল, মাকতু। হাদিসটি মারফু ও মুরসাল হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে।
[২২৩] মাওজু, মাকতু। আল-মাওজুআত, ইবনুল জাওজি : ৩/১৯৩

পূর্ববর্তী মুশরিক ও পথভ্রষ্টদের নীতিরীতির অনুসরণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، وَبَاعًا بِبَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ.

[২২৪] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগোষ্ঠীর পদে পদে অনুসরণ করবে, প্রতিটি ইঞ্চি পথ অনুসরণ করবে। এমনকি তাদের কেউ যদি গুইসাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে, তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে।[২২৪]

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ : لَتَتَّبِعُنَّ أَثَرَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لا تُخْطِئُونَ طَرِيقَهُمْ، وَلا يُخْطَأُ بِكُمْ، وَلَتُنْتَقَضُ عُرَى الإِسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، وَيَكُونُ أَوَّلَ نَقْضِهَا الْخُشُوعُ، حَتَّى لا تَرَى خَاشِعًا.

[২২৫] হুজাইফা বিন ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তাদের পথে চলতে তোমরা কোনো ভুল করবে না, পথও তোমাদের বিভ্রান্ত করবে না। ইসলামের আব্রুর ক্রমেই ঘাটতি হতে থাকবে। আর তার প্রথম ঘাটতি হবে বিনয়ে। এমনকি একপর্যায়ে বিনয়ী কাউকেই খুঁজে পাবে না।[২২৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعًا بِبَاعٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، وَشِبْرًا بِشِبْرٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمْ مَعَهُمْ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ : فَمَنْ؟

[২২৬] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগোষ্ঠীর পদে পদে অনুসরণ করবে, প্রতিটি ইঞ্চি পথ অনুসরণ করবে। এমনকি তাদের কেউ যদি গুইসাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে, তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে।

---

[২২৪] সহিহ। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৯৯৪

[২২৫] সহিহ, মাওকুফ। হাদিসটি মারফু হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। মুসতাদরাকুল হাকিম : ৮৪৪৮; মুসনাদু আহমাদ : ২২১৬০; সহিহু ইবনি হিব্বান : ৪৫৭২

তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, তারা বলতে কি ইহুদি-খ্রিষ্টান? তিনি বললেন, তবে আর কারা?[২২৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَتَأْخُذَنَّ أَخْذَ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ، كَمَا فَعَلَتْ فَارِسُ وَالرُّومُ؟ قَالَ : وَمَنِ النَّاسُ إِلا أُولَئِكَ !

[২২৭] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা প্রতি পদে পদে, প্রতি গজে গজে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগোষ্ঠীর ন্যায় সবকিছু গ্রহণ করবে। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, যেমনটি পারস্য ও রোম করেছে? নবিজি বললেন, মানুষের মধ্যে তারা ব্যতীত আর কি কেউ আছে?[২২৭]

নোট : হাদিসটি কতইনা সত্য! এ বাস্তবতা আজ আমাদের চোখের সামনে। আমরা কি আজ তাদের অনুসরণ ব্যতীত একটি কদমও ফেলি? আমাদের চলাফেরা, উঠাবসা থেকে শুরু করে নখ কাটার ধরনটিও আমরা ধার করে আনি ইউরোপ থেকে। সকল সংস্কৃতি গ্রহণ করি ইহুদি-খ্রিষ্টানদের থেকে। হলিউড-বলিউডের মাধ্যমে আজ তারা দুনিয়াতে যা ছড়াচ্ছে, পুরো বিশ্ব তা গ্রহণ করছে। আজ তারা রূপালি পর্দায় তাদের যেসব অশ্লীলতা অবলোকন করছে, পরের দিন মুসলমানরা নিজেদের জীবনে তা ফিট করে নিচ্ছে। তাদের কাপড়-চোপড়, লাইফস্টাইল, খাওয়া-দাওয়া, ঘুম-গোসল; এমনকি কথা বলা ও মুখের হাসিটি পর্যন্ত তাদের থেকে নেওয়া। 'হাই', 'হ্যালো', 'গুডবাই' ইত্যাদি বলে কাউকে স্বাগত বা বিদায় জানানোর ধরনটিও কি আমরা তাদের থেকেই নিচ্ছি না? এই হচ্ছে আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ।

'মানুষের মধ্যে তারা ব্যতীত আর কি কেউ আছে?' এর অর্থ হলো, তোমাদের অনুকরণ করার মতো কেবল এ দুটি জাতিই আছে। সে সময়ে দুনিয়ার অন্য যারা ছিল, তারা এ দু'জাতিরই অনুগামী ছিল। এজন্য হাদিসে কেবল এ দু'জাতির কথাই বলা হয়েছে।

عَنِ ابْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا اتَّخَذَ الْفُسَّاقُ الْقَصَصَ وَحَذَتْ أُمَّتِي حَذْوَ الرُّهْبَانِ فَالْهَرَبَ مِنَ الدُّنْيَا هَرَبًا، قِيلَ : وَمَا حَذْوُ الرُّهْبَانِ؟ قَالَ : يَأْخُذُونَ بِشَكْلِهِمْ وَشِدَّتِهِمْ فِي الْعِبَادَةِ.

---

[২২৬] সহিহ। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৯৯৪

[২২৭] সহিহুল বুখারি : ৭৩১৯

[২২৮] ইবনে কুরাইব রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন ফাসিকরা গল্পকাহিনী অবলম্বন করবে, আমার উম্মত রাহিব-বৈরাগীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন দুনিয়া থেকে পলায়ন করাই শ্রেয় হবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, রাহিবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার অর্থ কী? তিনি বললেন, তারা ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদের ধরন-পদ্ধতি ও কঠোরতা অবলম্বন করবে।[২২৮]

[২২৮] সনদ খুবই দুর্বল, মুরসাল।

শেষ জমানার ভয়াবহতা ও দ্বীন মানার ক্ষেত্রে সহজলভ্যতা

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ، وَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ أَوْ قَالَ : عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، مَنْ أَخَذَ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا.

[২২৯] হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা এমন এক সময়ে অবস্থান করছ, যে সময়ে (দ্বীনের) আদিষ্ট বিষয়ের এক দশমাংশও যদি কেউ ছেড়ে দেয়, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর অচিরেই এমন সময় আসবে, যখন কেউ যদি (দ্বীনের) আদিষ্ট বিষয়ের এক দশমাংশও পালন করে, সে মুক্তি পেয়ে যাবে।[২২৯]

নোট : শেষ জমানায় অবস্থা এতটাই বিপর্যয়কর হয়ে উঠবে যে, মানুষ চাইলেও সহজে দ্বীন পালন করতে পারবে না। বর্তমানের দিকে তাকালে পরিস্থিতি অনেকটা তেমনই মনে হয়। আজ সমাজের মানুষের এমন অবস্থা যে, কেউ যদি একটু ভালো থাকতেও চায়, অন্যরা তাকে ভালো থাকতে দেয় না। আজ ভালো থাকাটাই যেন খারাপ। শরিয়তের চোখে আজ যারা সর্বনিকৃষ্ট, তারাই সমাজের চোখে সবচেয়ে ভালো। সুতরাং এমতাবস্থায় দ্বীনের কিয়দাংশ পালন করার জন্যও অনেক লড়াই-সংগ্রাম করতে হয়। অন্যদিকে সাহাবিদের যে সময়ের কথা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, তা হচ্ছে ইসলামের স্বর্ণযুগ। সে সময়ে চাইলেও সহজে মন্দকাজ করা যেত না। তাই সে সময়ে শরিয়তের বিধিবিধান ও ভালো কাজগুলো পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন করা জরুরি ছিল। পক্ষান্তরে শেষ সময়ে যেহেতু চাইলেও অনেক ভালো কাজ সহজে করা যায় না, তাই এ সময়ের লোকদের জন্য কিছুটা ছাড় রয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ زِيَادٍ، يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَوْ وَجَدَ فِيهِ الرَّجُلُ الْمَوْتَ يُبَاعُ بِثَمَنٍ لَاشْتَرَاهُ.

[২৩০] আব্দুল্লাহ বিন ইয়াজিদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে জিয়াদ রহ.কে বলতে শুনেছি, ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, মানুষের সামনে

---

[২২৯] দুর্বল, মুরসাল। সুনানুত তিরমিজি : ২৩৮৩

এমন যুগ আসবে, যখন কোনো মানুষ যদি টাকা দিয়ে মৃত্যু ক্রয় করতে পারে, তবে সে তা অবশ্যই ক্রয় করবে।[২৩০]

নোট : আপনি জানেন কি, আজ ইউরোপের দেশে টাকা দিয়ে মৃত্যু ক্রয় করা হচ্ছে? হাদিসে যে কথাটি চৌদ্দোশ বছর আগে বলা হয়েছে, তা আজ আমাদের চোখের সামনে। ইউরোপের দেশগুলোতে কেউ যদি ডিপ্রেশনে ভোগে বা হতাশায় কোনো দিশা না পেয়ে আত্মহত্যা করতে চায়, তবে দেশের আইন অনুসারে এমন কিছু জায়গা আছে, যেখানে গিয়ে তারা আত্মহত্যা করে। বর্তমানে তো এমন একটি মেশিনও বের হয়েছে, যা স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণকারীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এখানে টাকা খরচ করে মানুষ আত্মহত্যা করার জন্য নাম লেখায়।

عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ النَّخَعِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ : إِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ لَوْ وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ يُبَاعُ لَاشْتَرَاهُ.

[২৩১] কুমাইল বিন জিয়াদ নাখয়ি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে মাসউদ রা.-কে বলতে শুনেছি, অচিরেই এমন যুগ আসবে, তোমাদের কেউ যদি মৃত্যু ক্রয় করতে পারে, তবে অবশ্যই তা ক্রয় করবে।[২৩১]

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ، فَوَاللَّهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ الْمَوْتُ أَحَبَّ إِلَى أَحَدِهِمْ مِنَ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ.

[২৩২] ইয়াহইয়া বিন আবি কাসির রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান রহ.এর শুশ্রূষায় গেলে তিনি আমাকে বললেন, তুমি যদি মরে যেতে সক্ষম হও, তবে মরে যেয়ো। আল্লাহর কসম! মানুষের মাঝে এমন যুগ আসবে, যে সময় তাদের কাছে লাল স্বর্ণের চেয়েও মৃত্যু প্রিয় হবে।[২৩২]

---

[২৩০] সনদ খুবই দুর্বল, মাওকুফ।
[২৩১] সনদ দুর্বল।
[২৩২] সহিহ। পূর্বে গত হয়েছে।

عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَمَنَّى أَبُو الْخَمْسَةِ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ، وَأَبُو الأَرْبَعَةِ أَنَّهُمْ ثَلاثَةٌ، وَأَبُو الثَّلاثَةِ أَنَّهُمُ اثْنَانِ، وَأَبُو الاثْنَيْنِ أَنَّهُمَا وَاحِدٌ، وَأَبُو الْوَاحِدِ أَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ.

[২৩৩] হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না পাঁচ সন্তানের অধিকারী কামনা করে বলবে, হায়! যদি তারা চারজন হতো! চার সন্তানের অধিকারী কামনা করে বলবে, হায়! যদি তারা তিনজন হতো! তিন সন্তানের অধিকারী কামনা করে বলবে, হায়! যদি তারা দু'জন হতো! দুই সন্তানের অধিকারী কামনা করে বলবে, হায়! যদি তারা একজন হতো! এক সন্তানের অধিকারী কামনা করে বলবে, হায়! যদি তার কোনো সন্তানই না থাকত![২৩৩]

নোট : বস্তুত শেষ সময়ে ফিতনার আধিক্য এত বেশি হবে যে, সবাই পরিবারের সদস্য-সংখ্যা কম করতে চাইবে। কিংবা হতে পারে, হাদিসে সংখ্যার কথা উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে। বস্তুত মানুষ তখন অধিক সন্তান নিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করবে, যা আমাদের সময়ে কারও অজানা নয়। বর্তমানে যার সন্তান যত কম, সে তত আধুনিক। ইদানিং অনেকে তো ঝামেলা মনে করে সন্তানই নিতে চাচ্ছে না। মোটকথা, শেষ জমানায় সন্তান বেশি হওয়াকে ভালো চোখে দেখা হবে না।

عَنْ أَبِي الْجَلْدِ، قَالَ : يَلِجُ الْبَلاءُ بِأَهْلِ الإِسْلامِ خُصُوصِيَّةً دُونَ النَّاسِ، وَأَهْلُ الأَدْيَانِ حَوْلَهُمْ آمِنُونَ يَرْتَعُونَ، حَتَّى يَتَهَوَّدَ قَوْمٌ، وَيَتَنَصَّرَ آخَرُونَ.

[২৩৪] আবুল জালদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিপদাপদ অন্যান্য মানুষের তুলনায় বিশেষভাবে মুসলমানদের মাঝেই বেশি দেখা যাবে। অথচ তার আশপাশে অন্য ধর্মের অনুসারীরা আরামে নিরাপদে থাকবে। এর কারণে কেউ ইহুদি হয়ে যাবে, আর কেউ খ্রিষ্টান হয়ে যাবে।[২৩৪]

নোট : সচেতন সবারই জানা যে, আজ বিশ্বজুড়ে কেবল ইসলামপন্থীদের ওপরই জুলুম-নির্যাতন চলছে। যারা ইসলাম মেনে চলে, বিপদ শুধু তাদের ওপরই আসছে। আর এর কারণে অনেকে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ইহুদি-খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছে কিংবা তাদের হয়ে কাজ করছে। নিজে নিরাপদ

---

[২৩৩] সনদ দুর্বল। হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/১৮৭
[২৩৪] সনদ দুর্বল, মাকতু।

থাকতে এবং দুনিয়া অর্জন করতে নিজের ইমান বিসর্জন দিয়ে হলেও তাদের সঙ্গ ও সখ্য গ্রহণ করছে।

عَنْ أَبِي الْحَجَّاجِ الْقُضَاعِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ الْمَوْتُ فِيهِ خَيْرًا لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ، أَمَا الْبَرُّ فَيَمُوتُ عَلَى بِرِّهِ، وَأَمَّا الْفَاجِرُ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَزْدَادَ مِنَ الدُّنْيَا فُجُورًا.

[২৩৫] আবুল হাজ্জাজ কুজায়ি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এমন এক যুগ আসবে, যখন নেককার বদকার সবার জন্যই মৃত্যু উত্তম হবে। নেককারের মৃত্যু এজন্য যে, সে তার সৎ জীবনের ওপর মৃত্যুবরণ করবে। আর বদকারের মৃত্যু এজন্য, তার পাপাচার আরও বৃদ্ধি পাওয়ার পূর্বেই সে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করবে।[২৩৫]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى مِنَ الإِسْلامِ إِلا اسْمُهُ، وَلا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلا رَسْمُهُ، مَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ، وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ، وَفِيهِمْ تَعُودُ.

[২৩৬] আলি রা. বলেন, অচিরেই মানুষের মাঝে এমন এক যুগ আসবে, যখন ইসলামের নাম ব্যতীত তার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। কুরআনের অক্ষর ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সে সময় মসজিদগুলো আবাদ হবে, তবে তা হিদায়াত থেকে শূন্য হবে। আলিমগণ হবে আসমানের নিচে সর্বনিকৃষ্ট। তাদের থেকেই ফিতনার উদ্ভব হবে এবং তাদের দিকেই তা ফিরে যাবে। (অর্থাৎ তাদেরকেই সে ফিতনা গ্রাস করবে।)[২৩৬]

নোট : একটু ভেবে দেখুন, এর বাস্তবায়ন কি সমাজে এখনো হয়নি? কুরআন তার কাগজেই থেকে গেছে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র কোথাও তার বাস্তবায়ন নেই। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফকিরের মতো হাজার হাজার টাকা তুলে প্রাসাদসম মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে। মসজিদের সৌন্দর্য দেখলে তো চোখ ঝলসে যায়, কিন্তু সে মসজিদেই সুদ-ঘুষ, জিহাদ, জিনা-ব্যভিচারের বিচার নিয়ে কথা বলা যায় না। বললে ইমামতি চলে যায়। মসজিদের কমিটির লোকদের চাপে নানা শরিয়তবিরোধী কাজ করতে হয়। কোনো হকপন্থী আলিম যদি তাদের

---

[২৩৫] সনদ খুবই দুর্বল।

[২৩৬] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

ফরমায়েশ ও শরিয়া পরিপন্থী আদেশ পালন না করতে চায়, তবে তাকে বিদায় করে দুনিয়াপূজারি কোনো আলিম নিয়োগ দিতে তাদের একটুও সময় লাগে না। এরা এসে দ্বীনকে সেভাবেই উপস্থাপন করে, যেভাবে এসব সুদখোর, ঘুষখোর, জিনা-ব্যভিচারের বৈধতা প্রদানকারীরা কামনা করে। সুতরাং দুনিয়ায় এদের চেয়ে নিকৃষ্ট আর কে আছে? তারাই আজ দ্বীন ও দুনিয়া ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফিতনা তাদের থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে আর তাদেরকেই প্রথম গ্রাস করছে।

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا تُرَى فِيهِ عَيْنُ حَكِيمٍ.

[২৩৭] হাকাম বিন উতাইবা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বর্ণিত আছে যে, মানুষের সামনে এমন এক সময় আসবে, যখন কোনো হাকিম বা বিজ্ঞজনের চোখ দেখা যাবে না।[২৩৭]

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ صَالِحُو الْحَيِّ فِيهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ، إِنْ غَضِبُوا غَضِبُوا لأَنْفُسِهِمْ، وَإِنْ رَضُوا رَضُوا لأَنْفُسِهِمْ، لا يَغْضَبُونَ لِلَّهِ وَلا يَرْضَوْنَ لِلَّهِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ فَاحْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ.

[২৩৮] আবু উসমান নাহদি রহ. থেকে বর্ণিত, উমর বিন খাত্তাব রা. বলেন, মানুষের মাঝে এমন এক যুগ আসবে, যখন কোনো জনপদের নেককারগণ শুধু তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তারা যদি রাগান্বিত হয়, তবে নিজেদের স্বার্থেই রাগান্বিত হবে, আর যদি সন্তুষ্ট হয়, তবে নিজেদের স্বার্থেই সন্তুষ্ট হবে। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে রাগান্বিত হবে না। আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তারা সন্তুষ্ট হবে না। যখন এমন যুগ আসবে, তখন তোমরা মানুষের খারাপ ধারণা থেকে সতর্ক থাকো।[২৩৮]

নোট : এ হাদিস কি আমরা দেখতে পাচ্ছি? আমরা তো তখন আন্দোলন করি, যখন রাষ্ট্রের কোনো বিষয় আমাদের পেটে লাথি মারে, আমাদের স্বার্থে আঘাত পড়ে। আমরা যাকে ঘিরে রুটি-ডাল জোগাড় করি, তাতে যদি কোনো টান পড়ে বা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে টান পড়ে, তখনই আমরা মুখ খোলা শুরু করি। যখন আল্লাহর দ্বীন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সমাজে ইসলাম

---

[২৩৭] মাকতু।
[২৩৮] সনদ খুবই দুর্বল, মাওকুফ।

মূল্যহীন হয়ে পড়ছে, তখন কি আমরা কোনো কথা বলছি? আলিমরা এভাবে কথা বলছে যে, এসব করলে মাদরাসা বা মসজিদ বা দ্বীনের কেন্দ্র নষ্ট হয়ে যাবে। তাই মসজিদে বা মাদরাসায় এসব কথা বা কাজ করা যাবে না। এখানে দ্বীনের স্বার্থ থাকল কি না, তার কোনো তোয়াক্কা থাকে না মোটেই।

যখন কোনো আলিম একটি ছোট ভুল করে, তখন আমরা রেগে যাই; অথচ তাকে বিষয়টি শুধু একটু বুঝিয়ে দিলেই হতো। কিন্তু তাকে এক হাত নেওয়ার তো এখনই সময়, তাই মুখে যা আসে, তাই বলা হয়। কিন্তু কোথাও যদি আল্লাহ ও তাঁর বিধিবিধান নিয়ে কটূক্তি হয়, তখন কিন্তু আমাদের অত বড় হুংকার শোনা যায় না। দ্বীনের একজন শত্রুর সঙ্গে নরম ভাষায় কথা বলে, তাকে সম্মান করে পাশে বসায়। কারণ, তার থেকে লাখ টাকার একটি চেক পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অথচ একজন দ্বীনদার গরিব বা আলিম এ সম্মানটুকুও পায় না। তাকে সবসময় শাসনের ওপর রাখতে পারলেই যেন নিজের কর্তৃত্ব প্রকাশ করা যায়। এভাবেই বর্তমানের সাথে হাদিসের বাস্তবতা মিলে যাচ্ছে।

عَنْ خَيْرِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ : تَفْضُلُ صَلاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاةِ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَسَيَأْتِي زَمَانٌ يَفْضُلُ فِيهِ صَلاةُ الْفَذِّ عَلَى صَلاةِ الْجَمَاعَةِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

[২৩৯] খাইর বিন আবিল আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জামাআতের সঙ্গে আদায় করা সালাত একাকি সালাত আদায়ের চেয়ে পঁচিশ গুণ মর্যাদা রাখে। অচিরেই এমন যুগ আসবে, যখন একাকি আদায় করা সালাত জামাআতের সঙ্গে আদায় করা সালাতের চেয়ে পঁচিশ গুণ মর্যাদা রাখবে।[২৩৯]

নোট : এর কারণ এটা হতে পারে যে, যখন সমাজে ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে, তখন মসজিদে সালাত পড়তে গেলে মুসল্লি নিজেও সেই ফিতনায় জড়িয়ে পড়বে, আর এতে তার দ্বীন নষ্ট হতে পারে। তাই এমন সময়ে মসজিদে সালাত আদায় করার চেয়ে ঘরে সালাত আদায় করাই শ্রেয় হবে। অথবা হতে পারে, এমন সব ইমাম নিয়োগ দেওয়া হবে, যাদের পেছনে সালাত আদায় করাও মাকরুহ; এমনকি সালাত নষ্ট হওয়ারও ভয় আছে। তখন মসজিদগুলো শুধু দৃষ্টিনন্দনই হবে, কিন্তু তা থেকে কোনো হিদায়াতের কথা উচ্চারিত হবে

---

[২৩৯] মাকতু। হাদিসটির প্রথম অংশের পক্ষে সহিহ হাদিসের সমর্থন রয়েছে। দেখুন, সহিহুল বুখারি : ৬৪৬

না। প্রতিযোগিতামূলক, রাজনৈতিক ও পার্থিব স্বার্থকে সামনে রেখে মসজিদ নির্মাণ করা হবে। এমন মসজিদে সালাত আদায় করে ফিতনায় নিপতিত হওয়ার চেয়ে তখন ঘরে সালাত আদায় করাই শ্রেয় হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُ النَّاسُ فِيهِ الرِّبَا، قَالَ : قَالُوا : النَّاسُ كُلُّهُمْ؟ قَالَ : مَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ مِنْهُمْ نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ.

[২৪০] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষ সুদ খাবে। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম রা. প্রশ্ন করলেন, সবাই খাবে? তিনি বললেন, যে খাবে না, তাকে সুদের ধুলাবালি হলেও স্পর্শ করবে।[২৪০]

নোট : সুদি সমাজে বসবাস করার কারণেই এমনটি হবে। যদিও সে সুদ খাবে না, তবে তাদের সংস্পর্শেই থাকবে। অনেক সময় তাদের দাওয়াত ও হাদিয়া উপঢৌকন নেবে। আর সবার ব্যাপারে কারও জানা সম্ভবও নয় যে, সে আসলে সুদ খায় কি না। বর্তমানে তো সমাজের অধিকাংশ মানুষ সুদ খায়। কেউ স্বেচ্ছায় সুদ না খেলেও সুদের ব্যাপারে জ্ঞান কম থাকার কারণে অনেক সময় সে এমন লেনদেনও করে বসে যে, সে বুঝতেই পারে না, তার ব্যবসা-বাণিজ্যে সুদ ঢুকে গেছে। আর দ্বীনদার লোকেরা যখন এমন ব্যক্তিদের সাথে উঠাবসা করে, খাওয়া-দাওয়া করে, তখন তাদেরও পেটেও সুদের ধুলোবলি প্রবেশ করে। বর্তমানে এ বাস্তবতা আজ কারও অজানা নয়। বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে এখন হাদিসের পূর্ণ বাস্তবায়ন দেখা যাচ্ছে।

عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ، كَيْفَ بِكُمْ إِذَا انْفَرَجْتُمْ عَنْ دِينِكُمْ كَانْفِرَاجِ الْمَرْأَةِ عَنْ قُبُلِهَا، لا تَمْنَعُ مِنْهُ مَنْ أَتَاهَا؟ قَالَ الْقَوْمُ : مَا نَدْرِي، قَالَ : لَكِنِّي أَدْرِي، أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ عَاجِزٍ وَفَاجِرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : قُبِّحَ الْعَاجِزُ يَوْمَئِذٍ، فَضَرَبَ حُذَيْفَةُ مَنْكِبَهُ، وَقَالَ : قُبِّحْتَ أَنْتَ، قُبِّحْتَ أَنْتَ.

[২৪১] খারাশা বিন হুর রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজাইফা রা. বলেন, তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন তোমরা তোমাদের দ্বীন থেকে পৃথক হয়ে যাবে স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান খুলে যাওয়ার ন্যায়, যে আগত কোনো ব্যক্তিকেই বাধা দেয় না? লোকেরা বলল, আমরা জানি না। তিনি বললেন, তবে আমি জানি। সেদিন তোমরা অক্ষম ও পাপাচারীর মাঝেই অবস্থান

[২৪০] সনদ দুর্বল। সুনানু আবি দাউদ : ৩৩৩১; সুনানু ইবনি মাজাহ : ২২৭৮

করবে। এক ব্যক্তি বলল, সেদিন অক্ষম ব্যক্তি লাঞ্ছিত হোক। হুজাইফা রা. তার কাঁধে চাপর মেরে বললেন, তুমি লাঞ্ছিত হও, তুমি লাঞ্ছিত হও।[২৪১]

নোট : বর্তমানে এ বাস্তবতা আজ কী স্পষ্টরূপেই না ফুটে উঠছে! সমাজে দ্বীনদার ও পাপাচারীরা একইসাথে বসবাস করছে। অধিকাংশ লোকের কাজকারবার প্রায় একই ধরনের। কী দ্বীনদার আর কী দুনিয়াদার, সব বরাবর! তবে দ্বীনদার লোকেরা করে অপারগ হয়ে, অনেকটা বাধ্য হয়ে। বিপরীতে পাপাচারী ও ফাসিক লোকেরা তা করে আনন্দচিত্তে ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে। দ্বীনদার লোকেরা দ্বীন পুরোপুরি পালন করতে না পারায় আফসোস ও ইসতিগফার করে, কিন্তু ফাসিকরা এ ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন; বরং তারা তাদের বর্তমান অবস্থা নিয়েই খুশি। এই হলো বর্তমান সমাজের অবস্থা।

عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، يَقُولُ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الدُّنْيَا أَضْيَقَ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنَ الْخُصِّ النَّصِّ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ بَكَّارٍ : تَدْرُونَ أَيَّ شَيْءٍ هَذَا؟ هُوَ الْبَيْتُ الْمُظْلِمُ، يَضِيقُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَطْلُبُ لَهُ بَابًا فَلا يَجِدُ.

[২৪২] সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন, মানুষের সম্মুখে এমন এক জমানা আসবে, যখন দুনিয়া মুমিনের জন্য ছোট্ট কুটিরের চেয়েও বেশি সংকীর্ণ হয়ে যাবে। আলি বিন বাক্কার রহ. বলেন, তোমরা কি জানো, সে বিষয়টি কী? তা হচ্ছে অন্ধকার ঘর, যা মানুষের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে। সে দরজা খুঁজে বেড়াবে, কিন্তু খুঁজে পাবে না।[২৪২]

নোট : এখানে এ দরজা বলতে বুঝানো হয়েছে, সে ফিতনা বা সংকীর্ণতা থেকে বের হওয়ার দরজা। অর্থাৎ তখন সামাজিক অবস্থা এমন ভয়াবহ হবে যে, সে চাইলেও তা থেকে নিজেকে সহজে মুক্ত করতে পারবে না। এ হচ্ছে সেই ফিতনার অন্ধকার। আজ কি সে জমানা নয়? আজ মানুষেরা ঢুকরে ঢুকরে কেঁদে বেড়াচ্ছে। দ্বীনদার মানুষ সংসার করছে দ্বীনহীন মানুষের সঙ্গে। সে কেঁদেও তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না। কারণ, সমাজের কেউ তাকে গ্রহণ করছে না বা সাহায্য করছে না। স্বামী মুরতাদ হয়ে গেছে বা স্ত্রী মুরতাদ হয়ে গেছে, কিন্তু তাকে সে ছেড়ে দিতে পারছে না। সমাজের কাছে তা খুব বেশি দরকারি নয়, তাই। যেহেতু সমাজের কাছে তা খুব বেশি জরুরি নয়, তাই সে যদি নিজের মতো করে এমন কিছু করে, তবে সমাজ তো নয়-ই, পরিবারের একজন সদস্য পর্যন্ত তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে না।

---

[২৪১] মাওকুফ।

[২৪২] মাকতু।

সময়ের নিকটবর্তিতা ও দ্রুত অতিবাহিত হওয়া

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلازِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ.

[২৪৩] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ইলম তুলে নেওয়া হবে, ভূমিকম্প বেড়ে যাবে, সময় নিকটবর্তী হবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে, ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চলবে; এমনকি তোমাদের মধ্যে সম্পদের ছড়াছড়ি হবে। সুতরাং তা পানির ন্যায় প্রবাহিত হবে।[২৪৩]

নোট : খেয়াল করুন, দিন এখন কীভাবে চলে যায়, বুঝতেই পারি না। এভাবে মাস ও বছরও চলে যায়। মনে হয়, এই সেদিনই না বছর শুরু হলো, এত তাড়াতাড়িই শেষ! মানুষ অনেক সময় নষ্ট করবে, বিভিন্ন ধরনের ভোগ-বিলাসিতায় লিপ্ত হবে। সময়ের কোনো বরকত পাবে না। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও মনে হবে, অল্প সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়টি পুরোপুরিই উপলব্ধি করতে পারছে যে, দেখতে না দেখতেই সময় খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাচ্ছে। শেষ জমানায় সবকিছু এভাবেই চলতে থাকবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلازِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَكْثُرَ الْفِتَنُ، وَيَظْهَرَ الْهَرْجُ، قَالُوا : وَالْهَرْجُ أَيُّمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : الْقَتْلُ.

[২৪৪] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ইলম তুলে নেওয়া হবে, ভূমিকম্পন বেড়ে যাবে, সময় নিকটবর্তী হবে, ফিতনা বৃদ্ধি পাবে এবং হারজ প্রকাশ পাবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হারজ কী, হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, হত্যাকাণ্ড।[২৪৪]

---

[২৪৩] সহিহুল বুখারি : ১০৩৬, ৬০৩৭, ৭১২১; সহিহু মুসলিম : ১৫৭

[২৪৪] প্রাগুক্ত।

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ تَقَارُبُ الزَّمَانِ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تَقَارُبُ الزَّمَانِ؟ قَالَ : تَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمْعَةِ وَالْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَالسَّاعَةُ كَاضْطِرَابِ السَّعَفَةِ.

[২৪৫] সাইদ বিন মুসাইয়িব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের একটি নিদর্শন হলো, যুগ নিকটবর্তী হওয়া। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, যুগ নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ কী? তিনি বললেন, বছর হবে মাসের মতো, মাস হবে সপ্তাহের মতো, সপ্তাহ হবে দিনের মতো, দিন হবে ঘণ্টার মতো আর ঘণ্টা হবে খেজুর পাতা নড়ার মতো।[২৪৫]

عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ : إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ سِنِينَ كَالشُّهُورِ، وَشُهُورًا كَالْجُمَعِ، وَجُمُعًا كَالْأَيَّامِ، وَأَيَّامًا كَالسَّاعَاتِ، وَسَاعَاتٍ كَشَرَرِ النَّارِ.

[২৪৬] কাসির বিন মুররা হাদরামি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে কয়েকটি বছর কয়েকটি মাসের মতো, কয়েকটি মাস কয়েকটি সপ্তাহের মতো, কয়েকটি সপ্তাহ কয়েকটি দিনের মতো, কয়েকটি দিন কয়েক ঘণ্টার মতো এবং কয়েকটি ঘণ্টা হবে আগুনের ফুলকির ন্যায় (যা ক্ষণিকের জন্য জ্বলেই নিভে যায়)।[২৪৬]

---

[২৪৫] সহিহ, মুরসাল। সুনানুত তিরমিজি : ২৪৪৮

[২৪৬] মাকতু। হাদিসটির মারফু বর্ণনা পূর্বে আনাস বিন মালিক রা.-এর হাদিসে এসেছে। এছাড়াও তার মুরসাল ও মুত্তাসিল বর্ণনা পূর্বেও গত হয়েছে।

সম্পদের ব্যাপক বিস্তৃতি

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ، فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ صَدَقَةً، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُ لَهُ لا إِرَبَ لِي فِيهِ.

[২৪৭] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না তোমাদের মাঝে সম্পদের প্রাচুর্য হবে। সম্পদের এমন প্রবাহ হবে যে, সম্পদশালীগণ ভাবতে শুরু করবে, কে তার থেকে সদকা গ্রহণ করবে। এমনকি যাকে অর্থ প্রদান করা হবে, সে বলবে, আমার সম্পদের কোনো প্রয়োজন নেই।[২৪৭]

عَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : تَصَدَّقُوا، فَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا.

[২৪৮] হারিসা বিন অহাব রহ. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তোমরা (বেশি বেশি) সদকা করো। অচিরেই এমন জমানা আসবে, যখন মানুষেরা তার সদকা নিয়ে হাঁটবে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মতো কাউকে পাবে না।[২৪৮]

নোট : হাদিস থেকে বোঝা যায়, সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সম্পদশালীদের দ্বীনদারিত্বও থাকবে পরিপূর্ণ। হাদিসের বাস্তবায়ন আমাদের এই সময়ে হবে বলে মনে হয় না। বর্তমানে সম্পদশালীর তো অভাব নেই, কিন্তু হাদিসে বর্ণিত পন্থায় সদকা প্রদান আজকের এই দ্বীনহীন সমাজের মানুষের জন্য নয়; বরং আমাদের সময়কার কথা সামনের হাদিসে আসছে। এ হাদিসের বাস্তবায়ন পূর্বে উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.এর জমানায় হয়েছিল। তখন মানুষের সম্পদ এত বেশি ছিল যে, বাইতুল মালে জমাকৃত জাকাত ও সদকার অর্থ দান করার জন্য কোনো লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। আবার যখন মাহদি ও ইসা আলাইহিস সালাম আসবেন, তখনও এমমনটি হবে বলে বুঝা যায়। কারণ, অন্য হাদিসে এসেছে, মাহদি ও ইসা আলাইহিস সালাম মানুষকে হাত ভরে দান করবেন। এতে সবাই সম্পদশালী হয়ে উঠবে। এরপর তারাও

---

[২৪৭] সহিহুল বুখারি : ১৪১২, ৭১২১; সহিহু মুসলিম : ১৫৮

[২৪৮] সহিহুল বুখারি : ১৪১১, ১৪২৪, ৭১২০; সহিহু মুসলিম : ১০১১

নিজের সম্পদ থেকে জাকাত ও সদকা আদায়ের জন্য হকদার খুঁজবে, কিন্তু সবাই সম্পদশালী ও দ্বীনদার হওয়ায় নেওয়ার মতো কেউ থাকবে না। এর প্রকৃত সময় সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন।

عَنْ أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي أَنْ يَكْثُرَ لَهُمُ الْمَالُ فَيَتَحَاسَدُوا فَيَقْتَتِلُوا، وَيُفْتَحَ لَهُمُ الْقُرْآنُ فَيَقْرَأَهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَالْمُنَافِقُ، فَيُجَادِلُونَ بِهِ الْمُؤْمِنَ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللهُ، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ.

[২৪৯] আবু আমির আশআরি রা. সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে বেশি যা নিয়ে ভয় করি, তা হচ্ছে, তাদের মাঝে সম্পদের প্রাচুর্য। ফলে তারা পরস্পর হিংসাবিদ্বেষে লিপ্ত হবে, এরপর খুনোখুনিতে জড়িয়ে পড়বে। আর কুরআন তাদের জন্য খুলে দেওয়া হবে, ফলে তা নেককার-বদকার ও মুনাফিক সবাই পাঠ করবে। অতঃপর তারা এ নিয়ে মুমিনের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবে; ফিতনার উদ্দেশ্যে ও তার অপব্যাখ্যা করার মানসে। অথচ এর ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, আর বিজ্ঞ আলিমগণ বলেন, আমরা এর ওপর ইমান স্থাপন করলাম।[২৪৯]

নোট : এ হাদিসের বাস্তবায়ন আমাদের সময়েই দেখা যাচ্ছে। কারণ, এ হাদিসটির সব বৈশিষ্ট্য আমাদের মাঝে বিদ্যমান। সম্পদের প্রাচুর্য আমাদের হয়েছে, তবে তার কারণে আমরা এর পরিণতিও ভোগ করছি, যেমনটি হাদিসে বলা হয়েছে। অর্থ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি, খুনোখুনি সবই হচ্ছে। সমাজ আজ এসবে ভরে গেছে। অন্য দিকে দেখুন, কুরআন আজ সবাই পড়তে পারছে। কুরআনের অনুবাদ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে অসংখ্য বই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। মানুষ তা দেখে কুরআনের কিঞ্চিৎ জ্ঞান নিয়ে কুরআনের প্রকৃত বাহক আলিমদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছে। এসবের দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য কী হবে, সেটাও হাদিসে বলে দেওয়া হয়েছে যে : 'তারা এ নিয়ে মুমিনের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবে; ফিতনার উদ্দেশ্যে ও তার অপব্যাখ্যা করার মানসে।' আর বাস্তবেও তেমনটাই দেখা যাচ্ছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.

---

[২৪৯] সনদ দুর্বল। আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ৩৪৪২

[২৫০] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফুরাত নদীর ওপর অচিরেই স্বর্ণের পাহাড় দেখা যাবে। যারাই সেখানে যাবে, তারা তার কিছুই হস্তগত করতে পারবে না।[২৫০]

নোট : হাদিসের কথা মাথায় রেখে বর্তমান পৃথিবীকে দেখুন, তাহলে দেখবেন, সবকিছুই যেন হাদিসের সঙ্গে অঙ্কের মতো মিলে যাচ্ছে। অন্য একটি হাদিসে এসেছে, সিরিয়া সমস্যার বারোতম বছরে ফুরাত নদী শুকিয়ে সেখানে স্বর্ণের পাহাড় দেখা দেবে। হাদিসটি যদিও সনদের দিক থেকে দুর্বল, তবে গ্রন্থের এ হাদিসের প্রতি দৃষ্টি রেখে যদি ওই হাদিসকেও নেওয়া হয়, তবে এতে সতর্কতা অবলম্বনের অনেক কিছুই পাওয়া যাবে।

দেখুন, কোনো হাদিসকে যখন দুর্বল বলা হয়, তখন তাতে অনেক কথা থাকে। মূলত ওই সব হাদিসকেই দুর্বল বলা হয়, যার সনদ তথা সূত্রপরম্পরা দুর্বল। আর যার মতন বা হাদিসের মূল বক্তব্য দুর্বল হয়, তখন তা মওজু বা জাল হাদিসের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। হাদিস দুর্বল বললে তার অর্থ এমন দাঁড়ায় যে, এ হাদিসের বক্তব্যটি আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে পৌঁছেনি। বর্তমানে আমাদের কাছে সব ধরনের কিতাব পাওয়া সম্ভব হচ্ছে বলে আমরা দেখছি, এমন অনেক হাদিস আছে, যার সনদ দুর্বল, কিন্তু তার মূল কথাটি অন্য কোনো সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তখন কিন্তু দুর্বল সনদের হাদিসটিকে সনদ দুর্বল হওয়ার কারণে ফেলে রাখা যায় না। তবে এমনও অনেক হাদিস আছে, যার সনদ দুর্বল হওয়ার কারণে হাদিসকে দুর্বল বলা হয়েছে এবং অন্য কোনো সহিহ বর্ণনাও তার পক্ষে পাওয়া যায়নি, সে হাদিস নিয়েও ভাবার আছে অনেক। এসব বিষয়ে আলোচনা অন্যত্রে দেখুন।

আমরা যা বলছিলাম, হাদিসে যে ফুরাত নদী শুকিয়ে যাওয়ার কথা আছে, তার বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, সে নদীর পানি প্রায় ৯৪% শুকিয়ে গেছে। আর আছে ছয় ভাগ। তা শুকাতে আর কতদিন লাগবে? আগে যে দুর্বল সনদের হাদিসের কথাটি বললাম, তা কিতাবুল ফিতানের ৬৭৬ নং হাদিসে বলা হয়েছে। ওখানে হাদিসটি দেখতে পারেন। সেই হাদিসে এ কথাও বলা হয়েছে যে, সিরিয়া সমস্যার বারোতম বছর ফুরাত নদীতে স্বর্ণের পাহাড় দেখা যাবে। আমরা জানি, ২০১১ সালে সিরিয়াতে সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে। এখন চলছে ২০২০ সাল। দুর্বল হাদিস হলেও সতর্কতাস্বরূপ এ হাদিসের ওপর দৃষ্টি রাখুন। আমরা কোনো হাদিসকে দুর্বল বলে কি এভাবে অলস হয়েই বসে থাকব? কুফরি ও

---

[২৫০] সহিহুল বুখারি : ৭১১৯; সহিহু মুসলিম : ২৮৯৪

তাগুতি শক্তিগুলোকে দেখুন, তারা কিন্তু স্বর্ণের পাহাড়ের দখল নেওয়ার সম্ভাব্য এলাকায় ইতিমধ্যেই সৈন্য মোতায়ন শুরু করে দিয়েছে।

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يَفِيضَ الْمَالُ, وَيَكْثُرَ التُّجَّارُ, وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ» قَالَ ابْنُ مَعْبَدٍ: يَعْنِي الْكِتَابَ

[২৫১] হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত ঘনিয়ে আসার একটি নিদর্শন হচ্ছে সম্পদের প্রাচুর্য হওয়া। ব্যবসায়ীদের আধিক্য হবে এবং ইলম প্রকাশ পাবে। ইবনে মাবাদ রহ. বলেন, 'ইলম প্রকাশ পাবে' বলতে (বেশি বেশি) বই প্রকাশ হবে।[২৫১]

নোট : এ অবস্থা আজ আমাদের সমাজে বিরাজ করছে। মানুষের সম্পদ এখন প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে। পুরো পৃথিবীতে আজ ব্যবসা বিস্তার লাভ করেছে। সব জায়গায় এখন প্রচুর ব্যবসায়ী দেখা যায়। বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে বইও প্রকাশ করা হচ্ছে। যোগ্য-অযোগ্য সবাই বই লিখছে। ভালো-মন্দ সব মিশে একাকার হয়ে গেছে। এগুলো সবই কিয়ামতের আলামত।

قَالَ مُعَاذٌ، إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، يَكْثُرُ مِنْهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ، حَتَّى يَقْرَأَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ، وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ.

[২৫২] মুআজ রা. বলেন, অচিরেই এমন ফিতনা হবে, যার দ্বারা সম্পদের আধিক্য ঘটবে। কুরআনকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। মুমিন-মুনাফিক, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সবাই তা পড়বে।[২৫২]

---

[২৫১] সহিহ, মুরসাল। এটা মুরসাল হলেও এর পক্ষে আমর বিন তাগলাব রা. থেকে সমার্থক হাদিস আছে। সুনানুন নাসায়ি : ৪৪৫৬

[২৫২] সহিহ, মাওকুফ। সুনানু আবি দাউদ : ৪৬১১

নির্বোধ মানুষের আধিক্য

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كَيْفَ بِكُمْ، وَزَمَانٌ يُغَرْبَلُ فِيهِ النَّاسُ غَرْبَلَةً، تَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَخُذُوا مَا تَعْرِفُونَ، وَذَرُوا مَا تُنْكِرُونَ، وَأَقْبِلُوا عَلَى خَاصَّتِكُمْ، وَذَرُوا أَمْرَ الْعَوَامِّ.

[২৫৩] আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তখন তোমাদের কী দশা হবে, যখন সমাজের শ্রেষ্ঠরা বিদায় নেবে, নিকৃষ্টরা অবশিষ্ট থাকবে? তখন তোমরা যা ভালো ও সঠিক পাবে, তা গ্রহণ করবে এবং অপছন্দনীয় বিষয় ত্যাগ করবে। তোমাদের বিশেষ লোকদের সঙ্গ গ্রহণ করবে এবং সাধারণ লোকদের বিষয় এড়িয়ে চলবে।[২৫৩]

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، كَيْفَ بِكَ إِذَا أُبْقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ، إِذَا مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ، وَمَرَجَتْ أَمَانَتُهُمْ، وَكَانُوا هَكَذَا؟ وَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ : آمُرُكَ أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ، وَأَنْ تَأْخُذَ بِمَا تَعْرِفُ، وَتَدَعَ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِخُوَيْصَتِكَ، وَإِيَّاكَ وَالْعَامَّةَ.

[২৫৪] হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে আব্দুল্লাহ বিন আমর, তখন তোমার কী অবস্থা হবে, যখন তুমি কিছু নির্বোধ শ্রেণির মানুষের মধ্যে বসবাস করবে? যখন তাদের অঙ্গীকার নষ্ট হয়ে যাবে, তাদের আমানত নষ্ট হয়ে যাবে এবং তারা এমন হবে বলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আঙুলগুলোকে একটি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাকে সে সম্পর্কে কী আদেশ করছেন বা কী করণীয় নির্ধারণ করে দেবেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহকে ভয় করবে, যা ভালো ও সঠিক পাবে তা গ্রহণ করবে এবং অপছন্দনীয় বিষয় ত্যাগ করবে। তোমার জন্য বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সংশ্রব আবশ্যক আর সাধারণ লোকদের থেকে সাবধান থাকবে।[২৫৪]

---

[২৫৩] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ৬৫০৮; সহিহুল বুখারি : ৪৮০

[২৫৪] সহিহ, মুরসাল। শারহুস সুন্নাহ : ৪২২১; এ হাদিসটি মারফু ও মুত্তাসিল সনদেও বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: كَيْفَ بِكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو إِذَا أُبْقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ، قَدْ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، وَاخْتَلَفُوا فَصَارُوا هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِخَاصَّتِكَ، وَدَعْ عَنْكَ عَوَامَّهُمْ.

[২৫৫] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ বিন আমর রা.-কে বললেন, হে আব্দুল্লাহ বিন আমর, তখন তোমার কী অবস্থা হবে, যখন তুমি কিছু নির্বোধ শ্রেণির মানুষের মধ্যে বসবাস করবে? যখন তাদের অঙ্গীকার নষ্ট হয়ে যাবে, তাদের আমানত নষ্ট হয়ে যাবে এবং তারা এমন হবে বলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আঙুলগুলোকে একটি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাকে সে সম্পর্কে কী আদেশ করছেন বা কী করণীয় নির্ধারণ করে দেবেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করবে, যা ভালো ও সঠিক পাবে তা গ্রহণ করবে এবং অপছন্দনীয় বিষয় ত্যাগ করবে। তোমার জন্য বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সংশ্রব আবশ্যক আর সাধারণ লোকদের থেকে সাবধান থাকবে।[২৫৫]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا كَانُوا كَيْفَ؟ قَالَ: إِذَا مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، وَاخْتَلَفُوا فَصَارُوا هَكَذَا، وَشَبَّكَ بِأَصَابِعِهِ، قَالَ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: آمُرُكَ أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ فَمَا عَرَفْتَ أَخَذْتَ، وَمَا أَنْكَرْتَ تَرَكْتَ، وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَإِيَّاكَ وَعَوَامَّهُمْ.

[২৫৬] আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ বিন আমর, তখন তোমার কী অবস্থা হবে, যখন তুমি কিছু নির্বোধ শ্রেণির মানুষের মধ্যে বসবাস করবে? সাহাবায়ে কিরাম রা. বললেন, তখন তাদের নিদর্শন কী হবে? তিনি বললেন, তাদের অঙ্গীকার নষ্ট হয়ে যাবে, তাদের আমানত নষ্ট হয়ে যাবে এবং তারা এমন হবে বলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আঙুলগুলোকে একটি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। তিনি বললেন,

---

[২৫৫] সহিহ। সহিহু ইবনি হিব্বান : ৫৯৫০

হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাকে সে সম্পর্কে কী আদেশ করছেন বা কী করণীয় নির্ধারণ করে দেবেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহকে ভয় করবে, যা ভালো ও সঠিক পাবে তা গ্রহণ করবে এবং অপছন্দনীয় বিষয় ত্যাগ করবে। তোমার জন্য বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সংশ্রব আবশ্যক, সাধারণ লোকদের থেকে সাবধান থাকবে।[২৫৬]

নোট : মানুষের সংশ্রব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার সঙ্গে আপনি ওঠাবসা করবেন, তার রুচি-অভ্যাস, চালচলন, কথা-বার্তা আপনার মাঝে ফুটে ওঠবে। তাই আপনি কার সঙ্গে চলাফেরা করছেন, সেদিকে সবিশেষ লক্ষ রাখুন। এই সঙ্গ গ্রহণ একটি ব্যাপক বিষয়। এটি যেমন হতে পারে সরাসরি তার পাশে থেকে কথাবার্তা বলে, তেমনি হতে পারে তার ওয়াজ-নসিহত, বয়ান-বক্তৃতা বা তার লিখিত বইপত্র পড়ে। তাই এসব ক্ষেত্রে লক্ষ রাখা জরুরি যে, আপনি কার কথা শুনছেন, কেমন ব্যক্তির লিখিত বই-পুস্তক পড়ছেন। সে যদি দ্বীনদার ও দ্বীনি ইলমের বিষয়ে প্রাজ্ঞ না হন, তবে আপনাকে অবশ্যই তার কথা, বয়ান-বক্তৃতা ও লেখনী থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, জ্ঞানী কে আর নির্বোধ কে, তার পরিচয় জানা। বদদ্বীনি পরিবেশে জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি কি জ্ঞানীর পর্যায়ে পড়ে? আপনি কি তাদের সঙ্গে ওঠাবসা, সংশ্রব ও সুসম্পর্ক রাখতে পারেন? তার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়তে পারেন? এ বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে, শরিয়তের মাপকাঠিতে তারা বিদ্যান বা জ্ঞানী ব্যক্তি নয়। বস্তুত মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের প্রয়োজনীয় বিষয়াদির জ্ঞান যার মধ্যে নেই, ইসলামের দৃষ্টিতে সেও নির্বোধ। আখিরাতমুখী ও মুত্তাকি লোকই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানী। হাদিসে বলা হচ্ছে, 'প্রকৃত বুদ্ধিমান তো সে-ই, যে মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য আমল করে সব উপার্জন করে।' তাই ফিতনা থেকে বাঁচতে হলে এসব বদদ্বীন লোকের সংশ্রব থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে; যদিও তারা জাগতিক বিবেচনায় বিশ্বসেরা শিক্ষিতই হোক না কেন। হ্যাঁ, সে যদি আপনার সঙ্গে এ কারণে সম্পর্ক রাখে যে, আপনি ইসলাম সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন, আপনি তাকে ইসলামের পথে দাওয়াত দিচ্ছেন আর সেও আপনার কথা অনুসারে চলে, তবে অবশ্যই এমন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক শুধু রাখাই যাবে তা নয়; বরং তাকে যথাযথ মূল্যায়ন করে, দ্বীনের পথে তাকে এগিয়ে নিতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে।

---

[২৫৬] সহিহ। আল-ইবানাতুল কুবরা : ৭৪৫

উম্মতের উৎকৃষ্ট লোকদের বিদায় ও নিকৃষ্ট লোকদের বাকি থাকা

عَنْ مِرْدَاسٍ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، حَتَّى يَبْقَى مِثْلُ حُفَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، لا يُبَالِي اللَّهُ ﷻ بِهِمْ.

[২৫৭] মারদাস আসলামি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নেককারগণ একের পর এক বিদায় নিতে থাকবে। এক পর্যায়ে গম ও খেজুরের খোসা সদৃশ লোকেরাই কেবল থেকে যাবে, যাদের প্রতি আল্লাহ কোনো ভ্রুক্ষেপ করবেন না।[২৫৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : لَتُنْتَقَوُنَّ كَمَا يُنْتَقَى التَّمْرُ، وَلَيَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ، وَلَيَبْقَيَنَّ شِرَارُكُمْ.

[২৫৮] আবু হুরাইরা রা. সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তোমাদের অবশ্যই বাছাই করা হবে, যেমনিভাবে খেজুর বাছাই করা হয়। তোমাদের নেককারগণ বিদায় নেবে এবং মন্দরাই অবশিষ্ট থেকে যাবে।[২৫৮]

عَنْ مِرْدَاسِ بْنِ مَالِكٍ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ، يَقُولُ : يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، حَتَّى لا يَبْقَى إِلا مِثْلُ حُثَالَةِ أَوْ حُفَالَةِ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ، لا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِمْ شَيْئًا.

[২৫৯] মিরদাস বিন মালিক আসলামি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, নেককারগণ একের পর এক বিদায় নিতে থাকবে। এমনকি গম ও যবের খোসা সদৃশ ব্যতীত কিছু থাকবে না। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ মোটেই পরোয়া করবেন না।[২৫৯]

---

[২৫৭] সহিহুল বুখারি : ৪১৫৬, ৬৪৩৪

[২৫৮] সহিহ। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৩৮

[২৫৯] সহিহুল বুখারি : ৪১৫৬, ৬৪৩৪

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللهِ : أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، قَالَ : ذَهَابُ خِيَارِهَا.

[২৬০] ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর তাআলার বাণী 'তারা কি দেখে না, আমি জমিনকে তার সকল প্রান্ত থেকে সংকীর্ণ করে নিয়ে আসব?' [সুরা আর-রা'দ : ৪১] তিনি এ সম্পর্কে বলেন, অর্থাৎ দুনিয়ার নেককারদের বিদায় গ্রহণ।[২৬০]

নোট : প্রকৃত অর্থেই আজ আমাদের মাঝ থেকে একের পর এক আল্লাহর নেককার বান্দাগণ বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। সমাজে আজ তারাই অবস্থান করছে, যারা ফলের খোসা ও উচ্ছিষ্ট খাবারের মতো। একজন পণ্য ব্যবসায়ী যেমন সারাদিন বেচাকেনা করার পর তার ঝুড়িতে এমন কিছু পণ্য থেকে যায়, যা কেউ নিতে চায় না। সে তা রাস্তার পাশে ঝুড়ি থেকে ঢেলে রেখে বাড়ির পথে হাঁটা দেয়, তার দিকে মোটেও ভ্রুক্ষেপ করে না; তদ্রূপ আল্লাহ তাআলাও নিকৃষ্টদেরকে দুনিয়াতে রেখে দেন, এদের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপও করেন না।

---

[২৬০] অত্যন্ত দুর্বল, মাওকুফ।

ইলম ও আলিমদের বিলুপ্তি

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا.

[২৬১] ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা ইলম শিক্ষা করো এবং মানুষকে শিক্ষা দাও। তোমরা কুরআন শিক্ষা করো এবং তা মানুষকে শিক্ষা দাও। তোমরা ফারায়িজ (মিরাস বণ্টনের বিধিবিধান) শিক্ষা করো এবং মানুষকেও শিক্ষা দাও। কেননা, আমি মরণশীল মানুষ। আর সত্বরই ইলম তুলে নেওয়া হবে এবং ফিতনা প্রকাশ পাবে। এমনকি দু'জন মানুষ মিরাস বণ্টন নিয়ে মতানৈক্য করবে, কিন্তু তারা এমন কাউকে পাবে না, যে তাদের মীমাংসা করে দেবে।[২৬১]

নোট : বর্তমানের অবস্থার সাথে এটা পুরোপুরিই মিলে যায়। সমাজে এখন প্রকৃত আলিম একেবারে হাতে-গোনা হওয়ায় সঠিক ইলমের চর্চা এখন নেই বললেই চলে। ইলমের কিছু কিছু অধ্যায় সামান্য টুকটাক জানা থাকলেও ফারায়িজ বা মিরাস বণ্টনের মাসআলা-মাসায়িল বলার মতো লোক এখন আট-দশ গ্রাম খুঁজে পাওয়াও দুস্কর। এভাবেই আমাদের থেকে উলামায়ে কিরামের বিদায়ের মাধ্যমে ইলম উঠে যাচ্ছে আর মানুষ ক্রমেই অজ্ঞতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللهَ لا يَنْزِعُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ بِعِلْمِهِمْ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالا، فَقَالُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

[২৬২] আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সরাসরি মানুষের মধ্য থেকে ইলম তুলে নেবেন না, তবে আলিমদেরকে তাদের ইলমসহ তুলে নেওয়া হবে। এমনকি যখন একজন আলিমও অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকেরা মূর্খদেরকে তাদের

---

[২৬১] সহিহ। মুসতাদরাকুল হাকিম : ৭৯৫০

নেতা নির্ধারণ করবে। এসব মুর্খের দল (সঠিক বিধিবিধান) না জেনেই কথা বলে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।[২৬২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ لا يَنْزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يُمِيتُ الْعُلَمَاءَ، فَإِذَا ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

[২৬৩] আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সরাসরি মানুষ থেকে ইলম তুলে নেবেন না, তবে আলিমদেরকে মৃত্যু দেবেন। যখন আলিমগণ বিদায় গ্রহণ করবে, তখন মানুষেরা মূর্খদেরকে তাদের নেতা নির্ধারণ করবে। অতঃপর তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তারা না জেনেই সমাধান দিয়ে দেবে। এতে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[২৬৩]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِأَنْ يَنْتَزِعَهُ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

[২৬৪] আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সরাসরি মানুষ থেকে ইলম তুলে নেবেন না, তবে আলিমদেরকে তাদের ইলমসহ তুলে নেওয়া হবে। এমনকি যখন একজন (প্রকৃত) আলিমকেও অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন মানুষেরা মূর্খদেরকে তাদের নেতা নির্ধারণ করবে। অতঃপর তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তারা না জেনেই সমাধান দিয়ে দেবে। এতে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[২৬৪]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

---

[২৬২] সহিহুল বুখারি : ১০০, ৭৩০৭; সহিহু মুসলিম : ২৬৭৩
[২৬৩] প্রাগুক্ত।
[২৬৪] প্রাগুক্ত।

[২৬৫] আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সরাসরি মানুষ থেকে ইলম তুলে নেবেন না, তবে আলিমদেরকে তাদের ইলমসহ তুলে নেওয়া হবে। যখন আলিমগণ বিদায় গ্রহণ করবে, তখন মানুষেরা মূর্খদেরকে তাদের নেতা নির্ধারণ করবে। অতঃপর তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তারা না জেনেই সমাধান দিয়ে দেবে। এতে করে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[২৬৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، فَإِذَا ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ.

[২৬৬] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সরাসরি মানুষের মধ্য থেকে ইলম তুলে নেবেন না, তবে আলিমদেরকে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম তুলে নেবেন। যখন আলিমগণ বিদায় গ্রহণ করবে, তখন মানুষেরা মূর্খদেরকে তাদের নেতা নির্ধারণ করবে। অতঃপর তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তারা না জেনেই সমাধান দিয়ে দেবে। এতে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করবে।[২৬৬]

নোট : লক্ষ করলে বেশ স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, সমাজে এখন প্রকৃত আলিমদের সংখ্যা কমে আসছে। হক্কানি ও আল্লাহভীরু আলিমগণ একে একে বিদায় গ্রহণ করছেন। তাদের স্থানে এখন আলিম নামের অনেক অজ্ঞ লোকেরা জায়গা করে নিচ্ছে। এরাই এখন মানুষকে বয়ান-বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছে, যাদের মূলত শরিয়তের জ্ঞান শূন্যের কোঠায়। কথায় সুর ও রস আছে, তাই তারা বক্তা হয়ে গেছে। মানুষকে মনগড়া এমন সব কথা শোনাচ্ছে, যা তাদের না দ্বীনি কোনো কাজে আসে আর না দুনিয়ার কাজে। তারা এমন সব কিচ্ছা-কাহিনী ও উদ্ভট কথা শোনাচ্ছে, ইসলামের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্কই নেই। মানুষ এসব অজ্ঞ বক্তাদের উপস্থাপনা ও কণ্ঠ শুনে এদেরকেই বড় আলিম ভাবছে এবং শরিয়তের নানা বিধান জিজ্ঞেস করছে। আর তারাও মানসম্মানের ভয়ে বা চক্ষুলজ্জার কারণে সঠিকটা না জানলেও আন্দাজে একটা উত্তর বলে দিচ্ছে। এভাবে তারা নিজেরাও গোমরাহ হচ্ছে এবং অন্যদেরকেও গোমরাহ করছে।

---

[২৬৫] প্রাগুক্ত।

[২৬৬] সহিহ। আল-মুজামুল আওসাত : ৬৪০৩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ.

[২৬৭] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ইলম তুলে নেওয়া হবে।[২৬৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ.

[২৬৮] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ইলম তুলে নেওয়া হবে।[২৬৮]

---

[২৬৭] সহিহুল বুখারি : ১০৩৬; সহিহু মুসলিম : ১৫৭

[২৬৮] প্রাগুক্ত।

কুরআন উঠিয়ে নেওয়া

عَنْ شَدَّادَ بْنَ مَعْقِلٍ، سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الأَمَانَةُ، وَآخِرَ مَا تَفْقِدُونَ الصَّلاةُ، وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي يَنْزِلُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ يُوشِكُ أَنْ يُرْفَعَ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ : كَيْفَ يُرْفَعُ وَقَدْ أَثْبَتَهُ اللَّهُ فِي صُدُورِنَا وَأَثْبَتْنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا؟ قَالَ : يُسْرَى عَلَيْهِ لَيْلا، فَلا يُتْرَكُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي صَدْرِ رَجُلٍ وَلا مُصْحَفٍ، ثُمَّ قَرَأَ : وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ.

[২৬৯] শাদ্দাদ বিন মাকাল রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের দ্বীনের যে বিষয়টি প্রথম হারিয়ে যাবে, তা হচ্ছে আমানত। আর সর্বশেষ যা তোমরা হারাবে, তা হচ্ছে সালাত। আর এই কুরআন, যা তোমাদের মাঝে অবতীর্ণ করা হয়েছে, অচিরেই উঠিয়ে নেওয়া হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আব্দুল্লাহ রা.-কে বললাম, তা কীভাবে উঠিয়ে নেওয়া হবে; অথচ আল্লাহ তা আমাদের অন্তরে স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আমরাও তা আমাদের মুসহাফসমূহে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছি? তিনি বললেন, একটি রাত অতিবাহিত হবে, অতঃপর মুসহাফে ও ব্যক্তির অন্তরে কুরআনের কোনো অংশই আর অবশিষ্ট রাখা হবে না। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : 'আর আমি যদি চাই, তবে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, তা তুলে নিতে সক্ষম।' [সুরা আল-ইসরা : ৮৬][২৬৯]

নোট : বর্তমানে আমানতদারিতা এতটাই দুর্লভ যে, ভালো দ্বীনদার লোকদের থেকেও এখন এটা আশা করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সালাতের বিষয়ে আর কী বলব! বর্তমানে তো মুসলমান নামধারী অধিকাংশ লোকই সালাত আদায় করে না। কিছু লোক যদিওবা আদায় করে, তবে তার অবস্থাও এমন যে, দুই-এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করেই সে যেন ইসলামের অনেক বড় কিছু করে ফেলেছে। আর যারা আলিম ও মজবুত দ্বীনদার, তারা সালাত তো মোটামুটি আদায় করে, কিন্তু খুশু-খুজু ও একাগ্রতা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে খুব কমই এর দেখা পাওয়া যায়। আর মুসহাফ ও মানুষের অন্তর থেকে কুরআন উঠিয়ে নেওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, তার বাস্তবায়ন হবে ইসা আলাইহিস সালাম-এর জমানা শেষ হওয়ার পর, যখন পৃথিবীতে আর কোনো ইমানদার থাকবে না। তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম-কে

[২৬৯] সহিহ, মাওকুফ। মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ৭/৫২

পৃথিবীতে পাঠানো হবে কুরআন তুলে নেওয়ার জন্য। সামনে এ সম্পর্কে হাদিস আসবে।

عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : قَالَ مُعَاذٌ، يُوشِكُ الْقُرْآنُ أَنْ يُنْسَخَ، قَالَ : يُنْسَخُ حَتَّى لا يُقْرَأ؟ قَالَ : لا، وَلَكِنْ يَسْلُكُ النَّاسُ وَادِيًا، وَيَسْلُكُ الْقُرْآنُ وَادِيًا غَيْرَهُ.

[২৭০] ইয়াজিদ বিন আব্দুল্লাহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুআজ রা. বলেন, অচিরেই কুরআন প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, প্রত্যাহার করে নেওয়ার অর্থ কি কেউ তা পড়বেই না? তিনি বললেন, না। তবে মানুষ এক উপত্যকা দিয়ে পথ চলবে আর কুরআন চলবে অন্য উপত্যকা দিয়ে।[২৭০]

[২৭০] হাসান, মাওকুফ।

আমানত ও সালাতের বিলুপ্তি

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفِلَسْطِينِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، يَقُولُ : لَتُنْتَقَضَنَّ عُرَى الإِسْلامُ عُرْوَةً عُرْوَةً، وَلَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ الأُمَمِ مِنْ قَبْلِكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لا تُخْطِئُونَ طَرِيقَهُمْ، وَلا يُخْطَأُ بِكُمْ، حَتَّى يَكُونَ أَوَّلَ نَقْضِكُمْ مِنْ عُرَى الإِيمَانِ الأَمَانَةُ، وَآخِرَهَا الصَّلاةُ، وَحَتَّى يَكُونَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ أَقْوَامٌ يَقُولُونَ : وَاللَّهِ مَا أَصْبَحَ فِينَا مُنَافِقٌ وَلا كَافِرٌ، وَإِنَّا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ حَقًّا حَقًّا، وَذَلِكَ بِسَبَبِ خُرُوجِ الدَّجَّالِ، حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُلْحِقَهُمْ بِهِ.

[২৭১] আবু আব্দুল্লাহ ফিলিস্তিনি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুজাইফা রা.-কে বলতে শুনেছি, ইসলামের আব্রু ক্রমেই উন্মুক্ত হতে থাকবে। তোমরা অচিরেই তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করবে পদে পদে। তাতে তোমরা সামান্যও ভুল করবে না। তাদের পথও তোমাদেরকে ভুল করবে না। তোমাদের ইমানের যে আব্রুটির প্রথম ঘাটতি দেখা দেবে, তা হচ্ছে আমানত। আর শেষটি হচ্ছে সালাত। এমনকি এই উম্মতের মাঝে এমন কিছু সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে, যারা বলবে, আল্লাহর কসম! আমাদের মাঝে কোনো মুনাফিক বা কাফির নেই। আমরাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ওলি। আর তা হবে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের কারণে। আল্লাহ তাদেরকে তার সঙ্গেই যুক্ত করে দেবেন।[২৭১]

নোট : বর্তমানে তো মানুষ কোনো প্রকার সালাত আদায় না করেই জোর গলায় বলে ফেলে, আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না? আমি কিন্তু বেইমান নই। কথাবার্তায় এমন ভাব প্রকাশ করছে, দেখে মনে হয়, তার চেয়ে আল্লাহওয়ালা দ্বিতীয়জন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আমানতকে গনিমত মনে করছে। কেউ কিছু আমানত রাখলে তাকে নিজের সম্পদের মতো করে ব্যয় করছে। তা যে যথাযথভাবে আদায় করতে হবে, তেমন ভাবনাও নেই অনেকের। আর সালাতের ঘাটতির কথাও দেখুন, আজ অনেক নামধারী দ্বীনদার ব্যক্তিও সালাত আদায় করে না। আর সর্বসাধারণের কথা তো বলাই বাহুল্য।

---

[২৭১] সহিহ, মাওকুফ। মুসতাদরাকুল হাকিম : ৮৪৪৮

عَنْ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الأَمَانَةُ، وَآخِرَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الصَّلاةُ.

[২৭২] ইবনে মাসউদ রা. বলেন, তোমাদের ইমানের প্রথম যে আক্রুটির ঘাটতি দেখা দেবে, তা হচ্ছে আমানত। আর শেষটি হচ্ছে সালাত।[২৭২]

বিনয়ের বিলুপ্তি

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : وَلَتُنْتَقَضُ عُرَى الإِسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، وَيَكُونُ أَوَّلَ نَقْضِهِ الْخُشُوعُ، حَتَّى لا تَرَى خَاشِعًا.

[২৭৩] হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসলামের বন্ধনগুলো একটি একটি করে ছিন্ন হতে থাকবে। আর তার প্রথম যেটি ছিন্ন হবে, তা হচ্ছে বিনয়।[২৭৩]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُس بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، نَحْوَهُ

[২৭৪] মুহাম্মাদ বিন খলিফা রহ. সূত্রে... হুজাইফা রা. থেকে অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে।[২৭৪]

---

[২৭২] সহিহ, মাওকুফ। শুআবুল ইমান : ৪৮৯১; মুসতাদরাকুল হাকিম : ৮৫৩৮

[২৭৩] হাসান, মাওকুফ। মুসনাদু আহমাদ : ২২১৬০; সহিহু ইবনি হিব্বান : ৪৫৭২

[২৭৪] হাসান, মাওকুফ।

হৃদ্যতার বিলুপ্তি

عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَوَّلَ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْأُلْفَةُ.

[২৭৫] উমাইর বিন ইসহাক রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা পরস্পরে আলোচনা করতাম যে, মানুষের মধ্য থেকে প্রথম বিদায় নেবে হৃদ্যতা।[২৭৫]

নোট : আমানত, সালাত, বিনয় ও হৃদ্যতা—আমাদের থেকে এর সবই বিদায় নিয়েছে। আমরা এমন এক সমাজে বসবাস করছি, যেখানে হৃদ্যতা ও ভালোবাসার দেখা পাওয়া ভার। মানুষ কেবল নিজের ভেতরেই আবদ্ধ থাকতে ভালোবাসে। মূলত সমাজের ব্যবস্থাই এমন যে, পরস্পরে হৃদ্যতা ও ভালোবাসা বৃদ্ধির পরিবর্তে আরও কমে যাচ্ছে। সবাই দিন দিন স্বার্থপর হয়ে উঠছে।

নিজেদের মাঝে কথাবার্তা বললেই তো হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের সে কথা বলার সময় কোথায়? ব্যবসায়ী তার ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। একটা ছোট্ট শিশুর জীবনটা এমনভাবে মোড়ানো যে, সে বাইরের কারও সাথে একটু সময় কাটানোর সময়ও পায় না। সকালে ব্যাগভর্তি বই নিয়ে যায় স্কুলে, তারপর প্রাইভেটে, তারপর আবার বাসায় ফিরে হোমওয়ার্ক, এরপর কিছু বিনোদন, টিভি-সিনেমা, মোবাইল ইত্যাদি। আর তারপর একটি ঘুম, যে ঘুম ভাঙে একেবারে সূর্যোদয়েরও অনেক পরে। এরপর আবার রুটিনমাফিক সেই স্কুল দিয়ে দিন শুরু।

ইন্টারনেট, ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জার দিয়ে আমাদেরকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখা হয়েছে যে, অবসর সময়টুকু যেখানে আগে মানুষ তার পরিচিত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের সাথে কাটাত, সেখানে এখন মানুষ এসবের কোনো পরোয়াই করে না। আর এজন্যই আমাদের মাঝে প্রকৃতভাবে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে না। যা কিছু আছে, তার সবই মেকি। এবার এখানে একটি প্রশ্ন আসে, তবে কি আমরা ইসলাম থেকে ক্রমেই বেরিয়ে যাচ্ছি? আমরা যদি ইমানদার হই, তবে তো আমাদের ভেতর হৃদ্যতা না থেকে পারে না। তবে নেই কেন? আল্লাহ তাআলা বলছেন :

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا.

---

[২৭৫] দুর্বল, মাকতু। আল-আদাবুল মুফরাদ : ২৬৩

'আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরে হৃদ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন; ফলে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেছ।' [সুরা আলি ইমরান : ১০৩]

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ইসলামপূর্ব সময়ে শত্রুতা থাকলেও ইসলামে এসে মুমিনদের মাঝে কোনো শত্রুতা থাকতে পারে না; বরং সবাই পরস্পরে ভাই ও বন্ধুর মতো হয়ে যায়। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা এটাই যে, আমরা ইসলামের বন্ধন থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছি, আর ইসলামও আমাদের জীবনব্যবস্থা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আল্লাহর কাছে আমরা কল্যাণ ও আফিয়াত কামনা করি।

বিদআত ও গোমরাহির প্রকাশ এবং সুন্নাহর বিদায়

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقُرْآنَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ وَالْعَمَلَ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ، وَمَنْ قَتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ، قِيلَ : مَا سِيمَاهُمْ؟، قَالَ : التَّحْلِيقُ.

[২৭৬] আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে মতানৈক্য ও বিভক্তি দেখা দেবে। একদল কুরআন খুব ভালো পড়তে পারবে, তবে তারা মন্দ কাজ ও খারাপ আমল করবে। তারা কুরআনের দিকে আহবান করবে; অথচ তাদের মাঝে কুরআনের ছিটেফোঁটাও থাকবে না। তারা কুরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিচে নামবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে তির তার ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। এরপর আর তারা সে দ্বীনের দিকে ফিরে আসতে পারবে না, যতক্ষণ না তির তার খাঁজে ফিরে আসে। তারা হবে সৃষ্টিজীবের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট। কতইনা উত্তম ওই সব লোক, যারা তাদেরকে হত্যা করবে! তাদেরকে যে ব্যক্তি হত্যা করবে, সে হবে আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বোত্তম। প্রশ্ন করা হলো, তাদের নিদর্শন কী? তিনি বললেন, মাথা মুণ্ডানো।[২৭৬]

নোট : এ হাদিসে খারিজিদের কথা বলা হয়েছে এবং সাথে তাদের বৈশিষ্ট্যও বলে দেওয়া হয়েছে। এ ভ্রান্ত দলটির কুরআন তিলাওয়াত ছিল অত্যন্ত মধুর এবং তাদের ইবাদতও ছিল অনেক বেশি। তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে বুঝার উপায় নেই যে, তারা ভ্রান্ত দল। কিন্তু তাদের কার্যক্রম ও আকিদা-বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর। তারা ভ্রান্ত এক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে মুসলিমদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিল। তারা নামে মুসলিম হলেও কার্যত ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত ছিল। ইতিহাসে এরা খারিজি নামে পরিচিত। এরা আলি রা.-এর বিরুদ্ধে তলোয়ার উত্তোলন করেছিল এবং অনেক মুসলিমকে হত্যা করেছিল।

---

[২৭৬] সহিহ। সুনানু আবি দাউদ : ৪৭৬৫; মুসতাদরাকুল হাকিম : ২৬৪৯; মুসনাদু আহমাদ : ১৩৩৩৮

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ দলটির আবির্ভাব ঘটেছিল আলি রা.-এর সময়ে এবং তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে নির্মূল করেছিলেন। তাদের চেনার আলামত বলা হয়েছে মাথা মুণ্ডানো। খারিজিদের মধ্যে এ নিদর্শনটি পুরোপুরিই ছিল। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, মাথা মুণ্ডানো খারিজিদের নিদর্শন হলেও এটা জরুরি নয় যে, কেউ মাথা মুণ্ডালেই সে খারিজি হয়ে যাবে। বরং হাদিসের উদ্দেশ্য, খারিজিদের মধ্যে খারিজি হওয়ার অন্যান্য আলামতের মাঝে এটিও একটি যে, তারা নিজেদের মাথা মুণ্ডন করাবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : مَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِنْ عَامٍ إِلا أَحْدَثُوا فِيهِ بِدْعَةً وَأَمَاتُوا فِيهِ سُنَّةً، حَتَّى تَحْيَا الْبِدَعُ وَتَمُوتَ السُّنَنُ.

[২৭৭] ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষ প্রতি বছরই একটি না একটি বিদআত উদ্ভাবন করবে এবং একটি না একটি সুন্নাহকে মিটিয়ে দেবে। এক সময় এমন আসবে যে, বিদআতগুলোই টিকে থাকবে, আর ওদিকে সকল সুন্নাহ বিদায় নেবে।[২৭৭]

নোট : বর্তমানে লক্ষ করলে দেখা যায়, আমাদের মাঝে কিছু লোকের কাছে ওই সব আমলের গুরুত্বই বেশি, যেগুলো তারা নিজেরা বানিয়ে নিয়েছে কিংবা দলিলবিহীন অবস্থায় তাদের বাপ-দাদার সূত্রে পেয়েছে। সঠিক বিষয় জানালেও মানুষ তা মানতে চায় না। এরা নিজেদের উদ্ভাবিত পদ্ধতি ও কর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। এভাবে সমাজে তাদের বানোয়াট কর্মপন্থা ও পদ্ধতিই টিকে আছে, আর বাদ যাচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ। এসবের পেছনে তাদের সবচেয়ে বড় দলিল হচ্ছে, মুরুব্বিরা যেহেতু করে গেছেন, তাই আমরা তা-ই করব, যা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে করতে দেখেছি।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَظْهَرُ فِي أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُسَمَّوْنَ الرَّافِضَةَ، يَرْفُضُونَ الإِسْلامَ.

[২৭৮] আলি বিন আবি তালিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের শেষ সময়ে রাফিজি নামে একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা ইসলামকে ছুঁড়ে ফেলবে।[২৭৮]

---

[২৭৭] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

[২৭৮] সনদ দুর্বল। আত-তারিখুল কাবির : ১/২৭৯-২৮০

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا عَلِيُّ إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِي أُمَّتِي قَوْمٌ يَنْتَحِلُونَ شِيعَتَنَا لَيْسُوا مِنْ شِيعَتِنَا، لَهُمْ نَبَزٌ، يُقَالُ لَهُمُ الرَّافِضَةُ، وَآيَتُهُمْ أَنَّهُمْ يَشْتِمُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، أَيْنَمَا لَقِيتَهُمْ فَاقْتُلْهُمْ، فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ.

[২৭৯] আলি বিন আবি তালিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, হে আলি, তুমি জান্নাতবাসীদের একজন। আর (জেনে রেখো,) আমার উম্মতের মাঝে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা আমাদের স্বভাব-চরিত্র নকল করবে, কিন্তু তারা আমাদের চরিত্রের নয়। তাদের একটি শাখা থাকবে, যাদেরকে বলা হবে 'রাফিজা'। তাদের নিদর্শন হচ্ছে, তারা আবু বকর রা. ও উমর রা.-কে গালি দেবে। তাদের সঙ্গে তুমি যেখানেই সাক্ষাৎ করবে, তাদেরকে হত্যা করবে; যেহেতু তারা মুশরিক।[২৭৯]

নোট : রাফিজি হলো শিয়া সম্প্রদায়েরই একটি প্রকার, যাদেরকে শিয়া ইসনা আশারা বলা হয়। এরা আবু বকর রা. ও উমর রা.-এর খিলাফত অস্বীকার করে, তাঁদেরকে গালিগালাজ করে এবং আলি রা.-কেই এর অধিক যোগ্য ও হকদার বলে বিশ্বাস করে। এছাড়াও তাদের আরও অনেক ইমান ও আকিদা বিধ্বংসী বিষয় আছে, যা তাদেরকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমান ইরানের অধিকাংশ লোকই শিয়া ইসনা আশারা সম্প্রদায়ের লোক। তাদের ইমাম খোমেনি এসব বাতিল ও কুফরি আকিদাগুলোকে বর্তমানে আরও আপডেট করে পুরো বিশ্বে প্রচার-প্রসার করছে।

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، فَيَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، وَيَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، فَمَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقْتُلْهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[২৮০] আলি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শেষ জমানায় এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা হবে যুবক শ্রেণির, স্বল্প জ্ঞান-বুদ্ধির, নির্বোধ ও বোকা। তারা দুনিয়ার

---

[২৭৯] সনদ অত্যন্ত দুর্বল। আল-ইলালুল মুতানাহিয়া, ইবনুল জাওজি : ১/১৫৮

সবচেয়ে ভালো ও উত্তম কথা বলে বেড়াবে। এতৎসত্ত্বেও তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে তির তার ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। তারা মূর্তিপূজকদের ছেড়ে দেবে এবং ইসলামের অনুসারীদের হত্যা করবে। তাদের সঙ্গে যার সাক্ষাৎ হয়, সে যেন তাদেরকে হত্যা করে। কারণ, তাদেরকে হত্যা করায় হত্যাকারীর জন্য কিয়ামতের দিন থাকবে প্রতিদান।[২৮০]

নোট : এ হাদিসে তাদেরকে হত্যা করার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কিয়ামতের দিন এর কারণে হত্যাকারীদের পুরস্কার দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, রাফিজিরা কাফির। কেননা, কাফির না হলে এভাবে সরাসরি তাদেরকে হত্যার আদেশ দেওয়া হতো না। ইসনা আশারা শিয়াদেরকে অনেকে 'শিয়া মুসলিম' বলে থাকে, কিন্তু বাস্তবে এটা সঠিক পরিভাষা নয়। কেননা, তারা তো মুসলিমদের অন্তর্ভুক্তই নয়; যদিও তারা নিজেদেরকে সর্বদা মুসলিম বলেই দাবি করে থাকে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا ظَهَرَ فِيكُمُ الْبِدَعُ، وَعُمِلَ بِهَا حَتَّى يَرْبُوَ فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَهْرَمَ الْكَبِيرُ، وَيُسْلِمَ فِيهَا الأَعَاجِمُ، حَتَّى يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِالسُّنَّةِ، فَيُقَالُ : بِدْعَةٌ، قَالُوا : مَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ : إِذَا كَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ، وَقَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ، وَكَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ، وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ، وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ، وَابْتُغِيَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ.

[২৮১] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তখন তোমাদের কী অবস্থা হবে, যখন তোমাদের মাঝে বিদআত প্রকাশ পাবে এবং সে অনুসারে আমল করা হবে? এমনকি এসব বিদআতের মাঝেই শিশু বড় হয়ে উঠবে, বড় হয়ে বার্ধক্যে উপনীত হবে এবং অনারবগণ মুসলমান হবে। অবস্থা এমন হবে যে, মানুষ সুন্নাহ অনুসারে আমল করলে তাকে বলা হবে, এটা তো বিদআত। তারা (তাঁর সঙ্গী-সাথিরা) বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান, তা কখন হবে? তিনি বললেন, যখন তোমাদের আমিরদের সংখ্যা বেড়ে যাবে, আমানতদারদের সংখ্যা কমে যাবে, আলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু ফকিহদের সংখ্যা কমে যাবে। পার্থিব উদ্দেশ্যে দ্বীন শেখা হবে এবং পরকালের আমল দ্বারা দুনিয়া অন্বেষণ করা হবে।[২৮১]

---

[২৮০] সহিহুল বুখারি : ৩৬১১, ৫০৫৭, ৬৯৩০; সহিহু মুসলিম ১০৬৬

[২৮১] অত্যন্ত দুর্বল, মাওকুফ।

নোট : হাদিসের একথাগুলোর বাস্তবায়ন এখন পুরোদমেই দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে অবস্থা এমন যে, আজ সমাজে যারা বিদআত করতে পারছে, তারাই প্রতিষ্ঠিত, তারাই সুন্নাহর অনুসারী ও সুন্নিপন্থী বলে পরিচিতি পাচ্ছে। অপরদিকে যারা বিশুদ্ধ সুন্নাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরছে, তাদেরকে বিভিন্ন রকমের ট্যাগ ও অপবাদ দিয়ে সমাজে হেয় ও লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। সমাজে তারা একরকম অসহায় হয়েই জীবনযাপন করছে। এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে আসছে এবং উত্তরসূরিরা তাদের বাপ-দাদাদের মতামত ও রায়কেই কুরআন-সুন্নাহর বিপরীতে চূড়ান্ত বলে অভিহিত করছে। পাশাপাশি সমাজে এখন আমির ও নেতাদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। সবাই এখন নেতৃত্ব দিতে চায়; অথচ যোগ্য ও নির্ভরযোগ্য লোকের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় বলা যায়। আলিমদের সংখ্যা তো অনেক বেড়েছে, কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর ইলমের গভীরতা অর্জন হচ্ছে না। সবাই নিজ নিজ মাসলাক বিশুদ্ধ প্রমাণ করতে আদাজল খেয়ে মাঠে নামছে। আর এ কারণে সাধারণদের জন্য সত্য-মিথ্যা পৃথক করা বেশ মুশকিল হয়ে পড়ছে। বর্তমানে অনেকে দ্বীন শিখে তা দ্বারা দুনিয়া উপার্জন করছে। দুনিয়ার সামান্য কিছু উপার্জনের বিনিময়ে নিজের আমল ও আখিরাত বিক্রি করে দিচ্ছে। আল্লাহ আমাদের এসব পদস্খলন ও বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করুন।

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُهُ عَلَى أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ ثَلَاثًا : إِيمَانًا بِالنُّجُومِ، وَتَكْذِيبًا بِالْقَدَرِ، وَحَيْفَ السُّلْطَانِ.

[২৮২] তালহা বিন মুসাররিফ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্য শেষ জমানায় তিনটি বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বেশি ভয় করি। যথা : তারকার প্রতি ইমান, তাকদিরে অবিশ্বাস ও বাদশার জুলুম-অত্যাচার।[২৮২]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ : سَيَكُونُ فِيكُمْ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُكَذِّبُونَ بِالرَّجْمِ، وَيُكَذِّبُونَ بِالدَّجَّالِ، وَيُكَذِّبُونَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَيُكَذِّبُونَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ،

---

[২৮২] সহিহ। জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি : ২/৩৯, মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ৭/২০৩

وَيُكَذِّبُونَ بِالشَّفَاعَةِ، وَيُكَذِّبُونَ بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ مِنْ بَعْدِ مَا امْتُحِشُوا، فَلَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ وَثَمُودَ.

[২৮৩] ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর বিন খাত্তাব রা.-কে মিম্বরের ওপর বলতে শুনেছি, এই উম্মতের মাঝে অচিরেই এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা রজম (বিবাহিত ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান) অস্বীকার করবে, দাজ্জালের আবির্ভাব অস্বীকার করবে, পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয় অস্বীকার করবে, কবরের আজাব অস্বীকার করবে, শাফাআত অস্বীকার করবে এবং এমন এক দল জাহান্নামির মুক্তির কথাও অস্বীকার করবে, যারা জ্বলেপুড়ে ভস্ম হওয়ার পর (জাহান্নাম থেকে) বের হবে। আমি যদি তাদের সাক্ষাৎ পাই, তবে তাদেরকে আদ ও সামুদ সম্প্রদায়ের ন্যায় (সমূলে) হত্যা করব।[২৮৩]

নোট : আমাদের মাঝে এ ধরনের অনেক লোকের দেখা পাওয়া যায়, যারা এসব বিষয়কে অস্বীকার করে। কেউ প্রকাশ্যেই করে, আর কেউ বিভিন্ন অজুহাতে করে। কেউ এসব ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসসমূহকে দলিল ছাড়াই অগ্রহণযোগ্য ও জাল আখ্যা দেয়, আবার কেউ এগুলোর এমন অপব্যাখ্যা করে, যা আমাদের সালাফের ব্যাখ্যার সাথে পুরোই সাংঘর্ষিক। যেমন কারও কারও ধারণা, বর্তমানের ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতাই হচ্ছে দাজ্জাল। অনুরূপ তথাকথিত সুশীল সমাজের অনেকে এখন রজম বা বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তির জন্য প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানকে অস্বীকার করছে। তাদের যুক্তি হলো, এটা বর্বরতা যুগের শাস্তি এবং এতে নাকি মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়! এভাবেই বর্তমান সমাজে এমন বিভিন্ন দলের দেখা পাওয়া যাচ্ছে, যারা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত বিভিন্ন আকিদা ও আমলকে অস্বীকার করে বসছে। জেনে বা না জেনে অনেক বিধানের বিরোধিতা করছে। এতে যেমন তাদের আখিরাত নষ্ট হচ্ছে, ঠিক তেমনই তাদের দুনিয়াও নষ্ট হচ্ছে।

عَنْ أَبِي قِلابَةَ، قَالَ : قَالَ مُعَاذٌ_ تَكُونُ فِتَنٌ يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ، حَتَّى يَقْرَأَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ، وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، فَيَقْرَأُهُ رَجُلٌ فَيَقُولُ : قَرَأْتُهُ عَلانِيَةً فَلا أُرَانِي أُتَّبَعُ، فَيَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ، وَيَبْنِي مَسْجِدًا فِي دَارِهِ، ثُمَّ يَبْتَدِعُ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتَدَعَ، فَإِنَّهُ ضَلالَةٌ.

---

[২৮৩] দুর্বল, মাওকুফ। মুসনাদু আহমাদ : ১৫৬

[২৮৪] আবু কিলাবা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুআজ রা. বলেছেন, এমন ফিতনারাশি প্রকাশ পাবে, যাতে সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, কুরআন উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, যার কারণে মুমিন-কাফির, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সবাই তা পাঠ করবে। এক ব্যক্তি কুরআন পড়ে বলবে, আমি প্রকাশ্যেই এই কুরআন পড়েছি, অতঃপর আমি ধারণা করি না যে, আমি অনুসৃত হব। অতঃপর সে তার ঘরে বসে তার ঘরেই একটি মসজিদ বানিয়ে নেবে। এরপর এমন সব বিদআতের প্রচলন শুরু করবে, যা কুরআন-সুন্নাহয় নেই। অতএব, তোমরা নিজেদেরকে তার আবিষ্কৃত বিদআত থেকে দূরে থাকো। কেননা, নিশ্চয়ই তা ভ্রান্তি।[২৮৪]

عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي أُمَامَةَ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى دَرَجِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلا، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : تَفَرَّقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى سَبْعِينَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَسَائِرُهَا فِي النَّارِ، وَلَتَزِيدَنَّ هَذِهِ الأُمَّةُ عَلَيْهِمْ وَاحِدَةً، فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَسَائِرُهَا فِي النَّارِ، فَقُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ، قَالَ : فَقُلْتُ فِي السَّوَادِ الأَعْظَمِ : مَا قَدْ تَرَى؟ قَالَ : السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَعْصِيَةِ وَالْفُرْقَةِ.

[২৮৫] আবু গালিব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু উমামা রা.-এর সাথে ছিলাম। তিনি তখন একটি গাধার ওপর বসা ছিলেন। অতঃপর আমরা দামেশকের মসজিদে এসে উপনীত হলাম। তিনি একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বনি ইসরাইল সত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে, যাদের একদল জান্নাতি আর বাকি সবাই জাহান্নামি। আর এই উম্মত তাদের চেয়ে একদল বেশি হবে। একদল জান্নাতে যাবে, অবশিষ্ট সবাই জাহান্নামে যাবে। আমি বললাম, আপনি আমাকে কী আদেশ করছেন? তিনি বললেন, তুমি বড় দলকে আঁকড়ে ধরো। আমি বললাম, বড় দলের ব্যাপারে আপনি কী বলেন? তিনি বললেন, শোনা ও আনুগত্য করা গুনাহ ও বিভক্তি থেকে উত্তম।[২৮৫]

عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، يَقُولُ : لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ تَقَعِ الأَهْوَاءُ فِي السُّلْطَانِ، لأَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِهِمْ فَهُمُ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، فَإِذَا وَقَعَ فِيهِمْ فَمَنْ يَنْهَاهُمْ عَنْهُ؟

---

[২৮৪] সহিহ। সুনানু আবি দাউদ : ৪৬১১, মুসতাদরাকুল হাকিম : ৮৪৪০

[২৮৫] হাসান। সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৭৬

[২৮৬] আনাস বিন ইয়াজ রহ. বলেন, আমি আবু হাজিম রহ.কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যতদিন পর্যন্ত শাসকের মাঝে প্রবৃত্তির পূজা দেখা না দেবে, ততদিন পর্যন্ত মানুষ কল্যাণের সাথেই থাকবে। কারণ, যখন অন্যদের মাঝে প্রবৃত্তির পূজা দেখা দেবে, তখন তারা (শাসকেরা) তা থেকে মানুষকে নিষেধ করবে। কিন্তু যদি তাদের মধ্যেই তা দেখা দেয়, তবে তাদেরকে কে বাধা দেবে?[২৮৬]

নোট : প্রবৃত্তির পূজা আজ শাসকদের মাঝে এত বেশি যে, এখন কোনটি প্রবৃত্তির পূজা আর কোনটি কাজের কাজ, তা নিরূপণ করাই দুঃসাধ্য। আর এসব যখন শাসকদের মাঝে পুরোপুরি মাত্রাই বিদ্যমান রয়েছে, তখন প্রজাসাধারণ তো তাতে পুরোপুরিই নিমজ্জিত থাকবে। হাদিস থেকে অনুমেয় হয়, শাসক যদি প্রবৃত্তির পূজায় সামান্যও অগ্রসর হয়, তবে সাধারণ মানুষ আরও বেশি অগ্রসর হবে। বর্তমান বিশ্বের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে বিষয়টি সহজেই বুঝে আসবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ وَشُتِمَ أَصْحَابِي فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَلْيُظْهِرْهُ، فَإِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ حِينَئِذٍ كَكَاتِمِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ.

[২৮৭] জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন বিদআত প্রকাশ পেতে শুরু করবে এবং আমার সাহাবিদেরকে গালি দেওয়া হবে, তখন যার কাছে ইলম রয়েছে, সে যেন তা প্রকাশ করে দেয়। কারণ, সে সময় ইলম গোপনকারী আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান গোপনকারীর ন্যায় বলে গণ্য হবে।[২৮৭]

---

[২৮৬] মাকতু।

[২৮৭] সনদ অত্যন্ত দুর্বল। সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৬৩

অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের সূচনা ও তার বিদায়

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، قِيلَ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ.

[২৮৮] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই ইসলামের সূচনা হয়েছিল অপরিচিতের ন্যায় এবং অচিরেই তা অপরিচিত হয়ে যাবে; যেমনটি সূচনাকালে হয়েছিল। অতএব, সুসংবাদ গুরাবাদের জন্য। প্রশ্ন করা হলো, তারা কারা, হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, যারা নেক বান্দা থাকবে, যখন অন্য সবাই পাপাচারী হয়ে যাবে।[২৮৮]

عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِغُرَبَائِهِ.

[২৮৯] হাসান রহ. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই ইসলামের সূচনা হয়েছিল অপরিচিতের ন্যায় এবং অচিরেই তা অপরিচিত হয়ে যাবে; যেমনটি সূচনা হয়েছিল। অতএব, সুসংবাদ গুরাবাদের জন্য।[২৮৯]

عَنِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّ الإِيمَانَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى يَوْمَئِذٍ لِلْغُرَبَاءِ، وَهُمُ الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ لَيَأْرِزَنَّ الإِيمَانُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا.

[২৯০] ইবনে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার বাবাকে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই ইমানের সূচনা হয়েছিল অপরিচিতের ন্যায় এবং অচিরেই তা অপরিচিত হয়ে যাবে; যেমনটি সূচনা হয়েছিল। অতএব, সুসংবাদ গুরাবাদের জন্য। আর তারা হলো ওইসব লোক, যারা সৎ থাকবে, যখন অন্য সবাই

---

[২৮৮] সহিহ। সুনানুত তিরমিজি : ২৭৭৭; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৯৮৮

[২৮৯] সহিহ, মুরসাল। তার ভাবার্থও সহিহ, এর পক্ষে অনেক বিশুদ্ধ হাদিস রয়েছে।

পাপাচারী হয়ে যাবে। সেই সত্তার কসম, যার কুদরতি হাতে আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রাণ! নিশ্চয়ই ইমান এই দুই মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে ফিরে আসবে, যেভাবে সাপ (আশ্রয় না পেয়ে মুখ ফিরিয়ে) তার গর্তের দিকে ফিরে আসে।[২৯০]

নোট : বর্তমানের অবস্থার দিকে তাকালে এ হাদিসের বাস্তবতা বেশ ভালোভাবেই অনুধাবিত হয়। এখন নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় তো অনেকেই দেয়, কিন্তু ইসলামের বিধান কয়জনে চেনে? তারা না চেনে আল্লাহকে, না চেনে তাঁর রাসুলকে, না চেনে দ্বীনকে। এমনকি অনেকে তো ইসলামের কালিমাটি পর্যন্ত বলতে পারে না; অথচ নামে তারাও কিন্তু মুসলমান। এ হাদিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, 'অতএব, সুসংবাদ গুরাবাদের জন্য। আর তারা হলো ওইসব লোক, যারা সৎ থাকবে, যখন অন্য সবাই পাপাচারী হয়ে যাবে।' আজ সমাজের সবখানে মহামারি ছড়িয়ে পড়ছে—বদদ্বীনির মহামারি। সুতরাং এখন যদি কেউ ইমান ঠিক রেখে সেসব গুনাহের কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে নেক কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে পারে, তবে সে ওইসব সুসংবাদপ্রাপ্ত লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আখিরাত ভুলে দুনিয়ার লোভে সবাই এখন পশ্চিমা সভ্যতা, কালচার ও তথাকথিত আধুনিকতার ছোঁয়ায় ডুবে যেতে চাচ্ছে; অথচ তা সরাসরি ইসলামি আদর্শ পরিপন্থী ও ক্ষেত্রবিশেষে সুস্পষ্ট কুফর।

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ : طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يَصْلُحُونَ عِنْدَ فَسَادِ النَّاسِ.

[২৯১] আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুসংবাদ গুরাবাদের জন্য, যারা সৎ থাকবে; যখন অন্য সবাই নষ্ট হয়ে যাবে।[২৯১]

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ، قَالَ : كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ بِالْمَدِينَةِ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِذْ قَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ مِنَ الْمَجْلِسِ : يَا فُلَانُ، كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْعَتُ الإِسْلَامَ؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ الإِسْلَامَ بَدَأَ جَذَعًا، ثُمَّ ثَنِيًّا، ثُمَّ رَبَاعِيًا، ثُمَّ سُدَيسًا، ثُمَّ بَازِلًا، فَقَالَ عُمَرُ : وَمَا بَعْدَ الْبُزُولِ إِلا النُّقْصَانُ.

---

[২৯০] সহিহুল বুখারি : ১৮৭৬; সহিহু মুসলিম ১৪৭

[২৯১] সহিহ, মাওকুফ। আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ১৭/১৬

[২৯২] আলকামা বিন আব্দুল্লাহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে এক ব্যক্তি বলেছেন, আমি মদিনায় একটি মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, যেখানে উমর বিন খাত্তাব রা. বসা ছিলেন। হঠাৎ উমর রা. মজলিসের এক ব্যক্তিকে বললেন, হে অমুক, তুমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ইসলামের বিবরণ কেমন বলতে শুনেছ? তিনি বললেন, আমি তাকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই ইসলাম পাঁচ বছরের উটের ন্যায় শক্তিশালী যুবক হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, এরপর তা ছয় বছরের উটের মতো শক্তিশালী হয়েছে, এরপর সাত বছরের উটের মতো শক্তিশালী হয়েছে, এরপর আট বছরের উটের মতো শক্তিশালী হয়েছে, এরপর নয় বছরের উটের মতো শক্তিশালী হয়েছে। উমর রা. বললেন, আর (উট নয় বছরে উপনীত হয়ে শক্তির) পূর্ণতায় পৌঁছার পর কেবল ঘাটতিই আসবে।[২৯২]

নোট : এ হাদিসে ইসলামের আত্মপ্রকাশকে যুবক অবস্থার একটি উটের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ একটি পাঁচ বছরের যুবক উট যেমন বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনই ইসলামও সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এক পর্যায়ে উটের শক্তি পূর্ণতা পায় নয় বছরে এসে, এরপর থেকে তার শক্তি কমতে থাকে। অনুরূপ ইসলামের শক্তিও একসময় পূর্ণতায় পৌঁছবে, এরপর তার অধঃপতন হতে থাকবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমনটি বলেছিলেন, পরবর্তী সময়ে ঠিক তেমনটাই ঘটেছে। যতদিন খলিফাগণ ইসলামের আদর্শের ওপর অটল ছিল, ততদিন তাদের শক্তিবৃদ্ধি ও বিজয় অব্যাহত ছিল। কিন্তু যখনই তারা উদাসীনতা ও পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন থেকেই ইসলামের অধঃপতন শুরু হয়েছে, যা আজ পর্যন্ত চলমান। যদিও মাঝে দিয়ে কখনোসখনো ইসলামের বাতি জ্বলে ওঠে, কিন্তু তা আর আগের মতো সেই শান-শওকত ও শক্তির জানান দিতে পারেনি। শেষ সময়ে যদিও মাহদি ও ইসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জমানায় আবারও ইসলামের বিজয় ও গৌরব ফিরে আসবে, কিন্তু তা সীমিত সময়ের জন্য, খুব বেশি দীর্ঘ হবে না। আর এভাবে কিছুদিন যেতে না যেতেই কিয়ামত চলে আসবে।

---

[২৯২] সনদ দুর্বল। মুসনাদু আহমাদ : ১৫৮০২

ফিতনার সময়ে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধার বিচ্যুতি

عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ، قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ، فَقُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ؟ فَقَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، وَرَأَيْتَ أَمْرًا لا يَدَانِ لَكَ بِهِ، أَوْ قَالَ : لا يَدَ لَكَ بِهِ، فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، وَدَعِ الْعَوَامَّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِمْ أَيَّامَ، لَلصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ مِنْهُمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ.

[২৯৩] আবু উমাইয়া শাবানি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু সালাবা খুশানি রা.-এর কাছে গিয়ে বললাম, 'হে ইমানদারগণ, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করো। যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে, তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তোমরা হিদায়াত পেয়ে যাও।' এ আয়াত সম্পর্কে আমি কী করব? (অর্থাৎ এর ব্যাখ্যা কী হবে?) তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমরা পরস্পরকে সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখো। এমনকি যখন দেখবে যে, কৃপণের আনুগত্য করা হচ্ছে, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা হচ্ছে, পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে, প্রত্যেকে নিজের মতকেই প্রাধান্য দিচ্ছে এবং যখন এমন বিষয় দেখবে, যার ব্যাপারে তোমার কোনো কর্তৃত নেই, তখন তুমি নিজের ব্যাপারে যত্নবান হও এবং সর্বসাধারণের চিন্তা ছেড়ে দাও। কেননা, তাদের সামনে এমন এক জমানা আসছে, যখন ধৈর্য ধারণ করা অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধ রাখার মতো (কষ্টকর) হবে। সেসময় তাদের মধ্যে আমলকারী ব্যক্তি তার মতো পঞ্চাশ জন আমলকারীর সমান প্রতিদান পাবে।[২৯৩]

নোট : আমাদের সমাজের দিকে তাকালে বর্তমান সময়টিই সে জমানা বলে অনুভূত হয়। মানুষের সামনে আজ কুরআন-হাদিসের বাণী ও উপদেশ উপস্থাপন করা হলে তারা তা গ্রাহ্য করছে না; বরং অনেকে তো উল্টো তাকে

---

[২৯৩] হাসান। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০১৪; সুনানু আবি দাউদ : ৪৩৪১

বলছে, 'নিজের চরকায় তেল দিন, আমরা এসব ভালোই জানি, নতুন করে আমাদেরকে বলতে হবে না।' কৃপণতা, শঠতা, ধূর্তামি, প্রবৃত্তির অনুসরণ, দুনিয়ার লোভ—কী নেই আজ? প্রত্যেকেই আজ নিজেকে সঠিক মনে করে বগল বাজাচ্ছে। নিজের মতটিকে যথাপোযুক্ত বলে ধরে নিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। কেউ কাউকে মানতে চাচ্ছে না। প্রতিপক্ষকে গালিগালাজ, মিথ্যা অপবাদ ও অবৈধ সমালোচনায় আজ দেশ ও সমাজ ছেয়ে গেছে। এমন কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না, যিনি এগুলো কন্ট্রোল করবেন এবং সুষ্ঠু সমাধান করে দেবেন। তাই এখনই সে সময়, যখন নিজের চিন্তা নিজেকেই করতে হবে। অন্যেদের চিন্তা করতে গিয়ে কখন যে কোন ফিতনায় জড়িয়ে যাবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। এ সময়ে অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন হয়ে চলাফেরা করতে হবে; নইলে যেকোনো সময় গর্তে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ، قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا ثَعْلَبَةَ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي هَذِهِ الآيَةِ : لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ؟ قَالَ : أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَامِّ.

[২৯৪] আবু উমাইয়া শাবানি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব সালাবা খুশানি রা.-এর কাছে গিয়ে বললাম, 'যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে, তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তোমরা হিদায়াত পেয়ে যাও!' এ আয়াতের ব্যাপারে আমি কী করব? (অর্থাৎ এর ব্যাখ্যা কী হবে?) তিনি বললেন, শুনে রাখো, আমি এ আয়াতের ব্যাপারে অবহিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছি, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। তখন তিনি বলেছেন, তোমরা পরস্পরে সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখো। এমনকি যখন দেখবে যে, কৃপণের আনুগত্য করা হচ্ছে, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা হচ্ছে, পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকে নিজের মতকেই প্রাধান্য দিচ্ছে তখন তুমি নিজের ব্যাপারে যত্নবান হও এবং সর্বসাধারণের চিন্তা ছেড়ে দাও।[২৯৪]

---

[২৯৪] হাসান। সুনানু আবি দাউদ : ৪৩৪১; সুনানুত তিরমিজি : ৩২৬৪

عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ فَقَالَ : سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا، سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ : بَلِ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، وَرَأَيْتَ أَمْرًا لا يَدَ لَكَ بِهِ، فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَوَامِّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، الصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ.

[২৯৫] আবু উমাইয়া শাবানি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু সালাবা খুশানি রা.-কে আল্লাহর বাণী 'হে ইমানদারগণ, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করো। যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে, তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তোমরা হিদায়াত পেয়ে যাও।' এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, আমি এ আয়াতের ব্যাপারে অবহিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছি, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। তখন তিনি বলেছেন, তোমরা পরস্পরে সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখো। এমনকি যখন দেখবে যে, কৃপণের আনুগত্য করা হচ্ছে, কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা হচ্ছে, পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে, প্রত্যেকে নিজের মতকেই প্রাধান্য দিচ্ছে এবং যখন এমন বিষয় দেখবে, যার ব্যাপারে তোমার কোনো কর্তৃত নেই, তখন কেবল তুমি নিজের ব্যাপারেই যত্নবান হও এবং সর্বসাধারণের চিন্তা ছেড়ে দাও। কেননা, তোমাদের সামনে এমন এক জমানা আসছে, যখন ধৈর্য ধারণ করা অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধ রাখার মতো (কষ্টকর) হবে। সেসময় তাদের মধ্যে আমলকারী ব্যক্তি তার মতো পঞ্চাশ জন আমলকারীর সমান প্রতিদান পাবে।[২৯৫]

عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ قُرِئَتْ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ : لَيْسَ هَذَا بِزَمَانِهَا، قُولُوهَا مَا قُبِلَتْ مِنْكُمْ، فَإِذَا رُدَّتْ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ.

[২৯৬] হাসান বসরি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর সামনে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করা হলে তিনি বললেন, এটি সে জমানা নয়। যতদিন পর্যন্ত তোমাদের থেকে এটা গ্রহণ করা হবে, ততদিন

---

[২৯৫] প্রাগুক্ত।

এটা বলতে থাকো। অতঃপর যখন তোমাদের দিকে তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তখন তোমরা নিজেদের ব্যাপারে যত্নবান হও।[২৯৬]

عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَا كَانَ بَيْنَ النَّاسِ، حَتَّى قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ لابْنِ مَسْعُودٍ لَوْ قُمْتَ إِلَى هَذَيْنِ وَأَمَرْتَهُمَا وَنَهَيْتَهُمَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ : عَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، قَالَ اللَّهُ : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ، فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ : لَمْ يَجِئْ تَأْوِيلُ هَذِهِ الآيَةِ بَعْدُ، إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُ آيٌ مَضَى تَأْوِيلُهُنَّ عِنْدَ نُزُولِهِ، وَمِنْهُ آيٌ وَقَعَ تَأْوِيلُهُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِنْهُ آيٌ يَقَعُ تَأْوِيلُهُنَّ عِنْدَ السَّاعَةِ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَمْرِ السَّاعَةِ، وَمِنْهُ آيٌ يَقَعُ تَأْوِيلُهُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ، فَمَا دَامَتْ قُلُوبُكُمْ وَاحِدَةً، وَأَهْوَاؤُكُمْ وَاحِدَةً، لَمْ يَلْبِسْكُمْ شِيَعًا، وَلَمْ يُذِقْ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، فَأْمُرُوا، وَانْهَوْا، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ وَأَهْوَاؤُكُمْ، وَأُلْبِسَكُمْ شِيَعًا، وَأَذَاقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَعِنْدَ ذَلِكَ جَاءَ تَأْوِيلُ هَذِهِ الآيَةِ، فَامْرُؤٌ وَنَفْسُهُ.

[২৯৭] আবুল আলিয়া রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর নিকট দু'ব্যক্তির মাঝে বিতর্ক হচ্ছিল; যেমনটি সাধারণত মানুষের মাঝে হয়ে থাকে। একপর্যায়ে তারা একজন অপরজনের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গেল। তখন এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-কে বললেন, আপনি যদি তাদের প্রতি মনোনিবেশ করে তাদেরকে কিছু আদেশ-নিষেধ করতেন! তখন আরেক ব্যক্তি বলে উঠল, তুমি তোমার নিজের ব্যাপারে ফিকির করো। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'হে ইমানদারগণ, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করো। যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে, তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তোমরা হিদায়াত পেয়ে যাও।' অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. যখন এ কথা শুনলেন, তখন বললেন, এখনো এ আয়াতের ব্যাখ্যা বাস্তবায়নের সময় আসেনি। এই কুরআন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। যার কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা নাজিল হওয়ার মুহূর্তেই বাস্তবায়িত হয়েছে। কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা নবিজির যুগেই বাস্তবায়িত হয়েছে।

---

[২৯৬] মাওকুফ।

কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা কিয়ামতের সময় এবং কিয়ামত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, সে সময় বাস্তবায়িত হবে। কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা বাস্তবায়িত হবে কিয়ামতের দিন জান্নাত, জাহান্নাম, হিসাব ও মিজানে। যতদিন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে একতা থাকবে, তোমাদের কামনা-বাসনা অভিন্ন হবে, তোমরা দলে দলে বিভক্ত হবে না, একজন অপরজনের ওপর আক্রমণ করবে না, ততদিন পর্যন্ত তোমরা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের বাধা দিতে থাকো। আর যখন তোমাদের অন্তরে বিভক্তি দেখা দেবে, কামনা-বাসনা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে, তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে, একজন অপরজনের ওপর আক্রমণ করে বসবে, তখন এই আয়াতের ব্যাখ্যা বাস্তবায়নের সময় আসবে। আর সেসময় সবাই নিজেকেই রক্ষা করবে।[২৯৭]

[২৯৭] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

শাসকের কারণে জমানার কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ধারণ

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، قَالَ : إِنَّمَا زَمَانُكُمْ سُلْطَانُكُمْ، فَإِذَا صَلُحَ سُلْطَانُكُمْ صَلُحَ زَمَانُكُمْ، وَإِذَا فَسَدَ سُلْطَانُكُمْ فَسَدَ زَمَانُكُمْ.

[২৯৮] কাসিম বিন মুখাইমারা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের জমানার (ভালো-মন্দের) ভিত্তি হচ্ছে তোমাদের শাসক। সুতরাং তোমাদের শাসক যদি ভালো হয়, তাহলে তোমাদের জমানাও ভালো হবে। আর যদি তারা খারাপ হয়ে যায়, তাহলে তোমাদের জমানাও খারাপ হয়ে যাবে।[২৯৮]

عَنِ الشُّمَيْطِ، قَالَ : قَالَ كَعْبٌ يَعْنِي الأَحْبَارِ، إِنَّ لِكُلِّ زَمَانٍ مَلِكًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ أَهْلِهِ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ صَلاحًا بَعَثَ فِيهِمْ مُصْلِحًا، وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ هَلَكَةً بَعَثَ فِيهِمْ مُتْرَفًا، ثُمَّ قَرَأَ : وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا.

[২৯৯] শুমাইত রহ. থেকে বর্ণিত, কাবে আহবার রহ. বলেন, প্রতিটি জমানার জন্য একজন বাদশা রয়েছে, যাকে আল্লাহ তাআলা সে জমানার মানুষের অন্তরের (ভালো-মন্দের) ওপর ভিত্তি প্রেরণ করেন। সুতরাং আল্লাহ যখন কোনো সম্প্রদায়ের কল্যাণ চান, তখন তাদের মধ্যে একজন সংশোধনকারী (বাদশা) প্রেরণ করেন। আর যখন কোনো সম্প্রদায়ের ধ্বংস চান, তখন তাদের মধ্যে একজন বিলাসী (বাদশা) প্রেরণ করেন। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, 'আমি যখন কোনো জনপদ ধ্বংস করতে ইচ্ছা করি, তখন সেখানকার বিলাসী ও প্রাচুর্যশীল লোকদেরকে আদেশ করি; ফলে তারা সেখানে পাপাচার করে। অতঃপর তার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা অবধারিত হয়ে যায় এবং আমি তা একেবারে ধ্বংস করে দিই।'[২৯৯]

عَنْ أَبِي الْجَلْدِ، قَالَ : يُبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مُلُوكٌ بِذُنُوبِهِمْ.

---

[২৯৮] সনদ অত্যন্ত দুর্বল, মাকতু।

[২৯৯] মাকতু।

[৩০০] আবুল জালদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের ওপর তাদের গুনাহসমূহের কারণে (বিভিন্ন ধরনের) বাদশাহদের প্রেরণ করা হয়।[৩০০]

নোট : সাধারণত নেককার জনগণের শাসক নেককার হয়, আর পাপাচারী ও অবাধ্য লোকদের শাসক পাপাচারী ও জালিম হয়। এটাই আল্লাহর নিজাম ও রীতি। অবশ্য পরীক্ষা করার জন্য কখনো সাময়িক এর ব্যতিক্রমও ঘটে। তাই কোনো দেশে শাসক খারাপ হলে সব দোষ কেবল শাসককে দেওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং সেখানে জনগণের ভুলও যে অনেক বেশি, তা এ হাদিস থেকে স্পষ্টই বুঝা যায়। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে এ বাস্তবতাটি বেশ স্পষ্টভাবেই ফুটে ওঠে।

মন্দের মাত্রা বৃদ্ধি

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنْ شَيْءٍ إِلا وَهُوَ يَنْقُصُ، إِلا الشَّرُّ يَزْدَادُ فِيهِ.

[৩০১] আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, প্রতিটি জিনিসের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ঘাটতি দেখা দেবে, তবে মন্দ বিষয় ব্যতীত, তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিই পাবে।[৩০১]

নোট : এ হাদিসের সনদ নিয়ে যদিও কথা রয়েছে, তবে তার বিষয়বস্তুটি অন্য সহিহ হাদিস থেকে প্রমাণিত। হাদিস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, দিন যত যাবে, মন্দ ততই বাড়তে থাকবে। লোকমুখেও এ কথার মর্মার্থ প্রচলিত আছে যে, 'যায় দিন ভালো, আসে দিন খারাপ।' সত্যিই, যতই দিন যাচ্ছে, ফিতনা ও ফাসাদের মাত্রা ততই বাড়ছে। অন্য হাদিসে আছে, ফিতনা একবার যখন শুরু হবে, তখন তা তাসবিহের দানার মতো আসতে থাকবে। আর আজ তো তা-ই হচ্ছে। আমরা মনে করি, শীঘ্রই হয়তো সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা যায়, আরেকটি ফিতনা এসে উপস্থিত হচ্ছে, যা পূর্বেরটির চেয়ে কঠিন।

---

[৩০০] মাকতু।

[৩০১] হাসান, তবে সনদ দুর্বল। একাধিক সহিহ হাদিস দ্বারা এটা সমর্থিত। সিলসিলাতুল আহাদিসিজ জইফা : ১৫০৯

আলিমদের হত্যা

عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْعُلَمَاءِ زَمَانٌ يُقْتَلُونَ فِيهِ كَمَا يُقْتَلُ اللُّصُوصُ، فَيَا لَيْتَ الْعُلَمَاءَ يَوْمَئِذٍ تَحَامَقُوا.

[৩০২] অজিন বিন আতা রহ. তাঁর কাছে বর্ণনাকারী (উসতাদ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আলিমদের সামনে এমন এক জমানা আসবে, যখন তাদেরকে চোর-ডাকাতের ন্যায় হত্যা করা হবে। হায়, আলিমগণ যদি সেদিন নির্বোধ সাজত! [৩০২]

নোট : বাস্তবতা আজ বড়ই তিক্ত। অসংখ্য আলিম আজ জালিমের কারাগারে বন্দী। তাদেরকে চোর-ডাকাতদের সাথে রাখা হচ্ছে এবং তাদের মতো করেই তাদের কাউকে নির্যাতন করা হচ্ছে, কাউকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে এবং কাউকে ক্রসফায়ারে দেওয়া হচ্ছে। প্রকৃত আলিমদের ধরে ধরে এভাবেই নিধন করা হচ্ছে। হকপন্থী আলিমদের মধ্যে খুব কমই আছে, যারা স্বাধীনভাবে সব জায়গায় হক কথা বলতে পারে। কেউ বলা শুরু করলেই তাকে গুম করে দেওয়া হয় কিংবা হত্যা করা হয়। পুরো পৃথিবীতে আজ একই অবস্থা চলমান। তাদের পক্ষে কেউ কথা বলতে গেলে সেও অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়। ভয়ে কেউ আর মুখ খোলে না।

---

[৩০২] সনদ খুবই দুর্বল, মুরসাল।

বিভিন্ন যুগ ও যুগের লোকদের বিপর্যয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا كَانَتْ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، وَأَمْرُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلاَءَكُمْ، وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، فَبَطْنُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا.

[৩০৩] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের নেতৃবর্গ হবে তোমাদের মধ্য হতে উত্তম লোকেরা, তোমাদের ধনবানরা হবে তোমাদের মধ্য হতে দানশীল লোকেরা, আর তোমাদের সিদ্ধান্তগুলো হবে পরামর্শক্রমে, তখন জমিনের পেটের চাইতে তার পিঠই (অর্থাৎ মরার চাইতে বেঁচে থাকাই) তোমাদের জন্য উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের নেতৃবর্গ হবে তোমাদের নিকৃষ্ট লোকেরা, তোমাদের ধনবানরা হবে তোমাদের কৃপণ লোকেরা, আর তোমাদের নেতৃত্ব যাবে তোমাদের নারীদের হাতে, তখন তোমাদের জন্য জমিনের পিঠের চাইতে তার পেটই (অর্থাৎ বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়াই) উত্তম হবে।[৩০৩]

নোট : বর্তমান সময়ের সাথে কত মিল! আজ আমাদের নেতারা হলো সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণি, আমাদের ধনীরা হলো সবচেয়ে কৃপণ প্রকৃতির, আর আমাদের নেতৃত্বও নারীর হাতে। চারদিকে ফিতনা আর ফাসাদে ভরপুর। কোথাও তেমন কল্যাণের দেখা পাওয়া যায় না। সুতরাং কোনো সন্দেহ নেই যে, এ অবস্থায় গুনাহের মধ্যে বেঁচে থাকার চাইতে বিশুদ্ধ ইমান ও নেক আমল নিয়ে মৃত্যুবরণ করাটাই শ্রেয়। হাদিসে এ কথাই বলা হয়েছে যে, এমন সমাজ ও দেশে কল্যাণ না থাকায় তখন মরে যাওয়াটাই উত্তম। এতে কমপক্ষে ইমান ও আমলটা বাঁচবে।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا كَانَ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ فَخَيْرُ نِسَائِكُمْ كُلُّ عَقِيمٍ.

---

[৩০৩] সনদ দুর্বল। সুনানুত তিরমিজি : ২৩৮২

[৩০৪] মুআবিয়া বিন ইয়াহইয়া রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন ১৫০ বর্ষ সমাগত হবে, তখন তোমাদের বন্ধ্যাগণই হবে উত্তম নারী।[৩০৪]

নোট : এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এরপর থেকে ফিতনার ধারাবাহিকতা এত বেশি ছড়িয়ে পড়বে যে, তখন ইমান-আমলের হিফাজতের কথা চিন্তা করে সন্তান নেওয়াটাও ঝুঁকিপূর্ণ হবে। বস্তুত সেসময়ই সোনালী যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সাহাবা ও তাবিয়িনের স্বর্ণযুগের অবসানের পর ফিতনা ক্রমেই ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে, যা ইতিহাস পাঠকদের অজানা নয়।

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقْعُدُونَ فِي الْمَسَاجِدِ حِلَقًا حِلَقًا، إِنَّمَا هِمَّتُهُمُ الدُّنْيَا، فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ.

[৩০৫] ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অচিরেই এমন এক জমানা আসবে, যখন মানুষেরা মসজিদে দলে দলে বসবে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য হবে দুনিয়া। অতএব, তোমরা তাদের সঙ্গে বোসো না। কেননা, আল্লাহ তাআলার তাদের কোনো প্রয়োজন নেই।[৩০৫]

নোট : বর্তমানে এটা বেশ দেখা যায়। রাজনীতি থেকে শুরু করে সব ধরনের পার্থিব স্বার্থের জন্য মানুষ মসজিদকেই বেছে নেয়। তারা সালাত পড়তে তো মসজিদে আসে, কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে মানুষের কাছে ভালো সাজা ও নির্বাচনে জয়ী হওয়া। এছাড়াও বিভিন্ন মসজিদে দেখা যায়, মানুষজন জড় হয়ে গল্পগুজব ও নানারকমের আড্ডা দিয়ে থাকে। অনেকে মসজিদে আসে নিজের অপরাধ ঢাকতে। এভাবে বর্তমানে নানা পার্থিব স্বার্থে মসজিদকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ، عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ غَيَّابُونَ خَبَّابُونَ.

---

[৩০৪] সনদ খুবই দুর্বল।

[৩০৫] সনদ খুবই দুর্বল। আল-কামিল, ইবনু আদি : ২/৪৯৩; আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ১০৪৫২

[৩০৬] মুহাম্মাদ বিন জিয়াদ রহ. কিছু সালাফ থেকে বর্ণনা করেন, তারা বলতেন, শেষ জমানায় এমন এক সম্প্রদায় হবে, যারা হবে পরনিন্দাকারী, ধোঁকাবাজ।[৩০৬]

নোট : আমাদের সমাজে এখন এটা কমন একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা এসব করতে পারে, তারাই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও চালাক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে; অথচ তারা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টির জন্য ক্ষতিকর।

حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لا يَزْدَادُ السُّلْطَانُ إِلا صُعُوبَةً، وَلا يَزْدَادُ النَّاسُ إِلا فَسَادًا، وَلا يَزْدَادُ الْمَالُ إِلا إِفَاضَةً، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلا عَلَى شِرَارِ خَلْقِهِ.

[৩০৭] মুসআব বিন সাদাকা রহ. কিছু সাহাবি থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শাসকদের জন্য জটিলতা কেবল বাড়তেই থাকবে, মানুষের মাঝে বিপর্যয়-ফাসাদ কেবল বাড়তেই থাকবে, সম্পদের প্রাচুর্য ক্রমশ চলতেই থাকবে, আর সৃষ্টির নিকৃষ্ট লোকদের ওপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।[৩০৭]

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ " لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَبَعِيرٌ ضَابِطٌ وَمَزَادَتَانِ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ كُلِّ مَالٍ هُوَ لَهُ.

[৩০৮] ইসমাইল বিন আবি খালিদ রহ. তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, আবু হুরাইরা রা. বলেন, মানুষের মাঝে এমন জমানা আসবে, যখন পানির মশক ও খাবারের থলি সহকারে শক্তিশালী একটি উট তোমাদের কাছে নিজের সমস্ত সম্পদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হবে।[৩০৮]

নোট : যারা দ্বীনকে দুনিয়ার সকল কিছুর চাইতে বেশি ভালোবাসে, তারা যখন দেখবে, শহর ও সমাজে বসবাস করার দ্বারা তার দ্বীন হুমকির সম্মুখীন হয়ে যাচ্ছে, তখন তারা সবকিছু ফেলে লোকালয় ছেড়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে চলে যাবে। উদ্দেশ্য হবে নিজের দ্বীন ও ইমানের হিফাজত। সাথে রাখবে প্রয়োজনীয়

---

[৩০৬] মাকতু।
[৩০৭] সনদ দুর্বল। তবে হাদিসের শেষোক্ত অংশটি বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত। দেখুন, সহিহু মুসলিম : ২৯৪৯
[৩০৮] মাওকুফ।

সামান্য আসবাব। হাদিসে 'শক্তিশালী একটি উটের সাথে পানির মশক ও খাবারের থলি' বলে সম্ভবত এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ الْمَازِنِيِّ، يَقُولُ : كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّهُ يُقَالُ : إِذَا اجْتَمَعَ عِشْرُونَ رَجُلًا أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ يُهَابُ فِي اللَّهِ فَقَدْ حَضَرَ الْأَمْرُ.

[৩০৯] আব্দুল্লাহ বিন বুসর মাজিনি রা. বলেন, আমরা (সাহাবিদের মধ্যে একথা) বলতে শুনতাম যে, যখন বিশজন কিংবা তার চেয়ে কম বা বেশি লোক একত্র হবে, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যাকে আল্লাহর জন্য শ্রদ্ধা করা হয়, তখন (বুঝে নেবে,) কিয়ামত চলে এসেছে।[৩০৯]

নোট : এ হাদিসে দ্বীনদারির প্রতি মানুষের অনাগ্রহ ও গুরুত্বহীনতার বিষয়টি উঠে এসেছে। অর্থাৎ শেষ জমানায় মানুষ তাকওয়া, দ্বীনদারি ও ইলম দেখে কাউকে শ্রদ্ধা করবে না; বরং অর্থ, প্রভাব ও ক্ষমতা দেখলেই কেবল বাহ্যত শ্রদ্ধা দেখাবে; যদিও অন্তরে তাদের প্রতি ঘৃণা লালন করবে। সেসময় নেতৃত্ব, শৃঙ্খলাবোধ ও দায়িত্বশীলতা সব ভেঙে পড়বে। যার যা মনে চায়, তা-ই করবে। সন্তান বাবা-মায়ের কথা শুনবে না, ছাত্র উসতাদের কথা মানবে না, ছোটরা বড়দের সম্মান করবে না। এভাবেই প্রতিটি সেক্টরে কেবল বিশৃঙ্খলা ও ভাঙন দেখা দেবে। আর এটা ঘটবে কিয়ামত সন্নিকটে হওয়ার সময় অর্থাৎ শেষ জমানায়। আমরা বর্তমানে এগুলো বেশ স্পষ্টভাবেই দেখতে পাচ্ছি; অথচ বিশ-ত্রিশ বছর পূর্বেও পরিস্থিতি এতটা খারাপ ছিল না। বুঝাই যাচ্ছে, কিয়ামতের সময় ঘনিয়ে আসছে।

عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ : قَالَ سَلْمَانُ، إِذَا ظَهَرَ الْعِلْمُ، وَخُزِنَ الْعَمَلُ، وَائْتَلَفَتِ الْأَلْسُنُ، وَاخْتَلَفَتِ الْقُلُوبُ، وَقُطِعَتِ الْأَرْحَامُ، هُنَالِكَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ.

[৩১০] সুফিয়ান সাওরি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালমান রা. বলেছেন, যখন ইলম প্রকাশিত হয়ে যাবে, আমল গুদামজাত হয়ে যাবে, জিহ্বাগুলো জোটবদ্ধ হয়ে যাবে, অন্তরগুলো বিভক্ত হয়ে যাবে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হবে, তখন আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করবেন, ফলে তাদেরকে বধির এবং অন্ধ বানিয়ে দেবেন।[৩১০]

---

[৩০৯] মাওকুফ।

[৩১০] মাওকুফ।

নোট : বর্তমানে ইলম চর্চার তো অভাব নেই, কিন্তু আমলের ঝুলি শূন্য। কত বক্তা আছে, যারা রাতে ওয়াজ করে মানুষকে কাঁদিয়ে ছাড়ে, কিন্তু দেখা যায়, শেষ রাতে তার ফজরের সালাতটুকু পড়ার সুযোগটাও হয় না। কত লেখক কত সুন্দর লেখে, কিন্তু বাস্তব জীবনের সাথে তার লেখার কোনো মিল নেই। এভাবে আমলহীন ইলম চর্চার বিষয়টি সবার নিকটই স্পষ্ট। আর জিহ্বাসমূহ জোটবদ্ধ ও অন্তরসমূহ বিভক্ত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষের মুখের কথার সাথে বাস্তবিক কাজের কোনো মিল থাকবে না। মুখে বলবে এক কথা, কিন্তু মনে থাকবে ভিন্ন কথা। এটাও এখন আমাদের সমাজে খুবই সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে কথা ও কাজে কয়জন মানুষের মিল খুঁজে পাওয়া যায়! আর আত্মীয়তার বন্ধন তো সে কবেই শেষ হয়ে গেছে! বিশেষ করে ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি আসার কারণে মানুষ এখন সবাই আত্মমুখী হয়ে পড়ছে। কেউ কারও খোঁজ নেওয়ার গরজ অনুভব করে না। আর এজন্য মানুষ এখন আল্লাহর অভিশাপ পেয়ে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হচ্ছে এবং দ্বীনের ব্যাপারে বধির ও অন্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদের এ গজব থেকে রক্ষা করুন।

عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بُسْرٍ، قَالَ : كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : كَيْفَ أَنْتُمْ وَزَمَانٌ إِذَا رَأَيْتَ الْعِشْرِينَ رَجُلًا أَوْ أَكْثَرَ لا يُرَى مِنْهُمْ رَجُلٌ يُهَابُ فِي اللّٰهِ ﷺ.

[৩১১] আব্দুল্লাহ বিন বুসর রহ. বলেন, আমরা (সাহাবিদের মাঝে) এ কথা বলতে শুনতাম যে, তখন তোমাদের কী অবস্থা হবে, যখন বিশজন কিংবা তার চেয়ে কম বা বেশি লোক একত্র হবে, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যাকে আল্লাহর জন্য শ্রদ্ধা করা হবে।[৩১১]

عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : يَأْتِي زَمَانٌ خَيْرُ أَوْلَادِكُمْ فِيهِ الْبَنَاتُ، وَخَيْرُ نِسَائِكُمْ فِيهِ الْعُقَّرُ، وَخَيْرُ دَوَابِّكُمُ الْحَمِيرُ.

[৩১২] আওজায়ি রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এমন জমানা আসবে, যখন তোমাদের উত্তম সন্তান হবে মেয়ে, উত্তম নারী হবে বন্ধ্যা নারী, আর উত্তম বাহন হবে গাধা।[৩১২]

নোট : এর কারণ সম্ভবত এটা যে, ফিতনার সময় মারামারি, কাটাকাটি, হত্যা, রাহাজানি ইত্যাদিতে মেয়েদের তুলনায় ছেলেরাই অগ্রগামী। তারাই অধিকাংশ

---

[৩১১] মাওকুফ।
[৩১২] সনদ দুর্বল, মুরসাল।

ফিতনার কারণ হয়ে থাকে। বাবা-মা চাইলেও ছেলেকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। বিপরীতে মেয়েরা কিছুটা নরম প্রকৃতির হওয়ায় তাদেরকে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলাটা সহজ। বাবা-মা চাইলে একটা মেয়েকে ভালোভাবে দ্বীনদার বানিয়ে দ্বীনদার কোনো ঘরে পাঠিয়ে দিতে পারে, যেটা ছেলেদের ক্ষেত্রে অনেক কঠিন; বিশেষত ফিতনার এ জমানায়। আর বন্ধ্যা নারী উত্তম এজন্য বলা হয়েছে যে, তখন সন্তান থাকাটাও সমস্যার কারণ। কী ছেলে আর কী মেয়ে! ফিতনার আধিক্য এত বেশি হবে যে, কাউকেই নিরাপদ রাখা যাবে না; যদিও এক্ষেত্রে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের ঝুঁকিই বেশি। মোটকথা, সেসময় সন্তান থাকার চাইতে না থাকাই ভালো মনে করা হবে। আর গাধা উত্তম বাহন হওয়ার একটি কারণ এটি হতে পারে যে, সেসময় লোকেদের অর্থ-প্রাচুর্য অধিক হওয়ায় সবার জন্য উত্তম ও ভালো ভালো বাহন থাকবে। এতে তারা অহংকার ও বিভিন্ন পাপাচারের পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাবে। তাই সমাজের নিম্নমানের বাহন হিসেবে পরিচিত গাধাই হবে তার জন্য উত্তম; যাতে করে সে ফিতনা থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلا إِنَّهُ سَيَكُونُ أَقْوَامٌ لا يَسْتَقِيمُ لَهُمُ الْمُلْكُ إِلا بِالْقَتْلِ وَالتَّجَبُّرِ، وَلا يَسْتَقِيمُ لَهُمُ الْغِنَى إِلا بِالْبُخْلِ وَالْفُجُورِ، وَلا يَسْتَقِيمُ لَهُمُ الْمَحَبَّةُ فِي النَّاسِ إِلا بِاتِّبَاعِ الْهَوَى وَالاسْتِخْرَاجِ فِي الدِّينِ، أَلا فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَصَبَرَ عَلَى الشِّدَّةِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الرَّخَاءِ، وَصَبَرَ عَلَى الذُّلِّ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْعِزِّ، وَصَبَرَ عَلَى الْفَقْرِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْغِنَى، وَصَبَرَ عَلَى الْبُغْضَةِ فِي النَّاسِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَحَبَّةِ، لا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلا وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ أَثَابَهُ اللَّهُ ثَوَابَ سَبْعِينَ صِدِّيقًا.

[৩১৩] জাফর রহ. তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অচিরেই এমন কিছু সম্প্রদায় হবে, হত্যাকাণ্ড ও স্বৈরাচারিতা ব্যতীত যাদের রাজত্ব টেকসই হবে না, কৃপণতা ও পাপাচার ব্যতীত যাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা স্থায়ী হবে না, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও বিদআত করা ব্যতীত মানুষের মাঝে তাদের ভালোবাসা তৈরি হবে না। শুনে রাখো, তোমাদের মধ্য হতে যারা সে সময় পায়, অতঃপর প্রাচুর্যের সহিত চলতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কষ্ট-ভোগান্তি নিয়ে ধৈর্য ধারণ করে, সম্মানের সাথে চলার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অপমান-অসম্মান দেখে ধৈর্য ধারণ করে, ধনাঢ্য অর্জনের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের ওপর ধৈর্য ধারণ করে, ভালোবাসা অর্জনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মানুষের বিদ্বেষের ওপর ধৈর্য ধারণ করে; আর এগুলোর

সবই করে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকাল পাওয়ার আশায়, তাহলে আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে সত্তরজন সিদ্দিকের সাওয়াব দান করবেন।[৩১৩]

নোট : শেষ জমানায় অধিকাংশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে জুলুমের ওপর ভিত্তি করে। পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে স্বেরাচারিতা ও অত্যাচারের মহড়া। বর্তমান সময়ে এর বাস্তবতা আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। এ সময়ে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যারা ধৈর্য ধারণ করবে, হাদিসে তাদেরকে মহা সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَمْتَلِئُ جَوْفُ كُلِّ امْرِئٍ شَرًّا، حَتَّى يَجْرِيَ الشَّرُّ فَضْلا فَلا يَجِدُ جُوفًا يَلِجُ فِيهِ.

[৩১৪] মাসরুক রহ. থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, মানুষের ওপর এমন এক জমানা আসবে, যখন প্রত্যেকের পেটই মন্দ দিয়ে ভরপুর থাকবে। এরপর মন্দ আরও চলতে চাইবে, তবে প্রবেশ করার মতো আর কোনো খালি জায়গা খুঁজে পাবে না।[৩১৪]

عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ، قَالَ : قَالَ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ، يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَمْتَلِئُ فِيهِ كُلُّ قَلْبٍ شَرًّا، حَتَّى لا يَجِدَ قَلْبًا يَعِيهِ.

[৩১৫] আমাশ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বনি আব্বাসের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, হুজাইফা রা. বলেছেন, মানুষের ওপর এমন এক জমানা আসবে, যখন প্রতিটি অন্তর মন্দ দিয়ে ভরপুর থাকবে; এমনকি এমন কোনো অন্তর আর পাওয়া যাবে না, যেখানে মন্দ জায়গা নেবে।[৩১৫]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : خَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. قَالَ مَطَرٌ : اللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لا. ثُمَّ يَنْشَأُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلا يُوفُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَفْشُو فِيهِمُ السِّمَنُ.

---

[৩১৩] সনদ অত্যন্ত দুর্বল, মুরসাল।
[৩১৪] দুর্বল, মাওকুফ।
[৩১৫] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

[৩১৬] ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই উম্মতের শ্রেষ্ঠরা হচ্ছে, ওই প্রজন্ম, যাদের মাঝে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, এরপর যারা আসবে তারা তার পরের স্তরের, এরপর যারা আসবে তারা তার পরের স্তরের। মাতার রহ. বলেন, আল্লাহই ভালো জানেন, তিনি (দুই প্রজন্মের কথা বলার পর) তৃতীয় প্রজন্মের নাম নিয়েছেন কি না। এরপর এমন জাতির উদ্ভব হবে, তারা সাক্ষ্য দেবে; অথচ তাদের কাছে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা মান্নত করবে; অথচ তা পূরণ করবে না। তারা খিয়ানত করবে; অথচ তাদের কাছে আমানত রাখা হবে না। আর তাদের মাঝে স্থূলতার বিস্তার হবে।[৩১৬]

নোট : বর্তমানে মিথ্যা সাক্ষ্য, মান্নত করে তা আদায় না করা ও স্থূল লোকেদের আধিক্য আমাদের চোখের সামনেই দেখছি। বর্তমান সময়ের সাথে এর পুরোপুরিই মিল আছে।

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ لِإِنْسَانٍ : إِنَّكَ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ فُقَهَاؤُهُ، قَلِيلٍ قُرَّاؤُهُ، تُحْفَظُ فِيهِ حُدُودُ الْقُرْآنِ، وَتُضَيَّعُ فِيهِ حُرُوفُهُ، قَلِيلٍ مَنْ يَسْأَلُ، كَثِيرٌ مَنْ يُعْطِي، يُطِيلُونَ فِيهِ الصَّلَاةَ، وَيُقَصِّرُونَ فِيهِ الْخُطْبَةَ، يُبَدُّونَ فِيهِ أَعْمَالَهُمْ قَبْلَ أَهْوَائِهِمْ، وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ كَثِيرٌ قُرَّاؤُهُمْ، قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُمْ، تُحْفَظُ فِيهِ حُرُوفُ الْقُرْآنِ، وَتُضَيَّعُ حُدُودُهُ كَثِيرٌ مَنْ يَسْأَلُ، قَلِيلٌ مَنْ يُعْطِي، يُطِيلُونَ فِيهِ الْخُطْبَةَ، وَيُقَصِّرُونَ فِيهِ الصَّلَاةَ، يُبَدُّونَ أَهْوَاءَهُمْ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ.

[৩১৭] ইয়াহইয়া বিন সাইদ রহ. থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি এমন এক যুগে অবস্থান করছ, যখন ফকিহদের সংখ্যা বেশি, কারিদের (অর্থাৎ আমল ছাড়া কেবল পাঠকারীদের) সংখ্যা কম। কুরআনের সীমারেখা (আদেশ-নিষেধ) সব সংরক্ষণ করা হয়, কিন্তু শাব্দিক হিফজ কম করা হয়। ভিক্ষুকের সংখ্যা কম, দাতার সংখ্যা বেশি। তারা সালাত দীর্ঘ করে, আর খুতবা সংক্ষিপ্ত করে। তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করার পূর্বে আমল শুরু করে দেয়। তবে অচিরেই এমন যুগ আসছে, যখন কারিদের সংখ্যা হবে বেশি, ফকিহদের সংখ্যা হবে কম। কুরআনের শব্দসমূহ মুখস্ত করা হবে, কিন্তু তার সীমারেখা (আদেশ-নিষেধ) লঙ্ঘন করা হবে। ভিক্ষুকের সংখ্যা

[৩১৬] সহিহুল বুখারি : ২৬৫১, ৩৬৫০, ৬৪২৮, ৬৬৯৫; সহিহ মুসলিম : ২৫৩৫

হবে বেশি হবে, দানকারী হবে কম। তারা খুতবা দীর্ঘ করবে, সালাত সংক্ষিপ্ত করবে। তারা আমল করার পূর্বে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে।[৩১৭]

নোট : আজ কি আমলের ওপর মনোবাসনা প্রাধান্য পাচ্ছে না? প্রবৃত্তির তাড়নায় লিপ্ত আমরা আজ মন চাইলে সালাত-সিয়াম পালন করছি। যতটুকু ভালো লাগে ততটুকু ইসলাম পালন করছি। যেখানে ইসলাম কঠিন, সেখানে আমরা প্রবৃত্তির সামনে আত্মসমর্পণ করছি। এটাই কি ইসলাম?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَيَّتُهَا الأُمَّةُ، أَنْتُمُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ، أَمَّا قُرَّاؤُكُمْ فَقَلِيلٌ، وَأَمَّا فُقَهَاؤُكُمْ فَكَثِيرٌ، وَأَمَّا سُؤَّالُكُمْ فَقَلِيلٌ، وَأَمَّا مُعْطِيكُمْ فَكَثِيرٌ، وَأَمَّا أُمَرَاؤُكُمْ فَقَلِيلٌ، وَأَمَّا أُمَنَاؤُكُمْ فَكَثِيرٌ، وَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ زَمَانًا يَكْثُرُ قُرَّاؤُهُ، وَيَقِلُّ فُقَهَاؤُهُ، وَيَكْثُرُ سُؤَّالُهُ، وَيَقِلُّ مُعْطُوهُ، وَيَكْثُرُ أُمَرَاؤُهُ وَيَقِلُّ أُمَنَاؤُهُ.

[২১৮] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে মুসলিম উম্মাহ, তোমরা আজ অনেক। তোমাদের কারি কম, ফকিহ বেশি। তোমাদের ভিক্ষুক কম, দানকারী বেশি। তোমাদের নেতৃবর্গ কম, তবে আমানতদার বেশি। এরপরেই এমন যুগ আসছে, যখন কারির সংখ্যা বেশি হবে, ফকিহ কম হবে। ভিক্ষুক বেশি হবে, দানকারী কম হবে। নেতৃবর্গের সংখ্যা বেশি হবে, তবে আমানতদার কমে যাবে।[৩১৮]

নোট : আমাদের মুসলিম সমাজের অবস্থা হাদিসে যেমন বলা হয়েছে, তার ব্যতিক্রম নয় একটুও। সমাজে ভিক্ষুক ও সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা দানকারীর তুলনায় অনেক বেশি। তাহলে কি সম্পদশালী মানুষের সংখ্যা কম? তা তো বলা যাবে না মোটেই। আজ সমাজে যারা বিত্তশালী আছে, তারা যদি সবাই দান করে, তবে এক বছরের জাকাতের টাকাতেই সমাজের অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র্য দূর হয়ে যাবে। মানুষের যত টাকা ব্যাংকে রয়েছে, তার জাকাত ঠিকভাবে আদায় করা হলে দেশে কোনো দরিদ্র থাকবে না। সবাই আজ নেতা হতে চায়, কিন্তু কোনো আমানতদার পাওয়া যায় না। যার হাতে যা যায়, সবাই তাকে গনিমতের মালের মতো ভোগ করার চিন্তা করে।

---

[৩১৭] হাসান, মাওকুফ। মুআত্তা মালিক : ১/১৭৩; আল-আদাবুল মুফরাদ : ৭৯০
[৩১৮] সনদ খুবই দুর্বল।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

[৩১৯] ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শেষ জমানায় এমন এক সম্প্রদায় হবে, যারা কবুতরের গলায় থলের ন্যায় কালো রঙের খিজাব লাগাবে। তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।[৩১৯]

নোট : বিশেষ অবস্থা ব্যতীত সাধারণ অবস্থায় কালো খিজাব ব্যবহার করা জায়িজ নয়। বিশেষ অবস্থা বলতে, যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের সামনে নিজেকে যুবক হিসেবে পেশ করার উদ্দেশ্যে কালো খিজাব ব্যবহার করা হয়। কিছু ফকিহের মতে তো স্ত্রীর মনোতুষ্টির জন্যও এটা ব্যবহার করার অনুমতি আছে।

[৩১৯] সহিহ। সুনানু আবি দাউদ : ৪২১২

ব্যাপকভাবে গুনাহের কারণে আজাব-মুসিবত অবতরণ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا عَمِلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هِيَ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، وَاتُّخِذَ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ ثَلَاثًا: رِيحًا حَمْرَاءَ، وَخَسْفًا، وَمَسْخًا.

[৩২০] মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়া রহ. তার বাবা আলি রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মত যখন পনেরোটি আমলে অভ্যস্ত হবে, তখন তাদের ওপর বিপদাপদ নেমে আসবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, তা কী কী? তিনি বললেন, যখন গনিমতকে নিজের সম্পদ মনে করা হবে, আমানতকে গনিমত ভাবা হবে, জাকাতকে জরিমানা হিসেবে গণ্য করা হবে, মানুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে, কিন্তু মায়ের নাফরমানি করবে, বন্ধুর সঙ্গে সদাচরণ করবে, কিন্তু বাবাকে কষ্ট দেবে, মসজিদের মধ্যে উচ্চস্বরে কথা বলা হবে, সম্প্রদায়ের নেতা হবে তাদের নিকৃষ্টরা, মানুষকে তার অত্যাচারের ভয়ে সম্মান করা হবে, মদ পান করা হবে, রেশমি কাপড় পরিধান করা হবে, গান-বাদ্য করা হবে, উম্মতের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে অভিসম্পাত করবে। যখন এগুলো ঘটবে, তখন তোমরা তিনটি জিনিসের অপেক্ষায় কোরো—লাল বাতাস, ভূমিধস ও চেহারা বিকৃতি।[৩২০]

নোট : আফসোস! কোন অভ্যাসটি আজ আমাদের আধুনিকতার তকমাধারী সুশীল সমাজে জায়গা করে নেয়নি? সমাজে যার মধ্যে আজ যত বেশি এসব নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাচ্ছে, সে সমাজে ততবেশি প্রভাবশালী, ততবেশি দাপুটে ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

---

[৩২০] দুর্বল। সুনানুত তিরমিজি : ২৩২১

আমানতের বস্তু নির্দ্বিধায় ব্যবহার করছে, হোক তা প্রতিষ্ঠানের অথবা বিশ্বাস করে রাখা কারও গচ্ছিত ধন। সে ভাবে, যখন চাইবে দিয়ে দেবো। অতএব ব্যবহার করতে সমস্যা কী? এরপর যখন ঠেকে যায়, তখন প্রতারণার আশ্রয় নেয়। মন চাইলে জাকাত দিচ্ছে, নতুবা নানা অজুহাত দেখিয়ে দায়মুক্ত হতে চেষ্টা করছে। বুদ্ধিজীবী সেজে তা নিয়ে নানা মন্তব্য করছে, ঠিক যেমন হাদিসে বলা হয়েছে, 'জাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে!'

বর্তমানে স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতা ও মতই পুরুষের সিদ্ধান্ত; যদিও পরিবারের অন্য সবাই তা অপছন্দ করে। মায়ের অবাধ্যতার কথা বলতেই হয় না, স্ত্রী-সন্তানের বিলাসিতার উপকরণের অভাব না হলেও মায়ের চিকিৎসার টাকাটাও তার পকেটে থাকে না। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে খোশালাপের অশেষ সময় হলেও বাবার ডাকে সাড়া দেওয়ার সময় হয় না।

কুফুরি শক্তি, ইসলামবিরোধী আইনকানুন, সমাজের সকল ক্ষেত্রে নানা অপরাধের একটু প্রতিবাদ অথবা কুফরের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করার সৎসাহস না থাকলেও মসজিদে এসে এসব লোকের মাতব্বরি খাটাতে গলার জোরের অভাব হয় না! বিকট শব্দে উচ্চস্বরে কথা বলা, হইচই ও হইহুল্লোড় করা, ইমাম বা মুআজ্জিনকে যাচ্ছেতাই বলতে গলায় বাধে না। মূলত এরা হলো সমাজের বড় বড় চিহ্নিত সন্ত্রাসী। ইসলামি শরিয়তে বিচার হলে যাদের কারও চুরির দায়ে, কারও হত্যাকাণ্ডের দায়ে, কারও ধর্ষণ ও ব্যভিচারের দায়ে কঠিন শাস্তি বা মৃত্যুদণ্ড হতো। অথচ এরাই এখন সমাজের নেতৃত্ব দিয়ে চলছে। তাদের অন্যায় আচরণ আর অপরাধ থেকে মানুষ নিষ্কৃতি পেতেই কেবল বাহ্যত তাদের সম্মান করে চলছে। অপরদিকে ইসলামের দৃষ্টিতে যারা বীরত্ব ও বাহাদুরির কারণে তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রতিদানের হকদার, তারা হচ্ছে এ সমাজের চোখে নিকৃষ্ট ও সন্ত্রাসী। তাদের কথা উচ্চারণ করলেও মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়; বরং তাদেরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং নানা রকমের জুলুম-নির্যাতনের শিকার হতে হয়।

সমাজের সর্বত্রে চলছে মদ্যপান। কেউ খাচ্ছে নামে, আর কেউ বেনামে। নাম পাল্টে বড় তৃপ্তি নিয়ে দেদারে চলছে নিরেট মদের বিক্রি। বিবাহ, খতনা, জন্মদিন অনুষ্ঠান উপলক্ষে মদের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। মদ না হলে এসব অনুষ্ঠান যেন পূর্ণতাই পায় না। আর তা বিক্রয়ের জন্য দেওয়া হচ্ছে সরকারি লাইসেন্স। ইমানের দাবিদার, দায়ি-মুবাল্লিগ ও আলিমদের পরিবারের নানা অনুষ্ঠানেও গানের কনসার্টের আয়োজন হচ্ছে। ক্লাবে, টেলিভিশনে, সিনেমা হলে, খতনা, বিবাহ ও মেহেদি অনুষ্ঠানে নর্তকীদেরকে টাকা দিয়ে ভাড়া করে এনে নাচগান করানোর হিড়িক পড়ে গেছে। বাজারে, অলিগলিতে, রাস্তাঘাটে,

দেয়ালে দেয়ালে যৌন সুড়সুড়িমূলক ও যৌনতাকে উসকে দেওয়ার মতো আহবান-সংবলিত দৃশ্য প্রকাশ্যে প্রচার করা হচ্ছে।

ব্যভিচারের প্রতি আহবানকারী এসব অশ্লীল নাচগানের অনুষ্ঠান আজ নিছক বিনোদন বলে সমাজের মানুষ বৈধ করে নিয়েছে। তাদের অশ্লীলতার আহবান চলছে প্রকাশ্যে, সুউচ্চস্বরে। দিন ও রাতের নিষ্কলুষ আবহাওয়া এসব বেহায়াপনার বিষবাষ্পে কলুষিত হচ্ছে। দিবালোকে সর্বসম্মুখে গুনাহের আহবান চলছে। সমাজের মানুষ আজ তাকে সমাদরে বরণ করে নিয়েছে, আর বেহায়াপনায় ভরে উঠছে সমাজ। যে সমাজে একসময় একজন পরনারীর সঙ্গে কথা বলাও বড় অন্যায় হিসেবে গণ্য হতো, সে সমাজেই এখন নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ রেখে, হাতে হাত রেখে, গার্লফ্রেন্ডকে বাহুবন্ধনে নিয়ে ঘোরাটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা আজ জাহিলিয়াতের কালো ছায়ায় গ্রাস করা আধুনিক সমাজে বয়ফ্রেন্ড ও গার্লফ্রেন্ড হিসেবে পরিচিত।

আজ পূর্ববর্তীদেরকে এই বলে গালি দেওয়া হচ্ছে যে, তাদের কারণে সমাজ এগিয়ে যেতে পারেনি। তারা নাকি কট্টর মানসিকতার ছিল, ছিল সংকীর্ণমনা!

দ্বীনি শিক্ষা আজ মুসলিম দেশেও অবহেলিত ও কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে। এসব শিক্ষায় শিক্ষিতরা সমাজের বোঝা, কট্টরপন্থী, মৌলবাদী আর ফাতওয়াবাজ হিসেবে পরিচিত! এরা হচ্ছে সমাজের পশ্চাদপন্থী সম্প্রদায়! অপরদিকে যারা বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচার, শিক্ষা-সাংস্কৃতি, আচার-আচরণ, উঠা-বসা, লেবাস-পোষাক ও লাইফস্টাইল গ্রহণ করতে পেরেছে, তারা হচ্ছে আজ সমাজের আধুনিক শ্রেণি, এলিট সমাজ। আর তারাই সমাজের সর্বত্রে মূল্যায়িত। অপরদিকে ধর্মীয় শিক্ষার একজন ব্যক্তির সামাজিক নিরাপত্তা তো দূরে থাক, কখনো কোথাও মারা পড়লে প্রচলিত শব্দের অপব্যাখ্যা করে চালিয়ে দিতে পারলে তার জন্য আর কোনো জবাবদিহি করতে হয় না। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তা আর অধিকার নিশ্চয়তায় সামান্য টান পড়লে তাদের পক্ষে বক্তব্য-বিবৃতির অভাব না থাকলেও মুসলমান অহেতুক হয়রানির শিকার হলেও টু শব্দটি বের হয় না। কারণ, তাতে সন্ত্রাসবাদের মদদদাতা হিসেবে মামলার ভয় আছে। এছাড়া এখানে কোনো স্বার্থও নেই, যা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে বললে হবে। না আছে বাণিজ্যিক স্বার্থ, না রাজনৈতিক স্বার্থ, না ক্ষমতার স্বার্থ আর না তাদের সুদৃষ্টি পাওয়ার স্বার্থ। এভাবে প্রতিটি মন্দ অভ্যাস আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে নিয়েছে অথবা আমরাই তাকে আমাদের জীবনাচারের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য করে নিয়েছি।

আজকে বিশ্বে ঘন ঘন ভূ-কম্প, ভূমিধস আর তাতে হাজার হাজার মানুষের প্রাণনাশ কি আমাদের দৃষ্টি খুলে দিয়েছে, না উল্টো তাকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে? এভাবে আজ মানবসমাজ তাদের প্রতিপালকের

বিধান থেকে বিমুখ হয়ে পড়ছে। ইমানের জানালায় তা সাড়া জাগাতে পারেনি প্রতিপালকের বিধান থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে। সত্য ও সঠিক বোঝার যোগ্যতাটুকুও আজ বিদায় নিয়েছে।

আল্লাহ আমাদের এসব খারাপ অভ্যাস থেকে দূরে রেখে তার শাস্তি থেকে হিফাজত করুন। আমাদের শুধু নিজে এসব মেনে চললেই হবে না। অন্যকেও তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। কারণ, আমি এসব না করলেও আমার সমাজ-দেশ এবং আমার চারপাশে যদি এসব চলতে থাকে আর তাদের ওপর আজাব আসে, তবে আমিও সে আজাব থেকে বাঁচতে পারব না; যদি না তাদেরকে সতর্ক করি। কোথাও শাস্তি অবতীর্ণ হলে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ওপরই শুধু তার প্রভাব পড়ে না; বরং পুরো জাতিই তাতে ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন হয়েছে ইসলামের পূর্বে আদ গোত্র, সামুদ গোত্র এবং লুত আলাইহিস সালাম-এর জাতির ক্ষেত্রে। তাই নিজের চিন্তা করার পাশাপাশি অন্যকেও সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে হবে, নইলে আজাব আসলে কারও রক্ষা হবে না।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : مَا هَلَكَ أَهْلُ نَبْوَةٍ قَطُّ حَتَّى ظَهَرَ فِيهِمُ الرِّبَا وَالزِّنَا.

[৩২১] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো উঁচু ভূমির অধিবাসীরা (অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত লোকেরা) ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হয়নি, যতক্ষণ না তাদের মাঝে সুদ ও ব্যভিচারের প্রসার ঘটেছে।[৩২১]

নোট : এ থেকে অনুমান করা যায়, সুদ ও ব্যভিচারের ক্ষতি কতটা মারাত্মক, যার কারণে অসংখ্য জনপদ ও জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। সুদ হলো অর্থনৈতিক বিপর্যয় আর ব্যভিচার হলো নৈতিক বিপর্যয়। বস্তুত এ দুটি বিপর্যয় আসলে সে সমাজ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকে সারশূন্য হয়ে যায়। আর অর্থনৈতিক বিপর্যয় এমনই একটি সমস্যা, যার কারণে মানুষ অনেক সময় কুফরি পর্যন্ত করে বসে। তাই হাদিসে এ দুটি অপরাধের ব্যাপারে ভয়ানক সতর্কবাণী ও কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : مَا ظَهَرَ الْبَغْيُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلا ظَهَرَ فِيهِمُ الْمُوْتَانُ، وَلا ظَهَرَ الْبَخْسُ فِي الْمِيزَانِ، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : وَالْقَفِيزُ وَالْمِكْيَالُ إِلا ابْتُلُوا بِالسَّنَةِ، وَلا ظَهَرَ نَقْضُ الْعَهْدِ فِي قَوْمٍ إِلا أُدِيلَ مِنْهُمْ عَدُوُّهُمْ.

[৩২১] সহিহ, মাওকুফ।

[৩২২] ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, কোনো জাতির মাঝে ব্যভিচার বিস্তৃতি লাভ করলেই তাদের মাঝে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে। ওজনে কম দেওয়ার চর্চা -ইবনে কাসির রহ. বলেন, এবং কফিজ ও কাইলে (কফিজ ও কাইল আরবের বিশেষ দুটি পরিমাপের নাম) কম দেওয়ার অভ্যাস- শুরু হলেই লোকজন অনাবৃষ্টির কবলে পড়েছে। আর কোনো জাতির মাঝে চুক্তিভঙ্গ দেখা দিলেই তাদের ওপর তাদের শত্রুকে বিজয়ী করা হয়েছে।[৩২২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ لا تُمْطَرُوا، وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا، وَلا تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْئًا.

[৩২৩] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অনাবৃষ্টি অর্থ এ নয় যে, তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে না। বরং অনাবৃষ্টি হচ্ছে, তোমাদেরকে বৃষ্টি দেওয়া হবে, আরও বৃষ্টি দেওয়া হবে, কিন্তু জমিন কোনো কিছুই উৎপাদন করবে না।[৩২৩]

নোট : এ হাদিসের মাধ্যমে আমরা অনাবৃষ্টি কাকে বলে, তা বুঝতে পারলাম। এবার পূর্বের হাদিসটির বাস্তবায়ন দেখুন। আমাদের মাঝে এখন জিনা-ব্যভিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যার কারণে এখন বিভিন্ন এলাকায় মহামারি ছড়িয়ে পড়ছে। আর এখন তো আমরা বৈশ্বিক মহামারীর সম্মুখীন। এরপর আমাদের ওজনে কম দেওয়ার অভ্যাসও ব্যাপকতা লাভ করেছে। দাঁড়িপাল্লায় হোক বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে, বর্তমানের অধিকাংশ বিক্রেতা ওজনে কম দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে। আর চুক্তিভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকতা তো আমাদের রক্তে-মাংসে মিশে গেছে। আর এ কারণে আজ মুসলিম জাতির ওপর অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের শত্রুরা বিজয় লাভ করছে। আমরা যদি এসব কুঅভ্যাস থেকে বের হতে না পারি, তবে এসব শাস্তি থেকে নিস্তার পাওয়ার আর কোনো উপায় নেই।

عَنْ زَاذَانَ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ عَبْسٍ الْغِفَارِيِّ، فَرَأَى النَّاسَ يَتَحَمَّلُونَ، فَقَالَ : مَا لِلنَّاسِ؟ قَالَ : يَفِرُّونَ مِنَ الطَّاعُونِ، قَالَ : يَا طَاعُونُ خُذْنِي إِلَيْكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَخٍ لَهُ : يَا عَمِّ، عَلامَ تَتَمَنَّى الْمَوْتَ وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لا يَتَمَنَّى أَحَدُ الْمَوْتَ فَإِنَّهُ عِنْدَ انْقِطَاعِ أَجَلِهِ، فَقَالَ : خِصَالا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

[৩২২] হাসান, মাওকুফ। সহিহুল জামিইস সগির : ৩২৩৫

[৩২৩] সহিহ মুসলিম : ২৯০৪

ﷺ يَتَخَوَّفُهُنَّ عَلَى أُمَّتِهِ : إِمْرَةَ الصِّبْيَانِ، وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ، وَشُرْبَ الْخَمْرِ، وَبَيْعَ الْحُكْمِ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَنَشْأً يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ لَيْسَ بِأَفْقَهِهِمْ إِلا لِيُغَنِّيَهُمْ.

[৩২৪] জাজান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবস গিফারি রা.-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি দেখলেন, লোকেরা সব কোথাও রওয়ানা করছে। তিনি বললেন, মানুষের কী হয়েছে? তিনি বলেন, তারা প্লেগ মহামারি থেকে পলায়ন করছে। তিনি বললেন, হে প্লেগ, তুমি আমাকে আক্রমণ করে তোমার কাছে নিয়ে নাও। তখন তার এক ভাতিজা বললেন, হে চাচা, আপনি কী কারণে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করছেন? অথচ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, কেউ যেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে। কেননা, তা সবার নির্দিষ্ট সময়েই এসে যাবে। তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কয়েকটি অভ্যাসের ব্যাপারে তাঁর উম্মতকে ভীতি প্রদর্শন করতে শুনেছি। শিশু বা অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষমতারোহন, পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি, মদ্যপান, (আদালতের) ফয়সালা বিক্রি, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন এবং এমন প্রজন্ম, যারা কুরআনকে বাঁশী বানাবে। তারা (সালাতের ইমামতির জন্য) তাদের মাঝে (কুরআনের ব্যাপারে) বড় বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত নয় এমন ব্যক্তিকে এগিয়ে দেবে, যেন সে তাদেরকে (কুরআন তিলাওয়াতের নামে) গান গেয়ে শোনায়।[৩২৪]

নোট : হাদিসে যেসব অভ্যাসের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে ভয় দেখিয়েছেন, তার সবই তাঁর উম্মতের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। পূর্বে বিভিন্ন সময় খলিফা, সুলতান বা গভর্নর মারা গেলে দেখা যেত তার অল্পবয়স্ক সন্তানকেই সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া হতো। আর এক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনা করত মূলত তার আশপাশে থাকা স্বার্থবাদী লোকেরা। যদিও বর্তমানে এর প্রচলন কমে গেছে, তবে অযোগ্যদের ক্ষমতারোহণ যে বেড়ে গেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটার কথাও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য এক হাদিসে স্পষ্টভাবেই বলেছেন। এরপর পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধিও বর্তমানে অনেক দেশে দেখা যাচ্ছে। কোথাও দেশের মাঝে অরাজকতা দমন করার জন্য আর কোথাওবা ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য এমনটা করা হচ্ছে। দুটিই ভয়ংকর ব্যাপার। বর্তমানে কোমল পানীয়র নামে প্রকাশ্যেই মদ পান করা হচ্ছে; যদিও অনেকেই তা জানে না বা বুঝতে পারে না। এছাড়াও গোপনে বা প্রকাশ্যে সরাসরি মদও

---

[৩২৪] সহিহ। সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা : ৯৭৯

আজ সমাজের সর্বত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। এরপর আত্মীয়তার সম্পর্কের তো আরও করুণ দশা! আত্মীয়তা কেবল আজ নামেই আছে, কাজে-কর্মে তার কোনো প্রকাশ দেখা যায় না। এরপর বর্তমানে কুরআন তিলাওয়াতের নামে কত রকমের রং-তামাশা চলছে! অনেক জায়গায় শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে গানের মতো করে কুরআন তিলাওয়াত করা হচ্ছে। কোথাও জনসমাগম হলে বা সালাতের ইমামতিতে এমন ব্যক্তিকে সামনে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যার না আছে ইলম, না আছে ফিকহ, না আছে তাকওয়া আর না আছে দ্বীনদারি। কেবল তার সুরটাই দেখা হয়। যার সুর যত সুন্দর, যত চিত্তাকর্ষক, তাকেই অগ্রে পাঠানো হয়; যদিও সেখানে বড় আলিম ও ফকিহ উপস্থিত থাকুক না কেন। এভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব অভ্যাসের ব্যাপারে উম্মতকে নিয়ে ভয় দেখিয়েছেন, তার সবই আজ আমাদের সমাজে দেদারছে চলছে। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : إِذَا بُخِسَ الْمِكْيَالُ حُبِسَ الْقَطْرُ، وَإِذَا كَثُرَ الزِّنَا وَقَعَ الطَّاعُونُ، وَإِذَا كَثُرَ الْهَرْجُ كَثُرَ الْقَتْلُ.

[৩২৫] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, যখন মাপে কম দেওয়া হবে তখন বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যখন ব্যভিচার বেড়ে যাবে তখন মহামারি দেখা দেবে। আর যখন ব্যাপক সংঘাত হবে, তখন হত্যাকাণ্ড বেড়ে যাবে।[৩২৫]

নোট : এ বিষয়গুলোও বর্তমানে খুবই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। মাপে কম দেওয়ার এখন নানা পন্থা বেরিয়েছে। দেখা যায়, এক কেজি আঙুরের ঠোঙা দেওয়া হয় এমন কাগজ দিয়ে, যার ওজন প্রায় একশ গ্রাম। একটি ঠোঙার দাম যেখানে পাঁচ টাকা, অথচ আর তা দিয়ে একশ গ্রাম আঙুর কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যার দাম কমবেশি ত্রিশ টাকা। আর এর কারণে এখন বৃষ্টির বরকত কমে গেছে। বিভিন্ন জায়গায় ফসল উৎপন্ন হচ্ছে না, কোথাওবা খরা দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে ব্যভিচারের পরিমাণও বেড়ে গেছে প্রচুর পরিমাণে। ব্যভিচার কী পরিমাণে বেড়েছে, তা প্রতিদিনের সংবাদপত্রে নজর দিলেই কিছুটা বোঝা যায়। ছোট্ট একটি দেশে মাত্র এক বছরেই প্রায় পাঁচ-ছয়শোর মতো অপ্রাপ্ত বয়স্ক ৫/৬ বছরের শিশু ধর্ষণ হয়। আর তার ফলাফলও আমরা দেখতে পাচ্ছি হাতেনাতে। বৈশ্বিক মহামারী আজ পুরো বিশ্বকে নিস্তব্ধ করে দিয়েছে। মহামারীর প্রকোপ মানুষকে কার্যত বন্দী বানিয়ে ফেলেছে। পাশাপাশি মানুষের মাঝে এখন সংঘাতও বেড়ে গেছে। কলাগাছের মতো করে দিনে দুপুরে মানুষ

---

[৩২৫] মাওকুফ।

কুপিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। এভাবেই সব জায়গায় অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ছে আর মানুষও তার ফল ভোগ করছে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا ظَهَرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ، وَإِذَا طَفَّفُوا الْمِكْيَالَ أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ، وَإِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْمَطَرَ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمَا نَزَلَتْ قَطْرَةٌ، وَإِذَا جَاوَزُوا فِي الْحُكْمِ تَعَادَوْا بَيْنَهُمْ، وَإِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَإِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَشْرَارَهُمْ، ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ.

[৩২৬] জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন ব্যভিচার বেড়ে যাবে, তখন আকস্মিক মৃত্যু প্রকাশ পাবে। যখন তারা মাপে কম দেবে, আল্লাহ তাদেরকে অনাবৃষ্টি দিয়ে পাকড়াও করবেন। যখন তারা জাকাত দিতে অস্বীকার করবে, আল্লাহ তাদের বৃষ্টি বন্ধ করে দেবেন। যদি চতুষ্পদ জন্তু না থাকত, তবে একটি ফোঁটাও তাদের ওপর বর্ষিত হতো না। যখন তারা বিচারের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করবে, তখন তাদের মধ্যে শত্রুতা দেখা দেবে। যখন তারা চুক্তি ভঙ্গ করবে, তাদের ওপর আল্লাহ তাদের শত্রু চাপিয়ে দেবেন। যখন তারা সৎ কাজে আদেশ অসৎ কাজে বাধা প্রদান ছেড়ে দেবে, তখন তাদের নিকৃষ্টদেরকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। এরপর তাদের নেককারগণ দুআ করবেন, তবে তাদের দুআ কবুল করা হবে না।[৩২৬]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ عَاشِرَ عَشَرَةِ رَهْطٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَابْنُ عُمَرَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خِصَالا إِنِ ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ، لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلا فَشَا بَيْنَهُمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمَوْتَةِ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلا مُنِعُوا

---

৩২৬ হাদিসটির অধিকাংশ বিষয়ে একাধিক শাহিদ (সমার্থক) হাদিস পাওয়া যায়।

الْمَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَمَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلا جَعَلَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ.

[৩২৭] ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মসজিদে আমি দশজনের একটি দলের একজন ছিলাম। তাঁরা হলেন, আবু বকর রা., উমর রা., উসমান রা., আলি রা., ইবনে মাসউদ রা., মুআজ বিন জাবাল রা., হুজাইফা বিন ইয়ামান রা., আব্দুর রহমান বিন আওফ রা., আবু সাইদ রা. ও (আমি) ইবনে উমর রা.। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দিকে মনোনিবেশ করে বললেন, হে মুহাজিরগণ, কিছু অভ্যাসে যখন তোমরা আক্রান্ত হবে, (তখন তোমরা ভয়ংকর ক্ষতির শিকার হবে।) আর সেগুলোতে তোমাদের লিপ্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কোনো জাতির মাঝে যখন অশ্লীলতা প্রকাশ পাবে; এমনকি তা প্রকাশ্যে করতে থাকবে, তখন তাদের মাঝে মহামারী ও এমন রোগব্যধি দেখা দেবে, যা কিনা তাদের পূর্ববর্তীদের মাঝে ছিল না। তারা যখন পরিমাপে কম দেবে, তখন তাদেরকে অনাবৃষ্টি ও কঠিন মৃত্যু গ্রাস করবে। তারা যখন তাদের সম্পদের জাকাত প্রদান বন্ধ করে দেবে, আসমান থেকে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যাবে। যদি চতুষ্পদ জন্তু না থাকত, তবে একটি ফোঁটাও বর্ষণ হতো না। যখন তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তাদের ওপর তাদের শত্রুদের চাপিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি তাদের নেতৃবর্গ আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা না করে এবং আল্লাহর অবতীর্ণ করা বিধান গ্রহণ না করে, তবে মহান আল্লাহ তাদের নিজেদের মাঝে সংঘাত বাঁধিয়ে দেবেন।[৩২৭]

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُ : كَانَ يُقَالُ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ، وَلَكِنْ إِذَا عُمِلَ الْمُنْكَرُ جِهَارًا اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ.

[৩২৮] ইসমাইল বিন আবি হাকিম রহ. বলেন, তিনি উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.কে বলতে শুনেছে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই বিশেষ লোকদের গুনাহের

---

[৩২৭] হাসান। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০১৯

কারণে ব্যাপকভাবে সবাইকে শাস্তি দেন না। তবে অপছন্দনীয় কাজ যখন প্রকাশ্যে হতে থাকে, তখন সবাই শাস্তির উপযুক্ত বিবেচিত হয়।[৩২৮]

عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ مَنْ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَعَزُّ مِنْهُ وَأَمْنَعُ فَلَمْ يُغَيِّرُوا، إِلا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ.

[৩২৯] মুনজির ইবনে জারির রহ. তার বাবা জারির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে জাতির জনসম্মুখে প্রকাশ্যে গুনাহ করা হয় এবং তারা সেখানে শক্তি প্রয়োগ ও বাধাদানে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিকার না করে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আজাবে নিপতিত করেন।[৩২৯]

নোট : আমরা গুনাহে বাধা না দিতে দিতে এখন একথা বুঝতেও অক্ষম হয়ে গেছি যে, গুনাহ কাকে বলা হয়! কোনটি গুনাহ আর কোনটি গুনাহ নয়! স্কুল-কলেজের সেক্যুলার শিক্ষাকে কি কেউ শরিয়ত-বহির্ভূত মনে করে? এসব প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েকে একত্রে বসে থাকতে বা কথাবার্তা বলতে দেখে কেউ যদি তাদেরকে বলে, তোমরা গুনাহ কেন করছ, তারা কি তা মোটেও বুঝবে যে, আমরা আবার কী গুনাহ করলাম? এসবকে কি তারা গুনাহ মনে করে? রাস্তার পাশে বিলবোর্ডে উলঙ্গ নারীর ছবি দেখা হয়তো কেউ গুনাহ ভাবলেও ভাবতে পারে। কিন্তু তা টাঙানো বা টাঙানোর জন্য সুযোগ করে দেওয়া, সে জায়গা ভাড়া দেওয়াকে কি কেউ গুনাহ মনে করে? আজ তো আমরা গুনাহের পরিচয়ই ভুলে গেছি, তাহলে কোথায় বাধা দেবে? এখানে একটি কথা বলতে খুব মন চাইছে, আমাদের অবস্থা তো এমন যে, এসবে বাধা দেওয়া কি আমার কাজ? এমন এক ভাবনাই আমাদের মনমগজে জায়গা করে নিয়েছে। ভাবী, বাধা না দিলে তো আমরা ইসলাম থেকেই বের হয়ে যাইনি! এভাবেই আমরা এমন একটি প্রজন্ম দেখতে চলেছি, যারা গুনাহ কী জিনিস, বুঝতেই পারবে না। কী ভয়ংকর এক সময় আসতে চলেছে আমাদের সামনে! আল্লাহর কাছে আমরা সকল ফিতনা থেকে পানাহ চাই।

---

[৩২৮] মাকতু, উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.-এর বক্তব্য। এর পক্ষে পরবর্তী হাদিসগুলোতে সমর্থন পাওয়া যায়।

[৩২৯] হাসান। সুনানু আবি দাউদ : ৪৩৩৯; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০০৯

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُعْمَتَّكُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ.

[৩৩০] হুজাইফা বিন ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। নতুবা তোমরা সবাই আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাবের সম্মুখীন হবে। এরপর তোমরা আল্লাহর কাছে দুআ করবে, কিন্তু তোমাদের দুআ কবুল করা হবে না।[৩৩০]

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ تَحْتَ يَدِ اللَّهِ وَفِي كَنَفِهِ مَا لَمْ يُمَالِ قُرَّاؤُهَا أُمَرَاءَهَا، وَلَمْ يُزَكِّ صُلَحَاؤُهَا فُجَّارَهَا، وَمَا لَمْ يَشْتِمْ خِيَارُهَا أَشْرَارَهَا، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ رَفَعَ اللَّهُ الْكَرِيمُ عَنْهُمْ يَدَهُ، ثُمَّ سَلَّطَ عَلَيْهِمْ جَبَابِرَتَهُمْ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وَضَرَبَهُمْ بِالْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ، وَمَلَأَ قُلُوبَهُمْ رُعْبًا.

[৩৩১] হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার এই উম্মত ততদিন পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য ও তাঁর সমর্থনের গণ্ডিতেই থাকবে, যতদিন না তাদের কারিগণ (কুরআন-সুন্নাহর বিজ্ঞ আলিমগণ) আমিরদের প্রতি ঝুঁকে পড়বে, তার নেককারগণ পাপাচারীদের প্রশংসায় লিপ্ত না হবে, তাদের উত্তমেরা মন্দদের গালিগালাজ না করবে। যখন তারা এসব করবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উপর থেকে তাঁর সাহায্য ও সমর্থন তুলে নেবেন। এরপর তাদের ওপর অত্যাচারীদের চাপিয়ে দেবেন, যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে প্রতিযোগিতা করবে। আল্লাহ তাদেরকে দারিদ্র্য ও অভাব অনটনে ফেলে দেবেন এবং তাদের অন্তরে শত্রুর ভয় ঢুকিয়ে দেবেন।[৩৩১]

নোট : বর্তমানে আজ অধিকাংশ আলিমই রাজদরবারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। একটু লাভ বা একটি দাওয়াত পাওয়া যায় কি না, তার জন্য কি আমাদের আলিমগণ অতিশয় আগ্রহী হয়ে ওঠেননি? সমাজে আজ যারা নেককার হিসেবে পরিচিত, যাদেরকে বেশিরভাগ মানুষ বুজুর্গ ও আল্লাহওয়ালা ভাবে, তারা আজ পাপাচারী, আল্লাহদ্রোহী নেতাকর্মীদের প্রশংসায় লিপ্ত। তাদের কেউ মারা গেলে

---

[৩৩০] হাসান। সুনানুত তিরমিজি : ২২৭৩
[৩৩১] মুরসাল।

শোকাহত হয়ে পড়েন এবং তাদের জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করেন। আর সমাজে দ্বীনদার বলে পরিচিত অনেক লোককেই দেখা যায়, ভিন্ন মতাবলম্বী ও মন্দ লোকদের গালিগালাজ করে; অথচ এটা সঠিক কর্মপন্থা নয়। হাদিস থেকে বোঝা যায়, ভালো লোকদের জন্য মন্দদেরকে গালিগালাজ করা কোনো ভালো কাজ নয়। এভাবে আমরা যখন এসব বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করেছি, তখন আল্লাহও আমাদের ওপর জালিম ও অত্যাচারী শাসক চাপিয়ে দিয়েছেন, যারা আমাদেরকে বিভিন্ন কৌশলে শাস্তি দিয়ে যাচ্ছে। হক্কানি ও তাওহিদপন্থী আলিমদেরকে জেলে দিচ্ছে বা গুম করে দিচ্ছে। মোটকথা, তাদের অত্যাচারে এখন সবাই আতঙ্কিত। অথচ এটা ছিল আমাদের হাতের কামাই। অতএব আমাদের সবার উচিত, তাওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসা।

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَهْلَكَتْنَا الضَّبُعُ، قَالَ : لَأَنَا لِفِتَنِ الضَّبُعِ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ، إِذَا صُبَّتِ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ صَبًّا، فَيَا لَيْتَ أُمَّتِي لَا يَلْبَسُونَ الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ.

[৩৩২] ইয়াজিদ বিন আবি জিয়াদ রা. বলেন, এক গ্রাম্য লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আগমন করল। সে বলল, আমাদেরকে হায়েনা ধ্বংস করেছে। তিনি বললেন, আমি তোমাদের জন্য হায়েনার বিপদের চেয়েও বেশি ভয় করি, যখন তোমাদের সামনে দুনিয়া ঢেলে দেওয়া হবে। আফসোস, আমার উম্মত যদি রেশমি কাপড় ও স্বর্ণ পরিধান না করত![৩৩২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَيَفْشُوَنَّ الْفَالِجُ حَتَّى يَتَمَنَّوْا مَكَانَهُ الطَّاعُونَ.

[৩৩৩] আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অবশ্য অবশ্যই পক্ষাঘাত রোগ ছড়িয়ে পড়বে; এমনকি একপর্যায়ে (অসহ্য হয়ে) লোকেরা এর পরিবর্তে মহামারী কামনা করবে।[৩৩৩]

عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ بَدَأَ نُبُوَّةً وَرَحْمَةً، وَإِنَّهُ كَائِنٌ رَحْمَةً وَخِلَافَةً، وَإِنَّهُ كَائِنٌ مُلْكًا عَضُوضًا وَعُتُوًّا وَجَبْرِيَّةً وَفَسَادًا فِي الْأُمَّةِ،

---

[৩৩২] মুদাল, ইয়াজিদ ইবনু আবি জিয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি সরাসরি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি একজন তাবিয়ি।

[৩৩৩] খুবই দুর্বল। মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক : ৬৭৮০; আল-কামিল, ইবনু আদি : ২/৭০৫

يَسْتَحِلُّونَ الْخُمُورَ وَالْحَرِيرَ وَالْفُرُوجَ، يُنْصَرُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَيُرْزَقُونَ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْقَوُا اللَّهَ.

[৩৩৪] ইবনে সাবিত রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই ক্ষমতা প্রকাশ হয়েছে নবুওয়াত ও রহমত হিসেবে। এরপর তা রহমত ও খিলাফত হিসেবে প্রবর্তিত হবে। অতঃপর তা শক্তিশালী বাদশাহি, ঔদ্ধত্য, অত্যাচার ও উম্মতের মাঝে বিপর্যয় হিসেবে প্রকাশ পাবে। তারা মদ, রেশমি কাপড় ও ব্যভিচারকে বৈধ ভাববে। তাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করা হবে এবং তারা তা প্রাপ্তও হবে; এমনকি তারা আল্লাহর সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাতে মিলিত হবে (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত তারা এভাবেই থাকবে)।[৩৩৪]

নোট : বাস্তবে তেমনটিই ঘটেছে, যেভাবে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াতি শাসনব্যবস্থার পর এসেছে খিলাফতব্যবস্থা। এরপর আসল বাদশাহি যুগ, আর এখন তো চলছে জালিমদের রাজত্ব। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় পার্লামেন্ট সদস্যদের ভোটে তারা মদ, ব্যভিচার, গান-বাজনাসহ সব ধরনের হারামকে হালাল করে নিচ্ছে। আর এ ব্যাপারে তাদের পক্ষে সবার সাপোর্টও আছে। এমনকি নামধারী অনেক আলিমও তাদের এসব কুফরি কর্মকাণ্ডের পক্ষে সাফাই গায় এবং এটাকে ইসলামের আদলে শাসনব্যবস্থা বলে মনে করে থাকে। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিকা।

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي أَرَاكُمْ تَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الآيَةَف يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ إِذَا عُمِلَ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي فَلَمْ يُغَيِّرُوا أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابٍ.

[৩৩৫] কায়িস বিন আবি হাজিম রহ. বলেন, আমি আবু বকর রা.-কে বলতে শুনেছি, হে মানুষেরা, আমি তোমাদেরকে এই আয়াতটি ব্যাখ্যা করতে দেখছি : 'হে ইমানদারগণ, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করো। যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তোমরা হিদায়াতের ওপর অটল থাকো।' আমি অবশ্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[৩৩৪] সহিহ, মুরসাল। তবে ...ينصرون على ذلك (তাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করা হবে...) বাক্যটুকু সহিহ'র মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়।

ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যখন মানুষদের মাঝে গুনাহের চর্চা চলতে থাকে; কিন্তু তারা তাতে বাধা দেয় না, অচিরেই আল্লাহ তাদের সকলকে আজাবে নিপতিত করবেন।[৩৩৫]

عَنْ قَيْسٍ، قَالَ : قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ، وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوا أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ.

[৩৩৬] কায়িস বিন আবি হাজিম রহ. বলেন, আবু বকর রা. আমাদের মাঝে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে মানুষেরা, তোমরা তো এই আয়াত পড়ো : 'হে ইমানদারগণ, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করো। যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তোমরা হিদায়াতের ওপর অটল থাকো।' আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, মানুষ যখন মন্দ কাজ দেখেও তাতে বাধা দেবে না, অচিরেই আল্লাহ তাদের সকলকে আজাবে নিপতিত করবেন।[৩৩৬]

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : إِنَّ النَّاسَ يَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ، وَلا يَدْرُونَ كَيْفَ مَوْضِعُهَا : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ، يَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ، وَرَأَوْا ظَالِمًا فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ.

[৩৩৭] কায়িস বিন আবি হাজিম রহ. বলেন, আমি আবু বকর রা.-কে মিম্বরের ওপর বলতে শুনেছি, মানুষেরা এই আয়াতটি পাঠ করছে, কিন্তু তারা জানে না তা প্রয়োগের আসল স্থান কী। আয়াতটি হলো, 'হে ইমানদারগণ, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করো। যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তোমরা হিদায়াতের ওপর অটল থাকো।' আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, মানুষ যখন মন্দ কাজ দেখেও তাতে বাধা দেবে না এবং জালিমকে দেখে তার হাত

---

[৩৩৫] সহিহ। সুনানু আবি দাউদ : ৪৩৩৮; সুনানুত তিরমিজি : ২২৭১; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০০৫

[৩৩৬] প্রাগুক্ত।

চেপে ধরবে না, তাহলে অচিরেই আল্লাহ তাদের সকলকে আজাবে নিপতিত করবেন।[৩৩৭]

নোট : আজ আমরা যারা নিজেদেরকে ইমানদার দাবি করছি, তারা কি এ আয়াতের ওপর আমল করতে পারছি? আমরা কি নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারছি? সমাজের আর দশজন যেভাবে ওইসব গুনাহে জড়িত আমরাও তাতে জড়িয়ে পড়ছি। আর এ কারণেই যখন কোনো আজাব এসে পড়ছে, আমরা কেউই রেহাই পাচ্ছি না। আমাদের দুআগুলোও কবুল করা হচ্ছে না। তাই বুঝতে হবে এসবের পেছনে কারণ কী? অনেক সময় তো এমনও হচ্ছে যে, আমরা বুঝতেই পারছি না আমাদের মাঝে গুনাহের চর্চা কীভাবে হচ্ছে। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।

---

[৩৩৭] প্রাগুক্ত।

ভূমিধস, পাথর বর্ষণ, চেহারা বিকৃতি ও ভূমিকম্প

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ وَمَسْخٌ.

[৩৩৮] আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে ভূমিধস, পাথর বর্ষণ, ভূমিকম্প ও চেহারা বিকৃতি দেখা দেবে।[৩৩৮]

নোট : ভূমিধস, পাথর বর্ষণ ও চেহারা বিকৃতির ঘটনা মাঝেমধ্যে কোথাও ঘটলেও ইদানিং ভূমিকম্প কিন্তু অধিকহারে দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশে ভূমিকম্পের কারণে জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কথা শোনা যাচ্ছে। গুনাহ ও অশ্লীলতা যে হারে বাড়ছে, সম্ভবত শীঘ্রই অন্যান্য আজাবও ব্যাপকভাবে আপতিত হতে শুরু করবে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّهُ كَائِنٌ قَذْفٌ وَمَسْخٌ وَخَسْفٌ، قِيلَ : وَيَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ؟ قَالَ : نَعَمْ، إِذَا ظَهَرَ فِيهِمُ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَالْحَرِيرُ وَالْخَمْرُ.

[৩৩৯] আব্দুর রহমান বিন সাবিত রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অবশ্যই পাথর বর্ষণ, চেহারা বিকৃতি ও ভূমিধস দেখা দেবে। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য দেওয়া সত্ত্বেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন তাদের মাঝে গায়িকা, নানা বাদ্যযন্ত্র, রেশমি কাপড় ও মদের প্রচলন শুরু হবে।[৩৩৯]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ أَوْ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ، قَالُوا : وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَكَثُرَتِ الْقِيَانُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ.

[৩৪০] ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার এই উম্মতের মাঝে ভূমিধস, পাথর বর্ষণ ও চেহারা বিকৃতি হবে। সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, তা কখন হবে, হে

---

[৩৩৮] সহিহ। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৫৯

[৩৩৯] সহিহ, মুরসাল। সহিহুল জামিইস সাগির : ৫৩৪৩

আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, যখন তাদের মাঝে নানা বাদ্যযন্ত্র, গায়িকা ও মদপানের প্রচলন শুরু হবে।[৩৪০]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.

[৩৪১] আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই উম্মতের মধ্যে অবশ্যই ভূমিধস, চেহারা বিকৃতি ও পাথর বর্ষণ দেখা দেবে। প্রশ্ন করা হলো, আমাদের মাঝে নেককার বান্দাগণ থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন পাপাচার বেড়ে যাবে।[৩৪১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ ذُكِرَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَسْفٌ قِبَلَ الْمَشْرِقِ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْخَسْفُ بِأَرْضٍ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ؟ قَالَ : نَعَمْ، إِذَا كَانَ أَكْثَرَ عَمَلِ أَهْلِهَا الْخَبَثُ.

[৩৪২] আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম এর জমানায় প্রাচ্যে ভূমিধসের কথা আলোচনা করা হলো। কেউ একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, এমন ভূমিতেও কি ভূমিধস হবে, যেখান মুসলমান থাকবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন তার অধিবাসীদের অধিকাংশ কর্ম হবে মন্দ।[৩৪২]

নোট : এসব হাদিস থেকে বুঝা যায়, এ ধরনের আজাব মুসলমানদের এলাকায়ও আসতে পারে, যখন গুনাহের মাত্রা বেড়ে যাবে। বর্তমানে মুসলামানদের মাঝে গুনাহের মাত্রা কী পরিমাণে যে বেড়ে গেছে, তা সচেতন কারও অজানা নয়! একটি হাদিসে এসেছে, যদি কোথাও ব্যাপক শাস্তি আসে আর সেখানে কোনো দ্বীনদার পরহেজগার ব্যক্তি থাকে, তবে সে শাস্তি তাকেও গ্রাস করবে, অবশ্য সে ব্যক্তিগতভাবে অপরাধী না হলে তার নিয়ত বা অবস্থানের ভিত্তিতে পরকালে সে মুক্তি পেয়ে যাবে। আবার মুসলমানদের অবস্থা যদি এমন হয়, কোথাও কোনো অন্যায় পাপাচার দেখলে কোনো প্রকারের বাধা দেয় না, তবে সেখানেও সবাইকে গ্রাস করা হয়। অতঃপর যদি

---

[৩৪০] সহিহ। সুনানুত তিরমিজি : ২৩২৩
[৩৪১] সহিহ। সুনানুত তিরমিজি : ২২৯৪
[৩৪২] প্রাগুক্ত।

তাদের শিরকমুক্ত সঠিক ইমান থাকে, তবে পরকালে সে মুক্তি পেয়ে যাবে। সামনে এ বিষয়ে হাদিস আসছে।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صُحَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لَيُخْسَفَنَّ بِقَبَائِلَ مِنْ أُمَّتِي، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَعَرَفْتُ أَنَّ الْقَبَائِلَ تُدْعَى إِلَى الْعَرَبِ، وَأَنَّ الْعَجَمَ تُدْعَى إِلَى قُرَاهَا.

[৩৪৩] আব্দুর রহমান বিন সুহার রহ. তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের কয়েকটি গোত্রকে জমিনে ধসিয়ে দেওয়া হবে। আব্দুর রহমান রহ. বলেন, অতঃপর আমি বুঝতে পারলাম যে, গোত্র বলে আরবদেরকে বোঝানো হয় আর অনারবদেরকে তাদের গ্রাম বা জনপদের নাম উল্লেখ করে বোঝানো হয়।[৩৪৩]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَيُخْسَفَنَّ بِقَوْمٍ يَغْزُونَ هَذَا الْبَيْتَ بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِمُ الْكَارِهُ؟ قَالَ : يُبْعَثُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى نِيَّتِهِ.

[৩৪৪] উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই বাইতুল্লাহর সাথে যুদ্ধে জড়াবে এমন একটি গোত্রকে বাইদা নামক অঞ্চলে ধসিয়ে দেওয়া হবে। উম্মে সালামা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, যদি তাদের মধ্যে কেউ তা অপছন্দ করে, তবে তার ব্যাপারে কী বলেন? তিনি বললেন, হাশরের দিন প্রত্যেককে তার নিয়তের ওপর ভিত্তি করেই উত্থান ঘটানো হবে।[৩৪৪]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يُخْسَفُ بِجَيْشٍ بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ.

[৩৪৫] উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বাইদা নামক এলাকায় একটি বাহিনীকে ধসিয়ে দেওয়া হবে।[৩৪৫]

নোট : এ হাদিসসহ সামনের আরও বেশ কিছু হাদিসে বাইদা নামক এলাকায় একটি বাহিনীকে ধসিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ বাহিনীটি হবে ইমাম

---

[৩৪৩] সনদ দুর্বল।

[৩৪৪] সহিহুল বুখারি : ২১১৮; সহিহ মুসলিম : ২৮৮৪

[৩৪৫] প্রাগুক্ত।

মাহদির বিরুদ্ধে প্রেরিত সুফিয়ানি বাহিনী। বাইদা হলো মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম। সেই বাহিনীটি যখন এ এলাকায় আসবে তখন তাদের সবাইকে নিয়ে জমিন ধসে যাবে। তাদের মধ্যে কেবল দু'জন লোক জীবিত থাকবে। এরা তাদের নেতাকে গিয়ে পুরো ঘটনার বিবরণ তুলে ধরবে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা অন্য হাদিসে এসেছে।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَرَأَى رَجُلا عَلَى رَحْلِهِ مِنْ هَذَا الْخَزِّ الْمُوَشَّى لَهُ هَيْئَةٌ، فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ : وَاللَّهِ لَيُخْسَفَنَّ، أَوْ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَوْمٍ ذَوِي زِيٍّ بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ.

[৩৪৬] মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কার এক রাস্তায় আমি ইবরাহিম বিন মুহাম্মাদ রহ.এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে তার বাহনে মূল্যবান রেশমের কাপড়ে সুসজ্জিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, আমি আবু হুরাইরা রা.-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম! অবশ্যই ভূমিতে ধসিয়ে দেওয়া হবে। অথবা বললেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না বাইদা নামক স্থানে সুসজ্জিত একটি দলকে জমিনে ধসিয়ে দেওয়া হবে।[৩৪৬]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَقَذْفٌ، قَالُوا : مَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ : إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ، وَكَثُرَتِ الْقِيَانُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ.

[৩৪৭] আব্দুর রহমান বিন সাবিত রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মাঝে ভূমিধস ও পাথর বর্ষণের ঘটনা ঘটবে। সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, তা কখন হবে, হে আল্লাহ রাসুল? তিনি বললেন, যখন নানাপ্রকারের বাদ্যযন্ত্র দেখা যাবে, গায়িকাদের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং মদ পান করা হবে।[৩৪৭]

---

[৩৪৬] মাওকুফ। মুজামু ইবনিল আরাবি : ৩১৬৩

[৩৪৭] সহিহ, মুরসাল। এটি মারফু সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। সুনানুত তিরমিজি : ২৩২৩

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صُحَارٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ، يُقَالُ : مَنْ بَقِيَ مِنْ بَنِي فُلانٍ، فَعَرَفْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْعَرَبَ، لأَنَّ الْعَجَمَ إِنَّمَا تُنْسَبُ إِلَى قُرَاهَا.

[৩৪৮] আব্দুর রহমান বিন সাহহার আবদি রহ. তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না কয়েকটি গোত্রকে এমনভাবে ধসিয়ে দেওয়া হবে যে, বলাবলি করা হবে, অমুক গোত্রের আর কে বেঁচে আছে? (গোত্র বলায়) আমরা বুঝতে পারলাম যে, তিনি আরবদেরকে বুঝিয়েছেন। কারণ, অনারবদেরকে তাদের এলাকার দিকে সম্বোন্ধিত করা হয়।[৩৪৮]

নোট : এ হাদিসে আরবের বিভিন্ন গোত্রকে ভূমিতে ধসিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটার কারণও গুনাহের আধিক্য। আজাবের তীব্রতা এত বেশি হবে যে, সে এলাকায় আর কোনো মানুষই বেঁচে থাকবে না। অন্যান্য এলাকার লোকেরা এসে বলবে, এদের মধ্যে কেউ কি আর বেঁচে আছে? অর্থাৎ ধ্বংসের ভয়াবহতায় বুঝা যাবে যে, স্বাভাবিকভাবে সবাই-ই মারা গেছে। এজন্য সবাই এভাবে বলাবলি করবে।

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ مِنْ حَجْلَتِهِ إِلَى حُشِّهِ فَمُسِخَ قِرْدًا، ثُمَّ رَجَعَ يَبْتَغِي مَجْلِسَهُ وَيَفِرُّ مِنْهُ أَهْلُهُ؟.

[৩৪৯] হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তখন তোমাদের কী অবস্থা হবে, যখন তোমাদের কেউ তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে উটের পালের দিকে যাবে, অতঃপর তাকে বানরের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হবে? এরপর সে তার সঙ্গীদের আসরে ফিরে আসতে চাইলে তার পরিবারের লোকেরা সবাই তার থেকে পালিয়ে যাবে।[৩৪৯]

নোট : চেহারা বিকৃতি হওয়া সত্ত্বেও পরিবারের লোকের কাছে ফিরে আসার কারণ হলো, সে হয়তো তার চেহারা বিকৃতির বিষয়টি বুঝতে পারবে না কিংবা এটা হতে পারে যে, তাদেরকে তার সমস্যার কথা বলতে আসতে চাইবে। কিন্তু তার ভয়ংকর চেহারা দেখে সবাই পালিয়ে যাবে।

---

[৩৪৮] সনদ দুর্বল।

[৩৪৯] সনদ অত্যন্ত দুর্বল, মাওকুফ।

عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تُبْنَى مَدِينَةٌ بَيْنَ دِجْلَةَ وَدُجَيْلَ وَالصَّرَاةِ وَقُطْرُبُلَّ يَجْتَمِعُ فِيهَا خَزَائِنُ الأَرْضِ، يُخْسَفُ بِهَا، فَلَهِيَ أَسْرَعُ ذَهَابًا فِي الأَرْضِ مِنَ الْحَدِيدِ أَوِ الْحَدِيدَةِ فِي الأَرْضِ الْخَوَّارَةِ.

[৩৫০] জারির রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দজলা ও দুজাইল, সারাত ও কুতরুবুল্লার মাঝে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করা হবে। সেখানে পৃথিবীর ধনাগারগুলো সব একত্র হবে, যা সব জমিনে ধসিয়ে দেওয়া হবে। আর তা জমিনে লোহার চেয়েও বা নরম ভূমিতে লাঙ্গলের ফলার চাইতেও দ্রুত মাটিতে ডেবে যাবে।[৩৫০]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مُسِخَتْ أُمَّةٌ قَطُّ فَتَكُونَ لَهَا نَاسِلَةٌ.

[৩৫১] আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো জাতির চেহারা বিকৃতি ঘটলে তাদের আর বংশপরম্পরা হয় না।[৩৫১]

নোট : বংশপরম্পরা যেহেতু মানবজাতির জন্য সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপার, তাই আল্লাহর আজাবে পশুতে রূপান্তরিত লোকদের আর বংশপরম্পরা বাকি থাকেনি।

---

[৩৫০] মওজু। আল-মাওজুআত, ইবনুল জাওজি : ২/৬২-৬৮

[৩৫১] সহিহ। সহিহুল জামিইস সাগির : ৫৫৪৯

প্লেগ মহামারি

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ : مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ.

[৩৫২] আমর বিন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি উসামা বিন জাইদ রা.-কে বললেন, আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্লেগ সম্পর্কে কী বলতে শুনেছেন? উসামা বিন জাইদ রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্লেগ হচ্ছে একটি আজাব, যা আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইল অথবা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর পাঠিয়েছিলেন। যখন কোনো এলাকায় প্লেগের কথা শুনবে, তখন তোমরা আর সেখানে প্রবেশ কোরো না। আর যখন কোনো অঞ্চলে তা দেখা দেবে, যদি তোমরা সেখানে থাকো, তাহলে পলায়ন করার উদ্দেশ্যে তোমরা সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না।[৩৫২]

سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الطَّاعُونُ رِجْزٌ وَعَذَابٌ عُذِّبَ بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، وَإِنْ وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ.

[৩৫৩] সাদ বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্লেগ হলো একটি আজাব, যা দ্বারা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে আজাব দেওয়া হয়েছে। যখন তা কোনো অঞ্চলে দেখা দেবে, যদি তোমরা সেখানে থাকো, তাহলে তোমরা সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না। আর যদি কোনো অঞ্চলে তা ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে তোমরা পূর্ব হতে ছিলে না, তবে তোমরা তার দিকে অগ্রসর হয়ো না।[৩৫৩]

---

[৩৫২] সহিহুল বুখারি : ৩৪৭৩, ৫৭২৮, ৬৯৭৪; সহিহু মুসলিম : ২২১৮

[৩৫৩] সহিহুল বুখারি : ৫৭২৮, ৬৯৭; সহিহু মুসলিম : ২২১৮

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا.

[৩৫৪] জাইদ বিন সাবিত রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা কোনো জায়গায় প্লেগের প্রাদুর্ভাবের কথা শুনবে, তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে না। আর তোমরা যেখানে অবস্থান করছ, সেখানে যদি তা ছড়িয়ে পড়ে, তবে তোমরা সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না।[৩৫৪]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ.

[৩৫৫] আব্দুর রহমান রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা কোনো এলাকায় প্লেগের কথা শুনবে, তোমরা সেখানে প্রবেশ কোরো না। আর তোমরা যেখানে অবস্থান করছ, সেখানে যদি তা ছড়িয়ে পড়ে, তবে তোমরা সেখান থেকে পলায়ন করার উদ্দেশ্যে চলে যেয়ো না।[৩৫৫]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا بَلَغَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ.

[৩৫৬] আব্দুল্লাহ বিন আমির বিন রাবিআ রা. থেকে বর্ণিত, উমর রা. শাম অঞ্চলের উদ্দেশ্যে বের হলেন। যখন তিনি সারগ নামক অঞ্চলে পৌঁছলেন, তখন শামে মহামারী ছড়িয়ে পড়ার কথা শুনতে পেলেন। আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. তাকে বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা কোনো এলাকায় প্লেগ/মহামারীর কথা শুনবে, তোমরা সেদিকে অগ্রসর হয়ো না। আর তোমরা যেখানে অবস্থান করছ, সেখানে যদি

---

[৩৫৪] সহিহুল বুখারি : ৫৭৩০, ৬৯৭৩; সহিহু মুসলিম : ২২১৯

[৩৫৫] প্রাগুক্ত।

তা ছড়িয়ে পড়ে, তবে তোমরা সেখান থেকে পলায়ন করার উদ্দেশ্যে চলে যেয়ো না। অতঃপর উমর রা. সারগ থেকে ফিরে গেলেন।[৩৫৬]

নোট : অগ্রসর না হওয়ার কারণ হচ্ছে, জেনে-বুঝে কোনো বিপদে পা বাড়ানোতে কোনো উপকার নেই, বিশেষত যেখানে অন্য কোনো উপায় গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। আবার আপনি যেখানে আছেন, সেখানে যদি কোনো বিপদ বা মহামারি দেখা দেয়, তবে সেখান থেকে পলায়ন করাও ঠিক নয়। কারণ, এতে আক্রান্ত এলাকার অন্যান্য লোক মনোবল হারিয়ে ফেলতে পারে। তারা নিজেদেরকে অসহায় মনে করবে। এমন হতে পারে যে, তাদেরকে দেখাশোনা ও শুশ্রূষা করারও কেউ থাকবে না। তাই সে এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্রে চলে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ : وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : إِنَّ هَذَا الرِّجْزَ قَدْ وَقَعَ، فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ، فَقَامَ مُعَاذٌ، فَقَالَ : بَلْ هُوَ شَهَادَةٌ وَرَحْمَةٌ وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

[৩৫৭] আবু কিলাবা রা. থেকে বর্ণিত, শামের মধ্যে প্লেগ ছড়িয়ে পড়লে আমর বিন আস রা. বললেন, এই আজাব ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং তোমরা তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও। তখন মুআজ রা. দাঁড়িয়ে বললেন, বরং এটা তো শাহাদাত, রহমত ও তোমাদের নবির দুআ।[৩৫৭]

নোট : কোথাও কোনো অঞ্চল প্লেগের আজাবে আক্রান্ত হলে সেখানে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। আবার যেখানে আক্রান্ত হয়েছে, সে এলাকায় নিজে উপস্থিত থাকলে সে এলাকা ত্যাগ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। ইমান ও সবরের সাথে থাকার দরুন প্লেগে যদি কারও মৃত্যু হয়, তবে সে শহিদ হিসেবে গণ্য হবে, তার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে এবং সে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুআ পাবে, যা তিনি এ মহামারীতে আক্রান্ত লোকদের জন্য করেছেন।

---

[৩৫৬] প্রাগুক্ত।

[৩৫৭] সহিহ, মাওকুফ। সহিহুল বুখারি : ২৮৩০, ৫৭৩২; সহিহু মুসলিম : ১৯১৬

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، سُئِلَ عَنِ الطَّاعُونِ يَقَعُ بِأَرْضٍ، أَيُتَنَحَّى عَنْهُ؟ قَالَ : نَعَمْ، إِلا أَنْ يَكُونَ غَازِيًا.

[৩৫৮] ইয়াহইয়া বিন সাইদ রহ. বর্ণনা করেন, কাসিম বিন মুহাম্মাদ রহ.কে তাউন ছড়িয়ে পড়া এলাকা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে, সেখান থেকে কি অন্যত্রে চলে যাওয়া যাবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে কেউ গাজি হতে চাইলে যেন না যায়।[৩৫৮]

নোট : পূর্বের হাদিসগুলোতে এলাকা ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে; অথচ এখানে ত্যাগ করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে! সমাধান কী? মূল বিষয় হলো, আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে নিজের এলাকা ত্যাগ না করা, যেমনটি অধিকাংশ হাদিসে এসেছে। তবে যদি অন্য কোনো ওজর থাকে, যেমন ইমান এতটাই দুর্বল যে, এখানে থাকার পর যদি সে আক্রান্ত হয়, তাহলে তার মনে এ বিশ্বাস আসতে পারে যে, এখানে থাকার কারণেই সে আক্রান্ত হয়েছে। অথচ এটা বাতিল আকিদা। তাই এমন বাতিল আকিদা থেকে বাঁচাতে আক্রান্ত এলাকা ত্যাগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিংবা এটাও হতে পারে যে, এ নিষেধাজ্ঞা আবশ্যকীয় পর্যায়ের নয়; বরং মানবতার খাতিরে এ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, যেন এলাকা জনশূন্য হয়ে রোগীদের সেবা-শুশ্রূষার পথ রুদ্ধ না হয়ে যায়। তাই কারও প্রয়োজন পড়লে বা অন্য কোথাও যেতে চাইলে জোর করে বাধাও দেওয়া যাবে না। বর্ণনাটির শেষে গাজি হওয়ার কথা বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, থাকাটা আবশ্যকীয় কিছু নয়; বরং সেটা উত্তম ও সাওয়াবপ্রাপ্তির কারণ।

عَنِ الْحَكَمِ وَإِسْمَاعِيلَ، قَالَ : كَانَ مَسْرُوقٌ يَخْرُجُ مِنَ الطَّاعُونِ.

[৩৫৯] হাকাম রহ. ও ইসমাইল রহ. থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, মাসরুক রহ. প্লেগ (আক্রান্ত এলাকা) থেকে অন্যত্রে চলে যেতেন।[৩৫৯]

নোট : ইমাম মাসরুক রহ.ও মনে করতেন যে, এ নিষেধাজ্ঞা আবশ্যকীয় পর্যায়ের নয়। তাই কোথাও প্লেগ দেখা দিলে তিনি সেখান থেকে অন্য কোনো নিরাপদ জায়গায় চলে যেতেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

---

[৩৫৮] মাকতু।
[৩৫৯] মাকতু।

হক দলের অস্তিত্ব

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ.

[৩৬০] সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কোনো চক্রান্তকারী তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলার আদেশ এসে যায়।[৩৬০]

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ.

[৩৬১] সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কোনো বিরোধিতাকারী তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলার আদেশ এসে যায়।[৩৬১]

নোট : হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত পথে দ্বীনকে উঁচু রাখতে সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। নিজের সব স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে হলেও তারা সর্বদা হকের পথে থাকতে চেষ্টা করে। দ্বীনের যখন যেটার প্রয়োজন, সেটার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেয় এবং কোনো সমালোচনাকারীর সমালোচনায় প্রভাবিত হয় না। দ্বীনের জন্য যদি জিহাদ প্রয়োজন হয়, তবে তারা নিজেদের জান-মাল বাজি রেখে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তারা একথা বলে না যে, বর্তমানে স্বশস্ত্র জিহাদের প্রয়োজন নেই। দ্বীনের জন্য যদি হক কথা বলার প্রয়োজন হয়, তবে তারা মেশিনগানের সামনে দাঁড়িয়েও হক কথা বলে যায়। দ্বীনের জন্য যদি হক কথা লিখতে হয়, তবে তাগুতের কোনো প্রলোভনে পড়ে তা থেকে তারা বিরত থাকে না। দ্বীনকে বিজয়ী রাখতে হলে প্রতিটি স্তরেই যেহেতু লোকের প্রয়োজন আছে, সেজন্য আল্লাহ তাআলা এমন কিছু লোক সবখানেই রেখে দেন, যারা সে দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফিক দান করুন।

---

[৩৬০] সহিহু মুসলিম : ১৯২৫

[৩৬১] প্রাগুক্ত।

তবে এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, আজ আমরা সবাই এ প্রবঞ্চনায় আছি যে, আমরাই হচ্ছি সেই বিজয়ী দল। কারণ, আমরা অমুক অমুক বাধার সম্মুখীন হয়েছি, কেউ আমাদের আটকাতে পারেনি। এমন হলেই যে তারা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে দলটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, তা কিন্তু নয়। তাদের আসল পরিচয় তো এমন হওয়ার কথা, যাদের সব কাজ কুরআন-হাদিসের অনুগামী হবে। নিজের কোনো স্বার্থে তারা কুরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যা করবে না। সাহাবায়ে কিরাম যেভাবে নিজেদের সর্বোচ্চ বিলিয়ে দিয়ে দ্বীনকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেভাবে তারাও দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সবকিছু কুরবান করে দেবে। নিজেদের সুবিধা মতো কুরআনকে ব্যাখ্যা করে নিজেদের মত ও স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করবে না। আজ তো আমাদের অনেকে কুফুরি মতবাদ গণতন্ত্রকে গ্রহণ করে তার মাধ্যমে ইসলাম বা ইসলামের স্বার্থ রক্ষা করতে চায়। এ ক্ষেত্রে বিজয়কেও তারা সেই বিজয়ই মনে করে, যা হাদিসে হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত দলটির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। অথচ এটা স্পষ্ট ও প্রমাণিত যে, এর মাধ্যমে কখনোই ইসলামের স্বার্থ রক্ষা হবে না; বরং এটা আগাগোড়া একটি কুফরি ও শিরকি মতবাদ, যার শেকড় কাটার জন্যই ইসলামের আগমন। এভাবে অজ্ঞাতসারে আমরা এমন অনেক কিছুকেই হক ও সত্য মনে করে আসছি, যার সঙ্গে ইসলামের কোনোই সম্পর্ক নেই।

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا يَزَالُ أَهْلُ الْمَغْرِبِ ظَاهِرِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

[৩৬২] সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পশ্চিমের অধিবাসীরা সর্বদা বিজয়ীই থাকবে, যতক্ষণ না কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যায়।[৩৬২]

নোট : পশ্চিমের অধিবাসী বলতে কারা উদ্দেশ্য, এ ব্যাপারে আলিমদের মাঝে মতভেদ আছে। ইমাম নববি রহ. বলেন, আলি ইবনে মাদিনি রহ.এর মতে এর উদ্দেশ্য আরববাসী, কারও মতে পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসী, কারও মতে শামবাসী, আর কারও মতে এখানে উদ্দেশ্য (দ্বীনের ব্যাপারে) কঠোরতা ও দৃঢ়তার অধিকারী লোকজন।

এ হাদিসে 'মাগরিব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, আর সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় 'গারব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। দুটির অর্থই সাধারণত পশ্চিম বুঝায়। তবে গারব শব্দটির আরও একাধিক অর্থ আছে; যেমন শাস্তি বা কঠোরতা এবং বড় বালতি ইত্যাদি। এসব অর্থের বিবেচনায় অনেক আলিম এর বিভিন্ন রকমের

---

[৩৬২] সহিহ মুসলিম : ১৯২৫

ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এগুলোর মধ্য হতে আমাদের কাছে সবচেয়ে উত্তম হলো, 'কঠোরতা ও দৃঢ়তার অধিকারী লোকজন' অর্থটি গ্রহণ করা।

حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ مَسْأَلَةٍ فَانْتَهَرَنِي، ثُمَّ قَالَ : أَكَانَ هَذَا؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ، فَقَالَ : آللَّهِ؟ فَقُلْتُ : آللَّهِ، فَقَالَ : إِنَّ أَصْحَابَنَا أَخْبَرُونَا عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ، لا تُعَجِّلُوا بِالْبَلاءِ قَبْلَ نُزُولِهِ، فَيَذْهَبَ بِكُمْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تُعَجِّلُوا بِالْبَلاءِ قَبْلَ نُزُولِهِ لَمْ يَنْفَكَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ إِذَا سُئِلَ سُدِّدَ، أَوْ قَالَ : وُفِّقَ.

[৩৬৩] সালত বিন রাশিদ রহ. বলেন, আমি তাউস রহ.কে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে বেশ ধমকালেন এবং বললেন, এমন ঘটনা কি ঘটেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম? আমি বললাম, জি, আল্লাহর কসম। তিনি বললেন, আমার উসতাদগণ আমাকে মুআজ বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বললেন, হে মানুষেরা, তোমরা কোনো সমস্যা আপতিত হওয়ার আগেই (মাসআলার উত্তর নেওয়ার জন্য) তাড়াহুড়ো কোরো না। নচেৎ তা তোমাদেরকে (বিভ্রান্ত করে) এদিক-ওদিক নিয়ে যাবে। তোমরা যদি কোনো সমস্যা আপতিত হওয়ার আগে তাড়াহুড়ো না করো, তবে অবশ্যই সদা মুসলমানদের মধ্যে এমন কেউ থাকবেন, যাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে তাকে সঠিক পথ দেখানো হবে, বা বলেছেন, তাকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেওয়া হবে।[৩৬৩]

নোট : যে বিষয়টি সমাজে এখনো ঘটেনি, এমন বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, না-ঘটা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ দেওয়া হলে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে মানুষ জিজ্ঞাসা শুরু করবে। এমতাবস্থায় একজন আলিমের পক্ষে সব মাসআলার সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে এবং উত্তরে অনেক গড়মিল হয়ে যেতে পারে। তাই এ ধরনের কোনো বিষয়ে সালাফের কাউকে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা রেগে যেতেন।

আমাদের বর্তমান সমাজে এর বেশ প্রচলন দেখা যায়। মানুষ আলিমদেরকে এমন এমন অদ্ভূত বিষয়ে প্রশ্ন করে থাকে, যা কোথাও আদৌ ঘটেনি। কিন্তু সে নিজের কৌতুহল মেটাতেই এমন প্রশ্ন করে থাকে। অনেকে আবার কাউকে জব্দ করতেও এমন প্রশ্নের অবতরণ করে থাকে। এমনটা করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যদি সত্যিই কারও কোনো বিষয়ে মাসআলার উত্তর জানার প্রয়োজন

---

[৩৬৩] হাসান, মাওকুফ।

হয়, তাহলে সে যুগের বিজ্ঞ আলিমদের মধ্য হতে কেউ না কেউ এর উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবেন। তাই আগে থেকেই সে বিষয়ে প্রশ্নোত্তরের কোনো প্রয়োজন নেই। নয়তো এতে বিশৃঙ্খলা বাড়বে এবং কুরআন-সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাওয়ার পথ তৈরি হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِيمَا أَعْلَمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا.

[৩৬৪] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জেনেছি যে, তিনি বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের প্রতি শতাব্দীর অগ্রভাগে এমন কাউকে প্রেরণ করবেন, যে এই দ্বীনের (বিকৃত বিষয়গুলো) সংস্কার করবে।[৩৬৪]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ : لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا لَمْ تَعْرِفُوا مَا كُنْتُمْ تُنْكِرُونَ، وَمَا دَامَ الْعَالِمُ يَتَكَلَّمُ فِيكُمْ بِعِلْمِهِ فَلا يَخَافُ أَحَدًا.

[৩৬৫] আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা সর্বদা কল্যাণের সাথে থাকবে, যতক্ষণ না তোমরা যা অপছন্দ করতে তাকে উত্তম ভাবতে শুরু করবে এবং আলিম তার জ্ঞান অনুসারে কথা বলবে, এতে সে কাউকে ভয় করবে না।[৩৬৫]

নোট : আজ আমরা এই কল্যাণ হারিয়ে ফেলেছি। কেননা, পূর্বে আমরা যেসব কাজকে খারাপ ও গর্হিত বলে জানতাম, আধুনিকতার দোহাই দিয়ে সেটাকে আজ আমরা সমাজে ভালো ও উত্তম বলে বিবেচনা করছি। একসময় আমরা ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে যা অপছন্দ করতাম, সময়ের পরিবর্তনে তাকেই আজ ভালো ভাবতে শুরু করেছি। এ তালিকা এমন যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। যেমন, বেপর্দাকে একসময় অপছন্দ করা হতো, কিন্তু এখন এটাকে ফ্যাশন ও সচেতনতা ভাবা হচ্ছে। ঘরে টিভি রাখা ও দেখা একসময় অন্যায় মনে করা হতো, কিন্তু এখন প্রায় প্রতিটি ঘরেই এর দেখা পাওয়া যাচ্ছে। প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাজনীতি কুফরিতন্ত্র হিসেবে সাব্যস্ত ছিল, কিন্তু আজ ইসলামের নামে সেটাকে বৈধ করার অপচিন্তা করা হচ্ছে।

অনুরূপ আজ সমাজের অধিকাংশ আলিম তাদের জ্ঞানানুসারে কথা বলে না। সত্য মাসআলা জানা সত্ত্বেও নিজের স্বার্থ বা কাউকে সন্তুষ্ট করতে তা প্রচার

---

[৩৬৪] সহিহ। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৯১

[৩৬৫] মাওকুফ।

করছে না। কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান থাকলেও অন্যদের ভয়ে সে কথা বলতে পারছে না। এভাবে ধীরে ধীরে আমাদের জন্য কল্যাণের পথ সবদিক থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَوْ أَنَّ الدِّينَ بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنَ الْفُرْسِ.

[৩৬৬] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই দ্বীন যদি সুরাইয়া তারকায়ও থাকে, তবুও পারস্যের বিদ্বানগণ তা অর্জন করতে সক্ষম হবে।[৩৬৬]

নোট : কেউ এ হাদিসে 'পারস্যের বিদ্বানগণ' বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে, সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কারও মতে ইমাম আবু হানিফা রহ., কারও মতে ইমাম বুখারি রহ., আবার কারও মতে হাসান বসরি রহ., ইবনে সিরিন রহ., ইকরামা রহ. প্রমুখ। তবে এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মত হলো, পারস্যবাসী যেকোনো স্বীকৃত ফকিহ ও মুহাদ্দিসই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। অর্থাৎ এ হাদিসে ব্যাপকভাবে পারস্যবাসীদের ইলমের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, আলাদাভাবে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির কথা বুঝানো হয়নি। অধিকাংশ আলিম এ মতটিকেই গ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ اللهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثٍ : أَنْ تَسْتَجْمِعُوا فِي الضَّلَالَةِ كُلُّكُمْ، وَأَنْ يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ، وَأَنْ أَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ تُهْلِكُكُمْ، وَأَبْدَلَكُمْ بِهِنَّ الدَّجَّالَ وَالدُّخَانَ وَدَابَّةَ الْأَرْضِ.

[৩৬৭] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তিনটি বিষয় থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এক. তোমরা সবাই একসাথে ভ্রান্তির ওপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া। দুই. হকপন্থীদের ওপর বাতিলপন্থীদের বিজয় লাভ। তিন. আমি কর্তৃক তোমাদের সমূলে ধ্বংস হওয়ার দুআ। এ তিনটির পরিবর্তে আল্লাহ তোমাদেরকে দাজ্জাল, দুখান (কিয়ামতের আগে প্রকাশিত ধোঁয়া) ও দাব্বাতুল আরজ (কিয়ামতের আগ দিয়ে প্রকাশিত বিশেষ জন্তু) দিয়েছেন।[৩৬৭]

---

[৩৬৬] সহিহুল বুখারি : ৪৮৯৭, ৪৮৯৮; সহিহু মুসলিম : ২৫৪৬

[৩৬৭] দুর্বল। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৫৩

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا يَجْمَعُ اللَّهُ أُمَّتِي أَوْ هَذِهِ الأُمَّةَ عَلَى ضَلالَةٍ أَبَدًا، وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ هَكَذَا، اتَّبِعُوا السَّوَادَ الأَعْظَمَ، فَإِنَّ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ.

[৩৬৮] ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে কোনো ভ্রান্তির ওপর কখনো একমত করবেন না। (মুসলিমদের মধ্য হতে) দলবদ্ধদের ওপর এভাবে আল্লাহ তাআলার সাহায্য থাকবে। তোমরা (মুসলিমদের) বড় দলের অনুসরণ করো। কারণ, যে (মুসলিমদের সঠিক দল থেকে) বিচ্ছিন্ন হবে তাকে জাহান্নামে ঠেলে দেওয়া হবে।[৩৬৮]

নোট : বড় দল কাকে বলে? শুধু কি সংখ্যায় বড় হওয়াই যথেষ্ট? যেমনটি আমরা সাধারণত বুঝে থাকি। কিন্তু ইসলাম বড় দল বলে তাদেরকে, যারা কুরআন-সুন্নাহর ওপর অটল থাকে। যাদের কথা কুরআন-সুন্নাহর অনুগামী হয়, তারাই সর্বদা বিজয়ী হবে এবং তারাই হবে বড় দল; যদিও সংখ্যায় একজন হোক। ইবনে মাসউদ রা., ইবনে আব্বাস রা. এমনই বলেছেন। যারা কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত থাকবে, তারাই ছোট দল; যদিও সংখ্যাগত দিক থেকে তারা ভারী হোক। আগে যাদের কথা বলা হলো, তারা বড় এই কারণে যে, তারা নবিগণ, সিদ্দিকগণ, শহিদ ও সালিহগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে কিয়ামতের দিন বড় দল হবে। আর আজ যারা বড় দল হিসেবে উপস্থিত আছে, তারা কিয়ামতের দিন বর্তমানের অল্পকিছু সদস্য ব্যতীত কাউকে খুঁজে পাবে না। তাই আজ তারা সংখ্যায় বেশি হলেও শেষ দৌড়ে কম হবে।

عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْيَمَنِ، أَحِبُّوا قَيْسًا، وَيَا قَيْسُ أَحِبُّوا أَهْلَ الْيَمَنِ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لا يُقَاتِلَ عَنْ هَذَا الدِّينِ إِلا هَذَانِ الْحَيَّانِ مِنْ قَيْسٍ وَيَمَنٍ.

[৩৬৯] জামরা বিন হাবিব রা. বলতেন, হে ইয়ামানবাসী, তোমরা কাইস গোত্রকে ভালোবাসো। হে কাইস গোত্র, তোমরা ইয়ামানিদেরকে ভালোবাসো। কারণ, সত্বরই এই দ্বীনের জন্য কাইস ও ইয়ামানবাসী ছাড়া আর কেউ যুদ্ধ করবে না।[৩৬৯]

---

[৩৬৮] সহিহ। তবে (ومن شذ) অংশটুকু দুর্বল। সুনানুত তিরমিজি : ২২৬৯

[৩৬৯] দুর্বল, মাকতু।

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى ثَلاثَةٍ : الْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ إِلَى آخِرِ فِئَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَكُونُ هِيَ الَّتِي تُقَاتِلُ الدَّجَّالَ، لا يَنْقُضُهُ جَوْرُ مَنْ جَارَ، وَالْكَفُّ عَنْ أَهْلِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ أَنْ تُكَفِّرُوهُمْ بِذَنْبٍ، وَالْمَقَادِيرُ خَيْرُهَا وَشَرُّهَا مِنَ اللَّهِ.

[৩৭০] হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে তিনটি জিনিসের ওপর। এক. যখন থেকে আল্লাহ তাঁর নবিকে পাঠিয়েছেন, তখন থেকে মুসলমানদের শেষ দলটি দাজ্জালকে হত্যা করা পর্যন্ত জিহাদ চলমান থাকবে। কোনো অত্যাচারীর অত্যাচার তা প্রতিহত করতে পারবে না। দুই. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালিমা পাঠকারী মুসলমানকে কোনো গুনাহের কারণে কাফির বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। তিন. তাকদিরের ভালোমন্দ সব আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয় বলে বিশ্বাস করতে হবে।[৩৭০]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا يَزَالُ الْجِهَادُ حُلْوًا أَخْضَرَ مَا قَطَرَ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ، وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُولُ فِيهِ قُرَّاءٌ مِنْهُمْ : لَيْسَ هَذَا زَمَانَ جِهَادٍ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَنِعْمَ زَمَانُ الْجِهَادِ! قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاحِدٌ يَقُولُ ذَلِكَ؟، فَقَالَ : نَعَمْ، مَنْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

[৩৭১] আব্দুর রহমান বিন জাইদ বিন আসলাম রহ. তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জিহাদ ততদিন পর্যন্ত সুমিষ্ট, সুবজাভ-সতেজ থাকবে, যতদিন আসমান থেকে বৃষ্টির ফোঁটা ঝরবে (অর্থাৎ জমিনে ফসল উৎপন্ন হতে থাকবে এবং মানুষের জীবনে স্বচ্ছলতা থাকবে)। অচিরেই মানুষের মাঝে এমন একটি জমানা আসবে, যখন তাদের একদল কারি (আলিম) বলবে, এখন জিহাদের সময় নয়। যে ব্যক্তি সে যুগ পেয়ে যাবে, তার জিহাদের জন্য সে সময়টা কতইনা উত্তম হবে! সাহাবায়ে কিরাম রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, কেউ কি এমন কথা বলতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যার ওপর আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতা ও সমস্ত মানবজাতির অভিসম্পাত রয়েছে, সে বলতে পারে![৩৭১]

---

[৩৭০] দুর্বল, মুরসাল। সুনানু আবি দাউদ : ২৫৩২
[৩৭১] সনদ অনেক দুর্বল, মুরসাল।

নোট : বড় আফসোস! আমাদের এই সময়ের কথাই বুঝি হাদিসে বলা হয়েছে। সমাজের নামধারী অনেক আলিমই আজ এমন কথা বলে। আবার তারাই দ্বীনের প্রকৃত ধারক বাহক, এমনই একটি ভাব দেখায়। পৃথিবীর সমস্ত কুফুরি শক্তি যখন ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য অস্ত্রহাতে নেমেছে, মুসলমানদেরকে কচুকাটা করছে, ঠিক তখন কিনা কিছু নামধারী আলিম বলছে যে, বর্তমান সময়ে সশস্ত্র জিহাদের প্রয়োজন নেই। নিজেরা কুফুরি মতবাদ গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম কায়িম করে ফেলার স্বপ্ন দেখছে। এর জন্য দরকার হলে তারা কুফরের সঙ্গে সন্ধি পর্যন্ত করতে রাজি আছে। তাদের থেকে অনুমতি নিয়ে তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এরপর দাবি করে যে, তারাই নাকি হকপন্থী ও ইসলামের প্রকৃত দায়ি। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী পৃথিবীতে একটি দল সর্বদা হকের ওপর বিজয়ী থাকবে, তারা নাকি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। হায় আফসোস! এ আফসোস রাখার কি আর জায়গা আছে? পুরোপুরি প্রবৃত্তির অনুসরণ যখন এসব লোকের পুঁজি; অথচ তারাই কিনা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত একমাত্র হক দল হিসেবে নিজেকে জাহির করছে। আল্লাহ উম্মাহকে এদের জালিয়াতি ও ধোঁকা থেকে রক্ষা করুন।

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. قَالَ : وَأَهْلُهَا يُنْصِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

[৩৭২] জারির বিন আব্দুল্লাহ রা. বলেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, 'আর আপনার রব এমন নন যে, তিনি জনবসতিগুলো অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন; অথচ তার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল।' তিনি বলেন, ('তার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল' এর অর্থ হলো,) তার অধিবাসীরা একজন অপরজনের প্রতি ইনসাফের আচরণ করে।[৩৭২]

[৩৭২] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ السَّاعَةِ كَهَاتَيْنِ، فَمَا فَصَلَ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُخْرَى، وَجَمَعَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي يَقُولُ النَّاسُ السَّبَّابَةُ.

[৩৭৩] হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি এবং কিয়ামতের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই দুই আঙুলের মতো। এ বলে তিনি একটিকে অপরটি হতে আলাদা না করে মধ্যমা ও শাহাদাত আঙুল মিলিয়ে দিলেন।[৩৭৩]

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بُعِثْتُ أَنَ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ. قَالَ : وَضَمَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى.

[৩৭৪] আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত এবং আমাকে এভাবে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ বলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মধ্যমা ও শাহাদাত আঙুলকে মিলিয়ে দেখালেন।[৩৭৪]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَتَى السَّاعَةُ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُنَيْهَةً، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى غُلامٍ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، فَقَالَ : إِنْ عُمِّرَ هَذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، قَالَ : قَالَ أَنَسٌ : وَذَلِكَ الْغُلامُ مِنْ أَتْرَابِي يَوْمَئِذٍ.

[৩৭৫] আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করল, কিয়ামত কখন হবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। এরপর তার সম্মুখের আজদে শানুওয়ার একটি ছোট বাচ্চার দিকে তাকালেন এবং বললেন, এই বাচ্চাটির যদি হায়াত দেওয়া হয়, তাহলে সে বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার আগেই

---

[৩৭৩] সহিহ, মুরসাল। এ সনদটি দুর্বল হলেও হাদিসটি অন্যান্য বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত।

[৩৭৪] সহিহুল বুখারি : ৬৫০৪; সহিহু মুসলিম : ২৯৫১

কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। আনাস রা. বলেন, সে বাচ্চাটি সেসময় আমার সমবয়সী ছিল।[৩৭৫]

নোট : কিয়ামত দু'প্রকার—ছোট কিয়ামত ও বড় কিয়ামত। হাদিসে আল্লাহর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুকে ছোট কিয়ামত বলে অভিহিত করেছেন। কেননা, মৃত্যুর সাথেসাথেই বান্দার আখিরাতের প্রাথমিক হিসাব-নিকাশ শুরু হয়ে যায়। আর বড় কিয়ামত হলো, আসমান-জমিনসহ সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়া। হাদিস বিশারদদের মতে এ হাদিসে কিয়ামত বলতে ছোট কিয়ামত বুঝানো হয়েছে। কেননা, বড় কিয়ামত কবে হবে, সে ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। কোনো ফেরেশতা, নবি-রাসুল বা কোনো মাখলুকের সে ব্যাপারে কোনো জ্ঞান নেই। আল্লাহ তাআলা এ ইলম কাউকেই দান করেননি। কুরআন ও হাদিসের অসংখ্য জায়গায় এ কথাটি বিবৃত হয়েছে। তাই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে যখন কিয়ামত কবে হবে বলে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বড় কিয়ামতের দিন-তারিখ না বলে ছোট কিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, আগামীতে এই শিশুটি বেঁচে থাকলে বার্ধক্যে পৌঁছার পূর্বেই তোমাদের কিয়ামত তথা মৃত্যু হয়ে যাবে। অর্থাৎ বড় কিয়ামত তো দেরি আছে, আগে তুমি ছোট কিয়ামতের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। জীবিত অবস্থায় সবার জীবনে বড় কিয়ামত আসবে না, কিন্তু সবাইকে ছোট কিয়ামতের মুখোমুখি হতেই হবে। তাই বুদ্ধিমানদের জন্য উচিত হলো, বড় কিয়ামতের অপেক্ষায় না থেকে সর্বদা ছোট কিয়ামত তথা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ : قَدِمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَسَأَلَهُ : مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ بِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ لَهُ أَنَسٌ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : أَنْتُمْ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ بِأُصْبُعَيْهِ.

[৩৭৬] ইবনে শিহাব জুহরি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আনাস বিন মালিক রা. অলিদ বিন আব্দুল মালিক রহ.এর কাছে আসলে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত বিষয়ে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কী শুনেছেন? আনাস রা. তাকে বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'তোমরা এবং

---

[৩৭৫] সহিহুল বুখারি : ৩৬৮৮, ৬১৬৮, ৬১৭১, ৭১৫৩; সহিহু মুসলিম : ২৯৫৩

কিয়ামত এ দুইয়ের ন্যায়' এ বলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দু'আঙুল দ্বারা ইশারা করলেন।[৩৭৬]

عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : حِينَ بُعِثَ إِلَيَّ، بُعِثَ إِلَى صَاحِبِ الصُّوَرِ، فَأَهْوَى بِهِ إِلَى فِيهِ، وَقَدَّمَ رِجْلا، وَأَخَّرَ رَجُلا، يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ فَيَنْفُخَ، أَلا فَاتَّقُوا النَّفْخَةَ.

[৩৭৭] আবু ইমরান জাওনি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন আমাকে নবুওয়াত দিয়ে পাঠানো হয়েছে, তখন শিঙার অধিকারী ফেরেশতার কাছেও (শিঙায় ফুঁ দেওয়ার জন্য) বার্তা পাঠানো হয়েছে। অতঃপর তিনি তার মুখের দিকে মনোনিবেশ করে এক পা অগ্রসর করলেন এবং এক পা পেছনে নিলেন। তিনি এখন অপেক্ষা করছেন যে, কখন তাকে আদেশ করা হবে; আর তিনি তাতে ফুঁৎকার দিয়ে দেবেন। অতএব সাবধান! তোমরা সেই ফুঁৎকারকে ভয় করো।[৩৭৭]

عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَنْ يُقِيمَ السَّاعَةَ أَغْضَبَ مَا يَكُونُ عَلَى خَلْقِهِ.

[৩৭৮] ইবরাহিম তাইমি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হলো, তিনি কিয়ামত সংঘটিত করবেন, যখন তিনি তাঁর মাখলুকের ওপর সর্বোচ্চ ক্রোধান্বিত হবেন।[৩৭৮]

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلا لِغَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا رَبُّكُمْ لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهَا مِثْلَهَا.

[৩৭৯] হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের রবের প্রচণ্ড ক্রোধের কারণেই কিয়ামত সংঘটিত হবে, যেমন ক্রোধান্বিত তিনি ইতিপূর্বে কখনো হননি।[৩৭৯]

নোট : এ ক্রোধ হবে তখন, যখন পুরো পৃথিবীতে মানুষ তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে, সবাই তাঁর একত্ববাদের বিরুদ্ধে কুফরে আকবারে লিপ্ত হবে এবং

---

[৩৭৬] সহিহুল বুখারি : ৬৫০৪; সহিহ মুসলিম : ২৯৫১

[৩৭৭] সহিহ, মুরসাল।

[৩৭৮] দুর্বল, মাকতু।

[৩৭৯] অত্যন্ত দুর্বল, মুরসাল।

দুনিয়াতে কোনো ইমানদার থাকবে না। আর এটা হবে শেষ জমানায় ইসা আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যুর পরে।

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : إِنَّمَا تَقُومُ السَّاعَةُ فِي غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا الرَّبُّ.

[৩৮০] হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, মহান রবের প্রচণ্ড ক্রোধের কারণেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।[৩৮০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ : كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

[৩৮১] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন আমানত বিনষ্ট করা হবে, তখন তোমরা কিয়ামতের অপেক্ষা করো। কেউ বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসুল, তা কীভাবে উঠে যাবে? তিনি বললেন, যখন অযোগ্যদের নেতৃত্ব দেওয়া হবে, তখন তোমরা কিয়ামতের অপেক্ষা করো।[৩৮১]

নোট : বর্তমান সময়ে এ হাদিসটির বাস্তব দেখা পাই আমরা। এখন দ্বীন ও দুনিয়ার সর্বত্রই এর দেখা মিলছে। কোথাও টাকার খেলা, কোথাও সাহেবজাদাদের দৌরাত্ম্য আর দেখা যাচ্ছে কোথাও জবর-দখল নীতি। এভাবেই আজ সব জায়গায় অযোগ্যরা বসে গেছে নেতৃত্বের আসনে, আর যোগ্যরা চলে গেছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, কিয়ামত এখন অতি নিকটবর্তী। তাই আখিরাতের ব্যাপারে আমাদের এখন থেকেই সতর্ক ও সচেতন হওয়া কর্তব্য।

---

[৩৮০] অত্যন্ত দুর্বল, মাকতু।
[৩৮১] সহিহুল বুখারি : ৫৯, ৬৪৯৬

কিয়ামতের আকস্মিক আগমন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَثَوْبُهُمَا بَيْنَهُمَا، لا يَتَبَايَعَانِهِ وَلا يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ مِنْ تَحْتِهَا لا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِطُّ حَوْضَهُ وَلا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ لا يَطْعَمُهَا.

[৩৮২] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! অবশ্য অবশ্যই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, যখন কাপড় তাদের (ক্রেতা-বিক্রেতার) মাঝেই থেকে যাবে, তারা কাপড়টির ক্রয়বিক্রয় শেষ করতে পারবে না এবং ভাঁজও করারও সময় পাবে না। অবশ্য অবশ্যই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, যখন কেউ তার দুধে ভরপুর উটের দুধ নিয়ে উটের নিচ থেকে উঠে আসবে, কিন্তু পান করার সময়টুকুও পাবে না। অবশ্য অবশ্যই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, যখন কেউ তার হাওজের প্রলেপ দেবে, কিন্তু সে তাতে পানি সিঞ্চন করার সুযোগটাও পাবে না। অবশ্য অবশ্যই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, যখন কেউ খাবারের লুকমা মুখে তুলবে, কিন্তু সে তা আর খেতে পারবে না।[৩৮২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلانِ قَدْ نَشَرَا ثَوْبَهُمَا يَتَبَايَعَانِهِ، فَمَا يَطْوِيَانِهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، وَتَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ قَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَمَا تَصِلُ إِلَى فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

[৩৮৩] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, যখন দুই ব্যক্তি কাপড় ক্রয়বিক্রয়ের জন্য কাপড় ছড়াবে, এমনকি তারা তা ভাঁজও করতে পারবে না, ইতিমধ্যেই কিয়ামত হয়ে যাবে। কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, যখন কোনো ব্যক্তি খাবারের লুকমা মুখে তুলবে, কিন্তু তা মুখে পৌঁছবে না, ইতিমধ্যেই কিয়ামত হয়ে যাবে।[৩৮৩]

---

[৩৮২] সহিহুল বুখারি : ৬৫০৬, ৭১২১; সহিহ মুসলিম : ২৯৫৪

[৩৮৩] প্রাগুক্ত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَثَوْبُهُمَا بَيْنَهُمَا لا يَطْوِيَانِهِ وَلا يَتَبَايَعَانِ بِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلُوطُ حَوْضَهُ وَلا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ اللُّقْمَةَ إِلَى فِيهِ فَلا يَطْعَمُهَا.

[৩৮৪] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! অবশ্য অবশ্যই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, যখন কাপড় তাদের (ক্রেতা-বিক্রেতার) মাঝেই থেকে যাবে, তারা কাপড়টি ভাঁজ করতে পারবে না এবং ক্রয়বিক্রয় শেষ করার করার সময়ও পাবে না। অবশ্য অবশ্যই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, যখন কেউ তার হাওজের প্রলেপ দেবে, কিন্তু সে তাতে পানি সিঞ্চন করার সুযোগটাও পাবে না। অবশ্য অবশ্যই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, যখন কেউ খাবারের লুকমা মুখে তুলবে, কিন্তু সে তা আর খেতে পারবে না।[৩৮৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلا يَتَبَايَعَانِهِ وَلا يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلا يَطْعَمُهَا.

[৩৮৫] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, যখন দুই ব্যক্তি কাপড় ক্রয়বিক্রয়ের জন্য কাপড় ছড়াবে, তারা তার ক্রয়-বিক্রয় শেষও করতে পারবে না এবং তা ভাঁজ করার সময়ও পাবে না। অবশ্য অবশ্যই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, যখন কেউ তার দুধে ভরপুর উটের দুধ নিয়ে উটের নিচ থেকে উঠে আসবে, কিন্তু পান করার সময়টুকুও পাবে না। অবশ্য অবশ্যই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, যখন কেউ তার হাওজের প্রলেপ দেবে, কিন্তু সে তাতে পানি সিঞ্চন করার সুযোগটাও পাবে না। অবশ্য অবশ্যই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, যখন কেউ খাবারের লুকমা মুখে তুলবে, কিন্তু সে তা আর খেতে পারবে না।[৩৮৫]

---

[৩৮৪] হাসান, তবে সনদ দুর্বল।

[৩৮৫] সহিহুল বুখারি : ৬৫০৬, ৭১২১; সহিহু মুসলিম : ২৯৫৪

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ : لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا كَانَ أَحَدُهُمْ يَبُولُ فَيَتَيَمَّمُ بِالتُّرَابِ مَخَافَةَ أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.

[৩৮৬] আব্দুল্লাহ বিন আবি হুজাইল রহ. বলেন, আমি অনেক গোত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছি, যাদের অনেকেই প্রস্রাব করে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করছে এই ভয়ে যে, (অজু করতে গেলে) এরই মধ্যেই হয়তো কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।[৩৮৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلَانِ فِي السُّوقِ مِيزَانُهُمَا فِي أَيْدِيهِمَا.

[৩৮৭] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, যখন বাজারে (ক্রেতা-বিক্রেতা) উভয়ের হাতে দাড়িপাল্লা থাকবে। (অর্থাৎ তারা পণ্যটি মাপারও সুযোগ পাবে না।)[৩৮৭]

নোট : এসব হাদিস থেকে এ কথাই বোঝানো উদ্দেশ্য যে, মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন চলাবস্থায়ই কিয়ামত চলে আসবে। এমন নয় যে, আগে থেকে দিন-তারিখ জানিয়ে দেওয়া হবে যে, অমুক তারিখে কিয়ামত সংঘটিত হবে। কিয়ামত মূলত আকস্মিকভাবে চলে আসবে, যখন মানুষের কোনো খবরও থাকবে না। কিয়ামতের দিন-তারিখ এতটাই গোপনীয় যে, আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশতা ও নবি-রাসুল পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। তবে হ্যাঁ, কিয়ামতের পূর্বে কী কী নিদর্শন দেখা দেবে, সে ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বলে গেছেন। কিয়ামত যখন সংঘটিত হবে, তখন দুনিয়ার বুকে একজনও মুমিন থাকবে না। আর তাই তারা তাদের স্বাভাবিক জীবনের আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত থাকবে, আর ইতিমধ্যেই তাদের ওপর আকস্মিকভাবে কিয়ামত চলে আসবে।

---

[৩৮৬] মাকতু।

[৩৮৭] মাওকুফ।

ইলমের বিদায় ও মূর্খতার প্রসার

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : قَالَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لا تَجِدُونَ أَحَدًا يُحَدِّثُكُمُوهُ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَذْهَبَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ.

[৩৮৮] কাতাদা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে আনাস বিন মালিক রা. বলেছেন, আমি তোমাদেরকে এমন একটি হাদিস শোনাব, যা আমার পরে তোমাদের কেউ শোনাবে না। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের একটি নির্দশন হলো, ইলম চলে যাবে এবং মূর্খতা প্রকাশ পাবে।[৩৮৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ.

[৩৮৯] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ইলম তুলে নেওয়া হবে।[৩৮৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ.

[৩৯০] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ইলম তুলে নেওয়া হবে।[৩৯০]

নোট : বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে এর বাস্তবতা বেশ স্পষ্টভাবে বুঝে আসে। আজ সমাজে আলিম ও মুফতির তো অভাব নেই, কিন্তু সঠিকভাবে দ্বীনের ইলম তারা অর্জন করেনি। নামে মুফতি-মুহাদ্দিস হলেও অধিকাংশ আলিমের অবস্থা এমন যে, বিশুদ্ধভাবে আরবি পাঠটুকুও পড়তে পারবে না। আর এ কারণে যাদের মনে আখিরাতের ব্যাপারে একটু ভয় কাজ করে, তাদের নিকট মাসআলা জানতে চাওয়া হলে অপারগতা প্রকাশ করে, আর যাদের অন্তরে এতটুকুও ভয় কাজ করে না, তারা সঠিক সমাধান না জেনেই চক্ষুলজ্জা বা নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণে ভুলভাল মাসআলা বলে দেয়। এভাবে ইলম না থাকা সত্ত্বেও ইলমের নামে মূর্খতার প্রসার ঘটাচ্ছে, আর নিজেরা গোমরাহ হওয়ার পাশাপাশি অন্যদেরও গোমরাহ করছে। এটা এমন এক তিক্ত বাস্তবতা, যা সচেতন কেউই অস্বীকার করতে পারবে না।

---

[৩৮৮] সহিহুল বুখারি : ৮০, ৮১, ৫৩৩১, ৫৫৭৭, ৬৮০৮; সহিহু মুসলিম : ২৬৭১

[৩৮৯] সহিহুল বুখারি : ৮৫, ১০৩৬, ৬০৩৭; সহিহু মুসলিম : ১৫৭

[৩৯০] প্রাগুক্ত।

সময় নিকটবর্তী হওয়া

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ تَقَارُبُ الزَّمَانِ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تَقَارُبُ الزَّمَانِ؟ قَالَ : تَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَالْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَالْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَالسَّاعَةُ كَاضْطِرَابِ السَّعَفَةِ.

[৩৯১] সাইদ বিন মুসাইয়িব রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের একটি নিদর্শন হচ্ছে, যুগ নিকটবর্তী হওয়া। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, যুগ নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ কী? তিনি বললেন, বছর হবে মাসের মতো, মাস হবে সপ্তাহের মতো, সপ্তাহ হবে দিনের মতো, দিন হবে ঘণ্টার মতো, আর ঘণ্টা হবে চোখের পলক ফেলার মতো।[৩৯১]

নোট : বর্তমানে এ তো চরম এক বাস্তবতা, যা আমরা আজ সবাই-ই স্বীকার করি। আমরা এখন ব্যাপকভাবে এসব কথা বলে থাকি- কীভাবে যে দিনটি চলে গেল, বলতেই পারলাম না! হায়, কখন যে সপ্তাহ চলে গেল, টেরও পেলাম না! মাসিক বেতন তুলে বাজার করতে না করতেই দেখছি মাস শেষ! দেখতে না দেখতে বছরটি পার হয়ে গেল! এভাবে আমাদের জীবন থেকে সময় যে কত দ্রুত চলে যাচ্ছে, এ থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়।

---

[৩৯১] সহিহ, মুরসাল। সহিহু ইবনি হিব্বান : ৬৮৪২; সুনানুত তিরমিজি : ২২৩২; মুসনাদুল বাজ্জার : ৬২১৬

আকাশচুম্বী স্থাপনা নির্মাণ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرَ حَدِيثَ جِبْرِيلَ وَسُؤَالِهِ إِيَّاهُ عَنِ الإِيمَانِ، وَالإِسْلامِ، وَالإِحْسَانِ، قَالَ فِي آخِرِهِ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ : مَا الْمَسْئُولُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ : أَنْ تَلِدَ الْمَرْأَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ.

[৩৯২] আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করতঃ হাদিসে জিবরাইল এবং ইমান, ইসলাম ও ইহসান সম্পর্কে তাঁর প্রশ্ন সংবলিত হাদিসটি উল্লেখ করলেন। সর্বশেষে তিনি (জিবরাইল আলাইহিস সালাম) বললেন, আপনি আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে বেশি অবগত নয়। তিনি বললেন, তাহলে আমাকে তার নিদর্শনাবলি বলুন। তিনি বললেন, নারী তার মনিবাকে জন্ম দেবে এবং নগ্ন পা, বস্ত্রহীন, দরিদ্র, ছাগলের রাখালেরা সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করতে শুরু করবে।[৩৯২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ثَلاثَةٌ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، أَنْ تَرَى رِعَاءَ الشَّاءِ رُءُوسَ النَّاسِ، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْجُوعَ يَتَبَارَوْنَ فِي الْبُنْيَانِ، وَأَنْ تَلِدَ الْمَرْأَةُ رَبَّتَهَا وَرَبَّهَا.

[৩৯৩] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ হতে অন্যতম তিনটি হলো, এক. ছাগলের রাখালদেরকে মানুষের নেতা হতে দেখবে। দুই. পাদুকা বিহীন, বস্ত্রহীন, ক্ষুধার্তরা প্রাসাদ নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে। তিন. নারী তার মনিবাকে জন্ম দেবে।[৩৯৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ.

---

[৩৯২] সহিহু মুসলিম : ৮; সুনানু আবি দাউদ : ৪৬৯৫; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৬৩; সুনানুত তিরমিজি : ২৭৫১

[৩৯৩] হাসান, তবে সনদ দুর্বল। সহিহুল বুখারি : ৫০, ৪৭৭৭; সহিহু মুসলিম : ৯

[৩৯৪] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মানুষেরা উঁচু উঁচু দালানকোঠা তৈরি করতে থাকবে।[৩৯৪]

নোট : বর্তমানের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত প্রতিটি মানুষই জানে, হাদিসের বাস্তবতা আজ কত নিখুঁতভাবেই না ফুটে উঠছে! পুরো বিশ্বে আজ কে কত বড় প্রাসাদ বানাল, কে কত উঁচু টাওয়ার নির্মাণ করল, তা নিয়ে সবাই প্রতিযোগিতায় নেমেছে। আর কত উঁচু হবে? মেঘের স্তর ছাড়িয়ে মানুষের বানানো প্রাসাদ আজ আমাদের নবিজির বলা এসব হাদিসের কথাই মনে করিয়ে দেয়। যারা একসময় খেতে পেত না, গায়ে জড়ানোর মতো কাপড় ছিল না, গরু-ছাগলের রাখালগিরি করে বেড়াত, অন্যের বাড়িতে কাজকাম করে খেত, তারাই আজ আলিশান অট্টালিকার অধিকারী। অবৈধভাবে টাকা উপার্জন করে তারাই আজ সমাজের অধিপতি ও অর্থবিত্তের মালিক।

হাদিসে 'নারী তার মনিবাকে জন্ম দেবে' বলে কী উদ্দেশ্য, সে ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের মাঝে মতানৈক্য আছে। কারও মতে এখানে উদ্দেশ্য হলো, সন্তান বড় হয়ে তার মায়ের সাথে দাসীর মতো আচরণ করবে। কারও মতে এর অর্থ হলো, সন্তান তার মায়ের অবাধ্য হবে। এছাড়াও এখানে আরও কিছু মতামত রয়েছে।

আকস্মিক মৃত্যু ঘটা

عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ مَوْتَ الْفَجْأَةِ.

[৩৯৫] শাবি রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের একটি নিদর্শন হচ্ছে, আকস্মিক মৃত্যু।[৩৯৫]

নোট : বর্তমানে আকস্মিক মৃত্যু ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিত্যনতুন নানা রোগ-মুসিবতে মানুষ যখনতখন মারা যাচ্ছে। আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা আসার পর এসব যানে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ এক্সিডেন্টে মারা যাচ্ছে। এ বাস্তবতা আজ কারও অজানা নয়। আসলে জানা তো সবই আছে, শুধু সে অনুসারে নিজেকে গড়াটাই কঠিন। আমাদের এমন আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারে ভয় থাকা উচিত এবং সে হিসেবে সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতিও নিয়ে রাখা কর্তব্য।

---

[৩৯৪] সহিহুল বুখারি : ৭১২১

[৩৯৫] হাসান, মুরসাল। সহিহুল জামিইস সগির : ৫/২১৪

চাঁদ বড় দেখা যাওয়া

عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهِلَالُ ابْنُ لَيْلَةٍ كَأَنَّهُ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ.

[৩৯৬] শাবি রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের একটি নিদর্শন হচ্ছে চাঁদ এমনভাবে দেখা যাবে যে, এক তারিখের চাঁদকে দুই তারিখের চাঁদের মতো মনে হবে।[৩৯৬]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ انْتِفَاخُ الأَهِلَّةِ، يَرَاهُ الرَّجُلُ لِلَيْلَةٍ يَحْسِبُهُ لِلَيْلَتَيْنِ.

[৩৯৭] আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, কিয়ামতের একটি নিদর্শন হচ্ছে, চাঁদ স্ফীত হয়ে যাওয়া। এক তারিখের চাঁদ দেখে মানুষ সেটাকে দুই তারিখের চাঁদ ভাববে।[৩৯৭]

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهِلَالُ لِلَيْلَةٍ فَيُقَالُ هُوَ لِلَيْلَتَيْنِ.

[৩৯৮] উমারা বিন মিহরান রহ. থেকে বর্ণিত, আমি হাসান রা.-কে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের একটি নিদর্শন হচ্ছে, এক তারিখের চাঁদ দেখে বলা হবে, এ তো দুই তারিখের চাঁদ![৩৯৮]

عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ مَوْتُ الْفَجْأَةِ، وَأَنْ يُرَى الْهِلَالُ ابْنُ لَيْلَةٍ كَأَنَّهُ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ.

---

[৩৯৬] সহিহ, মুরসাল। আল-আহাদিসুল মুখতারা : ২৩২৫; মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ৩৭৫৫৩

[৩৯৭] হাসান, মাওকুফ। আল-মুজামুল আওসাত : ৬৮৬৪

[৩৯৮] হাসান, মুরসাল। মুসনাদুশ শামিয়্যিন : ৩৩৫৬

[৩৯৯] শাবি রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের একটি নিদর্শন হচ্ছে, আকস্মিক মৃত্যু এবং এক তারিখের চাঁদকে দুই তারিখের চাদের মতো মনে হওয়া।[৩৯৯]

عَنْ سَعْدٍ، قَالَ : مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ انْتِفَاخُ الأَهِلَّةِ.

[৪০০] সাদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের একটি নিদর্শন হচ্ছে, চাঁদ স্ফীত হয়ে যাওয়া।[৪০০]

নোট : ব্যাপারটি বেশ আশ্চর্যকর! বর্তমানে এটা খুব পরিষ্কারভাবেই প্রমাণিত। আমরা নিজেরাও অনেকবার মানুষকে বলাবলি করতে শুনেছি যে, আজকের চাঁদ কত বড়! দেখে মনে হচ্ছে, এটা তো দুই দিনের চাঁদ! স্বয়ং নিজেও খেয়াল করে দেখেছি, চাঁদ তুলনামূলকভাবে বেশ বড়ই দেখা যাচ্ছে। এটা হাদিসে বলা এ নিদর্শনের বাস্তব নমুনা। এটা স্পষ্ট ইঙ্গিত যে, কিয়ামত খুবই নিকটবর্তী।

---

[৩৯৯] হাসান। আল-মুজামুল আওসাত : ৯৩৭৬

[৪০০] হাসান, মাওকুফ। আল-মুজামুল আওসাত : ৬৮৬৪

মন্দের উত্থান, পুণ্যবাদের পতন

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ : مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الأَشْرَارُ، وَيُوضَعَ الأَخْيَارُ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُبْسَطَ الْقَوْلُ، وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ.

[৪০১] আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. বলেন, কিয়ামতের একটি নিদর্শন হচ্ছে, মন্দ লোকের উত্থান হবে এবং সৎ লোকদের পতন হবে। কিয়ামতের আরেক নিদর্শন হচ্ছে, কথার ফুলঝুরি ছুটবে, অন্যদিকে আমল গুদামজাত হয়ে যাবে।[৪০১]

নোট : বর্তমানে এর বাস্তবতা আজ আমাদের চোখের সামনে। জনসমাজে এ কথাটি আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়ে গেছে যে, ভালো মানুষের ভাত নেই। এটা শুধু কথার কথাই নয়; বরং এটাই আজ সমাজের তিক্ত বাস্তবতা। সমাজে আজ যারা যত মন্দ, সমাজে তারা ততটাই প্রতিষ্ঠিত।

হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, 'কথার ফুলঝুড়ি ছুটবে।' আজ কি তা হচ্ছে না? কথার ফুলঝুড়ি ছুটছে। কথার জাদু দিয়েই মানুষ আজ সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্যে রূপান্তর করছে। আর এর পেছনে রয়েছে কথার ফুলঝুড়ি। কথায় যে যত চালু, সে তত সফল এবং সঠিক। কথাটি অন্যভাবে বললে, আজ মুখের জোরেই প্রমাণ চলছে, কে কতটুকু ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ; বাস্তবে যাই থাকুক না কেন। সবাই আমলের কথা বলে; অথচ কাজের বেলায় কিছুই নেই। ব্যক্তিজীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামের আমলগুলো কেমন যেন গুদামজাত হয়ে গেছে। ইসলাহ, ইখলাস, তাকওয়ার ওয়াজ ভালোই করা যায়, কিন্তু আমলের বেলায় দেখা যায়, সব শূন্য। কী ওয়ায়েজ আর কী শ্রোতা, কী আলিম আর কী সাধারণ জনতা; আমলের ময়দানে সব এখন বরাবর হয়ে গেছে!

عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : سَيَظْهَرُ شِرَارُ أُمَّتِي عَلَى خِيَارِهِمْ حَتَّى يَسْتَخْفِيَ فِيهِمُ الْمُؤْمِنُ كَمَا يَسْتَخْفِي فِينَا الْمُنَافِقُ.

[৪০২] হাসসান বিন আতিয়া রহ. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অচিরেই আমার উম্মতের নিকৃষ্টরা উত্তমদের ওপর প্রাধান্য

---

[৪০১] সহিহ। মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪/৫৫৪-৫৫৫

বিস্তার করবে। এমনকি তাদের মধ্যে মুমিন নিজেকে এমনভাবে লুকিয়ে থাকবে, যেভাবে আজ আমাদের মাঝে মুনাফিক লুকিয়ে থাকছে।[৪০২]

নোট : সুবহানাল্লাহ! আপনারা কি এর বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করছেন? একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন যে, বর্তমানে খাঁটি মুমিনদের অবস্থান কতটা গোপনীয়! যারা নিজ জীবন থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামি অনুশাসন কামনা করে, তারা আজ নামধারী মুসলমানদের মাঝে থেকেও নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হয়। যারা এসবের কথা ভাবেন, তারা আজ সমাজের মধ্যে লুকিয়ে আছেন। তাদের কোনো আশ্রয় নেই। এমনকি যারা নিজেকে পরহেজগার, তাহাজ্জুদগুজার ও দ্বীনদরদি মুসলিম হিসেবে মনে করেন, তারাও এসব প্রকৃত মুমিনকে আশ্রয় তো দেবেনই না, এমনকি তার সমর্থনও করবেন না। তিক্ত হলেও এটাই আজ বাস্তবতা। যে কিনা ইসলামের কোনো ঘাটতি দেখলে ব্যথিত হয়, কোনো মুসলিম জনপদকে ইহুদি-খ্রিষ্টান বা কাফিরদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তাদেরকে সাহায্য করতে চায় এবং কুফরি গণতন্ত্রের সিস্টেম পরিবর্তন করে ইসলামের বিধানের বাস্তবায়ন চায়, তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের চোখে নিকৃষ্ট, উগ্রবাদী, কট্টরপন্থী, পশ্চাদপদ, গোঁড়া ও ধর্মান্ধ। মুসলিম নামধারী সমাজও তাদেরকে পছন্দ করে না; বরং তাদেরকে দ্বীন ও দেশের শত্রু মনে করে!

এটাই সে বাস্তবতা, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দশ বছর পূর্বেই আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেছেন। চলমান এ কুফরি ব্যবস্থার কারণেই আজ খাঁটি মুমিনরা নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখে, যেভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে মুনাফিকরা নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখত।

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ : خَرِبَتِ الْعَرَبُ وَهِيَ عَامِرَةٌ، قَالُوا : وَلِمَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ : إِذَا ظَهَرَ فُجَّارُهَا عَلَى أَبْرَارِهَا، وَسَادَ الْقَبِيلَ الْعَظِيمَ مُنَافِقُوهُ.

[৪০৩] উমর বিন খাত্তাব রা. বলেন, আরব বিনাশ হয়ে যাবে; অথচ তা প্রতিষ্ঠিত। অন্যরা বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, তেমনটি হবে কেন? তিনি বললেন, যখন আরবের পাপিষ্ঠ লোকেরা সৎ ব্যক্তিবর্গের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং মুনাফিকরা বৃহৎ গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেবে।[৪০৩]

নোট : এ সম্পর্কিত বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এ হাদিসের বিষয়টিও প্রায় একই রকম। তাকিয়ে দেখুন, আজ যারা নিজেকে মুসলমান

---

[৪০২] সনদ দুর্বল, মুরসাল। আল-কামিল, ইবনু আদি : ৯/৯

[৪০৩] মাওকুফ।

দাবি করে মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদের চালচলন, আচার-অভ্যাসকে যদি সাহাবায়ে কিরামের যুগের মুনাফিকদের চরিত্রের সঙ্গে বিবেচনা করেন, তাহলে স্পষ্ট দেখতে পাবেন যে, আজ তারা ইসলামের সঙ্গে তেমন আচরণই করছে, যেমনটি সে সময়ে মুনাফিকরা করত।

عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ : إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُوضَعَ الأَخْيَارُ، وَيُرْفَعَ الأَشْرَارُ، وَيَسُودَ كُلَّ قَبِيلَةٍ مُنَافِقُوهَا.

[৪০৪] আমর বিন কায়িস রহ. আব্দুল্লাহ বিন আমর রা.-কে বলতে শুনেছেন, কিয়ামতের নিদর্শন হচ্ছে, সৎ ব্যক্তিদের পতন, অসৎ লোকদের উত্থান এবং প্রতিটি জাতিকে মুনাফিকদের নেতৃত্ব প্রদান।[৪০৪]

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُودَ كُلَّ قَبِيلَةٍ مُنَافِقُوهَا.

[৪০৫] ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না প্রতিটি জাতিকে তাদের মধ্যকার মুনাফিক শ্রেণি নেতৃত্ব দেবে।[৪০৫]

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : يُوشِكُ أَنْ يَسُودَ كُلَّ قَوْمٍ مُنَافِقُوهُمْ.

[৪০৬] হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আমাদের সময়ে) এ কথা বলা হতো যে, অচিরেই প্রতিটি জাতিকে তার মুনাফিকরা নেতৃত্ব দেবে।[৪০৬]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُودَ كُلَّ قَبِيلَةٍ مُنَافِقُوهَا.

[৪০৭] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না প্রতিটি জাতিকে তার মুনাফিকরা নেতৃত্ব দেবে।[৪০৭]

---

[৪০৪] সহিহ, মাওকুফ। মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪/৫৫৪-৫৫৫

[৪০৫] মাওকুফ। এর পক্ষে উমর বিন খাত্তাব রা. ও আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রা. থেকে সমার্থক হাদিস বর্ণিত আছে।

[৪০৬] মাকতু।

[৪০৭] মাকতু।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ.

[৪০৮] হুজাইফা বিন ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না দুনিয়ার সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ হবে নিকৃষ্ট নির্বোধেরা।[৪০৮]

নোট : বলুন তো, ঠিক এমনটাই ঘটছে কি না? আজ সমাজে কারা সৌভাগ্যবান? আজ কারা সমাজের নেতৃত্ব দিচ্ছে? এরা কি তারাই নয়, যাদের ইমান থাকল বা না থাকল তা নিয়ে মোটেও কোনো ভাবনা নেই? এ সমাজে ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা থাকল, নাকি বিদায় নিল, তা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। ইসলামের বিধান আমার জন্য প্রযোজ্য নাকি নয়, তা নিয়েও কোনো ভাবনা নেই; তারাই কি এ সমাজের নেতৃত্ব দিচ্ছে না? আর এরা তাদেরকেই ধরে ধরে জেলে ভরছে, যারা এসবের বাস্তবায়ন চায়। যারা সমাজের সর্বত্রে ইসলাম চায়, তারা এ ধরনের নেতাদের দু'চোখের কাঁটা।

[৪০৮] সহিহ। সুনানুত তিরমিজি : ২৩১৯

নিকৃষ্টদের ওপর কিয়ামতের আগমন

عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ، وَلا تَقُومُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَإِنَّ الْمَلَكَ لَيُرِيدُ أَنْ يَنْفُخَ فِي الصُّورِ، فَإِذَا سَمِعَ قَائِلا يَقُولُ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ أَخَّرَهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا.

[৪০৯] মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামত নিকৃষ্ট মানুষের ওপরই সংঘটিত হবে। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণকারী কারও ওপর কখনো কিয়ামত সংঘটিত হবে না। নিশ্চয়ই (শিঙায় ফুঁৎকারদাতা) ফেরেশতা (ইসরাফিল আলাইহিস সালাম) শিঙায় ফুঁক দেওয়ার ইচ্ছা করেন, কিন্তু যখন তিনি কাউকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে শোনেন, তখন তা সত্তর বছরের জন্য পিছিয়ে দেন।[৪০৯]

নোট : কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে মানুষের ইমান-আমলের অবস্থা এতটা শোচনীয় হবে যে, হাজার কোটি মানুষের মাঝে কালিমায়ে তাইয়িবা পাঠ করার মতো একজন লোকও পৃথিবীতে থাকবে না। অর্থাৎ ইমানদাররা সবাই যখন বিদায় নিয়ে চলে যাবে, তখনই তাদের ওপর কিয়ামত সংঘটিত হবে, এর আগে নয়। বর্তমানে পুরো পৃথিবীকে যেভাবে ইমানমুক্ত করার জোর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, কিয়ামতের আগমন আর খুব বেশি দেরি নেই বলেই অনুমিত হচ্ছে। অবশ্য মাঝে দিয়ে মাহদি, ইসা আলাইহিস সালাম ও বিভিন্ন ফিতনা-ফাসাদেরও আগমন ঘটবে। সব মিলিয়ে কিয়ামত খুবই সন্নিকটে মনে হচ্ছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا يَزْدَادُ الأَمْرُ إِلا شِدَّةً، وَلا الدُّنْيَا إِلا إِدْبَارًا، وَلا النَّاسُ إِلا شُحًّا، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ.

[৪১০] আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নেতৃত্বের সমস্যা ক্রমান্বয়ে জটিলই হতে থাকবে, দুনিয়ার

---

[৪০৯] মাকতু। এর পক্ষে ইবনে মাসউদ রা. ও আনাস রা.-এর সমার্থক বর্ণনা রয়েছে। এটা মাকতু হলেও হাদিসের لا تقوم الساعة الا على شرار الناس অংশটি বিশুদ্ধ মারফু সূত্রে প্রমাণিত। দেখুন, সহিহু মুসলিম : ২৯৪৯

পশ্চাদপসরণ ক্রমে বাড়তেই থাকবে এবং মানুষের কৃপণতা ক্রমশ বৃদ্ধিই পাবে। আর কিয়ামত সংঘটিত হবে সর্বনিকৃষ্ট মানুষদের ওপর।[৪১০]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ.

[৪১১] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত মানুষের মধ্যে সর্বনিকৃষ্টদের ওপরই সংঘটিত হবে।[৪১১]

নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও পুরুষদের সংখ্যা হ্রাস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ قَيِّمَ خَمْسِينَ امْرَأَةً رَجُلٌ وَاحِدٌ.

[৪১২] আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, কিয়ামতের একটি নিদর্শন হচ্ছে, নারীদের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং পুরুষদের সংখ্যা কমে যাবে। (অবস্থা এমন দাঁড়াবে যে,) একপর্যায়ে পঞ্চাশজন মহিলার দায়িত্বশীল হবে একজন পুরুষ।[৪১২]

নোট : বর্তমানে যদিও নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি, তবুও সেটা যথেষ্ট নয়। হাদিসে বর্ণিত সংখ্যায় পৌঁছতে সেটার আরও অনেক সময় লাগবে। এটা স্বাভাবিকভাবে হবে না; বরং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিভিন্ন দুর্যোগ ও বিপর্যয়ে অধিকাংশ পুরুষ মারা গেলেই এ ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হবে। সেসময় অধিকাংশ এলাকাই পুরুষশূন্য হয়ে যাবে, যার কারণে নারীদের দেখাশোনা করা লোকের চরম আকাল পড়বে। হাদিসে যে সংখ্যার কথা বলা হয়েছে, তা মালহামা বা শেষ জমানায় সংঘটিত রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধের পরে হতে পারে বলে ধারণা। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

---

[৪১০] প্রাগুক্ত।

[৪১১] সহিহু মুসলিম : ২৯৪৯

[৪১২] সহিহুল বুখারি : ৮১, ৫২৩১, ৬৮০৮; সহিহু মুসলিম : ২৬৭১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتْبَعَ الرَّجُلَ ثَلاثُونَ امْرَأَةً كُلُّهُمْ يَقُولُ : أَنْكِحْنِي أَنْكِحْنِي.

[৪১৩] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ত্রিশজন মেয়ে একজন পুরুষের পিছু নেবে, যাদের প্রত্যেকেই বলবে, আমাকে বিবাহ দিন, আমাকে বিবাহ দিন।[৪১৩]

নোট : পিছু নেওয়ার এক অর্থ, বিবাহের উদ্দেশ্যে একজন পুরুষের কাছে ত্রিশজন নারী এসে ভীড় জমাবে। অথবা এটাও হতে পারে যে, বিবাহ না; বরং শুধু শারীরিক সম্পর্ক বা সঙ্গমের জন্য তার পিছে এসে ঘুরঘুর করতে থাকবে। আরবিতে 'নিকাহ' শব্দের অর্থ যেমন বিবাহ হয়, তেমনি তার আরেকটি অর্থ সঙ্গম। এখানে সঙ্গমের অর্থটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। কেননা, একজন পুরুষ একই সাথে চারজনের অধিক নারীকে স্ত্রী হিসেবে রাখতে পারে না। তাই ত্রিশজন নারীর বিবাহের বিষয়টি ইসলামের দৃষ্টিতে পুরোই অসম্ভব একটি ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট যে, সেসময়ে জিনা-ব্যভিচার ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে। নারী-পুরুষ কেউই চরিত্র বা সতীত্ব রক্ষার কোনো পরোয়া করবে না। সে হিসেবেও এখানে বিবাহ বহির্ভূত সঙ্গম অর্থটিই সঠিক বলে বিবেচিত হচ্ছে। তৃতীয়ত, বুখারি-মুসলিমের একটি বর্ণনায় এসেছে, শেষ জমানায় একজন পুরুষ থেকে চল্লিশজন নারী সঙ্গমের স্বাদ আস্বাদন করবে। এ থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, এ হাদিসে 'নিকাহ' অর্থ বিবাহ নয়; বরং সঙ্গম।

---

[৪১৩] এর তাহকিক পূর্বে গত হয়েছে। নারীদের আধিক্য ও পুরুষদের সংখ্যা হ্রাসের পক্ষে আবু মুসা আশআরি রা.-এর হাদিস রয়েছে, যা ইমাম মুসলিম তাঁর সহিহ মুসলিমে বর্ণনা করেছেন। দেখুন, সহিহ মুসলিম : ১০১২; অবশ্য كلهم يقول : أنكحني أنكحني অংশটুকু সহিহ মুসলিমে নেই।

মসজিদগুলো সুসজ্জিত ও কারুকার্যমণ্ডিত হওয়া

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ.

[৪১৪] আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না মানুষ মসজিদ নিয়ে গর্ব ও অহংকার করতে থাকবে।[৪১৪]

قَالَ أَبُو ذَرٍّ، إِذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ، وَزَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ.

[৪১৫] আবু জর রা. বলেন, যখন তোমরা তোমাদের কুরআনকে অলংকৃত করবে এবং তোমাদের মসজিদগুলোকে কারুকার্যমণ্ডিত করবে, তখন তোমাদের ওপর ধ্বংস নেমে আসবে।[৪১৫]

عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، قَالَ : يُقَالُ : إِذَا سَاءَ عَمَلُ الأُمَّةِ زَيَّنُوا مَسَاجِدَهُمْ.

[৪১৬] আবু হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের আমল যখন খারাপ হয়ে যাবে, তখন তারা মসজিদ সাজাতে শুরু করবে।[৪১৬]

নোট : বর্তমান সময়ের দিকে একটু খেয়াল করে দেখুন। দিন দিন কুরআনের বাহ্যিক অবয়ব ও মসজিদ নির্মাণে কী পরিমাণ সাজসজ্জার আয়োজন করা হচ্ছে! কত উন্নতমানের কাগজ, প্রিন্টার, মেশিন, রং ও সাজসজ্জার সহিত কুরআন ছাপানো হচ্ছে! কোথও তো স্বর্ণের ও রোপার কুরআনও তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু এসবই কেবল ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য, এটা পড়া বা সে অনুযায়ী আমল করার জন্য নয়। ঘরে কুরআন রাখা হয় কেবল নিজের মুসলমানিত্ব প্রমাণ ও বরকতের জন্য। তিলাওয়াত বা আমলের জন্য খুব কমই এখন এসব দামী দামী কুরআন কেনে।

মসজিদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। নিজে সালাত না পড়লেও মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চেষ্টার কমতি নেই। মসজিদের টাইলসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, নিত্যনতুন ডিজাইন করা হচ্ছে। দেখে মনে হয়, যেন কোনো বালাখানা বা বিলাসবহুল প্রাসাদ। বিলাসিতার আসবাব দিয়ে আজ মসজিদ ভর্তি। কিন্তু

---

[৪১৪] সহিহ। সুনানু আবি দাউদ : ৪৪৯; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৭৩৯

[৪১৫] দুর্বল, মাওকুফ।

[৪১৬] মাকতু।

যখন সালাতের আজান হচ্ছে, ইমামের পেছনে ইকামত দেওয়ার জন্য লোকের খোঁজ করতে হয়। এমনও হয়, ইমাম সাহেব একাই সালাত আদায় করেন। অন্যরা তো তাদের দায়িত্ব করে দিয়েছেন, এত কষ্টের টাকা দিয়ে মসজিদ করে দিয়েছেন, আবার সালাতও কি আদায় করতে হবে? এমন দৃষ্টিনন্দন মসজিদ হচ্ছে যে, এক এলাকার মানুষ অন্য এলাকার মানুষের সঙ্গে নিজেদের মসজিদ নিয়ে গৌরব করছে। হাদিসের এসব ভবিষ্যদ্বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হতে দেখা যাচ্ছে। কিয়ামত যে আজ কতটা নিকটে, তা ভাবতেই গা শিহরিয়ে ওঠে!

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : مَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ قَوْمٍ إِلا زَخْرَفَتْ مَسَاجِدَهَا، وَمَا زَخْرَفَتْ مَسَاجِدَهَا إِلا عِنْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ.

[৪১৭] ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখনই কোনো সম্প্রদায়ের গুনাহ বেশি হয়ে যাবে, তখন তারা মসজিদকে সাজাতে শুরু করবে। আর তাদের মসজিদের কারুকাজ শুরু হবে দাজ্জালের আবির্ভাবের মুহূর্তে।[৪১৭]

নোট : বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে মসজিদগুলোর যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে, তাতে দাজ্জালের আবির্ভাব খুবই নিকটবর্তী বলে মনে হচ্ছে। কিয়ামতের অন্যান্য আলামতও খুব শীঘ্রই দাজ্জালের আবির্ভাবের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। আল্লাহ আমাদেরকে দাজ্জাল ও তার ভয়ংকর ফিতনা থেকে হিফাজত করুন।

---

[৪১৭] সনদ খুবই দুর্বল, মাওকুফ। জইফুল জামিইস সাগির : ৫০৭৭

ইসলামের বিদায় ও মূর্তিপূজার সূচনা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَيَخْرُجُنَّ مِنْهُ أَفْوَاجًا كَمَا دَخَلُوا فِيهِ أَفْوَاجًا.

[৪১৮] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এই সুরাটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর অবতীর্ণ হয়, 'যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে।' [সুরা আন-নাসর : ১-২] তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অবশ্য অবশ্যই (শেষ জমানায়) ইসলাম থেকে মানুষ দলে দলে বের হয়ে যাবে, যেমন (এখন) তাতে দলে দলে প্রবেশ করেছে।[৪১৮]

নোট : খেয়াল করে দেখুন, আজ কি ইসলাম থেকে মানুষ বেরিয়ে যাচ্ছে না? আজ কয়জন মানুষ ইমান ভঙ্গের কারণ জানে? কতজন লোক তাওহিদের শর্তগুলো জানে? শিরক-কুফর বিষয়ক কয়জনের সঠিক ধারণা আছে? মুখে কেবল মুসলিম দাবি করলেই মুসলিম হওয়া যায় না; বরং পাশাপাশি ইসলাম থেকে বের করে দেয় এমন সকল কথা ও কর্ম থেকে বেঁচে থাকাটাও শর্ত। নয়তো নামেই কেবল মুসলিম থাকবে, বাস্তবে নয়। শুধু সালাত, সাওম বা হজ পালন করার নামই ইসলাম নয়। এগুলো করলেই কেউ পাক্কা মুসলমান হয়ে যায় না। কাদিয়ানি, শিয়া ইসনা আশারা, বাহায়ি এরাও তো সালাত, সাওম ও হজ আদায় করে। তবুও এরা মুসলিম নয়। কিন্তু কেন? কেননা, তাদের মাঝে ইসলামের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেও অনেক কুফর, শিরক ও ইমান ভঙ্গের কারণও পাওয়া যায়। তাই তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করলেও প্রকৃত অর্থে তারা মুসলিম নয়।

একইভাবে বর্তমানে গণতন্ত্র, সেক্যুলারিজম, ইলহাদসহ নানা কুফরি তন্ত্রে বিশ্বাসী অসংখ্য নামধারী মুসলিম পাওয়া যাবে, যারা নিজেদের অজান্তেই কখন যে ইমান হারিয়ে বসে আছে, খবরও নেই। সহিহ মুসলিমের একটি বর্ণনায় এসেছে, শেষ জমানায় ফিতনার ভয়াবহতা এমন হবে যে, মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, কিন্তু বিকেলে কাফির হয়ে যাবে, অনুরূপ বিকেলে মুমিন থাকবে, কিন্তু সকালে কাফির হয়ে যাবে। এভাবে মানুষ সকাল-বিকাল কাফির হতে থাকবে।

---

[৪১৮] হাসান, তবে সনদ দুর্বল। জইফুল জামিইস সগির : ১৭৯৬

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : إِنَّهَا نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ خِلَافَةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ عَضُوضٌ، ثُمَّ جَبْرِيَّةٌ، ثُمَّ طَوَاغِيتُ.

[৪১৯] আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই এটা (বর্তমান সময়ের শাসনব্যবস্থা) হলো নবুওয়াত ও রহমত। এরপর খিলাফত, এরপর কামড়াকামড়ির রাজতন্ত্র, এরপর অত্যাচারীদের শাসন, এরপর সর্বশেষ আসবে তাগুতের শাসন।[৪১৯]

নোট : নবুওয়াতের জমানা চলে গেছে, আমরা সবাই জানি। খিলাফত চলে গেছে, সেটাও মানি। এরপর কামড়াকামড়ির রাজতন্ত্র কায়িম হওয়ার কথা, সেটাও হয়ে গেছে। উমাইয়া, আব্বাসি, ফাতিমি, উসমানি এসবই ছিল রাজতন্ত্রভিত্তিক শাসনব্যবস্থা, যার মধ্যে অধিকাংশই ছিল কামড়াকামড়ির রাজনীতি। ইতিহাসের পাঠকদের এসব অজানা নয়। এরপর আসার কথা অত্যাচারীদের শাসন। এর অর্থ হচ্ছে মুসলমানদের শাসক মুসলমানই হবে, তবে তারা অত্যাচারী হবে। রাজতন্ত্রের মধ্য দিয়ে অসংখ্য অত্যাচারী শাসকও গত হয়েছে। বাকি ছিল কেবল তাগুতদের শাসন। বর্তমানে আমরা সেটাই দেখতে পাচ্ছি। সহজ অর্থে তাগুত বলা হয়, যারা আল্লাহর আইন অমান্য করে, সেটাকে অবজ্ঞা করে নিজেদের বানানো আইনকেই শ্রদ্ধাযোগ্য ও সবার জন্য বাধ্যতামূলক করে, বিপরীতে অল্পসংখ্যক লোক যারা আল্লাহর আইন নিয়ে কথা বলে, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলে, তাদের বিরুদ্ধে এরা সর্বশক্তি ব্যয় করে। আজকের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার রাষ্ট্রনায়করাই হাদিসে বর্ণিত সেসব তাগুত, যাদের সাথে সব ধরনের সম্পর্কচ্ছেদ করা ইমানি শর্ত। হাদিসের ভাষ্য হতে অনুমিত হয়, এরপরই কিয়ামতের সূচনাকাল শুরু হয়ে যাবে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, কিয়ামত আমাদের অতি নিকটে।

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : لَيُدْرَسَنَّ الإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ الثَّوْبُ، حَتَّى لا تَعْرِفَ صَلاةً، وَلا صِيَامًا، وَلا نُسُكًا إِلا بَقَايَا مِنْ شَيْخٍ كَبِيرٍ وَعَجُوزٍ، يَقُولُونَ : كُنَّا نَسْمَعُ كَلامًا مِنْ أَقْوَامٍ أَدْرَكْنَا مِنْ قَبْلِنَا، يَقُولُونَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَنَحْنُ نَقُولُهَا، فَقَالَ لَهُ صِلَةُ بْنُ زُفَرَ الْعَبْسِيُّ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، فَمَا تَنْفَعُهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَهُمْ لا يَعْرِفُونَ صَلاةً وَلا صِيَامًا وَلا نُسُكًا! قَالَ : تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ.

---

[৪১৯] সনদ দুর্বল, মাওকুফ। জইফুল জামিইস সাগির : ১৫৭৮

[৪২০] হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসলাম জরাজীর্ণ হয়ে যাবে, যেভাবে কাপড় পুরাতন হয়ে যায়। এমনকি তুমি সালাত, সাওম ও হজ কিছুই চিনতে পারবে না। তবে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বলবে, আমরা আমাদের পূর্ববর্তীদের কিছুলোকের কথা শুনেছি, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলত, তাই আমরাও তা বলতাম। তখন (বর্ণনাকারী) সিলাহ বিন জুফার আবাসি রহ. তাঁকে বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ, তারা সালাত, সাওম ও হজ না জানলে তাদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কী উপকারে আসবে? তিনি বললেন, তাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে নাজাত দেবে।[৪২০]

নোট : কালিমায়ে তাইয়্যিবা পাঠকারীরা যে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে না, এর জন্য শর্ত হলো, কালিমা পাঠের পাশাপাশি অন্য কোনো কুফর, শিরক বা ইমান ভঙ্গকারী কোনো কাজ করতে পারবে না। এমন হলে তারা যদি অন্যান্য ইবাদত নাও করে, তবুও কোনো না কোনো একদিন তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে বলে আশা করা যায়।

عَنْ جَارٍ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ أُنَاسًا سَيَخْرُجُونَ مِنْ دَيْنِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، كَمَا دَخَلُوا فِيهِ أَفْوَاجًا.

[৪২১] জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, অচিরেই দলে দলে মানুষ দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে, যেমনিভাবে (এখন) দলে দলে তাতে প্রবেশ করেছে।[৪২১]

عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ وَعَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ عَشَرَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ لا يَزَالُونَ يَنْقُصُونَ وَاحِدًا وَاحِدًا. قَالَ عَلِيٌّ : ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ وَعَلَى الأَرْضِ رَجُلٌ عَلَى مِنْهَاجِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو الْمَلِيحِ : ومنهاجُ إِبْرَاهِيمَ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ.

[৪২২] মাইমুন বিন মিহরান রা. থেকে বর্ণিত, ততদিন কিয়ামত হবে না, যতদিন দশজন মানুষও মিল্লাতে ইবরাহিমের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর একজন একজন করে কমতে থাকবে। (বর্ণনাকারী) আলি রহ. বলেন, পরে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতদিন একজন মানুষও মিল্লাতে ইবরাহিমের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আবু মালিহ রহ. বলেন,

---

[৪২০] সহিহ, মাওকুফ। হাদিসটি মারফু হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৪৯

[৪২১] হাসান, তবে সনদ দুর্বল। জইফুল জামিইস সাগির : ১৭৯৬

[৪২০] হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসলাম জরাজীর্ণ হয়ে যাবে, যেভাবে কাপড় পুরাতন হয়ে যায়। এমনকি তুমি সালাত, সাওম ও হজ কিছুই চিনতে পারবে না। তবে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বলবে, আমরা আমাদের পূর্ববর্তীদের কিছুলোকের কথা শুনেছি, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলত, তাই আমরাও তা বলতাম। তখন (বর্ণনাকারী) সিলাহ বিন জুফার আবাসি রহ. তাঁকে বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ, তারা সালাত, সাওম ও হজ না জানলে তাদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কী উপকারে আসবে? তিনি বললেন, তাদেরকে জাহান্নামের আজাব থেকে নাজাত দেবে।[৪২০]

নোট : কালিমায়ে তাইয়িবা পাঠকারীরা যে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে না, এর জন্য শর্ত হলো, কালিমা পাঠের পাশাপাশি অন্য কোনো কুফর, শিরক বা ইমান ভঙ্গকারী কোনো কাজ করতে পারবে না। এমন হলে তারা যদি অন্যান্য ইবাদত নাও করে, তবুও কোনো না কোনো একদিন তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে বলে আশা করা যায়।

عَنْ جَارٍ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ أُنَاسًا سَيَخْرُجُونَ مِنْ دَيْنِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، كَمَا دَخَلُوا فِيهِ أَفْوَاجًا.

[৪২১] জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, অচিরেই দলে দলে মানুষ দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে, যেমনিভাবে (এখন) দলে দলে তাতে প্রবেশ করেছে।[৪২১]

عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ وَعَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ عَشَرَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ لا يَزَالُونَ يَنْقُصُونَ وَاحِدًا وَاحِدًا. قَالَ عَلِيٌّ : ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ وَعَلَى الأَرْضِ رَجُلٌ عَلَى مِنْهَاجِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو الْمَلِيحِ : ومنهاجُ إِبْرَاهِيمَ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ.

[৪২২] মাইমুন বিন মিহরান রা. থেকে বর্ণিত, ততদিন কিয়ামত হবে না, যতদিন দশজন মানুষও মিল্লাতে ইবরাহিমের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর একজন একজন করে কমতে থাকবে। (বর্ণনাকারী) আলি রহ. বলেন, পরে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতদিন একজন মানুষও মিল্লাতে ইবরাহিমের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আবু মালিহ রহ. বলেন,

---

[৪২০] সহিহ, মাওকুফ। হাদিসটি মারফু হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৪৯

[৪২১] হাসান, তবে সনদ দুর্বল। জইফুল জামিইস সাগির : ১৭৯৬

মানহাজ বা মিল্লাতে ইবরাহিম হচ্ছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য দেওয়া।[৪২২]

নোট : মিল্লাতে ইবরাহিম বলতে খালিস তাওহিদের ওপর অটল থাকা। আর তা এ উম্মতের জন্য একমাত্র ইসলামের মধ্যেই নিহিত। তাই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আসমানি ধর্মের অনুসরণের দাবি করে সেটাকে মিল্লাতে ইবরাহিম দাবি করা স্পষ্ট ভুল। এরপর মিল্লাতে ইবরাহিমের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, কালিমায়ে তাইয়িবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্যই হলো মিল্লাতে ইবরাহিম। অর্থাৎ এ কালিমার সব দাবি মেনে নিতে হবে।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : لَتُمْلَأَنَّ الأَرْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا، حَتَّى لا يَقُولَ أَحَدٌ : اللَّهُ اللَّهُ، ثُمَّ لَتُمْلَأَنَّ قِسْطًا وَعَدْلا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا.

[৪২৩] আলি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পৃথিবী অবশ্যই জুলুম ও অত্যাচারে ভরে ওঠবে; এমনকি একজন লোকও 'আল্লাহ আল্লাহ' বলবে না। অতঃপর তা ন্যায়-নিষ্ঠায় ভরে ওঠবে, যেমনটি (ইতিপূর্বে) জুলুম-অত্যাচারে ভরে ওঠেছিল।[৪২৩]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ وَاحِدٌ يَقُولُ : اللَّهُ اللَّهُ.

[৪২৪] ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতদিন একজন ব্যক্তিও 'আল্লাহ আল্লাহ' বলবে।[৪২৪]

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ.

[৪২৫] সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতদিন না আমার উম্মতের কিছু সম্প্রদায় মুশরিকদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে এবং কিছু মূর্তিপূজা করতে শুরু করবে।[৪২৫]

---

[৪২২] মাকতু।
[৪২৩] সহিহ, মাওকুফ। জামি মা'মার বিন রাশিদ (মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক এর সাথে সংযুক্ত) : ২০৭৭৬
[৪২৪] মাওকুফ। সহিহু মুসলিম : ১৪৮; সুনানুত তিরমিজি : ২৩১৭
[৪২৫] সহিহ। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৫২; সুনানুত তিরমিজি : ২৩৩

নোট : আজ নামধারী মুসলমানরা হিন্দুদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলছে, তাদের সাথে সব ধরনের মেলামেশা করছে, তাদের মন্দিরে যাচ্ছে; এমনকি অনেকে তো তাদের মতো ভক্তিও দেয়, প্রসাদও খায়। এমন মুসলমানও আছে, যারা নিজেদের তো মুসলিম দাবি করে, কিন্তু সালাতের জায়গাগুলোতে তাদের পীর ও শাইখদের ছবি ঝুলিয়ে রাখে। কেউ কেউ তো তাদের সিজদা করে। এভাবেই আমাদের সমাজের অনেক মানুষ আজ জেনে বা না জেনে মুশরিকদের সাথে মিলিত হচ্ছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে মূর্তিপূজাও করছে।

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ، وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

[৪২৬] আবু হুরাইরা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না দাওস গোত্রের নারীদের নিতম্ব জুল খালাসা মূর্তির সম্মুখে নৃত্য করবে। আর জুল খালাসা হচ্ছে দাওস গোত্রের উপাস্য, যাকে তারা জাহিলি যুগে উপাসনা করত।[৪২৬]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ : هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ إِلَى قَوْلِهِ : وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَنَّ ذَلِكَ تَامٌّ، قَالَ : إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً تَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ.

[৪২৭] আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ততদিন পর্যন্ত রাতদিন বিদায় নেবে না, যতদিন না আবার লাত-উজ্জার উপাসনা করা হবে। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, যখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করলেন, 'তিনি সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসুলকে হিদায়াত ও দ্বীনে হক দিয়ে প্রেরণ করেছেন..., যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।', তখন আমি তো ভেবেছিলাম, দ্বীন পূর্ণ হয়ে গেছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু

---

[৪২৬] সহিহুল বুখারি : ৭১১৬; সহিহ মুসলিম : ২৯০৬

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অচিরেই এ থেকে আল্লাহ যা চান তাই হবে। এরপর আল্লাহ তাআলা একটি পবিত্র বাতাস প্রেরণ করবেন, যা এমন সকলকে মৃত্যুমুখে পতিত করবে, যাদের অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ইমান আছে। এরপর কেবল এমন লোকেরাই থেকে যাবে, যাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। এরপর তারা তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মে ফিরে যাবে।[৪২৭]

[৪২৭] সহিহু মুসলিম : ২৯০৭

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بِنَاءٍ لَهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي : عَوْفٌ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، فَقَالَ : ادْخُلْ، فَقُلْتُ : كُلِّي أَوْ بَعْضِي؟ قَالَ : بَلْ كُلُّكَ، فَقَالَ لِي : يَا عَوْفُ، اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ : أَوَّلُهُنَّ مَوْتِي، فَاسْتَبْكَيْتُ حَتَّى جَعَلَ يُسْكِتُنِي، ثُمَّ قَالَ : قُلْ إِحْدَى، قُلْتُ : إِحْدَى، وَالثَّانِيَةُ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قُلِ : اثْنَتَيْنِ، قُلْتُ : اثْنَتَيْنِ، وَالثَّالِثَةُ مَوْتٌ يَكُونُ فِي أُمَّتِي، يَأْخُذُهُمْ مِثْلَ قُعَاصِ الْغَنَمِ، قُلْ : ثَلَاثًا، قُلْتُ : ثَلَاثًا، وَالرَّابِعَةُ فِتْنَةٌ تَكُونُ فِي أُمَّتِي يُعَظِّمُهَا قُلْ : أَرْبَعًا، قُلْتُ : أَرْبَعًا، وَالْخَامِسَةُ : يُفِيضُ فِيكُمُ الْمَالُ فَيُعْطَى الرَّجُلُ الْمِائَةَ الدِّينَارِ فَيَسْخَطُهَا، قُلْ : خَمْسًا، فَقُلْتُ : خَمْسًا، وَالسَّادِسَةُ : هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ يَسِيرُونَ إِلَيْكُمْ عَلَى ثَمَانِيَةِ غَايَةٍ، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا، فُسْطَاطُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا : الْغُوطَةُ فِي مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا : دِمَشْقُ.

[৪২৮] আওফ বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গেলাম। তিনি তখন তাঁর এক ঘরে ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমাকে বললেন, আওফ নাকি? আমি বললাম, জি। তিনি বললেন, প্রবেশ করো। আমি বললাম, আমার পুরোটাই নাকি কিছু অংশ? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার পুরো অংশ নিয়েই প্রবেশ করো। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, হে আওফ, কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি নিদর্শনকে তুমি গণনা করে রাখো। এক. আমার ওফাত। (আওফ রা. বলেন,) একথা আমাকে কাঁদিয়ে দিল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে চুপ করাতে লাগলেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বলো, এক। আমি বললাম এক। দ্বিতীয় হলো, বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বলো, দুই। আমি বললাম, দুই। তৃতীয় হলো, ব্যাপক মহামারি, যা আমার উম্মতকে বকরির মড়কের ন্যায় পাকড়াও করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বলো, তিন। আমি বললাম, তিন। চতুর্থ হলো, আমার উম্মতের মধ্যে সংঘটিত এমন এক ফিতনা, যা বিরাট আকার ধারণ করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বলো, চার। আমি

বললাম, চার। পঞ্চম হলো, তোমাদের মধ্যে ধনসম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, কোনো ব্যক্তিকে একশত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করলেও সে (এটাকে নগণ্য মনে করে) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বলো, পাঁচ। আমি বললাম, পাঁচ। ষষ্ঠ হলো, বনি আসফার (রোমবাসী) ও তোমাদের মাঝে একটি সন্ধিচুক্তি হবে। এরপর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে বারোটি পতাকাতলে সমাবেত হয়ে আসবে, প্রত্যেক পতাকার অধীনে বারো হাজার করে সৈন্য থাকবে। আর মুসলমানরা সেসময় দামেশকের গুতা নামক এলাকায় থাকবে।[৪২৮]

عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، قَامَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ: فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ الْعَبْدِيُّ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! نَبِّئْنَا مَتَى خُرُوجُ الدَّجَّالِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ صُوحَانَ، اقْعُدْ، عَلِمَ اللَّهُ مَقَالَتَكَ، مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ لَهَا عَلَامَاتٌ وَهَنَاتٌ وَأَشْيَاءُ يَتْلُو بَعْضُهَا بَعْضًا كَحَذْوِ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْبَأْتُكَ بِعَلَامَتِهَا، قَالَ: عَنْ ذَلِكَ سَأَلْتُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ: اعْقِدْ بِيَدِكَ يَا صَعْصَعَةُ، إِذَا أَمَاتَ النَّاسُ الصَّلَاةَ، وَأَضَاعُوا الْأَهِلَّةَ، وَاسْتَحَلُّوا الْكَذِبَ، وَأَكَلُوا الرِّبَاءَ، وَأَخَذُوا الرِّشَا، وَشَيَّدُوا الْبِنَاءَ، وَاتَّبَعُوا الْأَهْوَاءَ، وَبَاعُوا الدِّينَ بِالدُّنْيَا، وَاسْتَخَفُّوا بِالدِّمَاءِ، وَتَقَطَّعَتِ الْأَرْحَامُ، وَصَارَ الْحِلْمُ ضَعْفًا، وَالظُّلْمُ فَخْرًا، وَالْأُمَرَاءُ فَجَرَةً، وَالْوُزَرَاءُ خَوَنَةً، وَعُرَفَاؤُهُمْ ظَلَمَةً، وَقُرَّاؤُهُمْ فَسَقَةً، وَظَهَرَ الْجَوْرُ، وَكَثُرَ الطَّلَاقُ، وَمَوْتُ الْفَجْأَةِ، وَقَوْلُ الْبُهْتَانِ، وَحُلِّيَتِ الْمَصَاحِفُ، وَزُخْرِفَتِ الْمَسَاجِدُ، وَطُوِّلَ الْمَنَارُ، وَازْدَحَمَتِ الصُّفُوفُ، وَنُقِضَتِ الْعُهُودُ، وَخُرِّبَتِ الْقُلُوبُ، وَشَارَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي التِّجَارَةِ حِرْصًا عَلَى الدُّنْيَا، وَتَرَكَ النِّسَاءُ الْمَيَازِرَ، وَتَشَبَّهْنَ بِالرِّجَالِ، وَتَشَبَّهَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ، وَالسَّلَامُ لِلْمَعْرِفَةِ، وَالشَّهَادَةُ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ، وَلَبِسُوا جُلُودَ الضَّأْنِ عَلَى قُلُوبِ الذِّئَابِ، قُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبِرِ، وَأَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ، وَالْتَمَسُوا الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، وَالتَّفَقُّهَ بِغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ، فَالنَّجَاءَ فَالنَّجَاءَ، الْوَحَا الْوَحَا، الْحَذَرَ

---

[৪২৮] সহিহুল বুখারি : ৩১৭৬

الْحَذَرَ، الْحَذَرَ، الْجِدَّ الْجِدَّ يَا صَعْصَعَةُ بْنَ صُوحَانَ، نِعْمَ الْمَسْكَنُ يَوْمَئِذٍ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُولُ أَحَدُهُمْ : يَا لَيْتَنِي تِبْنَةٌ فِي لَبِنَةٍ فِي سُورِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

[৪২৯] নাজজাল বিন সাবরা রহ. থেকে বর্ণিত, আলি বিন আবি তালিব রা. মিম্বারে আরোহণ করে আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা করে বললেন, হে মানুষেরা, তোমরা আমাকে হারিয়ে ফেলার পূর্বে জিজ্ঞেস করে নাও। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তার কথা শুনে সা'সাআ বিন সুহান আবদি রহ. দাঁড়িয়ে বললেন, হে আমিরুল মুমিন, আমাদেরকে বলুন, দাজ্জাল কখন বের হবে? তার প্রশ্ন শুনে আলি রা. বললেন, হে ইবনে সুহান, তুমি বসে যাও। তোমার কথার উত্তর আল্লাহ তাআলা জানেন। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে এ বিষয়ে বেশি জানে না। তবে তার জন্য কিছু নিদর্শন ও বিষয় রয়েছে, যা একের পর আসতে থাকবে, যেমনিভাবে পায়ের জুতা একটির পর আরেকটি চলতে থাকে। তুমি যদি চাও, তবে আমি তোমাকে তার নিদর্শন সম্পর্কে অবহিত করতে পারি। তিনি বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আমি আপনাকে এ ব্যাপারেই জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বললেন, হে সা'সাআ, তোমার হাত দ্বারা তা আটকে নাও অর্থাৎ গণনা করে রাখো। ১. যখন মানুষেরা সালাত মেরে ফেলবে অর্থাৎ বিনষ্ট করবে। ২. নতুন চাঁদ বিনষ্ট করবে অর্থাৎ ইদ ও সাওমসহ হিজরি মাসের সূচনার ক্ষেত্রে চাঁদ দেখার বিষয়টি নিয়ে অবহেলা করবে। ৩. মিথ্যাকে বৈধ মনে করবে। ৪. সুদ খাবে। ৫. ঘুষ গ্রহণ করবে। ৬. বড় বড় দালানকোঠা নির্মাণ করবে। ৭. প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে। ৮. দুনিয়ার স্বার্থে নিজের দ্বীন বিকিয়ে দেবে। ৯. রক্তপ্রবাহকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। ১০. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। ১১. সহনশীলতা বা ভদ্রতা দুর্বলতার পরিচয় হয়ে দাঁড়াবে। ১২. জুলুম-অত্যাচার আনন্দের বিষয়ে পরিণত হবে। ১৩. নেতৃবর্গ হবে পাপাচারী। ১৪. মন্ত্রীবর্গ হবে খিয়ানতকারী। ১৫. তাদের দায়িত্বশীলগণ হবে অত্যাচারী। ১৬. তাদের কারিগণ (আলিমগণ) হবে ফাসিক। ১৭. জুলুম-নির্যাতন প্রকাশ পাবে। ১৮. তালাক অধিক পরিমাণে হবে। ১৯. আকস্মিক মৃত্যু বেড়ে যাবে। ২০. মিথ্যা অপবাদ বৃদ্ধি পাবে। ২১. কুরআনকে অলংকৃত করা হবে। ২২. মসজিদগুলোকে সুসজ্জিত করা হবে। ২৩. উঁচু উঁচু মিনার বানানো হবে। ২৪. কাতারগুলো ঠাসাঠাসি হবে। ২৫. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হবে। ২৬. অন্তরগুলো বিরান হয়ে যাবে। ২৭. নারীরা দুনিয়ার লোভে তার স্বামীর ব্যবসাতে অংশগ্রহণ করবে। ২৮. মহিলারা ওড়না বা শালীনতার পোশাক পরিধান করা ছেড়ে দেবে। ২৯. মহিলারা পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে। ৩০. পুরুষেরা মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে। ৩১.

পরিচিতি থাকলেই কেবল সালাম দেওয়া হবে। ৩২. সাক্ষ্য চাওয়ার আগেই (মিথ্যা) সাক্ষ্য দেওয়া হবে। ৩৩. নেকড়ের অন্তরের ওপর ভেড়ার চামড়া পরিধান করবে। অর্থাৎ উপরে ভেড়ার মতো নরম দেখালে ভেতরে ভেতরে নেকড়ের মতো হিংস্র থাকবে। ৩৪. তাদের অন্তর হবে কঙ্করময় ভূমির চেয়েও শক্ত, মরাপঁচা লাশের চেয়েও দুর্গন্ধময়। ৩৫. আখিরাতের আমলের বিনিময়ে তারা দুনিয়া অন্বেষণ করবে। ৩৬. জ্ঞানার্জন ছাড়াই পাণ্ডিত্যের দাবি করবে। সুতরাং নাজাতের চিন্তা করো, নাজাতের চিন্তা করো। জলদি করো, জলদি করো। সাবধান! সাবধান! খুব চেষ্টা করো, ভালো করে প্রচেষ্টা চালাও, হে সা'সাআ বিন সুহান। সেদিন বাইতুল মুকাদ্দাস কতইনা উত্তম আবাসস্থল হবে। অবশ্য অবশ্যই মানুষের সামনে এমন এক জমানা আসবে, যখন তাদের কেউ একজন বলবে, হায়! আমার যদি বাইতুল মুকাদ্দাসের সীমায় আমার একটি কাঁচা ঘর হতো![৪২৯]

নোট : হাদিসে বর্ণিত এসব আলামতের অধিকাংশই আজ আমাদের জীবনে বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের জীবনে এসব কতই না বাস্তব হয়ে দেখা দিচ্ছে! মুসলিম সমাজে সালাত তো আজ ব্যাপকভাবে পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। চাঁদ দেখার পরিবর্তে মানুষ আজ টিভি বা পত্রিকার খবরেই আস্থা রাখতে শুরু করেছে। মিথ্যা, সুদ, ঘুষ তো ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে এবং এগুলো জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দালানকোঠার পরিমাণ কতটা বেড়েছে, চারপাশে একটু নজর বুলালেই বুঝা যায়। মানুষ এখন কাউকেই মানতে চায় না, কী বাবা-মা আর কী শিক্ষক। নিজের মনে যেটা চায়, সেটাই সে করে বসে। দুনিয়ার সামান্য স্বার্থে দ্বীন বিকিয়ে দেওয়া তো এখন প্রকাশ্য ব্যাপার। হত্যা ও রক্তপ্রবাহ এখন একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কথায় কথায় এখন মানুষ খুন হচ্ছে। আত্মীয়তার বন্ধন এখন সমাজে নেই বললেই চলে। সবাই এখন সবাইকে এড়িয়ে চলতে চায়। ভদ্র-সজ্জন লোকদেরকে সমাজে দুর্বল হিসেবে দেখা হয়। বিপরীতে যে যত শক্ত ও জালিম, সে তত শ্রদ্ধেয় ও মান্যযোগ্য। দেশের নেতা ও দায়িত্বশীলরা যে কতবড় চোর ও খিয়ানতকারী, তা আজকের ছোট্ট শিশুটিও জানে। তাদের জুলুমের কথা আজ কারও অজানা নয়। আলিমদের আমলের কোনো খবর নেই, বেশিরভাগই আজ দুনিয়াদারদের মতো পাপাচারে লিপ্ত। তালাক বা ডিভোর্স কী পরিমাণে বাড়ছে, পত্রিকায় একটু নজর বুলালেই আন্দাজ হবে। নিজ বাড়ি বা এলাকার আশাপাশে তাকালেও এর আধিক্য ও ভয়াবহ অবস্থা স্পষ্টই নজরে পড়বে। বর্তমানে হার্ট অ্যাটাক, এক্সিডেন্টসহ নানা কারণে মানুষের আকস্মিক মৃত্যুর হারও অনেক

---

[৪২৯] সনদ অত্যন্ত দুর্বল, মাওকুফ।

বেড়ে গেছে। নারী নির্যাতনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে একে অপরের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ ও কেস-মামলা তো এখন প্রকাশ্য ব্যাপার। কুরআনের বাহ্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তব জীবনে এর ওপর আমলের কোনো গুরুত্ব নেই। মসজিদগুলোকে টাইলস ও ঝাড়বাতি দিয়ে সজ্জিত করা হচ্ছে, কিন্তু সালাতে মুসল্লিদের কোনো খুশু-খুজু নেই। মিনার কে কত উঁচু করতে পারে, সেটা নিয়ে বর্তমানে চলছে অঘোষিত প্রতিযোগিতা। কাতারগুলোতে ভীড় হলেও নেই কোনো ইবাদতের প্রাণ ও স্বাদ। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা তো এখন ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের অন্তর এখন পাথরের মতো হয়ে গেছে। অন্তরে কোনো শান্তি বা স্বস্তি নেই। ইদানিং নারীরা তার স্বামীর ব্যবসাতে অংশগ্রহণ করছে। শুধু তাই-ই নয়; বরং অনেকে তো ব্যবসায় স্বামীকেও টেক্কা দিয়ে এগিয়ে গেছে। মহিলারা ওড়না বা শালীনতার পোশাক পরিধান করা ছেড়ে দিচ্ছে, পুরুষের সদৃশ্য গ্রহণ করছে, যা আজ আমাদের সমাজে ওপেন সিক্রেট। আজ মুসলিমদেশ হিসেবে পরিচিত অসংখ্য দেশে এমন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি বা কর্মস্থলও আছে, যেখানে ওড়না গায়ে জড়ালে চাকুরি দেওয়া হয় না বা পদোন্নতি হয় না। বোরকা পরিধান করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া যায় না; বরং অনেক ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হয়ে লেখাপড়াই বাদ দিতে হয়। ইদানিং পুরুষেরাও মহিলাদের সদৃশ্য গ্রহণ করছে। কানে দুল পরছে, কেউবা গলায় ওড়না পেঁচাচ্ছে, কেউ নারীদের মতো চুল বড় বড় রাখছে। রাস্তাঘাটে চেনার উপায় নেই যে, এ নারী নাকি পুরুষ? কাপড়চোপড় দেখে বোঝার তেমন উপায় নেই। বর্তমানে পরিচিতদেরকেই কেবল সালাম দেওয়া হয়। সঠিকভাবে ঘটনা না দেখে বা না জেনেও অর্থের লোভে বা পার্থিব কোনো স্বার্থে মানুষ আজ মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে। অনেক ধূর্ত মানুষ ধোঁকা দেওয়ার স্বার্থে উপরে উপরে নরম ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ করলেও ভেতরে ভেতরে ভয়ংকর রকম ক্ষতি করার চিন্তা করে থাকে। বাইরে থেকে দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই যে, এদের ভিতরটা কত হিংস্র ও জঘন্য। অসংখ্য মানুষ আজ আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়া ক্রয় করছে। আর সত্যিকারের জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও সব জায়গায় পণ্ডিতি করা এবং নিজেকে বড় বিদ্বান বলে জাহির করা খুবই কমন ও ব্যাপক হয়ে গেছে। এভাবে দেখলে, দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে কিয়ামতের আলামতের প্রায় সবগুলোই বাস্তবে ঘটে গেছে বা ঘটছে।

قَالَ مَالِكٌ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ سَعِيدٍ ابْنَ أَخِي حَسَنٍ شَيْخٌ قَدِيمٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، يَقُولُ : مِنْ عَلامَةِ قُرْبِ السَّاعَةِ اشْتِدَادُ حَرِّ الأَرْضِ.

[৪৩০] মালিক রহ. বলেন, ইয়ামানের প্রবীণ শাইখ আমর বিন সাইদ রহ.কে আমি বলতে শুনেছি, কিয়ামত ঘনিয়ে আসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, জমিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া।[৪৩০]

নোট : বর্তমানে ক্রমেই জমিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারাবিশ্বে আজ জলবায়ু নিয়ে হইচই চলছে। সংবাদপত্রের পাতা উল্টালেই তা চোখে পড়বে। যতদিন যাচ্ছে, একের পর এক উষ্ণতা বাড়ার খবর চোখে পড়ছে।

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرُ بِأَلْسِنَتِهَا.

[৪৩১] সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা তাদের জিহ্বা দ্বারা খাবে, যেভাবে গরু তার জিহ্বা দ্বারা খেয়ে থাকে।[৪৩১]

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ : تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى قَوْمٍ أَحْلامُهُمْ أَحْلامُ الْعَصَافِيرِ.

[৪৩২] ইবরাহিম বিন আবি আবলা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে এমন সম্প্রদায়ের ওপর, যাদের স্বপ্ন হবে চড়ুই পাখির ন্যায়।[৪৩২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَتَانِي جِبْرِيلُ بِمِرْآةٍ بَيْضَاءَ فِيهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا جِبْرِيلُ، مَا هَذِهِ الْمِرْآةُ؟ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ، هَذِهِ الْجُمُعَةُ أُعْطِيتَهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ، قَالَ : يَا جِبْرِيلُ فَمَا هَذِهِ النُّكْتُ؟ قَالَ : هَذِهِ السَّاعَةُ تَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَوْمُ الْمَزِيدِ فِي الْجَنَّةِ، يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

[৪৩৩] আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমার কাছে একটি সফেদ আয়না নিয়ে আসলেন, যেখানে একটি কালো দাগ ছিল। আমি তাকে বললাম, হে জিবরাইল, এই আয়নাটি কী? তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ, এটি হচ্ছে জুমআ, যা আপনাকে এবং আপনার উম্মতকে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, হে

---

[৪৩০] মাকতু।
[৪৩১] হাসান। সুনানুত তিরমিজি : ২৮৫৩
[৪৩২] মাকতু।

জিবরাইল, এই দাগটি কী? তিনি বললেন, এটি হচ্ছে কিয়ামত, যা কিনা সংঘটিত হবে জুমআর দিন। জান্নাতে এটা অর্থাৎ জুমআর দিনকে বলা হবে ইয়াওমুল মাজিদ বা বৃদ্ধিকরণের দিন।[৪৩৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُهْبِطَ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مِنْ حِينَ تُصْبِحُ إِلَى حِينَ مَطْلِعِ الشَّمْسِ، شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلا الْجِنُّ وَالإِنْسُ.

[৪৩৪] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে জুমআর দিন হচ্ছে সর্বোত্তম। এ দিনেই আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই দিনেই তাঁর তাওবা কবুল করা হয়েছে। এ দিনেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আর এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। জুমআর দিন মানুষ ও জিন ছাড়া প্রতিটি প্রাণীই সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কান পেতে থাকে কিয়ামত হয়ে যাওয়ার ভয়ে।[৪৩৪]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ، يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ، وَيَرُوحُونَ فِي غَضَبِهِ.

[৪৩৫] আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার এই উম্মতের শেষ জমানায় এমন কিছু লোক হবে, যাদের হাতে গরুর লেজের মতো বেত থাকবে, যারা কিনা সকাল-সন্ধ্যা কাটাবে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি ও গজবের মধ্য দিয়ে।[৪৩৫]

নোট : এ বিষয়টি দেখা যাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন বাহিনীর হাতে। তাদের হাতে লাঠিগুলো দেখতে অনেকটা গরুর লেজের মতো। অন্য হাদিসে আছে, তারা তা দিয়ে কারণে অকারণে মানুষকে অন্যায়ভাবে প্রহার করবে। এ বিষয়টিও তাদের মধ্যেই পাওয়া যায়। অন্যায়কে দমন করার চেয়ে ন্যায়কে

---

[৪৩৩] সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

[৪৩৪] সহিহ। সুনানু আবি দাউদ : ১০৪৬; সুনানুত তিরমিজি : ৪৯৫

[৪৩৫] সহিহ। সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা : ৮৯৩ এর পক্ষে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত সমার্থক হাদিস রয়েছে। দেখুন, সহিহু মুসলিম : ২৮৫৭

দমন করাই তাদের অন্যতম ব্রত। এই বাহিনীকে তৈরিই করা হয়েছে একটি মহলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। সুতরাং তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে অপর শ্রেণির মানুষকে যে তারা অত্যাচার করবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ক্ষমতার বলে এসব বাহিনীর লোকেরা এমন কোনো অপরাধ নেই, যা তারা করে না। সুতরাং তারা যে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির মধ্য দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা কাটায়, তা বলাই বাহুল্য।

عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ثَلَاثًا : وَإِحْدَاهُنَّ أَنْ يُلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ.

[৪৩৬] আবু উমাইয়া রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের নিদর্শন হচ্ছে তিনটি। এর অন্যতমটি হচ্ছে ছোটদের থেকে ইলম অন্বেষণ করা হবে।[৪৩৬]

নোট : আজ সমাজে এর বাস্তবতা বেশ ভালোভাবেই লক্ষ করা যাচ্ছে। সঠিকভাবে ইলম অর্জন না করে কেবল কিছু ইউটিউব লেকচার বা ফেসবুক স্ট্যাটাস কিংবা মুখের চাপাবাজিতেই আজ অনলাইন জগতে বেড়ে উঠেছে অনেক অপ্রাপ্তবয়স্ক শাইখ। মানুষ এদেরকে বড় আলিম ও বিদ্বান মনে করে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে, তাদের মতকে অনেক বেশি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে; অথচ খোঁজ নিলে দেখা যায় যে, বেচারা সঠিকভাবে আরবি কিতাবাদিই পড়তে পারে না। দশ শব্দবিশিষ্ট একটি লাইন পড়তে গেলে তাতে পাঁচটা ভুল থাকে। এগুলো কাল্পনিক কোনো বিষয় নয়; বাস্তবতা নিরিখেই বলা হচ্ছে। আমাদের জানামতে এমন শত-সহস্র ঘটনা আছে। এভাবেই মানুষ আজ সঠিক ইলম না থাকা সত্ত্বেও ফতোয়া দিয়ে নিজে যেমন গোমরাহ হচ্ছে, ঠিক সেভাবে অন্যদেরও গোমরাহ করছে।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِهِ سِتًّا : إِمْرَةَ السُّفَهَاءِ، وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ، وَبَيْعَ الْحُكْمِ، وَاسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَقَوْمًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ يَؤُمُّهُمْ، لَيْسَ بِأَفْقَهِهِمْ، لَيْسَ إِلا لِيُغَنِّيَهُمْ.

[৪৩৭] আবু জর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি উম্মতের জন্য ছয়টি বিষয়ের ভয় করতেন। নির্বোধদের নেতৃত্ব বা ক্ষমতা, পুলিশের সংখ্যাধিক্য,

---

[৪৩৬] সহিহ। এর পক্ষে ইবনে মাসউদ রা.-এর মাওকুফ হাদিস আছে। দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা : ৬৯৫

(আদালতের) ফয়সালা বিক্রি, রক্ত প্রবাহকে হালকা ভাবা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং এমন একটি সম্প্রদায়, যারা কুরআনকে বাঁশী বানাবে। তারা (সালাতের ইমামতির জন্য) তাদের মাঝে (কুরআনের ব্যাপারে) বড় বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত নয় এমন ব্যক্তিকে এগিয়ে দেবে, যেন সে তাদেরকে (কুরআন তিলাওয়াতের নামে) গান গেয়ে শোনায়।[৪৩৭]

নোট : সমাজের ইমাম তারাই হচ্ছে, যারা সুন্দর কণ্ঠে কুরআন পড়তে পারে, যদিও তারা কুরআন না বোঝে কিংবা কুরআনের আদর্শ ও আদেশ-নিষেধ তাদের মধ্যে না থাকে। সমাজের সমস্যা হচ্ছে, একদিকে যেমন তারা মনে করে, এ তো আলিম সেও আলিম। সুতরাং পার্থক্য কিসের? কিন্তু যখন কার্যক্ষেত্র আসে, তখন আর তেমন হয় না। তখন আবার তারাই বলে, হুজুর হয়ে, আলিম হয়ে এমন করতে পারে? ভালো কুরআন পড়তে পারলেই যে আল্লাহভীরু ও মুত্তাকি হয় না, তা তাদের বুঝে আসে না। তারা গানের সুরে কুরআন শোনাতে পারলে তাকেই এক বাক্যে পছন্দ করে নেয়।

عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَكُونَ السَّلَامُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ، وَأَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ لَا يَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَةً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ، وَأَنْ تَنْظُرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاءِ فِي بُيُوتِ الْمَدَرِ، وَأَنْ يَسِيرَ الشَّيْخُ بَرِيدًا لِصَبِيٍّ مِنَ الصِّبْيَانِ بَيْنَ الْأُفُقَيْنِ.

[৪৩৮] সালিম বিন আবিল জাদ রহ. থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, কিয়ামতের নিদর্শন হচ্ছে পরিচিতজনকে সালাম দেওয়া হবে। একজন ব্যক্তি মসজিদের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করবে, সেখানে সে একটি সিজদা না করেই বের হয়ে যাবে। নগ্ন পা, বস্ত্রহীন ছাগলের রাখালদেরকে ইটপাথরের ঘরে দেখতে পাবে। একজন বৃদ্ধ একজন শিশুর পত্রবাহক হয়ে পৃথিবীর দুই প্রান্ত ভ্রমণ করবে।[৪৩৮]

নোট : হাদিসের প্রথম অংশের আলোচনা কিছুটা আগেও জেনেছি। হাদিসের পরবর্তী অংশ : 'একজন ব্যক্তি মসজিদের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করবে, সেখানে সে একটি সিজদা না করেই বের হয়ে যাবে।' এ কথার ব্যাখ্যা এমন হতে পারে যে, মসজিদকে পারাপারের রাস্তা বানানো হবে। দীর্ঘ পথ না ঘুরে

---

[৪৩৭] মাওকুফ। সিলসিলাতু আহাদিসিস সহিহা : ৬৯৫

[৪৩৮] সহিহ, মাওকুফ। তবে وَأَنْ يَسِيرَ الشَّيْخُ বাক্যটুকু দুর্বল সূত্রে প্রমাণিত। সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা : ৬৪৭-৬৪৯; সিলসিলাতুল আহাদিসিজ জইফা : ১৫৩০

মসজিদের ভেতর দিয়ে সোজাসুজি চলে যাবে। অথচ মসজিদ বানানো হয়েছিল সিজদা করার জন্য, সালাত আদায় করার জন্য। কিন্তু সে তাতে সালাত আদায় না করেই বাহির হয়ে যাবে। কারণ, সে তো মসজিদে প্রবেশ করেছে সালাত পড়তে নয়; বরং রাস্তা পাড়ি দিতে। অন্য হাদিসে মসজিদকে রাস্তা বানাতে নিষেধ করা হয়েছে। তা মাকরুহে তাহরিমি। তাই মসজিদ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম না করা। এ হাদিস থেকে বোঝা গেল, মসজিদ দিয়ে রাস্তা পার হওয়া কিয়ামতের নিদর্শনও বটে।

'একজন বৃদ্ধ একজন শিশুর পত্রবাহক হয়ে পৃথিবীর দুই প্রান্ত ভ্রমণ করবে।' এ বিষয়টি হয়তো অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষমতায় আরোহণকে বোঝানো হয়েছে, যার আদেশে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিও তার পত্র নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াবে। আর এমনটা বাস্তবে ঘটেছেও। ইতিহাসে এমন অনেক শাসক গত হয়েছে, যারা অপ্রাপ্ত বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেছে এবং অনেক ঘটনার জন্ম দিয়েছে।

عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَمَنَّى أَبُو الْخَمْسَةِ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ، وَأَبُو الأَرْبَعَةِ أَنَّهُمْ ثَلاثَةٌ، وَأَبُو الثَّلاثَةِ أَنَّهُمُ اثْنَانِ، وَأَبُو الاثْنَيْنِ أَنَّهُمَا وَاحِدٌ، وَأَبُو الْوَاحِدِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ.

[৪৩৯] হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না পাঁচ সন্তানের অধিকারী চারজনের আকাঙ্ক্ষা করবে, চার সন্তানের অধিকারী তিনজনের আকাঙ্ক্ষা করবে, তিন সন্তানের অধিকারী দুইজনের আকাঙ্ক্ষা করবে, দুই সন্তানের অধিকারী একজনের আকাঙ্ক্ষা করবে আর এক সন্তানের অধিকারী বলবে, তার যদি কোনো সন্তানই না থাকত![৪৩৯]

[৪৩৯] সনদ দুর্বল। হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/১৮৭

ভূ-কম্পন

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلازِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَكْثُرَ الْفِتَنُ، وَيَظْهَرَ الْهَرْجُ، قَالُوا : وَالْهَرْجُ أَيُّمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : الْقَتْلُ.

[৪৪০] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না ইলম তুলে নেওয়া হবে, ভূ-কম্পন বেড়ে যাবে, সময় নিকটবর্তী মনে হবে, ফিতনারাশি বৃদ্ধি পাবে এবং হারজ প্রকাশ পাবে। সাহাবায়ে কিরাম রা. জিজ্ঞেস করলেন, হারজ কী জিনিস? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হত্যাকাণ্ড।[৪৪০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلازِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ، وَهُوَ الْقَتْلُ، وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ.

[৪৪১] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না ইলম তুলে নেওয়া হবে, ভূ-কম্পন বেড়ে যাবে, সময় নিকটবর্তী মনে হবে, ফিতনারাশি প্রকাশ পাবে, হারজ বৃদ্ধি পাবে, আর হারজ হচ্ছে হত্যাকাণ্ড এবং যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে সম্পদের প্রাচুর্য ঘটে তা উপচে পড়বে।[৪৪১]

নোট : সম্পদের প্রাচুর্য এসে উপচে পড়ার দৃশ্য তো বাস্তবে দেখাই যাচ্ছে। তার প্রকাশ ঘটছে মানুষের নানারকম জাগতিক উন্নয়নে। সম্পদ যত বাড়বে ফিতনাও তত বাড়বে। কারণ এই সম্পদই মানুষের জন্য অন্যতম ফিতনার কারণ। একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'প্রতিটি উম্মতের একটি ফিতনা রয়েছে, আর আমার উম্মতের ফিতনা হচ্ছে সম্পদ।' এ কথা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, আমার উম্মতের মাঝে ফিতনা অনেক থাকলেও যেটার কারণে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে, তা হচ্ছে এই সম্পদ। এই সম্পদের নেশায় মানুষ কী না করছে! সঠিককে ভুল, ভুলকে সঠিক, ভালোকে মন্দ, মন্দকে ভালো, সাদাকে কালো, কালোকে সাদা সবই করা হচ্ছে এ সম্পদের লোভে। সামান্য অর্থের জন্যও মানুষ এখন একজন অপরজনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে ফেলছে, যা হাদিসের আগের বাক্যেই বলা হয়েছে যে, ব্যাপক হত্যাকাণ্ড দেখা দেবে।

---

[৪৪০] সহিহুল বুখারি : ১০৩৬, ৬০৩৭, ৭১২১; সহিহু মুসলিম : ১৫৭

[৪৪১] প্রাগুক্ত।

মিথ্যাবাদী ও নবুওয়াতের দাবিদার

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلاثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ.

[৪৪২] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ত্রিশের কাছাকাছি ভণ্ড ও চরম মিথ্যাবাদী প্রেরণের আগে কিয়ামত হবে না। তারা প্রত্যেকেই দাবি করবে যে, সে আল্লাহর রাসুল।[৪৪২]

নোট : এ ভবিষ্যদ্বাণীটিও বাস্তবে ঘটেছে। হাদিসে যদিও বলা হয়েছে ত্রিশজনের কথা, কিন্তু ইতিহাসে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদারদের সংখ্যা অনেক বেশি দেখা যায়। এর ব্যাখ্যা এমন হতে পারে যে, কমপক্ষে ত্রিশজন মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করার আগে কিয়ামত হবে না। অথবা আরবিসহ যেকোনো ভাষাতেই বড় একটি সংখ্যা বলে অধিক সংখ্যক বোঝানো হয়। এখানেও ব্যাপারটি এমন হতে পারে। তখন অর্থ হবে, কিয়ামতের আগে অনেকেই মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করবে। এমন দাবি করার আগে কিয়ামত হবে না।

عَنْ أَبِي قِلابَةَ، يَرْفَعُهُ، قَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلاثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، لا نَبِيَّ بَعْدِي.

[৪৪৩] আবু কিলাবা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি মারফু সনদে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বলেছেন, অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে ত্রিশজন চরম মিথ্যাবাদী আসবে। তারা প্রত্যেকেই দাবি করবে যে, সে নবি। অথচ আমি হলাম সর্বশেষ নবি, আমার পর আর কোনো নবি আসবে না।[৪৪৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلاثُونَ كَذَّابًا، كُلُّهُمْ يَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

[৪৪৪] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ত্রিশজন চরম মিথ্যাবাদী বের হওয়ার পূর্বে কিয়ামত হবে না। তারা প্রত্যেকেই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলবে।[৪৪৪]

---

[৪৪২] সহিহুল বুখারি : ৩৬০৯, ৭১২১২; সহিহু মুসলিম : ১৫৭

[৪৪৩] সহিহ। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৫২

[৪৪৪] হাসান। সুনানু আবি দাউদ : ৪৩৩৪

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلاثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لا نَبِيَّ بَعْدِي.

[৪৪৫] সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তারা প্রত্যেকেই দাবি করবে যে, সে নবি। আমি সর্বশেষ নবি, আমার পর আর কোনো নবি নেই।[৪৪৫]

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ الدَّجَّالِ لَنَيِّفًا وَسَبْعِينَ دَجَّالا.

[৪৪৬] আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, দাজ্জাল প্রকাশের পূর্বে সত্তরেরও কিছু বেশি চরম মিথ্যাবাদী প্রকাশ পাবে।[৪৪৬]

---

[৪৪৫] সহিহ। সুনানুত তিরমিজি : ২৩৩০; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৯৫২

[৪৪৬] সনদ খুবই দুর্বল।

ভিন্নধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাতে বিজয় লাভ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ، يَخْتَبِئُ الْيَهُودِيُّ وَرَاءَ الْحَجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ، يَا مُسْلِمُ.هَذَا يَهُودِيٌّ مِنْ وَرَائِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ.

[৪৪৭] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা ইহুদিদের সঙ্গে যুদ্ধ করার পূর্বে কিয়ামত হবে না। ইহুদিরা পাথরের পেছনে পলায়ন করবে, কিন্তু পাথর ডেকে বলবে, হে আল্লাহর বান্দা, হে মুসলিম, এখানে আমার পেছনে ইহুদি আছে; তাড়াতাড়ি আসো এবং তাকে হত্যা করো।[৪৪৭]

নোট : এ হচ্ছে সর্বশেষ অবস্থা, যখন ইসা আলাইহিস সালাম আসমান থেকে নেমে আসবেন। তাঁর নেতৃত্বে মুসলমানগণ মানবতার শত্রু ইহুদিদের নিধন করতে থাকবে। তখন তারা গারকাদ (বাবলা জাতীয় কাঁটা বিশেষ গাছ) এবং পাথরের পেছনে লুকাবে। গারকাদ গাছ নীরব থাকলেও আল্লাহর হুকুমে অন্যান্য গাছ ও পাথরের জবান খুলে যাবে এবং মুসলমানদেরকে তাদের অবস্থান বলে দেবে, যেন তাঁরা তাদেরকে হত্যা করে পৃথিবীকে জঞ্জালমুক্ত করে।

আজ এই ইহুদি গোষ্ঠী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে না মানলেও তাঁর কথায় তাদের প্রচণ্ড বিশ্বাস। এসব হাদিসের ওপর ভিত্তি করে হোক অথবা তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো কিতাবের কোনো কথা থেকে হোক, তারা প্রচুর পরিমাণে এই গারকাদ গাছ রোপণ করছে। ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহু এসব কাজ উদ্বোধন করে দিয়েছে। এই প্রজেক্টের আওতায় তারা অনেক বেশি করে গারকাদ গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নিয়েছে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيُقْتَلُنَّ حَتَّى إِنَّ الْحَجَرَ لَيَقُولُ : يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي تَعَالَ فَاقْتُلْهُ.

[৪৪৮] ইবনে উমর রা. সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, তাদেরকে (ইহুদিদেরকে) হত্যা করা হবে। এমনকি পাথরও বলবে,

---

[৪৪৭] সহিহুল বুখারি : ২৯২৬; সহিহু মুসলিম : ২৯২২

হে মুসলিম, এই তো ইহুদি আমার পেছনে; আসো এবং তাকে হত্যা করো।[৪৪৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ : يَا مُسْلِمُ، يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ.

[৪৪৯] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমানেরা ইহুদিদের সঙ্গে যুদ্ধ করার পূর্বে কিয়ামত হবে না। সুতরাং মুসলমানেরা তাদেরকে হত্যা করবে, এমনকি ইহুদিরা পাথর ও গাছের পেছনে গিয়ে লুকাবে। আর তখন পাথর ও গাছ বলবে, হে মুসলিম, হে আল্লাহর বান্দা, এখানে আমার পেছনে ইহুদি রয়েছে; এখানে আসো এবং তাকে হত্যা করো। তবে গারকাদ গাছ এ কথা বলবে না। কেননা, এটা হলো ইহুদিদের বৃক্ষ।[৪৪৯]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَتَقْتُلُنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ وَرَاءَ حَجَرٍ فَيَقُولُ : يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي.

[৪৫০] ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা অবশ্যই ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সঙ্গে লড়াই করবে। এমনকি ইহুদিরা পাথরের পেছনে গিয়ে লুকাবে। পাথর বলবে, হে মুসলিম, এই তো ইহুদি আমার পেছনে।[৪৫০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تُقَاتِلُونَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، حُمْرُ الْوُجُوهِ، صِغَارُ الأَعْيُنِ.

[৪৫১] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে এমন এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে

---

[৪৪৮] সহিহুল বুখারি : ২৯২৫, ৩৫৯৫; সহিহু মুসলিম : ২৯২১

[৪৪৯] সহিহুল বুখারি : ২৯২৬; সহিহু মুসলিম : ২৯২২

[৪৫০] সহিহুল বুখারি : ২৯২৫ তবে এতে النصارى (খ্রিষ্টানরা) শব্দটি অতিরিক্ত এসেছে, যা সহিহ বুখারিসহ অন্য কোনো সহিহ হাদিসের বর্ণনায় আসেনি।

লড়াই করবে, যাদের জুতা হবে চুলের তৈরি। তাদের চেহারা হবে চ্যাপ্টা ঢালের মতো, চেহারার রং হবে লাল এবং চোখ হবে ছোট ছোট।[৪৫১]

নোট : চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, তুর্কি, মায়ানমার ইত্যাদি অঞ্চলের মানুষের চেহারা হাদিসে বর্ণিত মানুষের চেহারার মতো। বিষয়টি নিয়ে ভাববেন। সামনে এ বিষয়ে হাদিস আসছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الْعُيُونِ، حُمْرَ الْوُجُوهِ، ذُلْفَ الأُنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ.

[৪৫২] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা ছোট চোখ, লাল চেহারা, চ্যাপ্টা নাকবিশিষ্ট তুর্কিদের সঙ্গে লড়াই করার পূর্বে কিয়ামত হবে না। তাদের চেহারা হবে চ্যাপ্টা ঢালের ন্যায়।[৪৫২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا أَقْوَامًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ.

[৪৫৩ আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তোমরা চুলের জুতা পরিহিত সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে লড়াই করার পূর্বে কিয়ামত হবে না।[৪৫৩]

---

[৪৫১] সহিহুল বুখারি : ২৯২৭, ২৯২৮, ২৯২৯, ৩৫৮৭, ৩৫৯০, ৩৫৯১, ৩৫৯২; সহিহু মুসলিম : ২৯১২

[৪৫২] প্রাগুক্ত।

[৪৫৩] প্রাগুক্ত।

শহর-বন্দরের ধ্বংস

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : تُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

[৪৫৪] সুফিয়ান বিন আবি জুহাইর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ইয়ামান বিজিত হবে। এরপর একদল লোক সেখানে যাওয়ার জন্য আসবে এবং নিজেদের পরিবার ও অনুগতদেরকে সেখানে নিয়ে যাবে; অথচ তাদের জন্য মদিনাই উত্তম, যদি তারা জানত। এবং ইরাক বিজিত হবে। এরপর একদল লোক সেখানে যাওয়ার জন্য আসবে এবং নিজেদের পরিবার ও অনুগতদেরকে সেখানে নিয়ে যাবে; অথচ তাদের জন্য মদিনাই উত্তম, যদি তারা জানত। এবং শাম বিজিত হবে। এরপর একদল লোক সেখানে যাওয়ার জন্য আসবে এবং নিজেদের পরিবার ও অনুগতদেরকে সেখানে নিয়ে যাবে; অথচ তাদের জন্য মদিনাই উত্তম, যদি তারা জানত।[৪৫৪]

নোট : হাদিসে মদিনা বিরান হয়ে যাওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। লোকজন বিভিন্ন শহরের সুযোগ-সুবিধা দেখে সেখানে চলে যেতে থাকবে, আর এদিকে মদিনা জনশূন্য হতে থাকবে। কিন্তু তাদের কারোরই জানা নেই যে, মদিনা তাদের জন্য সবদিক থেকেই উত্তম ছিল। হাদিসে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

عَنْ كَعْبِ الْحَبْرِ، قَالَ : الْجَزِيرَةُ آمِنَةٌ مِنَ الْخَرَابِ حَتَّى تَخْرُبَ أَرْمِينِيَّةُ، وَمِصْرُ آمِنَةٌ مِنَ الْخَرَابِ حَتَّى تَخْرُبَ الْجَزِيرَةُ، وَالْكُوفَةُ آمِنَةٌ مِنَ الْخَرَابِ حَتَّى تَكُونَ الْمَلْحَمَةُ، قَالَ : وَلَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى تُفْتَحَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ.

[৪৫৫] কাবে আহবার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আরব উপদ্বীপ নিরাপদ থাকবে আরমেনিয়া ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত। মিশর নিরাপদ থাকবে আরব উপদ্বীপ ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত। কুফা নিরাপদ থাকবে মালহামা (রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধ)

---

[৪৫৪] সহিহুল বুখারি : ১৮৭৫; সহিহু মুসলিম : ১৩৮৮

হওয়ার আগ পর্যন্ত। আর কুসতুনতুনিয়া বিজয় হওয়ার আগে দাজ্জাল বের হবে না।[৪৫৫]

عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ : الْجَزِيرَةُ آمِنَةٌ مِنَ الْخَرَابِ حَتَّى تَخْرُبَ أَرْمِينِيَّةُ، وَأَرْمِينِيَّةُ آمِنَةٌ مِنَ الْخَرَابِ حَتَّى تَخْرُبَ مِصْرُ، وَمِصْرُ آمِنَةٌ مِنَ الْخَرَابِ حَتَّى تَخْرُبَ الْكُوفَةُ، وَلَا تَكُونُ الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى حَتَّى تَخْرُبَ الْكُوفَةُ، فَإِذَا كَانَتِ الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى فُتِحَتِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَخَرَابُ الْأَنْدَلُسِ مِنْ قِبَلِ الرِّيحِ، وَخَرَابُ إِفْرِيقِيَّةَ مِنْ قِبَلِ الْأَنْدَلُسِ، وَخَرَابُ مِصْرَ مِنَ انْقِطَاعِ النِّيلِ، وَاخْتِلَافِ الْجُيُوشِ فِيهَا، وَخَرَابُ الْعِرَاقِ مِنْ قِبَلِ الْجُوعِ وَالسَّيْفِ، وَخَرَابُ الْكُوفَةِ مِنْ قِبَلِ عَدُوٍّ مِنْ وَرَائِهِمْ، يَحْفِرُهُمْ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنَ الْفُرَاتِ قَطْرَةً، وَخَرَابُ الْبَصْرَةِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ، وَخَرَابُ الْأُبُلَّةِ مِنْ قِبَلِ عَدُوٍّ يَحْفِرُهُمْ، مَرَّةً بَرًّا، وَمَرَّةً بَحْرًا، وَخَرَابُ الرَّيِّ مِنْ قِبَلِ الدَّيْلَمِ، وَخَرَابُ خُرَاسَانَ مِنْ قِبَلِ التِّبْتِ، وَخَرَابُ التِّبْتِ مِنْ قِبَلِ الصِّينِ، وَخَرَابُ الصِّينِ مِنْ قِبَلِ الْهِنْدِ، وَخَرَابُ الْيَمَنِ مِنْ قِبَلِ الْجَرَادِ وَالسُّلْطَانِ، وَخَرَابُ مَكَّةَ مِنْ قِبَلِ الْحَبَشَةِ، وَخَرَابُ الْمَدِينَةِ مِنْ قِبَلِ الْجُوعِ.

[৪৫৬] অহাব বিন মুনাব্বিহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আরব উপদ্বীপ আরমেনিয়া ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। মিশর নিরাপদ থাকবে কুফা ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত। আর কুফা ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত মহাযুদ্ধ হবে না। এরপর যখন মহাযুদ্ধ হবে, তখন হাশিম গোত্রের এক ব্যক্তির হাতে কুসতুনতুনিয়াও বিজয় হয়ে যাবে। আন্দালুস ধ্বংস হবে বায়ুপ্রবাহের দ্বারা। আফ্রিকা ধ্বংস হবে আন্দালুস কর্তৃক। মিশর ধ্বংস হয়ে যাবে নীলনদ নিঃশেষ হওয়া এবং সেখানকার সেনাবাহিনীর মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার দ্বারা। ইরাক ধ্বংস হবে ক্ষুধা ও তলোয়ারের দ্বারা। কুফা ধ্বংস হবে তাদের পশ্চাদভাগের শত্রুর আক্রমণে। শত্রুরা সেখানে টহল দিয়ে বেড়াবে, এমনকি কুফাবাসী ফুরাত থেকে এক ফোঁটা পানিও পান করতে পারবে না। বসরা ধ্বংস হবে ইরাক কর্তৃক। উবুল্লা ধ্বংস হবে এমন শত্রুবাহিনী দ্বারা, যারা তাদেরকে টহল দিয়ে ফিরবে কখনো স্থলভাগে এবং কখনো জলভাগে। রায় ধ্বংস হবে দাইলাম কর্তৃক। খোরাসান ধ্বংস হবে তিব্বত কর্তৃক। তিব্বত ধ্বংস হবে চীন

---

[৪৫৫] সনদ বেশ দুর্বল, ইসরাইলিয়াত।

কর্তৃক। চীন ধ্বংস হবে হিন্দুস্তান কর্তৃক। ইয়ামান ধ্বংস হবে টিড্ডি ও সুলতানের আক্রমণে। মক্কা ধ্বংস হবে হাবশা কর্তৃক। আর মদিনা ধ্বংস হবে ক্ষুধামন্দার কারণে।[৪৫৬]

নোট : হাদিসে বলা হচ্ছে, মিশর ধ্বংস হয়ে যাবে নীলনদ নিঃশেষ হওয়ার দ্বারা এবং সেখানে সেনাবাহিনীর মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার দ্বারা। এর বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গিয়েছে। নীলনদ ধ্বংস করার জন্য এমন এমন বাঁধ তৈরি করা হয়েছে, এর মধ্যে নীলনদের পানি কয়েক মিটারে নেমে এসেছে। আর সেনাবাহিনীর মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টির বিষয়টি আমাদের সামনেই। তবে হতে পারে চূড়ান্ত বিরোধটি আরও পরে দেখা দেবে। ইরাকের বিষয়টিও স্পষ্ট। সেখানে দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ অনেক বছর ধরে লাগাতার চলছে। তিব্বতও চীনের আক্রমণের শিকার হতে পারে যেকোনো সময়। হিন্দুস্তান ও চীনের যুদ্ধও যেকোনো সময় লেগে যেতে পারে। বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করলে সব মিলিয়ে বিভিন্ন শহর ও দেশ ধ্বংসের সব আয়োজন সম্পন্নপ্রায়।

عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ : الْجَزِيرَةُ آمِنَةٌ مِنَ الْخَرَابِ حَتَّى تَخْرُبَ مِصْرُ، وَلَا تَكُونُ الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى حَتَّى تَخْرُبَ الْكُوفَةُ، فَإِذَا كَانَتِ الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى فُتِحَتِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَخَرَابُ الْأَنْدَلُسِ وَخَرَابُ الْجَزِيرَةِ مِنْ سَنَابِكِ الْخَيْلِ، وَاخْتِلَافِ الْجُيُوشِ فِيهَا، وَخَرَابُ الْعِرَاقِ مِنْ قِبَلِ الْجُوعِ وَالسَّيْفِ، وَخَرَابُ أَرْمِينِيَّةَ مِنْ قِبَلِ الرَّجْفِ وَالصَّوَاعِقِ، وَخَرَابُ الْكُوفَةِ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ، وَخَرَابُ الْبَصْرَةِ مِنْ قِبَلِ الْغَرَقِ، وَخَرَابُ الْأَبُلَّةِ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ، وَخَرَابُ الرَّيِّ مِنْ قِبَلِ الدَّيْلَمِ، وَخَرَابُ خُرَاسَانَ مِنْ قِبَلِ تُبَّتَ، وَخَرَابُ تُبَّتَ مِنْ قِبَلِ السِّنْدِ، وَخَرَابُ السِّنْدِ مِنْ قِبَلِ الْهِنْدِ، وَخَرَابُ الْيَمَنِ مِنْ قِبَلِ الْجَرَادِ وَالسُّلْطَانِ، وَخَرَابُ مَكَّةَ مِنْ قِبَلِ الْحَبَشَةِ، وَخَرَابُ الْمَدِينَةِ مِنْ قِبَلِ الْجُوعِ.

[৪৫৭] অহাব বিন মুনাব্বিহ রহ. থেকে বর্ণিত, মিশর ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত আরব উপদ্বীপ নিরাপদ থাকবে। কুফা ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত মালহামা (রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধ) হবে না। এরপর যখন মালহামা হবে, তখন হাশিম গোত্রের এক ব্যক্তির হাতে কুসতুনতুনিয়াও বিজয় হয়ে যাবে। আন্দালুস ও আরব উপদ্বীপ ধ্বংস হবে ঘোড়ার খুরে পিষ্ট হয়ে এবং সেখানকার সেনাবাহিনীর মাঝে মতানৈক্যের কারণে। ইরাক ধ্বংস হবে ক্ষুধা ও তলোয়ার দ্বারা।

---

[৪৫৬] সনদ বেশ দুর্বল, ইসরাইলিয়াত।

আরমেনিয়া ধ্বংস হবে ভূ-কম্পন ও বজ্রপাতের দ্বারা। কুফা ধ্বংস হবে শত্রু দ্বারা। বসরা ধ্বংস হবে পানিতে ডুবে। উবুল্লা ধ্বংস হবে শত্রুর মাধ্যমে। রায় ধ্বংস হবে দাইলাম কর্তৃক। খোরাসান ধ্বংস হবে তিব্বত কর্তৃক। তিব্বত ধ্বংস হবে সিন্ধু কর্তৃক। সিন্ধু ধ্বংস হবে হিন্দুস্তান কর্তৃক। ইয়ামান ধ্বংস হবে টিড্ডি ও সুলতানের আক্রমণে। মক্কা ধ্বংস হবে হাবশা কর্তৃক। আর মদিনা ধ্বংস হবে ক্ষুধার কারণে।[৪৫৭]

নোট : এখানে কিছু বিষয় পূর্বের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক ও কমবেশ আছে। এটা সম্ভবত বর্ণনাকারীর বর্ণনার কমবেশের কারণে হয়েছে। মূল বিষয় হচ্ছে এসব শহর ও দেশ যুদ্ধ-বিগ্রহসহ নানা কারণে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : عِمَارَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ خُرُوجُ الدَّجَّالِ.

[৪৫৮] মুআজ বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বাইতুল মুকাদ্দাসের আবাদি মদিনা ধ্বংসের কারণ হবে। মদিনার ধ্বংস রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধের কারণ হবে। রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধের সূচনা কুসতুনতুনিয়া বিজয়ের কারণ হবে। আর কুসতুনতুনিয়া বিজয় দাজ্জাল আবির্ভাবের কারণ হবে।[৪৫৮]

নোট : বাইতুল মুকাদ্দাসের আবাদ শুরু হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে সেখানে ইসরাইলের রাজধানী স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এমনটি হলে মদিনার ওপর বিপর্যয় নেমে আসবে। আর এর পরপরই শুরু হয়ে যাবে ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধ। এরপর ক্রমেই কিয়ামতের অন্যান্য আলামত প্রকাশ পেতে থাকবে।

---

[৪৫৭] সনদ বেশ দুর্বল, ইসরাইলিয়াত।

[৪৫৮] হাসান। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৯৪

মদিনার ধ্বংস

عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، فَمَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلا قَدْ سَأَلْتُهُ، إِلا أَنِّي لَمْ أَسْأَلْهُ : مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ؟

[৪৫৯] হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত কী হবে তার সংবাদ দিয়েছেন। তার এমন কোনো কথা নেই, যা আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করিনি। তবে একটি বিষয় ব্যতীত, আর তা হচ্ছে, কোন জিনিস মদিনাবাসীদের মদিনা থেকে বের করে দেবে।[৪৫৯]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ.

[৪৬০] মুআজ বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বাইতুল মুকাদ্দাসের আবাদি মদিনা ধ্বংসের কারণ হবে।[৪৬০]

নোট : মদিনার এই ধ্বংস দাজ্জাল আবির্ভাবের পূর্বমুহূর্তে হবে। বর্তমানে যেহেতু জেরুজালেমে ইহুদিদের বসবাস শুরু হয়ে গেছে এবং বাইতুল মুকাদ্দাসকে কেন্দ্র করে আস্তে আস্তে ইহুদিদের বসতি গড়ে ওঠছে, তাই মদিনার ধ্বংসও নিকটবর্তী বলা যায়। আর মদিনা ধ্বংস হলে দাজ্জালের বের হতেও আর তেমন সময় লাগবে না। আল্লাহই ভালো জানেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : آخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الإِسْلامِ خَرَابًا الْمَدِينَةُ.

[৪৬১] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইসলামের জনপদের সর্বশেষ যেটি ধ্বংস হবে, তা হচ্ছে মদিনা।[৪৬১]

---

[৪৫৯] সহিহ মুসলিম : ২৮৯১

[৪৬০] হাসান। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৯৪

[৪৬১] সনদ দুর্বল। সুনানুত তিরমিজি : ৪১৯৫

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : لَتُتْرَكَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى أَحْسَنَ مَا كَانَتْ، حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ فَيُغَذِّي عَلَى سَوَارِي الْمَسْجِدِ، أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، فَلِمَنْ تَكُونُ الثَّمَرُ ذَلِكَ الزَّمَانَ؟ قَالَ : لِلْعَوَافِي : الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ.

[৪৬২] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মদিনাকে তার সর্বোত্তম অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে, এমনকি একসময় কুকুর তার দেওয়াল অথবা মিম্বারে উঠে খাবার খাবে। সাহাবায়ে কিরাম রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, সেসময়ে ফল-ফলাদি কার হবে? তিনি বললেন, পাখি ও হিংস্র প্রাণীর।[৪৬২]

[৪৬২] সহিহুল বুখারি : ১৮৭৪; সহিহু মুসলিম : ১৩৮৯

মক্কার ধ্বংস

عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ مَعَ أَبِي، وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ: يَا عَطَاءُ، كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا هَدَمْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: مَنْ يَفْعَلُهُ؟ قَالَ: أَنْتُمْ، قُلْتُ: وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الإِسْلَامِ؟، قَالَ: نَعَمْ، يُبْنَى فَيَكُونُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ، وَيَعْلُو الْبُنْيَانُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ، فَإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَظَلَّكَ الأَمْرُ.

[৪৬৩] ইবনে আতা রহ. তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, আমি ইবনে উমর রা.-এর কাছে আমার বাবার সঙ্গে বসা ছিলাম। আমরা বাইতুল্লাহর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তিনি বললেন, হে আতা, তখন তোমাদের কেমন হবে, যখন তোমরা তা ধ্বংস করে দেবে? আমি বললাম, কে তা করবে? তিনি বললেন, তোমরা। আমি বললাম, আমরা কি সেদিন ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবার তা নির্মাণ করা হবে, এমনকি তার সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাবে এবং তার কাঠামো পাহাড়ের চূড়া ছাড়িয়ে যাবে। যখন তুমি তা দেখবে, বুঝবে কিয়ামত তোমার ওপর ছায়া বিস্তার করেছে।[৪৬৩]

নোট : বাইতুল্লাহ শরিফের ধ্বংসের ইতিহাস আমাদের সবারই জানা আছে। পরে আরও সুন্দর ও উন্নত করে সেটা পুনরায় নির্মাণও করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে বাইতুল্লাহর চারপাশে নির্মিত মসজিদের হারামের মিনার পাহাড়ের চূড়া ছাড়িয়ে গেছে। কিয়ামতের আলামতের সবই প্রায় বর্তমান বাস্তবতার সাথে মিলে যাচ্ছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

[৪৬৪] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হাবশার পায়ের লম্বা নলাবিশিষ্ট ব্যক্তি কাবা ধ্বংস করে ফেলবে।[৪৬৪]

---

[৪৬৩] এর সনদ নিতান্তই দুর্বল, মাওকুফ।

[৪৬৪] সহিহুল বুখারি : ১৫৯১, ১৫৯৬; সহিহু মুসলিম : ২৯০৯

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى حَبَشِيٍّ أَصْمَعَ أَصْلَعَ، حَمْشِ السَّاقَيْنِ، جَالِسًا عَلَى الْكَعْبَةِ بِمِسْحَاتِهِ وَهُوَ يَهْدِمُ.

[৪৬৫] আলি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যেন একজন ছোট কান, পাতলা গোড়ালিবিশিষ্ট এক হাবশিকে কাবার ওপর তার বেলচা নিয়ে বসে থাকতে দেখছি, যে তা ধ্বংস করছে।[৪৬৫]

ইয়ামানের ধ্বংস

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، قَالَ لأَهْلِ الْيَمَنِ : اخْرُجُوا مِنْهَا قَبْلَ ثَلاثٍ : قَبْلَ أَنْ يَنْقَطِعَ الْحَبْلُ، وَقَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ لَكُمْ زَادٌ إِلا الْجَرَادَ، وَقَبْلَ النَّارِ.

[৪৬৬] মুআজ বিন জাবাল রা. ইয়ামানবাসীকে বললেন, তোমরা ইয়ামান থেকে তিনটি জিনিসের পূর্বে বের হয়ে যাও। এক. রশি ছিঁড়ে যাওয়ার পূর্বে। দুই. তোমাদের জন্য টিড্ডি ব্যতীত কোনো পাথেয় না থাকার পূর্বে। তিন. আগুন বের হওয়ার পূর্বে।[৪৬৬]

عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ : وَخَرَابُ الْيَمَنِ مِنْ قِبَلِ الْجَرَادِ وَالسُّلْطَانِ.

[৪৬৭] অহাব বিন মুনাব্বিহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামান ধ্বংস হবে টিড্ডি ও সুলতানের আক্রমণে।[৪৬৭]

---

[৪৬৫] মাওকুফ।
[৪৬৬] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।
[৪৬৭] সনদ দুর্বল, ইসরাইলিয়াত।

কুফার ধ্বংস

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ : كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ، إِذَا أَتَتْكُمُ التُّرْكُ عَلَى بَرَاذِينَ مُجَذَّمَةِ الآذَانِ، حَتَّى يَرْبُطُوا بِشَطِّ الْفُرَاتِ بِالنَّخْلِ؟

[৪৬৮] ইবনে সিরিন রহ. বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইবনে মাসউদ রা. বলতেন, হে কুফাবাসী, তখন তোমাদের কেমন অবস্থা হবে, যখন তোমাদের কাছে তুর্কিরা কানকাটা সওয়ারির ওপর আরোহণ করে আসবে; এমনকি তারা ফুরাত নদীর উপকূল খেজুর গাছ দিয়ে ব্যারিকেড দেবে?[৪৬৮]

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنَ أَسِيْدٍ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : سَتُشَدُّ خَيْلُ تُرْكٍ، أَوْ تُرْبَطُ بِسَعْفِ نَخْلٍ.

[৪৬৯] হুজাইফা বিন উসাইদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অচিরেই খেজুর ডালের সঙ্গে তুর্কিদের ঘোড়া বাঁধা হবে।[৪৬৯]

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَهُ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى قُطْرُبُلَّ قَالَ لِي : أَيُّ قَرْيَةٍ هَذِهِ؟ قُلْتُ : قُطْرُبُلُّ، قَالَ : فَضَرَبَ بَطْنَ فَرَسِهِ حَتَّى وَقَفَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : تُبْنَى مَدِينَةٌ بَيْنَ دِجْلَةَ وَدُجَيْلَ وَقُطْرُبُلَّ وَالصَّرَاةِ، تُجَبَّى إِلَيْهَا خَزَائِنُ الأَرْضِ وَجَبَابِرَتُهَا، يُخْسَفُ بِأَهْلِهَا فَلَهِيَ أَسْرَعُ هُوِيًّا بِأَهْلِهَا مِنَ الْوَتَدِ الْحَدِيدِ فِي الأَرْضِ الرِّخْوَةِ.

[৪৭০] আবু উসমান রহ. জারির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (আবু উসমান রহ.) বলেন, আমি তাঁর সঙ্গে সফর করছিলাম। আমরা যখন কুতরুবুল্লা এলাকায় পৌঁছলাম, তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন অঞ্চল? আমি বললাম, কুতরুবুল্লা। এ কথা শুনে তিনি তার ঘোড়ার পেটে আঘাত করে সেখানে দাঁড়ালেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, দজলা ও দুজাইল এবং

---

[৪৬৮] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

[৪৬৯] সনদ দুর্বল।

কুতরুবুল্লা ও সারার মধ্যবর্তী স্থানে একটি শহর নির্মাণ করা হবে, যেখানে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ এবং বিশ্বের সব জালিম একত্র হবে। অতঃপর তার অধিবাসীসহ সে এলাকা ধসিয়ে দেওয়া হবে। আর তা এতই দ্রুত তলিয়ে যাবে, যেমনটি নরম ভূমিতে লোহার পেরেক ঢুকে পড়ে।[৪৭০]

বসরার ধ্বংস

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَهُ أَنَا وَأَبِي مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّ أَسْرَعَ الأَرَضِينَ خَرَابًا الْبَصْرَةُ وَمِصْرُ، فَقُلْتُ : وَمَا يُخَرِّبُهُمَا وَفِيهِمَا عُيُونُ الرِّجَالِ وَالأَمْوَالِ؟ فَقَالَ : يُخَرِّبُهُمَا الْقَتْلُ الأَحْمَرُ، وَالْجُوعُ الأَغْبَرُ، كَأَنِّي بِالْبَصْرَةِ كَأَنَّهَا نَعَامَةٌ جَاثِمَةٌ، وَأَمَّا مِصْرُ فَإِنَّ نِيلَهَا يَنْضَبُ، أَوْ قَالَ : يَيْبَسُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ خَرَابَهَا.

[৪৭১] আব্দুল্লাহ বিন সামিত রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আমার বাবা তাঁর (আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর) সাথে মসজিদ থেকে বের হলাম। অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বললেন, পৃথিবীতে সবচেয়ে দ্রুত ধ্বংস হবে বসরা ও মিশর। আমি তাকে বললাম, কী কারণে এ শহর দুটি ধ্বংস হবে? অথচ সেখানে বোদ্ধা ব্যক্তিবর্গ ও সেরা সেরা সম্পদ থাকবে! তিনি বললেন, তা ধ্বংস করবে রক্তিম হত্যাকাণ্ড এবং প্রচণ্ড ক্ষুধামন্দা। আমি যেন বসরাতে, আর তা যেন অধোমুখী তাবু। আর মিশরের নীলনদ শুকিয়ে যাবে। আর সেটাই তার ধ্বংসের কারণ হবে।[৪৭১]

عَنْ أَبِي خَيْرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : لَتَغْرِقَنَّ الْبَصْرَةُ أَوْ لَتُحْرَقَنَّ، كَأَنِّي بِمَسْجِدِهَا وَبَيْتِ مَالِهَا كَأَنَّهُ جُؤْجُؤُ سَفِينَةٍ.

[৪৭২] আবু খাইরা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলি রা.-কে বলতে শুনেছি, বসরা অবশ্যই ডুবে যাবে অথবা জ্বলে যাবে। আমি যেন তার মসজিদে

---

[৪৭০] মওজু। আল-মাওজুআত, ইবনুল জাওজি : ২/৬২-৬৮

[৪৭১] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

ও বাইতুল মালের পাশে বসা, আর তা যেন জাহাজের বিশাল অগ্রভাগ বা ডেক।[৪৭২]

عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ كَعْبًا، قَالَ : لَتُخْرَبَنَّ الْبَصْرَةُ وَأَهْلُهَا كَثِيرٌ، قَالُوا : وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ : يُسَلَّطُ مُنَافِقُوهَا عَلَى مُؤْمِنِيهَا فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا رِجَالًا وَرُكْبَانًا.

[৪৭৩] মাবাদে জুহানি রহ. থেকে বর্ণিত, কাবে আহবার রহ. বলেন, বসরা ধ্বংস হয়ে যাবে; অথচ তার অধিবাসীরা হবে অনেক। তারা বলল, তা কীভাবে সম্ভব? তিনি বললেন, তার মুনাফিকদেরকে মুমিনদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। যার কারণে তার অধিবাসীরা কেউ পদব্রজে আর কেউ আরোহী হয়ে বেরিয়ে যাবে।[৪৭৩]

নোট : বসরা ও কুফা নগরীদ্বয় ইরাকে অবস্থিত। সেই ইরাকের অবস্থা আজ পুরো পৃথিবীর সামনে রয়েছে। তার মুমিন অধিবাসীরা নিজের জীবন বাঁচাতে কীভাবে ইরাক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে! শিয়ারা সুন্নি মুসলিমদের ওপর কীভাবে অত্যাচার করছে, তা আজ সবার সামনে স্পষ্ট!

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْبَصْرَةِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَتَنْزِلَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْبَصْرَةُ، فَيَكْثُرُ فِيهَا عَدَدُهُمْ، وَيَكْثُرُ بِهَا نَخْلُهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ بَنُو قَنْطُورَاءَ عِرَاضَ الْوُجُوهِ، صِغَارَ الأَعْيُنِ، حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى نَهَرٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ دِجْلَةُ، فَيَفْتَرِقُ الْمُسْلِمُونَ ثَلَاثَ فِرَقٍ : فَأَمَّا فِرْقَةٌ فَتَأْخُذُ بِأَذْنَابِ الإِبِلِ وَتَلْحَقُ بِالْبَادِيَةِ وَهَلَكَتْ، وَأَمَّا فِرْقَةٌ فَتَأْخُذُ عَلَى أَنْفُسِهَا فَكَفَرَتْ، فَهَذِهِ وَتِلْكَ سَوَاءٌ، وَأَمَّا فِرْقَةٌ فَيَجْعَلُونَ عِيَالَهُمْ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، فَقَتْلَاهُمْ فِي الْجَنَّةِ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى بَقِيَّتِهِمْ.

[৪৭৪] আব্দুর রহমান বিন আবি বাকরা রহ. বলেন, আমার বাবা আমাকে এই মসজিদ অর্থাৎ বসরার মসজিদে বসে হাদিস শুনিয়েছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মত এমন এক ভূ-খণ্ডে অবতরণ করবে, যাকে বসরা বলা হয়। সেখানে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাদের খেজুর বাগানও বৃদ্ধি পাবে। এরপর সেখানে বনু কানতুরা আসবে, যাদের চেহারা হবে প্রশস্ত, ছোট হবে চোখ। এমনকি তারা দজলা

---

[৪৭২] মাওকুফ।

[৪৭৩] মাকতু।

নামক একটি নদীতে অবতরণ করবে। এ মুহূর্তে মুসলমানগণ তিনভাবে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একদল উটের লেজ আঁকড়ে ধরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে যাবে। এরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আরেকদল নিজেরা নিজেদের চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাবে; যদ্দরুণ তারা কাফির হয়ে যাবে। এরা এবং তারা উভয় দলই সমান (অপরাধী)। আরেকটি দল, যারা তাদের পরিবারকে তাদের পশ্চাদে ফেলে রেখে (যুদ্ধের ময়দানে) অগ্রসর হবে। সুতরাং তাদের নিহতরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর অবশিষ্টদেরকে আল্লাহ বিজয় দান করবেন।[৪৭৪]

শামের ধ্বংস

عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَصْحَابُ الرَّايَاتِ الصُّفْرِ مِصْرَ فَلْيَحْفُرْ أَهْلُ الشَّامِ أَسْرَابًا تَحْتَ الأَرْضِ.

[৪৭৫] আওজায়ি রহ. থেকে বর্ণিত, যখন হলুদ ঝাণ্ডাবাহীরা মিশরে প্রবেশ করবে, তখন যেন শামবাসী মাটির নিচে বাঙ্কার খনন করে নেয়।[৪৭৫]

عَنْ كَعْبٍ، قَالَ : عَلَامَةُ خُرُوجِ الْمَهْدِيِّ أَلْوِيَةٌ تُقْبِلُ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ، عَلَيْهَا رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ أَعْرَجُ، فَإِذَا ظَهَرَ أَهْلُ الْمَغْرِبِ عَلَى مِصْرَ فَبَطْنُ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ لأَهْلِ الشَّامِ.

[৪৭৬] কাবে আহবার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদির আবির্ভাবের নিদর্শন হচ্ছে, পশ্চিম দিক হতে একটি ঝাণ্ডা প্রকাশ পাবে। যার ওপর কিন্দাহ অঞ্চলের একজন লেংড়া লোক থাকবে। সুতরাং যখন পশ্চিমারা মিশরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে, তখন শামবাসীর জন্য জমিনের উপরিভাগের চেয়ে অভ্যন্তরভাগ উত্তম বলে বিবেচিত হবে।[৪৭৬]

---

[৪৭৪] হাসান। সুনানু আবি দাউদ : ৪৩০৬

[৪৭৫] সনদ অত্যন্ত দুর্বল, মাকতু।

[৪৭৬] ইসরাইলিয়াত।

মিশরের ধ্বংস

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَسْرَعَ الأَرَضِينَ خَرَابًا الْبَصْرَةُ وَمِصْرُ، فَأَمَّا مِصْرُ فَإِنَّ نِيلَهَا يَنْضَبُ أَوْ قَالَ يَيْبَسُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ خَرَابُهَا.

[৪৭৭] আব্দুল্লাহ বিন সামিত রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত ধ্বংস হবে বসরা ও মিশর। মিশরের নীলনদ শুকিয়ে যাবে; আর সেটিই তাদের ধ্বংসের কারণ হবে।[৪৭৭]

عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ : يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ الْبَرْبَرِ، فَوَيْلٌ لأَهْلِ مِصْرَ.

[৪৭৮] সুফিয়ান সাওরি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারবার জাতি থেকে একটি গর্দানের (একজন লোকের) আত্মপ্রকাশ হবে। সুতরাং ধ্বংস মিশরবাসীর জন্য![৪৭৮]

عَنْ مَوْلًى لِشُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ أَوْ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَوْمًا، وَاسْتَقْبَلَنَا، فَقَالَ : إِيهًا لَكِ مِصْرُ، إِذَا رُمِيتِ بِالْقِسِيِّ الأَرْبَعِ : قَوْسِ الأَنْدَلُسِ، وَقَوْسِ الْحَبَشَةِ، وَقَوْسِ التُّرْكِ، وَقَوْسِ الرُّومِ.

[৪৭৯] শুরাহবিল বিন হাসানা রা. বা আমর বিন আস রা.-এর আজাদকৃত গোলাম (আবু আসওয়াদ রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন তাঁকে (শুরাহবিল বিন হাসানা রা. বা আমর বিন আস রা.-কে) আমাদের দিকে মুখ করে বলতে শুনলাম, আফসোস তোমার জন্য, হে মিশর, যখন তোমার প্রতি চারটি কামান থেকে নিক্ষেপ করা হবে। আন্দালুসের কামান, হাবশার কামান, তুর্কির কামান ও রোমের কামান।[৪৭৯]

عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : يَهْلِكُ أَهْلُ مِصْرَ غَرَقًا أَوْ حَرَقًا.

[৪৮০] শাইবানি রহ. থেকে বর্ণিত, মিশরবাসী ধ্বংস হবে পানিতে ডুবে নতুবা আগুনে পুড়ে।[৪৮০]

---

[৪৭৭] মাকতু।

[৪৭৮] সনদ দুর্বল, মাকতু।

[৪৭৯] সনদ দুর্বল।

[৪৮০] মাকতু।

عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَلَّى لابْنَتِهِ : إِذَا بَلَغَكَ أَنَّ الإِسْكَنْدَرِيَّةَ فُتِحَتْ، فَإِنْ كَانَ حِمَارُكِ بِالْمَغْرِبِ فَلا تَأْخُذِيهِ حَتَّى تَلْحَقِي بِالْمَشْرِقِ.

[৪৮১] শাইবানি রা. হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ বিন মুআল্লা তার মেয়েকে বলেন, যখন তুমি জানতে পারবে যে, ইসকান্দারিয়া বিজয় হয়ে গেছে। যদি তোমার গাধাটি পশ্চিমপ্রান্তেও হয়, তবে তুমি নিতে যেয়ো না, যতক্ষণ না তুমি পূর্বপ্রান্তে পৌঁছে যাও।[৪৮১]

আফ্রিকার ধ্বংস

عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ : وَخَرَابُ إِفْرِيقِيَّةَ مِنْ قِبَلِ الأَنْدَلُسِ.

[৪৮২] অহাব বিন মুনাব্বিহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আফ্রিকা ধ্বংস হবে আন্দালুস কর্তৃক।[৪৮২]

---

[৪৮১] মাকতু।

[৪৮২] সনদ খুবই দুর্বল, ইসরাইলিয়াত।

আন্দালুসের ধ্বংস

عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ : وَخَرَابُ الأَنْدَلُسِ وَخَرَابُ الْجَزِيرَةِ مِنْ سَنَابِكِ الْخَيْلِ وَاخْتِلافِ الْجُيُوشِ فِيهَا.

[৪৮৩] অহাব বিন মুনাব্বিহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আন্দালুস ও আরব উপদ্বীপ ধ্বংস হবে ঘোড়ার খুরের আঘাতে ও সেখানকার সেনাবাহিনীর মতানৈক্যে।[৪৮৩]

عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ : وَخَرَابُ الأَنْدَلُسِ مِنْ قِبَلِ الرِّيحِ.

[৪৮৪] অহাব বিন মুনাব্বিহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আন্দালুস ধ্বংস হবে বাতাসের দ্বারা।[৪৮৪]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : إِنَّ رَجُلا مِنْ أَعْدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالأَنْدَلُسِ يُقَالُ لَهُ ذُو الْعُرْفِ، يَجْمَعُ مِنْ قَبَائِلِ الشِّرْكِ جَمْعًا عَظِيمًا، يَعْرِفُ مَنْ بِالأَنْدَلُسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَنْ لا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِمْ، فَيَهْرُبُ مَنْ بِهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَسِيرُ أَهْلُ الْقُوَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي السُّفُنِ إِلَى طَنْجَةَ، وَيَبْقَى ضُعَفَاؤُهُمْ وَجَمَاعَتُهُمْ لَيْسَ لَهُمْ سُفُنٌ يَجُوزُونَ فِيهَا، قَالَ : فَيَبْعَثُ اللَّهُ لَهُمْ وَعْلا، فَيُيَبِّسُ اللَّهُ لَهُمْ فِي الْبَحْرِ طَرِيقًا فَيَجُوزُ، فَيَفْطِنُ لَهُ النَّاسُ، فَيَتَّبِعُونَ الْوَعْلَ، وَيَجُوزُونَ عَلَى إِثْرِهِ، ثُمَّ يَعُودُ الْبَحْرُ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ، وَيَجُوزُ الْعَدُوُّ فِي الْمَرَاكِبِ فِي طَلَبِهِمْ، فَإِذَا عَلِمَ بِهِمْ أَهْلُ إِفْرِيقِيَّةَ خَرَجُوا وَمَنْ كَانَ بِالأَنْدَلُسِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَقْدَمُوا مِصْرَ، وَيَتْبَعُهُمُ الْعَدُوُّ حَتَّى يَنْزِلُوا فِيمَا بَيْنَ مَرْيُوطٍ إِلَى الأَكْوَامِ مَسِيرَةَ خَمْسَةِ بُرُدٍ، فَتَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَايَةُ الْمُسْلِمِينَ، فَيَنْصُرُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَيَهْزِمُونَهُمْ وَيَقْتُلُونَهُمْ.

[৪৮৫] আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আন্দালুসে জুল উরফ নামীয় মুসলমানদের এক শত্রু কিছু মুশরিক গোত্র থেকে বড় একটি দল সংগ্রহ করবে। সে উপলব্ধি করতে পারবে যে, আন্দালুসে যেসব মুসলমান আছে, তাদের মোকাবিলা করার কোনো শক্তি নেই। অতঃপর সেখানকার

---

[৪৮৩] সনদ খুবই দুর্বল, ইসরাইলিয়াত।

[৪৮৪] সনদ খুবই দুর্বল, ইসরাইলিয়াত।

মুসলমানরা পালিয়ে যাবে। মুসলমানদের মধ্যে সামর্থ্যবানরা নৌকায় করে তানজায় চলে যাবে। আর দুর্বলরা এবং যাদের পারাপারের কোনো নৌকা নেই, তারা সেখানে থেকে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য একটি পাহাড়ি ছাগল প্রেরণ করবেন এবং তাদের জন্য সাগরকে শুষ্ক বানিয়ে দিলে ছাগলটি সে পথ ধরে সাগর পার হয়ে যাবে। মানুষেরা যখন (আল্লাহর বিশেষ সাহায্যের) বিষয়টি বুঝতে পারবে, তখন তারা সেই ছাগলের অনুসরণ করবে এবং তার পিছু নিয়ে সাগর পার হয়ে যাবে। এরপর সাগর আবার তার আগের অবস্থায় চলে যাবে। এদিকে তাদেরকে খুঁজতে শত্রুরা যানবাহনে করে সাগর পার হবে। যখন তাদের কথা আফ্রিকাবাসী জানতে পারবে, তখন তারা এবং আন্দালুসের মুসলমানেরা সেখান থেকে বের হয়ে মিশর চলে যাবে। শত্রুরা তাদের পিছু ধাওয়া করবে, এমনকি তারা সবাই মারবুত ও আকওয়ামের মাঝামাঝি পাঁচ বুরদ দূরত্বে অবতরণ করবে। এরপর মুসলমানদের একটি বাহিনী তাদের দিকে বের হয়ে আসবে। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় দান করবেন। তারা তাদেরকে পরাজিত করবে এবং হত্যা করবে।[৪৮৫]

নোট : বিভিন্ন শহর বা দেশ ধ্বংস হওয়া-সংক্রান্ত যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, এর বেশিরভাগের সনদই দুর্বল, নয়তো ইসরাইলি বর্ণনা। এগুলোর ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত কিছু বলতে পারি না। বিশুদ্ধ সূত্রে মারফু হাদিস বর্ণিত হলে বা কমপক্ষে ইসরাইলি বর্ণনা ছাড়া মাওকুফ হাদিস হলেও এসবের ব্যাপারে নিশ্চিত বা প্রবল ধারণা তৈরি হতো। কিন্তু দুর্বল সনদের বর্ণনা ও ইসরাইলি বর্ণনার ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। এগুলো সঠিকও হতে পারে, আবার ভুলও হতে পারে। তবে হ্যাঁ, যেগুলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত, সেগুলোর ব্যাপারে আমাদের কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই। আল্লাহই ভালো জানেন।

উল্লেখ্য যে, برد (বুরদ) এটা بريد (বারিদ) এর বহুবচন। এক বারিদে চার ফারসাখ হয়। হানাফি ও মালিকি মাজহাব মতে এক বারিদে ২২ কিলোমিটার

---

[৪৮৫] দুর্বল, মাওকুফ। আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. যেহেতু ইসরাইলি বর্ণনা ও পূর্বের বিভিন্ন কিতাবদি পড়তেন, তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে সম্বন্ধিত করা ছাড়া তার নিজের বক্তব্য মারফুয়ে হুকমির (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণীর মতো) মর্যাদা পাবে না। কেননা, হতে পারে, তিনি কথাটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনে বলেননি; বরং সেটা তিনি পূববর্তী কোনো বর্ণনা বা কিতাব থেকে পেয়ে বলেছেন।

এবং শাফিয়ি ও হাম্বলি মাজহাব মতে ৪৪ কিলোমিটারের মতো হয়। সুতরাং ৫ বারিদে ১১০ বা ২২০ কিলোমিটার হবে।

পাশ্চাত্যের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

عَنْ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : يَتَعَوَّذُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَغْرِبِ.

[৪৮৬] শুআইব বিন হারব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাশ্চাত্যের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।[৪৮৬]

---

[৪৮৬] অত্যন্ত দুর্বল, মুরসাল।

মহাযুদ্ধ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : مَلَاحِمُ النَّاسِ خَمْسُ مَلَاحِمَ : ثِنْتَانِ قَدْ مَضَتَا، وَثَلَاثٌ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ : مَلْحَمَةُ التُّرْكِ، وَمَلْحَمَةُ الرُّومِ، وَالدَّجَّالُ، وَلَيْسَ بَعْدَ الدَّجَّالِ مَلْحَمَةٌ.

[৪৮৭] আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, মানুষের (মালহামা) মহাযুদ্ধ পাঁচটি। দুটি সংঘটিত হয়েছে পূর্বে। আর তিনটি এই উম্মতের মধ্যে। এক. তুর্কি মহাযুদ্ধ। দুই. রোমের মহাযুদ্ধ। তিন. দাজ্জাল। দাজ্জালের পর আর কোনো মহাযুদ্ধ হবে না।[৪৮৭]

নোট : প্রথম মহাযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এরই মধ্যে হয়ে গিয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধ হয়েছিল তুর্কি খিলাফতের সাথে। আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়েছিল রোম তথা ইউরোপের সাথে। এখন বাকি আছে তৃতীয়টি। বিভিন্ন আলামত দৃষ্টে অনুমিত হচ্ছে, শীঘ্রই তৃতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও চলে আসছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا إِمَامَكُمْ، وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْيَافِكُمْ، وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ.

[৪৮৮] হুজাইফা বিন ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের নেতাকে হত্যা করবে, তোমাদের তলোয়ার পরস্পরে আঘাত করবে এবং তোমাদের নিকৃষ্টরা তোমাদের দুনিয়ার উত্তরাধিকারী (শাসক) হবে।[৪৮৮]

নোট : বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে আমরা আগে বিশদ আলোচনা করে এসেছি।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِينَةِ سِتُّ سِنِينَ، وَيَخْرُجُ مَسِيحُ الدَّجَّالِ فِي السَّابِعَةِ.

---

[৪৮৭] মাওকুফ।

[৪৮৮] সনদ দুর্বল। সুনানুত তিরমিজি : ২২৭৫; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৫৩

[৪৮৯] আব্দুল্লাহ বিন বুসর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহাযুদ্ধ এবং মদিনা বিজয়ের মাঝে ছয় বছর ব্যবধান হবে। আর সপ্তম বছরে দাজ্জালের আগমন ঘটবে।[৪৮৯]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ خُرُوجُ الدَّجَّالِ، قَالَ : ثُمَّ ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فَخِذِ مُعَاذٍ أَوْ مَنْكِبِهِ، وَقَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ، كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا، أَوْ كَمَا أَنْتَ قَاعِدٌ.

[৪৯০] মুআজ বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বাইতুল মুকাদ্দাসের আবাদি মদিনা ধ্বংসের কারণ হবে। আর মদিনা ধ্বংস মহাযুদ্ধের সূচনার কারণ হবে। আর মহাযুদ্ধের সূচনা কুসতুনতুনিয়া বিজয়ের কারণ হবে। আর কুসতুনতুনিয়া বিজয় দাজ্জাল আবির্ভাবের কারণ হবে। তিনি বলেন, এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআজ রা.-এর রানে বা কাঁধে থাপ্পর মেরে বললেন, নিশ্চয়ই তা সত্য ও হক, যেমনটি তোমার এখানে থাকাটা সত্য অথবা যেমনটি তোমার এখানে বসে থাকাটা সত্য।[৪৯০]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : الْمَلْحَمَةُ الْكُبْرَى وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ.

[৪৯১] মুআজ বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, মহাযুদ্ধ, কুসতুনতুনিয়া বিজয় আর দাজ্জালের আবির্ভাব হবে সাত মাসের মধ্যেই।[৪৯১]

নোট : এই কুসতুনতুনিয়া বিজয় হবে খলিফা মাহদি আগমনের পর এবং তাঁর নেতৃত্বেই এটার বিজয় হবে ইনশাআল্লাহ।

---

[৪৮৯] সনদ দুর্বল। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৯৬; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৯৩

[৪৯০] হাসান। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৯৪

[৪৯১] সনদ দুর্বল। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৯৫; সুনানুত তিরমিজি : ২৩৫৩; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৯২

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، يَقْتَتِلُونَ عَلَى دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ، فَتَظْهَرُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَظْهَرُ وَهِيَ ذَلِيلَةٌ، فَيَرْغَبُ فِيهِمْ مَنْ يَلِيهِمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَيَتَقَحَّمُ رِجَالٌ، أَوْ قَالَ : أُنَاسٌ فِي الْكُفْرِ تَقَحُّمًا.

[৪৯২] উকবা বিন আওস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন, লোকেরা জাহিলি একটি দাবি নিয়ে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। এরপর যে দল বিজয়ী হওয়ার সে দল বিজয়ী হবে; অথচ তারা হবে নিকৃষ্ট ও নিচু। সুতরাং তাদের প্রতি তাদের পার্শ্ববর্তী শত্রু আগ্রহ প্রকাশ করবে। এরপর কিছু লোক বা কিছু মানুষ ভয়ংকরভাবে কুফরের মধ্যে জড়িয়ে পড়বে।[৪৯২]

عَنْ كَعْبٍ، قَالَ : الشَّامُ رَأْسٌ، وَالْمَغْرِبُ جَنَاحٌ، وَالْعِرَاقُ جَنَاحٌ، فَوَيْلٌ لِلْجَنَاحِ مِنَ الرَّأْسِ، ثُمَّ وَيْلٌ لِلرَّأْسِ مِنَ الْجَنَاحَيْنِ.

[৪৯৩] কাব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শাম হচ্ছে মাথাতুল্য। পশ্চিম দেশ একটি ডানাতুল্য, আর ইরাক আরেকটি ডানাতুল্য। সুতরাং ধ্বংস সেই ডানার, যা মাথাবিহীন। আবার ধ্বংস সেই মাথার জন্য, যা দুটি ডানাবিহীন।[৪৯৩]

عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تَكُونُ مَلْحَمَةٌ بِمِنًى، يَكْثُرُ فِيهَا الْقَتْلَى، وَتَسِيلُ فِيهَا الدِّمَاءُ، حَتَّى تَسِيلَ دِمَاؤُهُمْ عَلَى الْجَمْرَةِ، حَتَّى يَهْرُبَ صَاحِبُهُمْ، فَيُؤْتَى بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، فَيُبَايَعُ وَهُوَ كَارِهٌ، وَيُقَالُ لَهُ : إِنْ أَبَيْتَ ضَرَبْنَا عُنُقَكَ، يَرْضَى بِهِ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الأَرْضِ.

[৪৯৪] শাহার বিন হাওশাব রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মিনায় একটি মহাযুদ্ধ হবে। যেখানে অসংখ্য মানুষ হতাহত হবে। প্রবল বেগে রক্ত প্রবাহিত হবে। এমনকি তাদের সে রক্ত জামরায় গিয়ে পতিত হবে। তাদের সঙ্গীও পলায়ন করে চলে যাবে। অতঃপর তাঁকে রুকন এবং মাকামে ইবরাহিমের মাঝে নিয়ে আসা হবে। তাঁর হাতে সবাই বাইয়াত হবে; অথচ তিনি এতে অনাগ্রহী থাকবেন। তাঁকে বলা হবে, আপনি যদি বাইয়াত নিতে অস্বীকার করেন, তবে আমরা আপনার গর্দান

[৪৯২] মাওকুফ।
[৪৯৩] ইসরাইলিয়াত।

উড়িয়ে দেবো। তার প্রতি আসমানের অধিবাসী এবং পৃথিবীর অধিবাসী সবাই সন্তুষ্ট থাকবে।[৪৯৪]

عَنْ كَعْبٍ، قَالَ : يُوشِكُ أَنْ يَزِيحَ الْبَحْرُ الشَّرْقِيُّ، حَتَّى لا تَجْرِي فِيهِ سَفِينَةٌ، وَحَتَّى لا يَجُوزَ أَهْلُ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْمَلاحِمِ، وَذَلِكَ عِنْدَ خُرُوجِ الْمَهْدِيِّ.

[৪৯৫] কাব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অচিরেই পূর্বদিকের সাগর শুকিয়ে যাবে, এমনকি তাতে একটি নৌকাও চলবে না। এক জনপদের মানুষ আরেক জনপদে চলাচল করতে পারবে না। আর এমনটি ঘটবে মহাযুদ্ধের সময়, আর সেটা হবে মাহদির প্রকাশের সময়ে।[৪৯৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيُحْسَرَنَّ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، حَتَّى يَقْتَتِلَ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تِسْعَةٌ.

[৪৯৬] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফুরাত নদী একটি স্বর্ণের পাহাড় উন্মুক্ত করে দেবে। তা নিয়ে মানুষেরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। এতে প্রতি দশজনের নয়জনই মারা পড়বে।[৪৯৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ : لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو.

[৪৯৭] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না ফুরাত একটি স্বর্ণের পাহাড় উন্মুক্ত করে দেবে। মানুষ তা নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে এবং তাতে প্রতি একশজনের নিরানব্বইজনই মারা পড়বে। তাদের প্রত্যেকেই বলবে, সম্ভবত আমি হব সেই ব্যক্তি, যে তা (মৃত্যু) থেকে রেহাই পাবে।[৪৯৭]

---

[৪৯৪] হাসান, মুরসাল।

[৪৯৫] ইসরাইলিয়াত।

[৪৯৬] সহিহ। তবে من كل عشرة تسعة (প্রতি দশজনে নয়জন) বাক্যটুকু শাজ বা অশুদ্ধ। কেননা, অন্যান্য বিশুদ্ধ বর্ণনায় প্রতি একশজনে নিরানব্বইজনের মৃত্যুর কথা এসেছে।

[৪৯৭] সহিহুল বুখারি : ৭১১৯; সহিহু মুসলিম : ২৮৯৪

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ : إِذَا انْسَابَتْ عَلَيْكُمُ التُّرْكُ، وَجَهَّزَتِ الْجُيُوشَ إِلَيْكُمْ، وَمَاتَ خَلِيفَتُكُمُ الَّذِي يَجْمَعُ الأَمْوَالَ، وَيُسْتَخْلَفُ مِنْ بَعْدِهِ رَجُلٌ ضَعِيفٌ، فَيُخْلَعُ بَعْدَ سَنَتَيْنِ، وَيُحَالِفُ الرُّومَ وَالتُّرْكَ وَتَظْهَرُ الْحُرُوبُ فِي الأَرْضِ، وَيُنَادِي مُنَادٍ عَلَى سُورِ دِمَشْقَ : وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، وَيُخْسَفُ بِغَرْبِيِّ مَسْجِدِهَا، حَتَّى يَخِرَّ حَائِطُهَا، وَيَخْرُجَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ بِالشَّامِ، كُلُّهُمْ يَطْلُبُ الْمُلْكَ، رَجُلٌ أَبْقَعُ، وَرَجُلٌ أَصْهَبُ، وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ أَبِي سُفْيَانَ، يَخْرُجُ بِكَلْبٍ وَيُحْصَرُ النَّاسَ بِدِمَشْقَ، وَيَخْرُجُ أَهْلُ الْمَغْرِبِ يَنْحَدِرُونَ إِلَى مِصْرَ، فَإِذَا دَخَلُوا فَتِلْكَ إِمَارَةُ السُّفْيَانِيِّ، وَيَخْرُجُ قَبْلَ ذَلِكَ مَنْ يَدْعُو لآلِ مُحَمَّدٍ، وَتَتْرُكُ التُّرْكُ الْجَزِيرَةَ، وَيَنْزِلُ الرُّومُ فِلَسْطِينَ، وَيُقْبِلُ صَاحِبُ الْمَغْرِبِ، فَيَقْتُلُ الرِّجَالَ، وَيَسْبِي النِّسَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ حَتَّى يَنْزِلَ الْجَزِيرَةَ إِلَى السُّفْيَانِيِّ.

[৪৯৮] আম্মার বিন ইয়াসির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (চিন্তা করে দেখো কেমন হবে,) যখন তোমাদের ওপর তুর্কিরা দ্রুতবেগে ধেয়ে আসবে। তোমাদের ওপর আক্রমণের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করবে। তোমাদের খলিফা মৃত্যুবরণ করবে, যিনি ধনসম্পদ জমা করতেন। এরপর একজন দুর্বল ব্যক্তিকে খলিফা বানানো হবে। দু'বছর পর তাকে অপসারণ করা হবে। রোম (ইউরোপ) ও তুর্কিরা মৈত্রীচুক্তি করবে। পৃথিবীজুড়ে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে। দামেশকের প্রাচীরে দাঁড়িয়ে একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, আরব ধ্বংস হবে এমন এক ফিতনায়, যা খুবই নিকটবর্তী। দামেশকের মসজিদের পশ্চিমপাশ ধসে পড়বে। এমনকি তার দেয়াল ভেঙে পড়বে। শামে তিনজন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, যারা প্রত্যেকেই রাজত্বের দাবি করবে। তাদের একজন হবে কুষ্ঠরোগী, আরেকজন হবে লালচে চুলের অধিকারী, আর তৃতীয়জন হবে আবু সুফিয়ান রা.-এর বংশধর। সে একটি কুকুর নিয়ে বাহির হবে এবং মানুষকে দামেশকে অবরোধ করে রাখবে। পশ্চিমারা বের হয়ে মিশরের দিকে ধেয়ে আসবে। যখন তারা প্রবেশ করবে, তখন সেটা হবে সুফিয়ানির রাজত্ব। আর তার পূর্বে একজন আত্মপ্রকাশ করবে, যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশধর বলে দাবি করবে। তুর্কিরা আরব উপদ্বীপ ছেড়ে দেবে। রোমকরা ফিলিস্তিনে অবতরণ করবে। পশ্চিমের শাসনকর্তা এগিয়ে আসবে।

অতঃপর পুরুষদেরকে হত্যা করবে এবং মহিলাদেরকে বন্দী করবে। এরপর সে ফিরে যাবে। শেষ পর্যন্ত আরব উপদ্বীপ সুফিয়ানির আয়ত্তে চলে যাবে।[৪৯৮]

নানা গোত্রের ডাক-চিৎকার

عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ يَقُولُ : إِذَا قَالَ أَهْلُ الْيَمَنِ : يَا قَحْطَانُ، وَقَالَتْ قَيْسٌ : يَا نِزَارُ، رُفِعَ عَنْهُمُ النَّصْرُ، وَسُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْحَدِيدُ.

[৪৯৯] উমর বিন মুহাম্মাদ বিন জাইদ বিন আব্দুল্লাহ রহ. থেকে বর্ণিত, আবু হুরাইরা রা. বলতেন, যখন ইয়ামানবাসী বলবে, হে কাহতান, কায়িস গোত্র বলবে, হে নিজার, তখন তাদের থেকে সাহায্য তুলে নেওয়া হবে এবং তাদের ওপর তলোয়ার চাপিয়ে দেওয়া হবে।[৪৯৯]

[৪৯৮] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।
[৪৯৯] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

বিভিন্ন শহরের সেনাবাহিনীর অবস্থা

حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي حَوَالَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : سَيَكُونُ جُنْدٌ بِالْعِرَاقِ، وَجُنْدٌ بِالشَّامِ، وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ، قَالَ : فَقُلْتُ : اخْتَرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ، قَالَ : عَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَإِنَّهَا صَفْوَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ، يَجْتَبِي إِلَيْهَا صَفْوَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ.

[৫০০] মাকহুল রহ. বর্ণনা করেন, হাওয়ালার এক পুত্র (আব্দুল্লাহ বিন হাওয়ালা রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অচিরেই ইরাকে একটি বাহিনী হবে। শামে একটি বাহিনী হবে। ইয়ামানে একটি বাহিনী হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, যদি এমনটি হয়, তাহলে আমার জন্য একটি বাহিনী বাছাই করে দিন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তখন শামের বাহিনীকে আঁকড়ে ধরবে। কারণ, তা আল্লাহর নির্বাচিত ভূমি। আর সেখানে তিনি তাঁর নির্বাচিত বান্দাদেরকেই একত্র করবেন।[৫০০]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : وَاللَّهِ لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِيكُمْ حَتَّى تُفْتَحَ لَكُمْ أَرْضُ فَارِسَ وَالرُّومِ، وَأَرْضُ حِمْيَرَ، وَحَتَّى تَكُونُوا أَجْنَادًا ثَلاثَةً : جُنْدًا بِالشَّامِ، وَجُنْدًا بِالْعِرَاقِ، وَجُنْدًا بِالْيَمَنِ، فَقُلْتُ : اخْتَرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ، قَالَ : أَخْتَارُ لَكَ الشَّامَ، فَإِنَّهَا صَفْوَةُ اللَّهِ مِنْ بِلادِهِ، وَإِلَيْهَا يَجْتَبِي صَفْوَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، فَعَلَيْكُمْ بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ، فَإِنَّ صَفْوَةَ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ.

[৫০১] আব্দুল্লাহ বিন হাওয়ালা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের কাছে এই কর্তৃত্ব থাকবে, যতক্ষণ না পারস্য, রোম ও হিময়ার অঞ্চল তোমরা বিজয় করবে এবং যতদিন না তিনটি বাহিনী হবে—শামের বাহিনী, ইরাকের বাহিনী ও ইয়ামানের বাহিনী। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, যদি আমি সেই সময় পেয়ে যাই, তবে আমার জন্য একটি নির্বাচন করে দিন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি

---

[৫০০] সহিহ। তাখরিজু ফাজাইলিশ শাম : পৃ. নং ১২-১৩

তোমার জন্য শামকে নির্বাচন করছি। কারণ, এটি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ভূমির মধ্যে হতে নির্বাচিত ভূমি। এখানেই তিনি তার নির্বাচিত বান্দাদের টেনে নিয়ে আসবেন। অতএব, তোমরা শাম ও তার অধিবাসীদের আঁকড়ে ধরো। কেননা, আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা শামবাসীদের মধ্য থেকেই হবে এবং আল্লাহ তাআলা আমার জন্য শাম ও তার অধিবাসীদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।[৫০১]

ফিতনাকাল ও মহাযুদ্ধে মুসলমানদের আশ্রয়কেন্দ্র

عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ، قَالَ : مَعَاقِلُ الْمُسْلِمِينَ ثَلاثَةٌ : فَمَعَاقِلُهُمْ مِنَ الرُّومِ دِمَشْقُ، وَمَعَاقِلُهُمْ مِنَ الدَّجَّالِ الأُرْدُنُّ، وَمَعَاقِلُهُمْ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ الطُّورُ.

[৫০২] কাবে আহবার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানদের দুর্গ হচ্ছে তিনটি। এক. রোম থেকে তাদের আশ্রয়কেন্দ্র হচ্ছে দামেশক। দুই. দাজ্জাল থেকে তাদের আশ্রয়কেন্দ্র হচ্ছে জর্দান। তিন. ইয়াজুজ মাজুজ থেকে তাদের আশ্রয়কেন্দ্র হচ্ছে তুর পাহাড়।[৫০২]

عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ثَلاثَةٌ مِنْ مَعَاقِلِ الْمُسْلِمِينَ : فَمَعْقِلُهُمْ مِنَ الْمَلاحِمِ دِمَشْقُ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنَ الدَّجَّالِ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، وَمَعْقِلُهُمْ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ طُورُ سِينِينَ.

৫০৩] মাকহুল রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমানদের দুর্গ হচ্ছে তিনটি। এক. মহাযুদ্ধে তাদের আশ্রয়কেন্দ্র হচ্ছে দামেশক। দুই. দাজ্জাল থেকে তাদের আশ্রয়কেন্দ্র হচ্ছে বাইতুল মুকাদ্দাস। তিন. ইয়াজুজ মাজুজ থেকে তাদের আশ্রয়কেন্দ্র হচ্ছে তুর পাহাড়।[৫০৩]

---

[৫০১] সহিহ। সুনানু আবি দাউদ : ২৪৮৩
[৫০২] ইসরাইলিয়াত।
[৫০৩] সনদ নিতান্তই দুর্বল, মুরসাল।

ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গদের উম্মতের নেতৃত্বভার প্রাপ্তি

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : سَيَلِي هَذِهِ الأُمَّةَ ثَلاثَةٌ يَتَوَالُونَ يُقِيمُونَ أَرْبَعِينَ سَنَةً لا خَيْرَ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَهُمْ : الْمُجَبِّرُ، وَالْمُفَرِّخُ، وَذُو الْعَصَبِ، قَالَ : قُلْتُ : مَا الْمُجَبِّرُ؟ قَالَ : يُجْبَرُ النَّاسُ عَلَى يَدَيْهِ، قَالَ : فَقُلْتُ : فَالْمُفَرِّخُ؟ قَالَ : يَكُونُ لِلنَّاسِ كَالطَّيْرِ لِفُرُوخِهَا، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَذُو الْعَصَبِ؟، قَالَ : هُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ" وَقَدْ نَسِيتُ مَا قَالَ لِي فِيهِ.

[৫০৪] আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, অচিরেই এই উম্মত তিনজন ব্যক্তি পাবে, যারা তাদেরকে চল্লিশ বছর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করবে। তাদের পর জীবনধারণে আর কোনো কল্যাণ থাকবে না। তাঁরা হলো মুহাব্বির, মুফাররিখ ও জুলআসাব। তিনি বলেন, আমি বললাম, মুহাব্বির কী? তিনি বললেন, তাঁর হাতে সবাইকে (বাইআত হতে) বাধ্য করা হবে। আমি বললাম, মুফাররিখ কী? তিনি বললেন, তিনি মানুষের জন্য এমন (দয়াশীল ও উদার) হবেন, যেমন পাখি তার বাচ্চার জন্য হয়ে থাকে। আমি বললাম, জুলআসাব কী? তিনি বললেন, সে হবে একজন সৎ ব্যক্তি। তবে তার ব্যাপারে কী বলা হয়েছে, তা আমি ভুলে গিয়েছি।[৫০৪]

عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ يَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيفَةٌ لا يَفْضُلُ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ وَلا عُمَرُ.

[৫০৫] মুহাম্মাদ বিন সিরিন রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আলোচনা করতাম যে, এই উম্মতের মধ্যে এমন একজন খলিফা হবেন, যার ওপর আবু বকর এবং উমরও মর্যাদা পাবে না।[৫০৫]

নোট : সম্ভবত তিনি হবেন ইসা আলাইহিস সালাম। কেননা, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ একজন রাসুল হওয়া সত্ত্বেও শেষ জমানায় দাজ্জালকে হত্যা করে পুরো বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি একজন উম্মত হিসেবে আসবেন। তিনি নতুন কোনো শরিয়ত নিয়ে আসবেন না; বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরিয়ত অনুযায়ীই চলবেন এবং সে অনুসারেই খিলাফাহ পরিচালনা করবেন। সুতরাং তিনি যে আবু বকর রা. ও উমর রা.-এর চেয়ে

---

[৫০৪] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

[৫০৫] মাকতু।

উত্তম ও সেরা হবেন, এতে কারও কোনো মতভেদ নেই। কেউ কেউ এখানে মাহদির কথা বুঝে থাকেন, কিন্তু এটা সঠিক নয়। কেননা, উলামায়ে কিরামের এ ব্যাপারে ইজমা আছে যে, আবু বকর রা. ও উমর রা. হলেন এ উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে সেরা ও উত্তম। বাকি ইসা আলাইহিস সালাম-এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তিনি শুধু উম্মতই নন; বরং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন নবি ও রাসুলও বটে। তাই এ হাদিসে উদ্দিষ্ট খলিফা হলেন ইসা আলাইহিস সালাম, যিনি আবু বকর রা. ও উমর রা.-এর চেয়েও মর্যাদায় উত্তম ও সেরা। ইবনে সিরিন রহ.এর সময়ে এ বিষয়টিরই আলোচনা হতো বলে তিনি বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى، قَالَ : كَانَ أَبُو الْجَلْدِ يَحْلِفُ وَلَا يَسْتَثْنِي أَلَا تَهْلِكَ هَذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَحْكُمَ فِيهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً مِنْهُمْ رَجُلَانِ مِنْ رَهْطِ النَّبِيِّ ﷺ يَحْكُمَانِ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ أَحَدُهُمَا ثَلَاثِينَ وَالْآخَرُ أَرْبَعِينَ.

[৫০৬] আবু ইয়াহইয়া রহ. বর্ণনা করেন, আবুল জালদ রহ. কসম করে বলতেন, এই উম্মত ততদিন পর্যন্ত ধ্বংস হবে না, যতদিন না তাদের মাঝে বারোজন খলিফা হবে। এদের দু'জন হবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশধর, যারা সঠিক পথ ও সত্য দ্বীন অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। তাদের একজন ত্রিশ বছর এবং অপরজন চল্লিশ বছর শাসন করবেন।[৫০৬]

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ السُّوَائِيَّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَضُرُّ هَذَا الدِّينَ مَنْ نَاوَأَهُ حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

[৫০৭] আবু খালিদ রহ. বলেন, আমি জাবির বিন সামুরা রা.-কে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই দ্বীনের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না, যেই তার বিরোধিতা করুক না কেন, যতদিন না বারোজন খলিফা শাসনকার্য পরিচালনা করবেন, যাদের সবাই হবে কুরাইশ বংশের।[৫০৭]

---

[৫০৬] মাকতু।

[৫০৭] হাসান। আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ১৮৫২

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا، فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا، فَقَالَ أَبِي : إِنَّهُ قَالَ : كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

[৫০৮] আব্দুল মালিক রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির বিন সামুরা রা.-কে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বারোজন আমির হবে। এরপর তিনি একটি বাক্য বলেছেন, যা আমি শুনতে পারিনি। অতঃপর আমার বাবা বললেন, তিনি বলেছেন, তারা সবাই হবে কুরাইশ বংশের।[৫০৮]

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَتَذَاكَرْنَا الْمَهْدِيَّ، قَالَ : وَكَانَ مُضْطَجِعًا، فَقَالَ : يَكُونُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ سَفَّاحٌ، وَمَنْصُورٌ، وَمَهْدِيٌّ.

[৫০৯] সাইদ বিন জুবাইর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইবনে আব্বাস রা.-এর কাছে ছিলাম। তিনি শোয়া অবস্থায় ছিলেন, আর আমরা মাহদির কথা আলোচনা করছিলাম। এরপর তিনি (আমাদের আলোচনা শুনে) বললেন, আমাদের আহলে বাইত থেকে একজন সাফফাহ (বিরাট দানশীল), একজন মানসুর (আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত) এবং একজন মাহদি (সঠিক পথপ্রাপ্ত) হবে।[৫০৯]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي عِنْدَ انْقِطَاعٍ مِنَ الزَّمَانِ وَظُهُورٍ مِنَ الْفِتَنِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : السَّفَّاحُ عَطَاؤُهُ حَثْيًا.

[৫১০] আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার আহলে বাইত থেকে শেষ সময় এবং ফিতনা প্রকাশের সময় সাফফাহ নামীয় এক ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যার দান হবে নিক্ষিপ্ত খড়কুটোর ন্যায়।[৫১০]

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَتُمْلَأَنَّ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا، حَتَّى لَا يَقُولَ أَحَدٌ اللَّهَ اللَّهَ حَتَّى يَضْرِبَ الدِّينُ بِجِرَانِهِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ

---

[৫০৮] সহিহুল বুখারি : ৭২২৩; সহিহু মুসলিম : ১৮২১

[৫০৯] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

[৫১০] সনদ দুর্বল। জাওয়ায়িদ আলা মুসনাদি আহমাদ : ১১৭৫৭

بَعَثَ اللّٰهُ قَوْمًا مِنْ أَطْرَافِ الأَرْضِ قَزَعًا كَقَزَعِ الْخَرِيفِ، إِنِّي لَأَعْرِفُ اسْمَ أَمِيرِهِمْ، وَمُنَاخَ رِكَابِهِمْ.

[৫১১] হারিস বিন সুয়াইদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলি রা. বলেছেন, অবশ্যই এই পৃথিবী জুলুম-অত্যাচার আর পাপাচারে ভরে উঠবে। এমনকি কেউ 'আল্লাহ আল্লাহ' পর্যন্ত বলবে না। এমনকি দ্বীন তার মাথার অগ্রভাগে আঘাত করবে। যখন এমন করবে, তখন আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তসীমা থেকে এমন এক সম্প্রদায়কে প্রেরণ করবেন, যারা হবে শরৎকালের মেঘমালার টুকরোর ন্যায়। আমি তার আমিরের নাম ও তাদের বাহনের অবস্থাদি পর্যন্ত জানি।[৫১১]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ زُرَارَةَ الْكُوفِيِّ، قَالَ : سَيَلِي هَذِهِ الأُمَّةَ سَبْعَةٌ كُلُّهُمْ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

[৫১২] আলি বিন জুরারা কুফি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অচিরেই এই উম্মত সাতজন শাসক পাবে, যাদের প্রত্যেকেই উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.এর চেয়েও উত্তম হবে।[৫১২]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : السَّفَّاحُ، وَسَلامٌ، وَمَنْصُورٌ، وَجَابِرٌ، وَالأَمِينُ، وَالْمَهْدِيُّ، وَأَمِيرُ الْعَصَبِ، كُلُّهُمْ صَالِحٌ لا يُرَى مِثْلُهُ، وَلا يُدْرَكُ مِثْلُهُ، كُلُّهُمْ مِنْ بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، مِنْهُمْ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ، مِنْهُمْ مَنْ لا يَكُونُ إِلا يَوْمَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَالُ لَهُ : لَتُبَايِعُنَا أَوْ لَنَقْتُلَنَّكَ، فَلَوْ أَنَّهُمْ لا يُبَايِعُونَهُ لَقَتَلُوهُ.

[৫১৩] আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাফফাহ, সালাম, মানসুর, জাবির, আমিন, মাহদি, আমিরুল আসাব; এরা প্রত্যেকেই এমন সৎ, যাদের কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না এবং তাদের ন্যায় আর কাউকে পাওয়া যাবে না। তাঁরা সবাই হবে বনি কাব বিন লুআইয়ের বংশধর। এদের মধ্যে একজন হবে কাহতান বংশের। তাদের একজন মাত্র দু'দিনের জন্য (খলিফা) হবে। এদের মধ্যে একজনকে বলা হবে, আপনি যদি আমাদের বাইয়াত গ্রহণ না করেন, তবে আমরা আপনাকে হত্যা করে ফেলব। যদি তারা তাঁর হাতে

---

[৫১১] সনদ সহিহ, মাওকুফ।
[৫১২] মাকতু।

বাইয়াত না হতে পারত, তবে (অতিরিক্ত আস্থা ও ভালোবাসার আবেগে) তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলত।[৫১৩]

عَنِ الْكَلْبِيِّ، قَالَ : يَكُونُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ خُلَفَاءُ وَأُمَرَاءُ ثَلَاثَةٌ صَالِحُونَ قَبْلَ الْمَهْدِيِّ.

[৫১৪] কালবি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদির পূর্বে বনি হাশিমের তিনজন নেককার খলিফা ও আমির হবে।[৫১৪]

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ تَرَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ مِنْهُمْ؟ قَالَ : لَا، لَيْسَ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ.

[৫১৫] ইবনে আওন রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন সিরিন রহ.কে বললাম, আপনি কি উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.কে তাঁদের একজন মনে করেন? তিনি বলেন, না, তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন, তবে তিনি একজন সৎ ব্যক্তি।[৫১৫]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : أَبُو بَكْرٍ سَمَّيْتُمُوهُ الصِّدِّيقَ أَصَبْتُمُ اسْمَهُ، وَعُمَرُ الْفَارُوقُ أَصَبْتُمُ اسْمَهُ، وَعُثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ، وَالْكِفْلِ أَصَبْتُمُ اسْمَهُ، وَصَاحِبُ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، وَابْنُهُ السَّفَّاحُ، وَسَلَّامٌ، وَأَمِيرُ الْعَصَبِ، وَمَنْصُورٌ، وَجَابِرٌ، وَالْمَهْدِيُّ، وَسَسَلٌ، وَسَلَامٌ.

[৫১৬] আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর রা.-কে তোমরা সিদ্দিক উপাধি দিয়েছ, তোমরা তাঁর নামকরণে সঠিক করেছ। উমর রা.-কে ফারুক নামকরণে তোমরা সঠিকই করেছ। উসমান রা.-কে জুন্নুরাইন ও জুলকিফল নামকরণেও ঠিক করেছ। মুকাদ্দাস ভূমির শাসক এবং তার সন্তান সাফফাহ, সাললাম, আমিরুল আসাব, মানসুর, জাবির, মাহদি, সাসাল ও সালাম।[৫১৬]

---

[৫১৩] মাওকুফ।

[৫১৪] অত্যন্ত দুর্বল, মাকতু।

[৫১৫] মাকতু।

[৫১৬] মাওকুফ।

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، قَالَ : كَانَ عِنْدَنَا رَجُلٌ عِبْرَانِيٌّ قَدْ أَسْلَمَ وَكَانَ يَأْتِي أَحْيَانًا بِسِفْرٍ مِنَ التَّوْرَاةِ، فَيَقْرَأُ عِنْدِي وَيَبْكِي، فَقَرَأَ عَلَيَّ فِي أَوَّلِ السِّفْرِ : وَإِنِّي مُخْرِجٌ مِنْ صُلْبِ إِسْمَاعِيلَ اثْنَى عَشَرَ مَلِكًا، قَالَ : فَذَكَرْتُ هَذَا لأَصْحَابِنَا، وَقُلْتُ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَخْرَجَ مِنْ صُلْبِ إِسْمَاعِيلَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ، قُلْتُ : مَا هُمْ إِلا الأَئِمَّةُ، فَأَوَّلُهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَهَؤُلاءِ خَمْسَةٌ وَبَقِيَ سَبْعَةٌ، قَالَ هَارُونُ : فَأَحْسَبُ حَدِيثَ ابْنِ عَمْرٍو إِنَّمَا أُخِذَ مِنْ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

[৫১৭] হারুন বিন সাইদ আইলি রহ. বলেন, আমাদের নিকট একজন ইবরানি লোক বসা ছিলেন, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কখনো তিনি তাওরাতের কিছু খণ্ড এনে আমার কাছে পড়তেন এবং কাঁদতেন। তিনি প্রথম খণ্ড আমাকে পড়ে শোনালেন : আমি ইসমাইলের বংশধর থেকে বারোজন বাদশাহ বের করব। আমি আমার সঙ্গীদেরকে তা বর্ণনা করলাম এবং বললাম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ইসমাইলের বংশধারা থেকে একটি জাতি সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, তারা হচ্ছেন মহান নেতৃবর্গ। তাদের প্রথমজন হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এরপর আবু বকর রা., উমর রা., উসমান রা., উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.। এঁরা হলেন পাঁচজন, আর অবশিষ্ট আছে সাতজন। হারুন রহ. বলেন, আমি চিন্তা করে দেখলাম যে, আব্দুল্লাহ বিন আমর রা.-এর হাদিস এখান থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে, ইনশাআল্লাহ।[৫১৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لا تَذْهَبُ الأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ.

[৫১৮] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যতদিন পর্যন্ত জাহজাহ নামীয় ব্যক্তি রাজত্ব না পাওয়া পর্যন্ত রাতদিনের ঘূর্ণাবর্ত শেষ (কিয়ামত) হবে না।[৫১৮]

---

[৫১৭] মাওকুফ।

[৫১৮] সহিহ মুসলিম : ২৯১১

রমজানের আওয়াজ, ধস, শোরগোল, যুদ্ধবিগ্রহ ও মহাযুদ্ধ

عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَكُونُ فِي رَمَضَانَ صَوْتٌ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي وَسَطِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ؟ قَالَ : لَا، بَلْ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةَ النِّصْفِ لَيْلَةُ جُمُعَةٍ يَكُونُ صَوْتٌ مِنَ السَّمَاءِ يُصْعَقُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا يَتِيهُ سَبْعُونَ أَلْفًا وَيَعْمَى سَبْعُونَ أَلْفًا وَيُصَمُّ سَبْعُونَ أَلْفًا وَيُخْرَسُ فِيهِ سَبْعُونَ أَلْفًا وَيَنْفَتِقُ فِيهِ سَبْعُونَ أَلْفَ عَذْرَاءَ، قَالُوا : فَمَنِ السَّالِمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : مَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ وَتَعَوَّذَ بِالسُّجُودِ وَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ، قَالَ : وَمَعَهُ صَوْتٌ آخَرُ فَالصَّوْتُ الْأَوَّلُ صَوْتُ جِبْرِيلَ، وَالصَّوْتُ الثَّانِي صَوْتُ الشَّيْطَانِ، فَالصَّوْتُ فِي رَمَضَانَ، وَالْمَعْمَعَةُ فِي شَوَّالٍ، وَتَمْيِيزُ الْقَبَائِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَيُغَارُ عَلَى الْحَاجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ، وَأَمَّا الْمُحَرَّمُ أَوَّلُهُ بَلَاءٌ، وَآخِرُهُ فَرَجٌ عَلَى أُمَّتِي، رَاحِلَةٌ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ يَنْجُو عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ دَسْكَرَةٍ تَغُلُّ مِائَةَ أَلْفٍ.

[৫১৯] ইবনে দাইলামি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রমজানে একটি আওয়াজ হবে। সাহাবায়ে কিরাম রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, রমজানের শুরুতে, নাকি শেষে, না মধ্যবর্তী সময়ে? তিনি বললেন, না; বরং রমজানের ঠিক মধ্যবর্তী সময়ে, যখন পনেরো তারিখের রাত হবে জুমআর রাত। সেদিন আকাশ থেকে একটি আওয়াজ হবে, যার কারণে সত্তর হাজার মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে, সত্তর হাজার অন্ধ হয়ে যাবে, সত্তর হাজার বধির হয়ে যাবে, সত্তর হাজার বোবা হয়ে যাবে এবং সত্তর হাজার বন্ধ্যা হয়ে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, সেদিন নিরাপদ কে হবে? তিনি বললেন, যে তার ঘরকে আঁকড়ে থাকবে, সিজদার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, উচ্চ আওয়াজে তাকবির পড়তে থাকবে। তিনি বললেন, তার সঙ্গে আরেকটি আওয়াজ হবে। প্রথম আওয়াজটি হবে জিবরাইলের এবং দ্বিতীয়টি হবে শয়তানের। সুতরাং রমজানে আওয়াজ হবে, শাওয়ালে শোরগোল হবে, জিলকদ মাসে গোত্রগুলো পৃথক হয়ে যাবে, জিলহজ ও মুহাররম মাসে হাজিদের লুণ্ঠন করা হবে। মুহাররম মাসের শুরুটা হবে বিপদ, আর শেষটা হবে আমার উম্মতের মুক্তি। সেসময় একটি বাহন, যার ওপর সওয়ার হয়ে মুমিন মুক্তি পাবে, তা এমন

জনপদ থেকে উত্তম হবে, যা এক লক্ষ (দিনার বা দিরহাম) উপার্জনের কারণ হয়।[৫১৯]

عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَكُونُ فِي رَمَضَانَ صَوْتٌ، وَفِي شَوَّالٍ مَهْمَهَةٌ، وَفِي ذِي الْقَعْدَةِ تَحَارُبُ الْقَبَائِلِ وَعَلَامَتُهُ يُنْتَهَبُ الْحَاجُّ، وَتَكُونُ مَلْحَمَةٌ بِمِنًى يَكْثُرُ فِيهَا الْقَتْلَى وَتَسِيلُ فِيهَا الدِّمَاءُ حَتَّى تَسِيلَ دِمَاؤُهُمْ عَلَى الْجَمْرَةِ حَتَّى يَهْرُبَ صَاحِبُهُمْ فَيُؤْتَى بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَيُبَايَعُ وَهُوَ كَارِهٌ، وَيُقَالُ لَهُ: إِنْ أَبَيْتَ ضَرَبْنَا عُنُقَكَ، يَرْضَى بِهِ سَاكِنُ السَّمَاءِ، وَسَاكِنُ الأَرْضِ.

[৫২০] শাহার বিন হাওশাব রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রমজান মাসে একটি আওয়াজ হবে, শাওয়াল মাসে প্রচণ্ড হট্টগোল দেখা দেবে, জিলকদ মাসে বিভিন্ন গোত্র পরস্পরে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। আর তার নিদর্শন হচ্ছে, হাজিদেরকে ছিনতাই করা হবে, মিনাতে প্রচণ্ড রক্তপাত হবে এবং প্রচুর হত্যাযজ্ঞ হবে। এমন রক্তপ্রবাহ হবে যে, তা গিয়ে জামরায় গড়াবে। এমনকি তাদের নেতা পালিয়ে যাবে। তারপর তাঁকে রুকন ও মাকামে ইবরাহিমের মাঝে নিয়ে আসা হবে। তাঁর অনাগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সবাই তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। তাঁকে বলা হবে, আপনি যদি বাইয়াত নিতে অস্বীকার করেন, তবে আমরা আপনাকে হত্যা করে ফেলব। তাঁর ওপর আসমান ও জমিনের বাসিন্দারা সন্তুষ্ট থাকবে।[৫২০]

---

[৫১৯] মাওজু। আল-মাওজুআত, ইবনুল জাওজি : ৩/১৯১

[৫২০] সনদ দুর্বল, মুরসাল।

عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيْدٍ، قَالَ : أَشْرَفَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غُرْفَةٍ، فَقَالَ : مَاذَا تَذْكُرُونَ؟ قُلْنَا : نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ، قَالَ : فَإِنَّهَا لا تَقُومُ حَتَّى تَكُونَ قَبْلَهَا عَشْرُ آيَاتٍ : الدَّجَّالُ، وَالدُّخَانُ، وَالدَّابَّةُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَنُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَثَلاثَةُ خُسُوفٍ : خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْيَمَنِ، تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَحَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ سُفْيَانُ : لا أَدْرِي بِأَيِّهَا بَدَأَ.

[৫২১] আবু সারিহা হুজাইফা বিন উসাইদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কামরা থেকে আমাদের মাঝে আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী নিয়ে আলোচনা করছ? বললাম, আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তিনি বললেন, দশটি নিদর্শন প্রকাশ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা সংঘটিত হবে না। দাজ্জাল, দুখান (ধোঁয়া), দাব্বাতুল আরজ (বিশেষ প্রাণী), পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয়, ইয়াজুজ মাজুজ, ইসা আলাইহিস সালাম-এর অবতরণ, তিনটি ভূমিধস—একটি পূর্বে, একটি পশ্চিমে এবং আরেকটি আরব উপদ্বীপে। আর সর্বশেষ হচ্ছে আগুন, যা ইয়ামানের ভূমি থেকে প্রকাশ পাবে, যা মানুষকে তাদের সম্মেলনস্থলে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ রহ. বলেন, সুফিয়ান রহ. আমাদেরকে আরেকবার হাদিসটি বর্ণনা করে বলেছেন, আমি জানি না, সর্বপ্রথম কোনটি আগে প্রকাশ পাবে।[৫২১]

عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ، قَالَ : عَشْرُ آيَاتٍ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ : خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِحِجَازِ الْعَرَبِ، وَالرَّابِعَةُ الدَّجَّالُ، وَالْخَامِسَةُ نُزُولُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، وَالسَّادِسَةُ الدَّابَّةُ، وَالسَّابِعَةُ الدُّخَانُ، وَالثَّامِنَةُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَالتَّاسِعَةُ رِيحٌ بَارِدَةٌ لا تَبْقَى نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ إِلا قُبِضَتْ فِي تِلْكَ الرِّيحِ، الْعَاشِرَةُ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا.

---

[৫২১] সহিহ মুসলিম : ২৯০১

[৫২২] রাবিআ জুরাশি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দশটি নিদর্শন দেখা যাবে। পূর্বে ভূমিধস, পশ্চিমে ভূমিধস, আরবে ভূমিধস। চতুর্থটি হলো দাজ্জাল, পঞ্চমটি হলো ইসা আ-এর অবতরণ, ষষ্ঠটি হলো দাব্বাতুল আরজ, সপ্তমটি হলো দুখান বা ধোঁয়া, অষ্টমটি হলো ইয়াজুজ মাজুজ, নবমটি হলো শীতল হাওয়া, যার কারণে কোনো মুমিন পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে না। আর দশমটি হলো পশ্চিম থেকে সূর্যোদয়।[৫২২]

عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عَشْرٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ : اخْتِلَافُ بَنِي أُمَيَّةَ بَيْنَهُمَا، وَقَتْلُ الْحَمْلَيْنِ، وَرَايَاتُ السُّودِ بِالْمَشْرِقِ، وَاسْتِبَاحَةُ الْكُوفَةِ، وَخُرُوجُ السُّفْيَانِيِّ، وَخَلِيفَةٌ يُخْلَعُ، وَرَجُلٌ يُبَايَعُ لَهُ بَيْنَ زَمْزَمَ وَالْمَقَامِ، وَجَيْشٌ يُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ، وَيَوْمُ كَلْبٍ وَالْأَعْمَاقِ.

[৫২৩] মাকহুল রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে দশটি নিদর্শন দেখা যাবে। বনু উমাইয়ার মাঝে দ্বন্দ্ব। দুটি ভ্রূণ হত্যা করা হবে। পূর্ব থেকে কালো পতাকার আবির্ভাব হবে। কুফা দখল করে নেওয়া হবে। সুফিয়ানির আত্মপ্রকাশ। একজন খলিফাকে অপসারণ করা হবে। একজন ব্যক্তির হাতে জমজম ও মাকামে ইবরাহিমের মধ্যবর্তী স্থানে বাইয়াত দেওয়া হবে। বাইদা নামক স্থানে একটি বাহিনীকে ধসিয়ে দেওয়া হবে। আরেকটি হচ্ছে কালব ও আ'মাকের দিন।[৫২৩]

عَنْ عَوْفٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ سِتٌّ : أَوَّلُهُنَّ مَوْتُ نَبِيِّكُمْ ﷺ ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ فَتْحُ مَدِينَةِ الْكُفْرِ، ثُمَّ مَوْتٌ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، ثُمَّ يَرُدُّ الرَّجُلُ الْمِائَةَ دِينَارٍ سَخْطَةً، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ، يَكُونُونَ فِيهِ أَوْلَى بِالْغَدْرِ مِنْكُمْ.

[৫২৪] আওফ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি নিদর্শন দেখা যাবে। প্রথমটি হচ্ছে, তোমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যু, এরপর বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়, এরপর কুফরের শহর বিজয়, এরপর বকরির পালের মহামারির ন্যায় মৃত্যু। এরপর (এত প্রাচুর্য আসবে যে,) একজন ব্যক্তি একশ

---

[৫২২] মাওকুফ।

[৫২৩] সহিহ, মুরসাল।

দিনারও রাগান্বিত হয়ে ফিরিয়ে দেবে। এরপর তোমাদের ও বনি আসফারের মাঝে একটি সন্ধিচুক্তি হবে। সেখানে তোমাদের সঙ্গে তারাই প্রথমে গাদ্দারি করবে।[৫২৪]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ : بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا : طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالَ، وَالدُّخَانَ، وَذَكَرَ كَلِمَةً أُخْرَى يَعْنِي الْمَوْتَ، وَأَمْرُ الْعَامَّةِ، يَعْنِي : الْقِيَامَةَ.

[৫২৫] আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ছয়টি বিষয়ের পূর্বেই তোমরা আমলের প্রতি অগ্রগামী হও। এক. পশ্চিম থেকে সূর্যোদয়। দুই. দাজ্জাল। তিন. দুখান বা ধোঁয়া। চার. এরপর আরেকটি কথা বলেছেন, অর্থাৎ মৃত্যু। পাঁচ. ব্যাপক বিপদ, অর্থাৎ কিয়ামত।[৫২৫]

নোট : এখানে মোট পাঁচটির কথা বলা হয়েছে। সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় ছয়টিই বলা হয়েছে। আরেকটি হলো দাব্বাতুল আরজ বা জমিনের বিশেষ একটি জন্তু। দেখুন, সহিহু মুসলিম : ২৯৪৭

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي آخِرِ السَّحَرِ، وَهُوَ فِي فُسْطَاطٍ مِنْ أَدَمٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ : أَدْخُلُ؟ فَقَالَ : ادْخُلْ قَالَ : فَقُلْتُ : كُلِّي؟ قَالَ : كُلُّكَ، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا لَهُ مَكِيثًا، فَقَالَ : سِتٌّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ : أَوَّلُهُنَّ مَوْتُ نَبِيِّكُمْ قُلْ إِحْدَى، قَالَ : قُلْتُ : إِحْدَى، وَوَجِمْتُ لَهَا وَجْمَةً شَدِيدَةً، قَالَ : وَالثَّانِيَةُ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قُلِ اثْنَتَيْنِ، قُلْتُ : اثْنَتَيْنِ، قَالَ : وَالثَّالِثَةُ يَفِيضُ فِيكُمُ الْمَالُ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِنْكُمْ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ مُتَسَخِّطًا، قَالَ : قُلْ ثَلاثًا، قُلْتُ : ثَلاثًا، قَالَ : وَالرَّابِعَةُ مَوَتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، قُلْ أَرْبَعًا، قُلْتُ : أَرْبَعًا، قَالَ : وَالْخَامِسَةُ فِتْنَةٌ فَلا يَبْقَى فِيكُمْ بَيْتُ وَبَرٍ وَلا مَدَرٍ إِلا دَخَلَتْهُ، قَالَ : قُلْ خَمْسًا " قُلْتُ : خَمْسًا، قَالَ : وَالسَّادِسَةُ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَيَجْمَعُونَ

---

[৫২৪] সহিহুল বুখারি : ৩১৭৬

[৫২৫] সহিহ। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৫৬

لَكُمْ حَمْلَ امْرَأَةٍ ثُمَّ يَغْدِرُونَ بِكُمْ فَيَلْقَوْنَكُمْ فِي ثَمَانِينَ رَايَةً أَوْ قَالَ : ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ رَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا.

[৫২৬] হজরত আওফ বিন মালিক আশজায়ি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গাজওয়ায়ে তাবুকের শেষ সময়ে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি তখন একটি চামড়ার ঘরে ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমাকে বললেন, আওফ নাকি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, প্রবেশ করো। আমি বললাম, আমার পুরোটাই নাকি কিছু অংশ? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেলেন, তোমার পুরো অংশ নিয়েই প্রবেশ করো। আমি তার সামনে প্রবেশ করলাম, তিনি তখন খুব ধীরস্থিরে অজু করছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, হে আওফ, কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি নিদর্শনকে তুমি গণনা করে রাখো। এক. আমার ওফাত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বলো, এক। আমি বললাম, এক। দুই. বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বলো, দুই। আমি বললাম, দুই। তিন. তোমাদের মধ্যে ধনসম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, কোনো ব্যক্তিকে একশত দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করলেও সে (এটাকে নগণ্য মনে করে) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বলো, তিন। আমি বললাম, তিন। চার. ব্যাপক মহামারি, যা আমার উম্মতের মধ্যে বকরির মড়কের ন্যায় দেখা দেবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বলো, চার। আমি বললাম, চার। আমার উম্মতের মধ্যে ফিতনা সংঘটিত হবে এবং তা বিরাট আকার ধারণ করবে, যা কোনো কাঁচাপাকা ঘরকেই ছাড়বে না, সবখানেই প্রবেশ করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বলো, পাঁচ। আমি বললাম, পাঁচ। ছয়. বনি আসফার তথা রোমকদের সাথে তোমাদের একটি সন্ধিচুক্তি হবে। অতঃপর তারা তোমাদের সাথে গাদ্দারি করবে। এরপর তোমাদের বিপক্ষে তারা আশিটি পতাকাতলে সমবেত হবে, প্রতিটি পতাকাতলে বারো হাজার করে সৈন্য থাকবে।[৫২৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : بَادِرُوا بِالْعَمَلِ سِتًّا : الدَّجَّالَ، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ الأَرْضِ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَأَمْرَ الْعَامَّةِ، وَخُوَيِّصَةَ أَحَدِكُمْ.

---

[৫২৬] সহিহুল বুখারি : ৩১৭৬

[৫২৭] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ছয়টি বিষয়ের পূর্বেই তোমরা আমলের প্রতি অগ্রগামী হও। এক. দাজ্জাল। দুই. দুখান বা ধোঁয়া। তিন. দাব্বাতুল আরজ। চার. পশ্চিম থেকে সূর্যোদয়। পাঁচ. ব্যাপক বিপদ (কিয়ামত)। ছয়. বিশেষ বিপদ (মৃত্যু)।[৫২৭]

عَنْ عُمَرَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : خَلَقَ اللَّهُ أَلْفَ أُمَّةٍ، سِتَّ مِائَةٍ فِي الْبَحْرِ، وَأَرْبَعَ مِائَةٍ فِي الْبَرِّ، قَالَ : فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَهْلِكُ مِنَ الأُمَمِ الْجَرَادُ فَإِذَا هَلَكَتْ تَتَابَعَتْ مِثْلَ النِّظَامِ إِذَا انْقَطَعَ سِلْكُهُ.

[৫২৮] উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা এক হাজার জাতি সৃষ্টি করেছেন। ছয়শত সাগরে, আর চারশত স্থলে। তবে সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম যেটি ধ্বংস হয়ে যাবে, তা হচ্ছে টিড্ডি। যখন টিড্ডি জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে, এরপর মালার সুতো ছিঁড়ে যাওয়ার ন্যায় একটির পর একটি (জাতির ধ্বংস) চলতে থাকবে।[৫২৮]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، لَوْ أَنَّ رَجُلا ارْتَبَطَ فَرَسًا فَنُتِجَتْ عِنْدَهُ مُهْرًا، حِينَ تُرَى أَوَّلُ الآيَاتِ لَمْ يَرْكَبْ حَتَّى يُرَى آخِرُهَا.

[৫২৯] আব্দুল্লাহ বিন মুররা রহ. থেকে বর্ণিত, হুজাইফা বিন ইয়ামান রা. বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি একটি ঘোড়া বেঁধে রাখে যেন তার কাছে একটি বাচ্চার জন্ম হয়, তখন প্রথম নিদর্শনটি প্রকাশ পাওয়ার পর তাতে সওয়ার হওয়ার পূর্বেই শেষ নিদর্শনটিও দেখা যাবে।[৫২৯]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقِيَ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ مَتَى هِيَ؟ فَبَدَأُوا فَسَأَلُوهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَرَدُّوا الْحَدِيثَ إِلَى عِيسَى ﷺ فَقَالَ : عَهِدَ اللَّهُ إِلَيَّ فِيهَا دُونَ وَجْبَتِهَا، فَأَمَّا وَجْبَتُهَا فَلا يَعْلَمُهَا إِلا اللَّهُ قَالَ : فَذَكَرَ خُرُوجَ الدَّجَّالِ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، قَالَ : فَعَهِدَ اللَّهُ إِلَيَّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ إِنَّ السَّاعَةَ مِنَ النَّاسِ كَالْحَامِلِ الْمُتِمِّ، لا يَدْرِي أَهْلُهَا مَتَى تَفْجَأُهُمْ بِوِلادَتِهَا لَيْلا أَوْ نَهَارًا.

---

[৫২৭] সহিহু মুসলিম : ২৯৪৭

[৫২৮] মওজু। আল-মাওজুআত, ইবনুল জাওজি : ৩/১৩-১৪

[৫২৯] হাসান, মাওকুফ। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৪৭

[৫৩০] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, শবে মিরাজে যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহিম আলাইহিস সালাম, মুসা আলাইহিস সালাম, ইসা আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে মিলিত হলেন, তখন তাঁরা আলোচনা করলেন যে, কখন কিয়ামত হবে? তাঁরা আলোচনা শুরু করতে গিয়ে এটার ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তাঁর কাছে এ ব্যাপারে কোনো ইলম ছিল না। তখন তাঁরা আলোচনাটি ইসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের (নিকটবর্তী) সময়ে আমাকে (দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য দুনিয়ায় প্রেরণের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তবে এর চূড়ান্ত সময় একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কেউ জানে না। তিনি বলেন, এরপর তিনি দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাবের কথা আলোচনা করলেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে জানিয়েছেন যে, যখন এসব ঘটবে, তখন কিয়ামতের অবস্থা (গর্ভের মেয়াদ) পূর্ণকারী গর্ভধারিণীর ন্যায় হবে, যার পরিবারের লোকেরা জানে না যে, কখন তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যাবে, রাতে নাকি দিনে। (অর্থাৎ এমন গর্ভধারিণীর সন্তান প্রসব যেমন খুবই দ্রুত যেকোনো সময় হয়ে যেতে পারে, কিয়ামতও ঠিক তেমন যেকোনো সময় হয়ে যাবে।)[৫৩০]

حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَتْحُ الْمَدِينَةِ وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ، وَالدَّابَّةُ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ قَالَ: سَبْعَةِ أَشْهُرٍ، شَكَّ أَبُو طَالِبٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: كُلُّهُ سَبْعَةٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: الْآيَاتُ كُلُّهَا فِي ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ.

[৫৩১] ইবনে আইয়াশ রহ. তার কিছু উস্তাদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি খালিদ বিন মাদান রহ.এর কিতাবে পেয়েছি, আবু হুরাইরা রা. বলেন, মদিনা বিজয়, দাজ্জালের প্রকাশ ও দাব্বাতুল আরজের প্রকাশ হবে ছয় মাসের মধ্যে অথবা সাত মাসে। আবু তালিব রহ. ছয় নাকি সাত এ ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাইন রহ. বলেন, এসব কিছু হবে সাত মাসের মধ্যে। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, সকল নিদর্শন আট মাসের মধ্যেই দেখা যাবে।[৫৩১]

---

[৫৩০] সনদ দুর্বল। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৮১

[৫৩১] সনদ দুর্বল, মাওকুফ। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৯৫; সুনানুত তিরমিজি : ২৩৫৩; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৯২

কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন আগুন

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ وَادٍ ذَكَرَ اسْمَهُ، مِنْ أَوْدِيَةِ بَنِي سُلَيْمٍ بِالْحِجَازِ تُضِيءُ مِنْهَا أَعْنَاقُ الإِبِلِ بِبُصْرَى.

[৫৩২] আবু বকর বিন হাজাম রা. একজন সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একটি উপত্যকা থেকে আগুন বের হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপত্যকাটির নাম বলেছেন, যা হিজাজে অবস্থিত বনি সুলাইমের একটি উপত্যকা। এ আগুন বুসরার উটের গর্দানসমূহকেও আলোকিত করে দেবে।[৫৩২]

أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الإِبِلِ بِبُصْرَى.

[৫৩৩] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হিজাজের ভূমি থেকে একটি আগুন বের হওয়ার আগে কিয়ামত হবে না, যা বুসরার উটের গর্দানসমূহকেও আলোকিত করে দেবে।[৫৩৩]

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ قَبْلَهَا عَشْرُ آيَاتٍ، قَالَ: وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ.

[৫৩৪] হুজাইফা বিন উসাইদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দশটি নিদর্শন প্রকাশ হওয়ার পূর্বে কিয়ামত হবে না। তিনি বলেন, তার সর্বশেষটি হচ্ছে ইয়ামান থেকে একটি আগুন প্রকাশ পাবে, যা মানুষকে তাদের সম্মেলনস্থলে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।[৫৩৪]

عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ تَحْشُرُ النَّاسَ، تَغْدُو مَعَهُمْ إِذَا غَدَوْا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا، وَتَرُوحُ مَعَهُمْ إِذَا رَاحُوا، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهَا فَاخْرُجُوا إِلَى الشَّامِ.

---

[৫৩২] সহিহুল বুখারি : ৭১১৮

[৫৩৩] প্রাগুক্ত।

[৫৩৪] সহিহু মুসলিম : ২৯০১

[৫৩৫] কাব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামান থেকে একটি অগ্নিকুণ্ড বের হবে, যা সকল মানুষকে একত্র করবে। সে আগুন তাদের সঙ্গে সকালে বের হবে, যখন তারা সকালে চলবে। তাদের সঙ্গে দুপুরে বিশ্রাম করবে, যখন তারা দুপুরে বিশ্রামরত থাকবে। সন্ধ্যায় চলতে শুরু করলে সে তাদের সঙ্গে সন্ধ্যায়ও চলা শুরু করবে। যখন তোমরা এই আগুনের প্রকাশের কথা শুনবে, তখন তোমরা শামের দিকে চলে যেয়ো।[৫৩৫]

عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، قَالَ : تَحْشُرُهُمُ النَّارُ وَتَغْدُو مَعَهُمْ وَتَرُوحُ، يَقُولُونَ قَدْ رَاحَتِ النَّارُ فَرُوحُوا، وَلَهَا مَا سَقَطَ.

[৫৩৬] লাইস বিন সুলাইম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষকে আগুন একত্র করবে, যা তাদের সঙ্গেই সকাল ও সন্ধ্যা কাটাবে। মানুষেরা বলবে, আগুনটি সন্ধ্যায় চলছে, অতএব তোমরাও চলো। (রওনা হওয়ার পর মানুষের) যা কিছু পড়ে থাকবে, তা আগুন খেয়ে নেবে।[৫৩৬]

---

[৫৩৫] মাকতু। হুজাইফা বিন উসাইদ রা. থেকে বর্ণিত এর পক্ষে সমার্থক হাদিস রয়েছে।

[৫৩৬] মাকতু। হুজাইফা বিন উসাইদ রা. থেকে বর্ণিত এর পক্ষে সমার্থক হাদিস রয়েছে।

দুখান বা ধোঁয়া

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : إِنَّ هَاهُنَا رَجُلا يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِي دُخَانٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ، وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَغَضِبَ فَجَلَسَ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ : اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ لِمَا لا يَعْلَمُ : اللهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ لِنَبِيِّهِ : قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنِ الدُّخَانِ : إِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا أَبْطَئُوا عَنِ الإِسْلامِ دَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ، فَأَصَابَهُمُ الْجُوعُ حَتَّى أَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، حَتَّى كَانَ أَحَدُهُمْ يَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ دُخَانًا مِنَ الْجَهْدِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ : فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ إِلَى قَوْلِهِ : إِنَّا مُؤْمِنُونَ، فَسَأَلُوا أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمُ الْعَذَابَ فَيُؤْمِنُوا، قَالَ اللهُ : أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، إِلَى قَوْلِهِ : إِنَّا مُنْتَقِمُونَ، فَكَشَفَ عَنْهُمْ، فَعَادُوا فِي كُفْرِهِمْ، فَأَخَذَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَهُوَ قَوْلُهُ : يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، يَقُولُ : قَدْ مَضَتِ الْبَطْشَةُ وَالدُّخَانُ وَاللِّزَامُ وَالرُّومُ وَالْقَمَرُ.

[৫৩৭] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, এখানে একজন ব্যক্তি আছে, যে বলে, কিয়ামতের পূর্বে ধোঁয়া দেখা দেবে, যা মুনাফিকদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেবে, আর মুমিনগণ তাতে কাশতে থাকবে! তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। কথাটি শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে বসে গেলেন এবং বললেন, হে মানুষেরা, তোমাদের কেউ যদি সঠিকভাবে কিছু জানে, তবেই যেন সে তা বলে। আর যে জানে না, সে যেন বলে, আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। যে ব্যক্তি যা জানে না, সে যখন বলে, আল্লাহ ভালো জানেন, এটিও এক প্রকার ইলম বা জ্ঞান। আল্লাহ তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেছেন, 'আপনি বলুন, আমি এর কারণে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না এবং আমি তার জন্য বাধ্যও নই।' [সুরা সোয়াদ : ৮৬] আর আমি তোমাদেরকে অচিরেই দুখান ধোঁয়া) সম্পর্কে জানাব। কুরাইশরা যখন ইসলাম গ্রহণ করতে দেরি করছিল, তখন রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য বদদুআ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ, আমাকে আপনি তাদের বিরুদ্ধে সাতটি বছর দিয়ে সাহায্য করুন, যেভাবে আপনি ইউসুফ আলাইহিস সালাম-কে সাতটি বছর দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। এতে করে তাদেরকে ক্ষুধামন্দায় পেয়ে বসল, এমনকি তারা মৃত প্রাণী ও হাড় খেতে লাগল। তাদের কেউ কেউ ক্ষুধার প্রচণ্ডতায় আকাশে ধোঁয়া দেখতে শুরু করল। এটিই হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী : 'আপনি অপেক্ষা করুন সেদিনটির জন্য, যেদিন আকাশে প্রকাশ্য ধোঁয়া দেখা যাবে। ...নিশ্চয়ই আমরা এতে বিশ্বাসী।' [সুরা আদ-দুখান : ১০-১২] এরপর তারা তাদের থেকে আজাবকে তুলে নিতে আবেদন করল যে, তারা ইমান গ্রহণ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তাদের আর উপদেশ কখন কাজে আসবে; অথচ তাদের কাছে স্পষ্টভাষী রাসুল এসেছেন। ...আমি অবশ্যই তাদের থেকে বদলা গ্রহণ করব।' [সুরা আদ-দুখান : ১৩-১৬] অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে আজাব দূর করে দিলে তারা আবারও কুফরে ফিরে গেল। এরপর আল্লাহ তাদেরকে বদরের দিন পাকড়াও করলেন। এটাই আল্লাহ তাআলার বাণী : 'যেদিন আমি প্রচণ্ডভাবে পাকড়াও করব।' [সুরা আদ-দুখান : ১৬] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলতেন, (বদরের) পাকড়াও, (ক্ষুধার কারণে চোখে দেওয়া যাওয়া) ধোঁয়া, (যুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের) মৃত্যু, (পারসিকদের ওপর) রোমের বিজয়, ও চাঁদের (দ্বিখণ্ডিত হওয়ার) বিষয়গুলো অতিবাহিত হয়ে গেছে।[৫৩৭]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا : طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالَ، وَالدُّخَانَ، وَذَكَرَ كَلِمَةً أُخْرَى يَعْنِي الْمَوْتَ، وَأَمْرَ الْعَامَّةِ يَعْنِي الْقِيَامَةَ.

[৫৩৮] আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ছয়টি বিষয়ের পূর্বেই তোমরা আমলের দিকে অগ্রগামী হও। এক. পশ্চিম থেকে সূর্যোদয়। দুই. দাজ্জাল। তিন. দুখান বা ধোঁয়া। চার. আরেকটি কথা বলেছেন, অর্থাৎ মৃত্যু। পাঁচ. ব্যাপক বিপদ অর্থাৎ কিয়ামত।[৫৩৮]

নোট : এখানে মোট পাঁচটির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় ছয়টিই বলা হয়েছে। আরেকটি হলো দাব্বাতুল আরজ বা জমিনের বিশেষ একটি জন্তু। দেখুন, সহিহু মুসলিম : ২৯৪৭

---

[৫৩৭] সহিহুল বুখারি : ১০০৭, ১০২০, ৪৬৯৩, ৪৭৭৪, ৪৮০৯, ৪৮২০, ৪৮২১, ৪৮২২, ৪৮২৩, ৪৮২৪, ৪৮২৫; সহিহু মুসলিম : ২৭৯৮

[৫৩৮] সহিহ। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৫৬

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا : طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالَ، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ الأَرْضِ، وَخُوَيِّصَةَ أَنْفُسِكُمْ، وَأَمْرَ الْعَامَّةِ. يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[৫৩৯] হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছয়টি বিষয়ের পূর্বে তোমরা আমলের দিকে অগ্রগামী হও। এক. পশ্চিম থেকে সূর্যোদয়। দুই. দাজ্জাল। তিন. দুখান বা ধোঁয়া। চার. দাব্বাতুল আরজ। পাঁচ. তোমাদের বিশেষ বিপদ (অর্থাৎ মৃত্যু)। ছয়. ব্যাপক বিপদ অর্থাৎ কিয়ামত।[৫৩৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ رِيحًا أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ فَلَا تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ، قَالَ أَحَدُهُمَا : حَبَّةٍ، وَقَالَ الآخَرُ : ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلا قَبَضَتْهُ.

[৫৪০] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা রেশমের চেয়েও কোমল একটি বাতাস প্রেরণ করবেন। সুতরাং যাদের অন্তরে অণু পরিমাণও ইমান অবশিষ্ট থাকবে, তাদের সবাইকে তা মৃত্যুমুখে পতিত করবে।[৫৪০]

عَنْ كَعْبٍ، قَالَ : يَمْكُثُ النَّاسُ بَعْدَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ فِي الرَّخَاءِ وَالْخِصْبِ وَالدَّعَةِ عَشْرَ سِنِينَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَلا تَذَرُ مُؤْمِنًا إِلا قَبَضَتْ رُوحَهُ.

[৫৪১] কাব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজের পর মানুষ দশ বছর স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধিতে থাকবে। এরপর আল্লাহ তাআলা একটি পবিত্র বাতাস প্রেরণ করবেন, যা প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির প্রাণ হরণ করবে।[৫৪১]

---

[৫৩৯] হাসান, মুরসাল। সহিহু মুসলিম : ২৯৪৭

[৫৪০] সহিহু মুসলিম : ১১৭

[৫৪১] সনদ দুর্বল, ইসরাইলিয়াত।

কাহতান গোত্রের আলোচনা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ.

[৫৪২] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতদিন না কাহতান গোত্রের এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যে মানুষকে তার লাঠি দ্বারা হাঁকিয়ে নিয়ে বেড়াবে।[৫৪২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ ﷺ قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ.

[৫৪৩] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতদিন না কাহতান গোত্রের এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, যে তার লাঠি দ্বারা মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে বেড়াবে।[৫৪৩]

---

[৫৪২] সহিহুল বুখারি : ৩৫১৭, ৭১১৭; সহিহু মুসলিম : ২৯১০

[৫৪৩] প্রাগুক্ত।

সুফিয়ানি ও পশ্চিমাগণ

عَنْ كَعْبٍ، قَالَ : تَكُونُ فِي رَمَضَانَ هَدَّةٌ تُوقِظُ النَّائِمَ وَتُفْزِعُ الْيَقْظَانَ، وَفِي شَوَّالٍ مَهْمَهَةٌ، وَفِي ذِي الْقَعْدَةِ الْمَعْمَعَةُ، وَفِي ذِي الْحِجَّةِ يُسْلَبُ الْحَاجُّ وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ بَيْنَ جُمَادَى وَرَجَبٍ، قِيلَ : وَمَا هُوَ؟ قَالَ : خُرُوجُ أَهْلِ الْمَغْرِبِ عَلَى الْبَرَاذِينِ الشُّهُبِ، يَسْتَبُونَ بِأَسْيَافِهِمْ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى اللَّجُونِ، وَخُرُوجُ السُّفْيَانِيِّ، يَكُونُ لَهُ وَقْعَةٌ بِقَرْقِيسَاءَ وَوَقْعَةٌ بِعَاقَرْقُوبَ يُسْبَى فِيهَا الْوِلْدَانُ، يُقْتَلُ فِيهَا مِائَةُ أَلْفٍ، كُلُّهُمْ أَمِيرٌ وَصَاحِبُ سَيْفٍ مُحَلًّى.

[৫৪৪] কাব রহ. থেকে বর্ণিত, রমজানে একটি প্রচণ্ড আওয়াজ হবে, যা ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগিয়ে তুলবে এবং জাগ্রত ব্যক্তিকে হকচকিয়ে দেবে। শাওয়াল মাসে একটি বিকট আওয়াজ হবে। জিলকদ মাসে হট্টগোল দেখা দেবে। জিলহজ মাসে হাজিদের ছিনতাই করা হবে। আর আশ্চর্যজনক বিষয় ঘটবে জুমাদা ও রজবের মধ্যবর্তী সময়ে। জিজ্ঞেস করা হলো, তা কী? তিনি বললেন, শ্বেতাঙ্গদের ওপর পশ্চিমাদের বিদ্রোহ। তারা তাদেরকে তলোয়ারের জোরে বন্দী করবে। তারা ক্ষান্ত হবে লাজুনে গিয়ে। সুফিয়ানির আত্মপ্রকাশ। তার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটবে কারকিসা ও আকারকুবে। সে সংঘর্ষে অনেক শিশুকে বন্দী করা হবে। যেখানে এক লাখ মানুষ নিহত হবে। তারা হবে প্রত্যেকেই আমির এবং স্বর্ণখচিত তলোয়ারের অধিকারী।[৫৪৪]

عَنْ مَطَرٍ، قَالَ : لا يَخْرُجُ السُّفْيَانِيُّ حَتَّى يُكْفَرَ بِاللَّهِ جِهَارًا، وَيَبْصُقَ بَعْضُهُمْ فِي وُجُوهِ بَعْضٍ.

[৫৪৫] মাতার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ততদিন পর্যন্ত সুফিয়ানির প্রকাশ ঘটবে না, যতদিন না আল্লাহ তাআলার সঙ্গে প্রকাশ্যে কুফুরি করা হবে এবং একজন অপরজনের মুখে থুথু নিক্ষেপ করবে।[৫৪৫]

عَنْ كَعْبٍ، قَالَ : لا يَعْبُرُ السُّفْيَانِيُّ الْفُرَاتَ إِلا وَهُوَ كَافِرٌ.

[৫৪৬] কাব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফিয়ানি কাফির অবস্থায়ই ফুরাত নদী অতিক্রম করবে।[৫৪৬]

---

[৫৪৪] সনদ দুর্বল, মাকতু।
[৫৪৫] সনদ দুর্বল, মাকতু।

মাহদির আবির্ভাব

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَلَمَّا رَآهُمُ النَّبِيُّ ﷺ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، قُلْتُ لَهُ : مَا نَزَالُ نَرَى فِي وَجْهِكَ شَيْئًا نَكْرَهُهُ، فَقَالَ : إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللَّهُ لَنَا الآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا، إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي بَلَاءً شَدِيدًا وَتَطْرِيدًا حَتَّى يَأْتِيَ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَمَعَهُمْ رَايَاتٌ سُودٌ، فَيَسْأَلُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطَوْنَهُ، فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ، فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوا، فَلَا يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَيَمْلَأَهَا قِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهِ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ.

[৫৪৭] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় বনি হাশিমের একটি দল এল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদেরকে দেখলেন, তখন তার দু'চোখ পানিতে ভরে গেল এবং তার রং পাল্টে গেল। আমি তাঁকে বললাম, আমরা আপনার চেহারায় এমন কিছু দেখছি, যা আমরা অপছন্দ করি। তিনি বললেন, আমরা হলাম আহলে বাইত। আল্লাহ আমাদের জন্য দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতকে নির্বাচন করেছেন। আমার পরিবারের লোকেরা আমার পর কঠিন বিপদাপদের সম্মুখীন হবে। এমনকি পূর্ব থেকে একটি সম্প্রদায়ের আগমন হবে, যাদের সঙ্গে কালো পতাকা থাকবে। তারা (নেতৃত্বের) অধিকার চাইলে তাদেরকে তা দেওয়া হবে না। এরপর তারা লড়াই করবে এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে। এবার তাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় (নেতৃত্ব) দেওয়া হবে, কিন্তু তারা তা আর গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ না তারা তা আমার পরিবারের একজনের কাছে অর্পণ করবে। তিনি পৃথিবীকে ন্যায়-ইনসাফ দিয়ে ভরে দেবেন, যেমনটি তা জুলুম-অত্যাচারে পূর্ণ ছিল। যে তাঁকে পেয়ে যাবে, সে যেন তার কাছে বাহনের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও চলে আসে।[৫৪৭]

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ : يَجِيءُ قَوْمٌ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، أَصْحَابُ رَايَاتٍ سُودٍ يَسْأَلُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطَوْنَهُ

---

[৫৪৬] সনদ দুর্বল, মাকতু।

[৫৪৭] সনদ দুর্বল। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৮২

مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَ فَيُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوا، فَلا يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَدْفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَيَمْلَأُهَا عَدْلًا كَمَا مَلَئُوهَا ظُلْمًا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ.

[৫৪৮] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বসা ছিলাম। এমন মুহূর্তে তিনি পূর্বদিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এদিক থেকে একটি দলের আগমন ঘটবে, যাদের সঙ্গে কালো পতাকা থাকবে। তারা (নেতৃত্বের) অধিকার চাইবে, কিন্তু তাদেরকে তা দেওয়া হবে না। দুইবার বা তিনবার এমন হবে। এরপর তারা লড়াই করবে এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে। এরপর তাদেরকে তাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় দেওয়া হবে, কিন্তু তারা তা আর গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ না তারা আমার পরিবারের একজনের কাছে তা অর্পণ করবে। সে পৃথিবীকে ন্যায়-ইনসাফ দিয়ে ভরে দেবে, যেমনটি তা জুলুম-অত্যাচারে পূর্ণ ছিল। যে তাঁকে পেয়ে যাবে, সে যেন তাঁর কাছে বরফের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও চলে আসে।[৫৪৮]

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَقْتَتِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمُ ابْنُ خَلِيفَةٍ، ثُمَّ لا يَصِيرُ الْمُلْكُ إِلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ تُقْبِلُ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ، فَائْتُوهَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ، فَإِنَّ فِيهَا خَلِيفَةَ اللَّهِ الْمَهْدِيَّ.

[৫৪৯] সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের ধনসম্পদের পাশে তিনজন ব্যক্তি লড়াইয়ে লিপ্ত হবে, যাদের প্রত্যেকেই হবে খলিফার সন্তান। কিন্তু রাজত্ব তাদের কারও হাতেই পৌঁছবে না। এরপর খোরাসানের দিক থেকে কালো পতাকার আবির্ভাব হবে। তোমরা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার কাছে চলে এসো। কারণ, সেখানে আল্লাহ তাআলার খলিফা মাহদি থাকবেন।[৫৪৯]

عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، قَالَ : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَهُوَ قَاعِدٌ فِي أَصْلِ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَهُ حَنِينٌ : قُلْتُ : مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ : تَذَكَّرْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَمَقْعَدَهُ عَلَى هَذَا

---

[৫৪৮] প্রাগুক্ত।

[৫৪৯] দুর্বল। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৮৪

الْمِنْبَرِ، قَالَ : إِنَّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي الأَقْنَى الأَجْلَى، يَأْتِي الأَرْضَ وَقَدْ مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَدْلا يَعِيشُ هَكَذَا، وَأَوْمَى بِيَدِهِ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا.

[৫৫০] আবুস সিদ্দিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু সাইদ খুদরি রা. বলেছেন, তিনি তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিম্বরের গোড়াতে বসা ছিলেন এবং তাঁর কান্না আসছিল। আমি তাঁকে বললাম, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর এই মিম্বরে বসার কথা মনে পড়ে গেছে। তিনি মিম্বরে বসে বলেছিলেন, আমার পরিবার থেকে উঁচু নাক ও সুন্দর সুশ্রী চেহারাবিশিষ্ট এক ব্যক্তি পৃথিবীতে আগমন করবেন, যখন পৃথিবী জুলুম-অত্যাচারে পূর্ণ থাকবে। তিনি পৃথিবীকে ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা ভরে তুলবেন। তিনি (আবু সাইদ খুদরি রা.) তাঁর হাত দ্বারা সাত বা নয় বছরের ইঙ্গিত কররে বললেন, তিনি (এ অবস্থায়) এতদিন অবস্থান করবেন।[৫৫০]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ، إِنْ قَصَّرَ فَسَبْعٌ وَإِلا فَثَمَانٍ وَإِلا فَتِسْعٌ، تَنْعَمُ فِيهَا أُمَّتِي نِعْمَةً لَمْ يَنْعَمُوا قَبْلَهَا قَطُّ، تُرْسِلُ السَّمَاءُ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، لا تَدَّخِرُ الأَرْضُ شَيْئًا مِنْ نَبَاتِهَا، وَالْمَالُ عِنْدَهُ، يَقُومُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : يَا مَهْدِيُّ! أَعْطِنِي، فَيَقُولُ : خُذْ.

[৫৫১] আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মাঝে মাহদি আসবেন। কম করে হলেও সাত বছর থাকবেন, নতুবা আট বা নয় বছর। তার সময়ে আমার উম্মত এমন নিয়ামত ভোগ করবে, যা ইতিপূর্বে ভোগ করেনি। আসমান তাদের ওপর অধিকমাত্রায় বৃষ্টি বর্ষণ করবে। জমিন তার কোনো উদ্ভিদ অবশিষ্ট রাখবে না। সমস্ত সম্পদ তার কাছে থাকবে। এক লোক আসবে এবং বলবে, হে মাহদি, আমাকে দাও। সে বলবে, নাও।[৫৫১]

عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : لا يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ حَتَّى يُقْتَلَ ثُلُثٌ، وَيَمُوتَ ثُلُثٌ، وَيَبْقَى ثُلُثٌ.

---

[৫৫০] হাসান। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৮৫

[৫৫১] হাসান। সুনানুত তিরমিজি : ২৩৪৭; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৮৩

[৫৫২] আলি বিন আবি তালিব রা. বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মাহদির আবির্ভাব ঘটবে না যতক্ষণ পর্যন্ত (বিশ্বের) এক-তৃতীয়াংশ নিহত হবে, এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুবরণ করবে এবং এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকবে।[৫৫২]

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : لَتُمْلَأَنَّ الأَرْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا حَتَّى لا يَقُولَ أَحَدٌ : اللَّهَ اللَّهَ، ثُمَّ لَتُمْلَأَنَّ قِسْطًا وَعَدْلا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا.

[৫৫৩] আলি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পৃথিবী অবশ্যই জুলুম-অত্যাচারে ভরে ওঠবে। এমনকি কেউ 'আল্লাহ আল্লাহ' পর্যন্ত বলবে না। এরপর আবার তা ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা ভরে ওঠবে, যেমনটি জুলুম-অত্যাচারে ভরে ওঠেছিল।[৫৫৩]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَقُومُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رَجُلٌ مِنْ عِتْرَتِي شَابٌّ حَسَنُ الْوَجْهِ أَجْلَى الْجَبِينِ أَقْنَى الأَنْفِ، يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، وَيَمْلِكُ كَذَا وَكَذَا سَبْعَ سِنِينَ.

[৫৫৪] আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শেষ জমানায় আমার পরিবার থেকে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে। তিনি হবেন যুবক, সুশ্রী, প্রশস্ত ললাট ও উঁচু নাকবিশিষ্ট। তিনি পৃথিবীকে ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা ভরে তুলবেন, যেমনিভাবে তা জুলম অত্যাচারে ভরে গিয়েছিল। তিনি এভাবে সাত বছর রাজত্ব করবেন।[৫৫৪]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي، يَمْلأُ الأَرْضَ عَدْلا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا.

[৫৫৫] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতদিন না আমার পরিবারের এক ব্যক্তি রাজত্ব করবে, যাঁর নাম হবে আমার

---

[৫৫২] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।
[৫৫৩] সহিহ, মাওকুফ। জামি মা'মার বিন রাশিদ (মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক এর সাথে সংযুক্ত) : ২০৭৭৬
[৫৫৪] হাসান। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৮৫

নামে এবং বাবার নাম হবে আমার বাবার নামে। সে পৃথিবীকে ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা ভরে তুলবে, যেমনিভাবে তা জুলম-অত্যাচারে ভরে গিয়েছিল।[৫৫৫]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي، يَمْلأُ الأَرْضَ عَدْلا وَقِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا.

[৫৫৬] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতদিন না আমার পরিবারের এক ব্যক্তি রাজত্ব করবে, যাঁর নাম হবে আমার নামে এবং বাবার নাম হবে আমার বাবার নামে। তিনি পৃথিবীকে ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা ভরে তুলবেন, যেমনিভাবে তা জুলুম অত্যাচারে ভরে গিয়েছিল।[৫৫৬]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي وَخَلْقُهُ خَلْقِي، يَمْلأُهَا قِسْطًا وَعَدْلا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا.

[৫৫৭] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার পরিবার থেকে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যাঁর নাম হবে আমার নামের মতো এবং যাঁর চরিত্র হবে আমার চরিত্রের মতো। তিনি পৃথিবীকে ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা ভরে তুলবেন, যেমনিভাবে তা জুলুম-অত্যাচারে ভরে গিয়েছিল।[৫৫৭]

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: يُجَاءُ إِلَى الْمَهْدِيِّ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ وَالنَّاسُ فِي فِتْنَةٍ تُهَرَاقُ فِيهَا الدِّمَاءُ، فَيُقَالُ لَهُ: قُمْ عَلَيْنَا فَيَأْبَى حَتَّى يُخَوَّفَ بِالْقَتْلِ، فَإِذَا خُوِّفَ الْقَتْلِ قَامَ عَلَيْهِمْ، فَلا يُهَرَاقُ فِي سَبَبِهِ مِحْجَمَةُ دَمٍ.

[৫৫৮] কাতাদা রহ. থেকে বর্ণিত, লোকেরা মাহদির কাছে আসবে, যখন তিনি তাঁর ঘরে থাকবেন। মানুষেরা তখন চরম ফিতনার মধ্যে থাকবে, (চারিদিকে) রক্ত প্রবাহ হতে থাকবে। তাঁকে বলা হবে, আপনি আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করুন। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করবেন। একপর্যায়ে তাঁকে হত্যার ভয়

---

[৫৫৫] সহিহ। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৮২; সুনানুত তিরমিজি : ২৩৪৫; ফাজাইলুশ শাম : ১৬

[৫৫৬] প্রাগুক্ত।

[৫৫৭] প্রাগুক্ত।

দেখানো হবে। যখন তাঁকে হত্যার ভয় দেখানো হবে, তখন তিনি তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এরপর তাঁর কারণে রক্তের আর একটি ফোঁটাও প্রবাহিত হবে না।[৫৫৮]

عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَذْكُرُ فِي الْمَهْدِيِّ شَيْئًا؟ قَالَ : نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَاللَّهِ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلا يَوْمٌ لَخَتَمَ اللَّهُ بِنَا هَذَا الأَمْرَ، كَمَا فَتَحَهُ، وَقَالَ : بِنَا فُتِحَ هَذَا الأَمْرُ، وَبِنَا يُخْتَمُ.

[৫৫৯] ফুরাত কাজ্জার রহ. থেকে আবু মাবাদ রহ.এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি (ফুরাত কাজ্জার রহ.) বলেন, আমি তাকে (আবু মাবাদ রহ.কে) বললাম, আপনি কি ইবনে আব্বাস রা.-কে মাহদি সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! আমি তাকে বলতে শুনেছি যে, দুনিয়ার যদি একটি দিনও বাকি থাকে, তবুও আল্লাহ তাআলা আমাদের (আহলে বাইতের) মাধ্যমে এ বিষয়টি (অর্থাৎ উম্মাহর নেতৃত্ব) শেষ করবেন, যেভাবে তিনি (আমাদের মাধ্যমেই) শুরু করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, এই বিষয়টি (উম্মাহর নেতৃত্বভার) আমাদের দিয়েই সূচনা করা হয়েছে এবং আমাদের মাধ্যমেই শেষ করা হবে।[৫৫৯]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : إِنِّي لأَرْجُو أَلا تَذْهَبَ الأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ غُلامًا شَابًّا حَدَثًا، لَمْ تَلْبَسْهُ الْفِتَنُ وَلَمْ يَلْبَسْهَا، يُقِيمُ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ، كَمَا فَتَحَ اللَّهُ هَذَا الأَمْرَ بِنَا، فَأَرْجُو أَنْ يَخْتِمَهُ اللَّهُ بِنَا. قَالَ أَبُو مَعْبَدٍ : فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : أَعَجَزَتْ عَنْهُ شُيُوخُكُمْ تَرْجُوهُ لِشَبَابِكُمْ؟، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.

[৫৬০] ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আশা করছি, রাত ও দিনের ঘূর্ণাবর্ত শেষ (অর্থাৎ কিয়ামত) হবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা আমাদের পরিবারের মধ্য হতে একজন তাগড়া যুবককে প্রেরণ করবেন। তাকে ফিতনা গ্রাস করবে না, তিনি নিজেও ফিতনায় জড়াবেন না। তিনি এই উম্মতের নেতৃত্বভার গ্রহণ করবেন। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদের মাধ্যমেই এই বিষয়টির সূচনা করেছেন, আশা করছি, আমাদের মাধ্যমেই এর ইতি টানবেন। আবু মাবাদ রহ. বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রা.-কে বললাম,

---

[৫৫৮] মাকতু।

[৫৫৯] সহিহ, মাওকুফ। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৮২

আপনাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা কি অক্ষম হয়ে পড়েছে যে, এই বিষয়টির জন্য আপনি আপনাদের যুবকদের প্রত্যাশা করছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা যা চান, তা-ই বলেন।[৫৬০]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : يَحُجُّ النَّاسُ مَعًا وَيُعَرِّفُونَ مَعًا عَلَى غَيْرِ إِمَامٍ، فَبَيْنَمَا هُمْ نُزُولٌ مَعًا إِذْ أَخَذَهُمْ كَالْكَلْبِ، فَثَارَتِ الْقَبَائِلُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، فَاقْتَتَلُوا حَتَّى تَسِيلَ الْعَقَبَةُ مِنْ دِمَائِهِمْ، فَيَفْزَعُونَ إِلَى خَيْرِهِمْ، فَيَأْتُونَهُ وَهُوَ مُلْصِقٌ وَجْهَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَبْكِي، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى دُمُوعِهِ، فَيَقُولُونَ : هَلُمَّ فَلْنُبَايِعْكَ، فَيَقُولُ : وَيْحَكُمْ، كَمْ مِنْ عَهْدٍ قَدْ نَقَضْتُمُوهُ، وَكَمْ مِنْ دَمٍ قَدْ سَفَكْتُمُوهُ، فَيُبَايَعُ كَرْهًا، فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ، فَإِنَّهُ الْمَهْدِيُّ.

[৫৬১] আমর বিন শুআইব রহ. তার বাবা সূত্রে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, লোকেরা হজ করবে এবং আরাফার ময়দানে অবস্থান করবে কোনো ইমাম ব্যতীতই। এরপর তারা যখন একসাথে (মিনাতে) অবতরণ করবে, তখন তাদেরকে কেউ কুকুরে ধরার মতো ধাওয়া করবে। এক গোত্র অন্য গোত্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে উঠবে। তারা পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। এমনকি আকাবায় তাদের রক্তের স্রোত বইতে শুরু করবে। এরপর তারা সাহায্য কামনায় তাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোকের কাছে যাবে। তারা যখন তাঁর কাছে আসবে, তখন তিনি কাবার দিকে মুখ করে কাঁদতে থাকবেন। আমি যেন তাঁর অশ্রু দেখতে পাচ্ছি। তারা তাঁকে বলবে, আসুন, আমরা আপনার হাতে বাইয়াত হব। তখন তিনি বলবেন, তোমাদের নাশ হোক! এ যাবৎ তোমরা কত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ! এ যাবৎ কত রক্ত প্রবাহ করেছ! অতঃপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি বাইআত করাবেন। তোমরা যদি তাঁকে পেয়ে যাও, তবে তাঁর কাছে বাইআত হয়ে যেয়ো। কারণ, তিনি হলেন মাহদি।[৫৬১]

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلا يَوْمٌ لَبَعَثَ اللَّهُ رَجُلا يَمْلَأُهَا عَدْلا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا.

[৫৬২] আবু তুফাইল রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলি রা.-কে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুনিয়ার যদি আর একটি দিনও অবশিষ্ট থাকে, তবুও আল্লাহ তাআলা এমন একজন

---

[৫৬০] সহিহ, মাওকুফ।
[৫৬১] অত্যন্ত দুর্বল, মাওকুফ।

ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যিনি পৃথিবীকে ন্যায়-ইনসাফে ভরে তুলবেন, যেমনিভাবে তা জুলুম-অত্যাচারে পূর্ণ ছিল।[৫৬২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالأَيَّامُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي.

[৫৬৩] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত দিন-রাত শেষ (অর্থাৎ কিয়ামত) হবে না, যতদিন না আমার পরিবারের এক ব্যক্তি রাজত্ব করবে। তাঁর নাম হবে আমার নামে এবং তাঁর বাবার নাম হবে আমার বাবার নামে।[৫৬৩]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا.

[৫৬৪] আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতদিন না আমার পরিবারের এক ব্যক্তি রাজত্ব করবে। তাঁর নাম হবে আমার নামে এবং তাঁর বাবার নাম হবে আমার বাবার নামে। তিনি পৃথিবীকে ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা ভরে তুলবেন, যেমনিভাবে তা জুলুম অত্যাচারে ভরে গিয়েছিল।[৫৬৪]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُصِيبُ النَّاسَ بَلاءٌ شَدِيدٌ حَتَّى لا يَجِدُ الرَّجُلُ مَلْجَأً، فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلا مِنْ عِتْرَةِ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلأُ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، يُحِبُّهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الأَرْضِ، وَتُرْسِلُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَتُخْرِجُ الأَرْضُ نَبْتَهَا لا تُمْسِكُ مِنْهُ شَيْئًا، يَعِيشُ فِي ذَلِكَ تِسْعَ سِنِينَ.

[৫৬৫] আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষ সীমাহীন বিপদাপদের সম্মুখীন হবে। মানুষ কোনো উপায় খুঁজে পাবে না। এমন মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা আমার পরিবার থেকে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যিনি পৃথিবীকে ন্যায়-ইনসাফ দিয়ে ভরে দেবেন,

---

[৫৬২] সহিহ। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৮৩

[৫৬৩] প্রাগুক্ত।

[৫৬৪] প্রাগুক্ত।

যেমনিভাবে তা অন্যায়-অত্যাচারে ভরে ওঠেছিল। তাঁকে আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা ভালোবাসবে। আসমান তার বৃষ্টি ফোঁটা বর্ষণ করবে, আর জমিন তার শস্যাদি উৎপন্ন করতে থাকবে, তার কোনো কিছুই সে আটকে রাখবে না। এমতাবস্থায় তিনি নয় বছর জীবন যাপন করবেন।[৫৬৫]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمَهْدِيُّ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ.

[৫৬৬] উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মাহদি ফাতিমার সন্তানদের মধ্য থেকে হবে।[৫৬৬]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَنْ تَذْهَبَ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الدُّنْيَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا يُوَاطِئُ؟ قَالَ : يُشْبِهُ.

[৫৬৭] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতদিন না আমার পরিবারের এক ব্যক্তি দুনিয়াতে রাজত্ব করবে। তাঁর নাম হবে আমার নামে এবং তাঁর বাবার নাম হবে আমার বাবার নামে। আমি বললাম, يُوَاطِئُ অর্থ কী? তিনি বলেন, সদৃশ্য রাখবে।[৫৬৭]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَلِيَ عَلَى أُمَّتِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي.

[৫৬৮] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতদিন না আমার পরিবারের এক ব্যক্তি আমার উম্মতের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে, যাঁর নাম হবে আমার নামে।[৫৬৮]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي.

---

[৫৬৫] সহিহু মুসলিম : ২৯১৩

[৫৬৬] সহিহ। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৮৪; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৮৬

[৫৬৭] প্রাগুক্ত।

[৫৬৮] প্রাগুক্ত।

[৫৬৯] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতদিন না আমার পরিবারের এক ব্যক্তি আরবে রাজত্ব করবে, যাঁর নাম হবে আমার নামে।[৫৬৯]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا لا يَعُدُّهُ عَدَدًا، قَالَ: فَقُلْتُ لأَبِي نَضْرَةَ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ: أَتَرَيَانِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ قَالَ: لا.

[৫৭০] জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের শেষ সময়ে একজন খলিফা হবে, যিনি এত পরিমাণ সম্পদ দান করবেন, যা গুণে শেষ করা যাবে না। তিনি বলেন, আমি আবু নাদরা রহ. ও আবু আলিয়া রহ.কে বললাম, আপনারা কি উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.কে দেখেছেন? তাঁরা বললেন, না।[৫৭০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: يَكُونُ عَلَيْكُمْ خَلِيفَةٌ أَوْ أَمِيرٌ يُؤْتَى بِمُلُوكِ الرُّومِ مُصَفَّدِينَ فِي الْحَدِيدِ.

[৫৭১] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের এমন একজন খলিফা বা আমির হবেন, যাঁর কাছে রোমের বাদশাহদেরকে শিকলে বন্দী করে নিয়ে আসা হবে।[৫৭১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يُبْعَثَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي، يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي.

[৫৭২] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুনিয়ার যদি একটি দিনও অবশিষ্ট থাকে, তবুও আল্লাহ তাআলা সে দিনটিকে সম্প্রসারণ করে হলেও আমার উম্মত থেকে এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, যাঁর নাম হবে আমার নামে এবং বাবার নাম হবে আমার বাবার নামে।[৫৭২]

---

[৫৬৯] সহিহ। সুনানুত তিরমিজি : ৩৩৪৫

[৫৭০] সহিহু মুসলিম : ২৯১৩

[৫৭১] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

[৫৭২] সহিহ। সহিহুল জামিইস সাগির : ৫১৮০

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلا لَيْلَةٌ لَمَلَكَ فِيهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي.

[৫৭৩] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুনিয়ার যদি একটি রাতও অবশিষ্ট থাকে, তবুও আমার পরিবারের একজন ব্যক্তি অবশ্যই পৃথিবীর রাজত্ব করবে।[৫৭৩]

عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ : تَخْرُجُ رَايَةٌ مِنْ خُرَاسَانَ ثُمَّ تَخْرُجُ أُخْرَى ثِيَابُهُمْ بِيضٌ عَلَى مُقَدِّمَتِهِمْ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، يُوَطِّئُ لِلْمَهْدِيِّ سُلْطَانَهُ، يَكُونُ بَيْنَ خُرُوجِهِ وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ لِلْمَهْدِيِّ سُلْطَانَهُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ شَهْرًا.

[৫৭৪] মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়া রহ. থেকে বর্ণিত, খোরাসানের দিক থেকে একটি কালো পতাকাবাহী বাহিনী বের হবে। এরপর আরেকটি বাহিনী বের হবে, যাদের পোশাক হবে সাদা। তাদের নেতৃত্বে থাকবে বনি তামিমের এক ব্যক্তি। তিনি মাহদির কাছে তার রাজত্ব হস্তান্তর করবেন। তার আবির্ভাব ও মাহদির কাছে রাজত্ব হস্তান্তরের মাঝে বাহাত্তর মাসের (অর্থাৎ ছয় বছরের) ব্যবধান হবে।[৫৭৪]

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ الْمُسَيِّبِ الْمَهْدِيُّ، أَحَقٌّ هُوَ؟ قَالَ نَعَمْ، قُلْتُ : مِمَّنْ هُوَ؟ قَالَ : مِنْ قُرَيْشٍ، قُلْتُ : مِنْ أَيِّ قُرَيْشٍ؟ قَالَ : مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، قُلْتُ : مِنْ أَيِّ بَنِي هَاشِمٍ؟ قَالَ : مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قُلْتُ : مِنْ أَيِّ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ : مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ.

[৫৭৫] কাতাদা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে মুসাইয়িব রহ.কে বললাম, মাহদির বিষয়টি কি সত্য? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি তাকে বললাম, তিনি কোন বংশের হবেন? তিনি বললেন, কুরাইশ থেকে। বললাম, কোন কুরাইশ? বললেন, বনি হাশিম। আমি বললাম, কোন বনি হাশিম? তিনি

---

[৫৭৩] সহিহ। সুনানুত তিরমিজি : ২৩৪৬; সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৭৭৯ তবে يملك جبل الديلم والقسطنطينية বাক্যটুকু বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়।

[৫৭৪] মাকতু।

বললেন, বনি আব্দুল মুত্তালিব। বললাম, কোন বনু আব্দুল মুত্তালিব? তিনি বললেন, ফাতিমা রা.-এর সন্তানদের থেকে।[৫৭৫]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي، مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ.

[৫৭৬] উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মাহদি আমার বংশের, ফাতিমার সন্তান।[৫৭৬]

عَنِ الشُّمَيْطِ ، قَالَ الْمَرْوَزِيُّ " اسْمُهُ اسْمُ نَبِيٍّ وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى أَوِ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ سَنَةً، يَقُومُ عَلَى النَّاسِ سَبْعَ سِنِينَ، وَرُبَّمَا قَالَ : ثَمَانِ سِنِينَ

[৫৭৭] শুমাইত রহ. থেকে বর্ণিত, মারওয়াজি রহ. বলেন, তাঁর নাম হবে একজন নবির নামে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ)। তিনি একান্নো বা বায়ান্নো বছরের একজন যুবক হবেন। তিনি সাত বছর পর্যন্ত মানুষের নেতৃত্ব দেবে। বর্ণনাকারী কখনো বলেছেন, আট বছর পর্যন্ত।[৫৭৭]

حَدَّثَنَا ابْنُ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنِ الشُّمَيْطِ، فَذَكَرَهُ

[৫৭৮] ইবনে আফফান রহ. আমাদের কাছে বর্ণনা করেন... শুমাইত রহ. থেকে বর্ণিত, অতঃপর তিনি পূর্বের হাদিসটিই উল্লেখ করলেন।[৫৭৮]

عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ : خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَجِئْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ يَا رَجُلُ؟ قَالَ : قُلْتُ : مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ : فَكُنْ إِذًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَنَا مِنْهُمْ، قَالَ : فَإِنَّهُمْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالْمَهْدِيِّ.

[৫৭৯] সালিম বিন আবিল জাদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হজের উদ্দেশে বের হলাম। অতঃপর আমি আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা.-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে লোক, তুমি কোথাকার অধিবাসী? আমি বললাম, ইরাকের। তিনি বললেন, তাহলে তুমি (ইরাকের অন্তর্গত) কুফা

---

[৫৭৫] সনদ দুর্বল, মাকতু। তবে হাদিসটির মূল ভাষ্য বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত।
[৫৭৬] সহিহ। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৮৪; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৮৬
[৫৭৭] মাকতু।
[৫৭৮] প্রাগুক্ত।

নগরীর অধিবাসী হয়ো। আমি বললাম, আমি তাদেরই একজন। তিনি বললেন, মাহদির কারণে তারা হবে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ।[৫৭৯]

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ.

[৫৮০] আলি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মাহদি আমাদের আহলে বাইত থেকে হবে। আল্লাহ তাঁকে এক রাতেই নেতৃত্বের যোগ্য বানিয়ে দেবেন।[৫৮০]

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ الْمَهْدِيُّ حَقٌّ؟ قَالَ حَقٌّ، قُلْتُ : مِمَّنْ؟ قَالَ : مِنْ كِنَانَةَ، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ مِمَّنْ؟ قَالَ : مِنْ قُرَيْشٍ، قَدَّمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ، قُلْتُ : ثُمَّ مِمَّنْ؟ قَالَ : مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، قُلْتُ : ثُمَّ مِمَّنْ؟ قَالَ : مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ.

[৫৮১] কাতাদা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাইদ বিন মুসাইয়িব রহ.কে বললাম, মাহদির বিষয়টি কি সত্য? তিনি বললেন, সত্য। আমি বললাম, তিনি কোন বংশের হবেন? তিনি বললেন, কিনানা। আবার বললাম, এরপর কোন বংশ থেকে? তিনি বললেন, কুরাইশ। এ দুটির কোনো একটি আগে-পিছে হয়েছে। এরপর আবার বললাম, তারপর কোন বংশ থেকে? তিনি বললেন, বনি হাশিম থেকে। বললাম, এরপর কোন গোত্র থেকে? তিনি বললেন, ফাতিমা রা.-এর সন্তানদের মধ্য হতে।[৫৮১]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي، مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ.

[৫৮২] উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, মাহদি হবে আমার পরিবার তথা ফাতিমা রা.-এর সন্তানদের মধ্য হতে।[৫৮২]

---

[৫৭৯] মাওকুফ।

[৫৮০] হাসান। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৮৫।

[৫৮১] সনদ দুর্বল, মাকতু। তবে হাদিসটির মূল ভাষ্য বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত।

[৫৮২] মাকতু।

عَنْ كَعْبٍ، قَالَ : إِنِّي لَأَجِدُ الْمَهْدِيَّ مَكْتُوبًا فِي أَسْفَارِ الأَنْبِيَاءِ مَا فِي عَمَلِهِ ظُلْمٌ وَلَا عَيْبٌ.

[৫৮৩] কাব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাহদির নাম নবিগণের তালিকাতেই লেখা দেখতে পেলাম। তার আমলের মাঝে কোনো জুলুম বা অন্যায় নেই।[৫৮৩]

عَنْ عَوْفٍ، قَالَ : رَايَةُ الْمَهْدِيِّ فِيهَا مَكْتُوبٌ : الْبَيْعَةُ لِلَّهِ.

[৫৮৪] আওফ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাহদির পতাকায় লিখা থাকবে 'আল্লাহ জন্য বাইআত'।[৫৮৪]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي يَعْمَلُ بِسُنَّتِي، يُنْزِلُ اللَّهُ لَهُ الْبَرَكَةَ مِنَ السَّمَاءِ، وَتُخْرِجُ لَهُ الأَرْضُ بَرَكَتَهَا يَمْلأُ الأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا، يَعْمَلُ سَبْعَ سِنِينَ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ، وَيَنْزِلُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ.

[৫৮৫] আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মত থেকে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যিনি আমার সুন্নাহ অনুসারে আমল করবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর কারণে আসমান হতে বারাকাহ অবতীর্ণ করবেন। জমিন তার বারাকাহ প্রকাশ করে দেবে। তিনি পৃথিবীকে ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা ভরপুর করে তুলবেন, যেমনিভাবে তা পূর্বে অন্যায়-অত্যাচার দিয়ে পূর্ণ ছিল। তিনি সাত বছর পর্যন্ত এই উম্মতের ওপর শাসনকার্য পরিচালনা করবেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করবেন।[৫৮৫]

قَالَ مَطَرٌ : لَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ الْمَهْدِيِّ شَيْءٌ لَمْ يَبْلُغْهُ عُمَرُ، قَالَ : يَكْثُرُ الْمَالُ فِي زَمَانِ الْمَهْدِيِّ، قَالَ : فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَسْأَلُهُ، فَيَقُولُ لَهُ : ادْخُلْ فَخُذْ فَيَأْخُذُ ثُمَّ يَخْرُجُ، فَيَرَى النَّاسَ شِبَاعًا، قَالَ : فَيَنْدَمُ، فَيَقُولُ : أَنَا مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيَسْأَلُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَعْطَاهُ فَيَأْبَى، فَيَقُولُ : إِنَّا نُعْطِي وَلَا نَأْخُذُ.

---

[৫৮৩] ইসরাইলিয়াত।

[৫৮৪] মাকতু।

[৫৮৫] সনদ খুবই দুর্বল,

[৫৮৬] মাতার রহ. বলেন, মাহদি সম্পর্কে আমার এমন কিছু তথ্য জানা আছে, যা উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.এর মধ্যে পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, মাহদির শাসনকালে সম্পদের প্রাচুর্য হবে। এক লোক এসে তাঁর কাছে অর্থ চাইবে। তিনি তাকে বলবেন, তুমি (ধনাগারে) প্রবেশ নিয়ে নাও। সে তা থেকে কিছু নিয়ে বের হবে। সে মানুষকে পরিতৃপ্ত দেখতে পাবে এবং লজ্জাবোধ করে বলবে, আমিও তো অন্যদের মতো একজন মানুষ। সুতরাং সে আবার তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে আবেদন করবে যে, তিনি যেন তাঁর প্রদত্ত সম্পদ ফিরিয়ে নেন। কিন্তু তিনি অস্বীকার করে বলবেন, আমরা মানুষকে প্রদান করি, কিন্তু গ্রহণ করি না।[৫৮৬]

قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ، إِنَّمَا سُمِّيَ الْمَهْدِيَّ لأَنَّهُ يُهْدَى إِلَى جَبَلٍ مِنْ جِبَالِ الشَّامِ يَسْتَخْرِجُ مِنْهُ أَسْفَارًا مِنْ أَسْفَارِ التَّوْرَاةِ فَيُحَاجُّ بِهَا الْيَهُودَ فَيُسْلِمُ عَلَى يَدَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْيَهُودِ.

[৫৮৭] ইবনে শাওজাব রহ. বলেন, মাহদিকে 'মাহদি' বলে এজন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, তাঁকে শামের একটি পাহাড়ের দিকে পথপ্রদর্শন করা হবে, যেখান থেকে তিনি তাওরাতের কিছু নথিপত্র পাবেন, যা দিয়ে তিনি ইহুদিদের বিরুদ্ধে দলিল উপস্থাপন করবেন। এর কারণে ইহুদিদের একটি দল তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করবে।[৫৮৭]

---

[৫৮৬] সহিহ, মাকতু।
[৫৮৭] ইসরাইলিয়াত।

উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.-এর মাহদি হওয়ার আলোচনা

عَنْ مَوْلًى لِهِنْدِ بِنْتِ أَسْمَاءَ، قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ فِيكُمْ مَهْدِيًّا، قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَكَ، وَلَكِنَّهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، كَأَنَّهُ عَنَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

[৫৮৮] হিন্দ বিনতে আসমা রহ.এর এক আজাদকৃত দাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন আলি রহ.কে বললাম, মানুষেরা ধারণা করছে যে, আপনাদের মধ্যে একজন মাহদি আছেন। তিনি বললেন, বিষয়টি তোমার জন্য নয়, তিনি তো বনি আবদে শামসের বংশধর। সম্ভবত তিনি উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.এর কথা বুঝিয়েছেন।[৫৮৮]

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : الْمَهْدِيُّ بْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، يَعْمَلُ بِأَعْمَالِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ فَلا أَدْرِي مَنْ هُوَ.

[৫৮৯] কাতাদা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বলা হতো যে, মাহদি চল্লিশ বছর বয়সের একজন যুবক হবেন। তিনি বনি ইসরাইলের ন্যায় আমল করবেন। যদি উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. তিনি না হন, তবে আমি জানি না, তিনি কে।[৫৮৯]

---

[৫৮৮] সনদ দুর্বল, মতন মুনকার, মাকতু।

[৫৮৯] দুর্বল, মাকতু।

ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর মাহদি হওয়ার আলোচনা

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لا يَزْدَادُ الأَمْرُ إِلا شِدَّةً، وَلا الدُّنْيَا إِلا إِدْبَارًا، وَلا النَّاسُ إِلا شُحًّا، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ، وَلا مَهْدِيَّ إِلا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ.

[৫৯০] আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নেতৃত্বের সমস্যা ক্রমান্বয়ে জটিলই হতে থাকবে, দুনিয়ার পশ্চাদপসরণ ক্রমে বাড়তেই থাকবে এবং মানুষের কৃপণতা ক্রমশ বৃদ্ধিই পাবে। আর কিয়ামত সংঘটিত হবে সর্বনিকৃষ্ট মানুষদের ওপর। আর মাহদি, সে তো ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম-ই।[৫৯০]

নোট : উল্লেখ্য যে, ইসা আলাইহিস সালাম ও ইমাম মাহদি দু'জন আলাদা ব্যক্তি, যা একাধিক সহিহ হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত। তাই এ দুর্বল হাদিস থেকে ইসা আলাইহিস সালাম ও ইমাম মাহদিকে এক ভাবার কোনো কারণ নেই। কারও কারও মতে এ হাদিসে 'মাহদি' বলতে ইমাম মাহদি বুঝানো হয়নি; বরং এখানে তার শাব্দিক অর্থ 'সুপথপ্রাপ্ত' উদ্দেশ্য।

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ : الْمَهْدِيُّ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ.

[৫৯১] ইবরাহিম রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর ছাত্রগণ বলতেন, মাহদি হচ্ছেন ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম।[৫৯১]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ حَقًّا فَهُوَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، لا أَدْرِي كَيْفَ قَرَأَهَا.

[৫৯২] ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু হুরাইরা রা. যা বলেন, তা যদি সঠিক হয়, তবে তিনি (মাহদি) হচ্ছেন ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম। (আল্লাহর বাণী :) 'আর তিনি (ইসা আলাইহিস সালাম)

---

[৫৯০] অত্যন্ত দুর্বল। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৩৯, তবে হাদিসের 'আর কিয়ামত সংঘটিত হবে সর্বনিকৃষ্ট মানুষদের ওপর।' অংশটুকু বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত।

[৫৯১] এর সনদের বিশুদ্ধতা প্রশ্নবিদ্ধ, মাকতু।

হলেন কিয়ামতের নিশ্চিত একটি নিদর্শন।' (সুরা জুখরুফ : ৬১) জানি না, তিনি কীভাবে তা পড়েছেন।[৫৯২]

নোট : বিশুদ্ধ হাদিসসমূহ থেকে প্রমাণিত যে, মাহদি ও ইসা আলাইহিস সালাম দু'জন আলাদা ব্যক্তি। মাহদি হলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশধর, যিনি শেষ জমানায় আসবেন এবং উম্মাহর নেতৃত্ব দিয়ে পৃথিবীতে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করবেন। আর ইসা আলাইহিস সালাম হলেন একজন জলিলুল কদর নবি ও রাসুল, যিনি শেষ জমানায় দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য আসমান থেকে অবতরণ করবেন। যেসব বর্ণনায় মাহদি ও ইসা আলাইহিস সালাম-কে এক ব্যক্তি বলা হয়েছে, সেগুলো অত্যন্ত দুর্বল। তাই এসব দুর্বল বর্ণনার ভিত্তিতে দু'জনকে এক ব্যক্তি সাব্যস্ত করা সঠিক নয়।

---

[৫৯২] সহিহ, মাওকুফ। এটা ইবনে আব্বাস রা.-এর ব্যক্তিগত রায়, যা অন্যান্য বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপরীত।

عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ يَقُوْلُ : حَفْصَةُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ، ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ فَلا يَبْقَى إِلا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى حَفْصَةَ، وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

[৫৯৩] আব্দুল্লাহ বিন সাফওয়ান রহ. বলেন, হাফসা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, লড়াই করার উদ্দেশ্যে এই (কাবা) ঘরের দিকে একটি বাহিনী আসবে। যখন তারা বাইদা নামক স্থানে পৌঁছবে, তখন তাদের মধ্যবর্তী অংশকে ধসিয়ে দেওয়া হবে। তাদের প্রথম অংশ শেষাংশকে ডাকতে থাকবে। এরপর তাদেরকেও ধসিয়ে দেওয়া হবে। এরপর তাদের সম্পর্কে খবর দেওয়ার সংবাদবাহক ব্যতীত আর কেউ জীবিত থাকবে না। এক ব্যক্তি বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি হাফসা রা.-এর ব্যাপারে মিথ্যা বলেননি, আর তাঁর ব্যাপারেও আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে মিথ্যা বলেননি।[৫৯৩]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يُخْسَفُ بِجَيْشٍ بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ.

[৫৯৪] উম্মে সালামা রা. সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাইদা নামক স্থানে একটি বাহিনীকে জমিনে ধসিয়ে দেওয়া হবে।[৫৯৪]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَرَأَى رَجُلا عَلَى رَاحِلَتِهِ مَنْ هَذَا الْخَزِّ الْمُوَشَّى لَهُ هَيْئَةٌ، فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ : وَاللهِ لَيُخْسَفَنَّ، أَوْ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَوْمٍ ذَوِي زِيٍّ بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ.

---

[৫৯৩] সহিহ মুসলিম : ২৮৮৩

[৫৯৪] সহিহুল বুখারি : ২১১৮; সহিহ মুসলিম : ২৮৮৪

[৫৯৫] তালহা রহ.এর পরিবারের আজাদকৃত দাস মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান রহ.এর সঙ্গে মক্কার পথে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে তার বাহনে মূল্যবান রেশমের কাপড়ে সুসজ্জিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, আমি আবু হুরাইরা রা.-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম! অবশ্যই ধসিয়ে দেওয়া হবে। অথবা বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না বাইদা নামক স্থানে একটি সুসজ্জিত বাহিনীকে ধসিয়ে দেওয়া হবে।[৫৯৫]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : يَكُونُ اخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ يُجَهَّزُ إِلَيْهِ جَيْشٌ مِنَ الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ، فَتَأْتِيهِ عَصَائِبُ الْعِرَاقِ وَأَبْدَالُ الشَّامِ، ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ بِالشَّامِ أَخْوَالُهُ كَلْبٌ فَيُجَهِّزُ إِلَيْهِمْ جَيْشًا فَيَهْزِمُهُمُ اللَّهُ، وَتَكُونُ الدَّائِرَةُ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ يَوْمُ كَلْبٍ، وَالْخَائِبُ مَنْ خَابَ مِنْ غَنِيمَةِ كَلْبٍ، فَتُسْتَخْرَجُ الْكُنُوزُ وَتُقْسَمُ الأَمْوَالُ وَيُلْقَى الإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ إِلَى الأَرْضِ، يَعِيشُ فِي ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ.

[৫৯৬] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহধর্মিণী উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, একজন খলিফার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মতানৈক্য শুরু হবে। মদিনা থেকে বনি হাশিমের এক ব্যক্তি বের হয়ে মক্কায় গেলে রুকন ও মাকামে ইবরাহিমের মধ্যবর্তী স্থানে মানুষেরা তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করবে। তাঁর বিরুদ্ধে শাম থেকে একটি বাহিনী তৈরি করা হবে। যখন তারা বাইদা নামক স্থানে পৌঁছবে, তাদেরকে ধসিয়ে দেওয়া হবে। এরপর তাঁর কাছে ইরাকের নেককার ও শামের বুজুর্গ লোকেরা চলে আসবে। এরপর শামে আরেকজন লোকের আবির্ভাব হবে, যার বাহিনী হবে কুকুর। সেও তাদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রস্তুত করে পাঠাবে, কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে পরাস্ত করে দেবেন। পরিস্থিতি তাদের বিপক্ষে চলে যাবে। আর এটাই হলো ইয়াওমু কালব বা কুকুরের দিবস। ক্ষতিগ্রস্ত তো সে-ই, যে কুকুরের এ গনিমত থেকে বঞ্চিত হলো। এরপর ধনভাণ্ডার বেরিয়ে আসবে এবং সম্পদ সব বণ্টন করে দেওয়া হবে। ইসলাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। তিনি এ অবস্থায় সাতবছর জীবন অতিবাহিত করবেন।[৫৯৬]

---

[৫৯৫] মাওকুফ। মুজামু ইবনিল আরাবি : ৩১৬৩
[৫৯৬] দুর্বল। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৮৬

জাওরা অঞ্চলের ঘটনা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট মহাযুদ্ধ, নানা নিদর্শন ও মহাপ্রলয়

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تَكُونُ وَقْعَةٌ بِالزَّوْرَاءِ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الزَّوْرَاءُ؟ قَالَ : مَدِينَةٌ بِالْمَشْرِقِ بَيْنَ أَنْهَارٍ يَسْكُنُهَا شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ، وَجَبَابِرَةٌ مِنْ أُمَّتِي، تُقْذَفُ بِأَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ مِنَ الْعَذَابِ : بِالسَّيْفِ، وَخَسْفٍ، وَقَذْفٍ، وَمَسْخٍ، وَقَالَ ﷺ : إِذَا خَرَجَتِ السُّودَانُ طَلَبَتِ الْعَرَبَ، يَنْكَشِفُونَ حَتَّى يَلْحَقُوا بِبَطْنِ الْأَرْضِ أَوْ قَالَ : بِبَطْنِ الْأُرْدُنِّ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ السُّفْيَانِيُّ فِي سِتِّينَ وَثَلَاثِ مِائَةِ رَاكِبٍ، حَتَّى يَأْتِيَ دِمَشْقَ، فَلَا يَأْتِي عَلَيْهِ شَهْرٌ حَتَّى يُبَايِعَهُ مِنْ كَلْبٍ ثَلَاثُونَ أَلْفًا، فَيَبْعَثُ جَيْشًا إِلَى الْعِرَاقِ، فَيُقْتَلُ بِالزَّوْرَاءِ مِائَةُ أَلْفٍ، وَيَنْحَدِرُونَ إِلَى الْكُوفَةِ فَيَنْهَبُونَهَا، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَخْرُجُ دَابَّةٌ مِنَ الْمَشْرِقِ، يَقُودُهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، يُقَالُ لَهُ : شُعَيْبُ بْنُ صَالِحٍ، فَيَسْتَنْقِذُ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ سَبْيِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَيَقْتُلُهُمْ، وَيَخْرُجُ جَيْشٌ آخَرُ مِنْ جُيُوشِ السُّفْيَانِيِّ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَيَنْهَبُونَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ يَسِيرُونَ إِلَى مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ بَعَثَ اللَّهُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ : يَا جِبْرِيلُ عَذِّبْهُمْ فَيَضْرِبُهُمْ بِرِجْلِهِ ضَرْبَةً، فَيَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمْ فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلَانِ، فَيَقْدَمَانِ عَلَى السُّفْيَانِيِّ فَيُخْبِرَانِهِ خَسْفَ الْجَيْشِ، فَلَا يَهُولُهُ، ثُمَّ إِنَّ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ يَهْرُبُونَ إِلَى قُسْطَنْطِينِيَّةَ ، فَيَبْعَثُ السُّفْيَانِيُّ إِلَى عَظِيمِ الرُّومِ أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِهِمْ فِي الْمَجَامِعِ، قَالَ : فَيَبْعَثُ بِهِمْ إِلَيْهِ فَيَضْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ عَلَى بَابِ الْمَدِينَةِ بِدِمَشْقَ، قَالَ حُذَيْفَةُ : حَتَّى إِنَّهُ يُطَافُ بِالْمَرْأَةِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فِي الثَّوْبِ عَلَى مَجْلِسٍ مَجْلِسٍ، حَتَّى تَأْتِيَ فَخِذَ السُّفْيَانِيِّ، فَتَجْلِسُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمِحْرَابِ قَاعِدٌ، فَيَقُومُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَقُولُ : وَيْحَكُمْ أَكَفَرْتُمْ بِاللَّهِ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، إِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ، فَيَقُومُ فَيَضْرِبُ عُنُقَهُ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، وَيَقْتُلُ كُلَّ مَنْ شَايَعَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يُنَادِي مِنَ السَّمَاءِ مُنَادٍ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَطَعَ عَنْكُمْ مُدَّةَ

الْجَبَّارِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَشْيَاعِهِمْ وَأَتْبَاعِهِمْ، وَوَلاكُمْ خَيْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَالْحَقُوا بِهِ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ الْمَهْدِيُّ وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

قَالَ حُذَيْفَةُ : فَقَامَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ الْخُزَاعِيُّ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ لَنَا بِهَذَا حَتَّى نَعْرِفَهُ؟ فَقَالَ : هُوَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كِنَانَةَ مِنْ رِجَالِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، عَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قَطَوَانِيَّتَانِ، كَأَنَّ وَجْهَهُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ فِي اللَّوْنِ، فِي خَدِّهِ الْأَيْمَنِ خَالٌ أَسْوَدُ، بَيْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةٍ، فَيَخْرُجُ الْأَبْدَالُ مِنَ الشَّامِ وَأَشْبَاهُهُمْ، وَيَخْرُجُ إِلَيْهِ النُّجَبَاءُ مِنْ مِصْرَ، وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَأَشْبَاهُهُمْ حَتَّى يَأْتُوا مَكَّةَ، فَيُبَايَعُ لَهُ بَيْنَ زَمْزَمَ وَالْمَقَامِ، ثُمَّ يَخْرُجُ مُتَوَجِّهًا إِلَى الشَّامِ وَجِبْرِيلُ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ، وَمِيكَائِيلُ عَلَى سَاقَتِهِ، يَفْرَحُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَأَهْلُ الْأَرْضِ، وَالطَّيْرُ، وَالْوُحُوشُ، وَالْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ، وَتَزِيدُ الْمِيَاهُ فِي دَوْلَتِهِ، وَتَمُدُّ الْأَنْهَارُ، وَتُضْعِفُ الْأَرْضُ أُكُلَهَا، وَتُسْتَخْرَجُ الْكُنُوزُ، فَيَقْدَمُ الشَّامَ فَيَذْبَحُ السُّفْيَانِيَّ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَغْصَانُهَا إِلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ، وَيَقْتُلُ كَلْبًا. قَالَ حُذَيْفَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَالْخَائِبُ مَنْ خَابَ يَوْمَ كَلْبٍ وَلَوْ بِعِقَالٍ. قَالَ حُذَيْفَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَحِلُّ قِتَالُهُمْ وَهُمْ مُوَحِّدُونَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا حُذَيْفَةُ هُمْ يَوْمَئِذٍ عَلَى رِدَّةٍ، يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخَمْرَ حَلَالٌ وَلَا يُصَلُّونَ، وَيَسِيرُ الْمَهْدِيُّ حَتَّى يَأْتِيَ دِمَشْقَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الرُّومَ، وَهُوَ الْخَامِسُ مِنْ آلِ هِرَقْلَ، يُقَالُ لَهُ : طَبَارَةُ وَهُوَ صَاحِبُ الْمَلَاحِمِ، فَتُصَالِحُونَهُمْ سَبْعَ سِنِينَ، حَتَّى تَغْزُوا أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا خَلْفَهُمْ، وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ جَمِيعًا، فَتَنْزِلُونَ بِمَرْجٍ ذِي تُلُولٍ فَبَيْنَمَا النَّاسُ كَذَلِكَ انْبَعَثَ رَجُلٌ مِنَ الرُّومِ، فَقَالَ : غَلَبَ الصَّلِيبُ، فَيَقُومُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الصَّلِيبِ فَيَكْسِرُهُ وَيَقُولُ : اللَّهُ الْغَالِبُ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَعِنْدَ ذَلِكَ يَغْدِرُونَ وَهُمْ أَوْلَى بِالْغَدْرِ، وَتُسْتَشْهَدُ تِلْكَ الْعِصَابَةُ، فَلَا يَفْلِتُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَعِنْدَ ذَلِكَ مَا يَجْمَعُونَ لَكُمْ لِلْمَلْحَمَةِ كَحَمْلِ امْرَأَةٍ، فَيَخْرُجُونَ عَلَيْكُمْ فِي ثَمَانِينَ غَايَةٍ تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا، حَتَّى يَحِلُّوا بِعُمْقِ أَنْطَاكِيَةَ فَلَا يَبْقَى بِالْحِيرَةِ وَلَا بِالشَّامِ نَصْرَانِيٌّ إِلَّا رَفَعَ الصَّلِيبَ،

وَقَالَ : أَلَا مَنْ كَانَ بِأَرْضٍ نَصْرَانِيَّةٍ فَلْيَنْصُرْهَا الْيَوْمَ، فَيَسِيرُ إِمَامُكُمْ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ دِمَشْقَ حَتَّى يَحِلَّ بِعُمْقِ أَنْطَاكِيَةَ، فَيَبْعَثُ إِمَامُكُمْ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ : أَعِينُونِي، وَيَبْعَثُ إِلَى أَهْلِ الْمَشْرِقِ، أَنَّهُ كَانَ قَدْ جَاءَنَا عَدُوٌّ مِنْ خُرَاسَانَ الَّتِي عَلَى سَاحِلِ الْفُرَاتِ، فَيُقَاتِلُونَ ذَلِكَ الْعَدُوَّ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا قِتَالًا شَدِيدًا، ثُمَّ إِنَّ اللهَ يُنْزِلُ النَّصْرَ عَلَى أَهْلِ الْمَشْرِقِ، فَيُقْتَلُ مِنْهُمْ تِسْعُ مِائَةِ أَلْفٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ أَلْفًا، وَيَنْكَشِفُ بَقِيَّتُهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ ذَلِكَ، فَيَقُومُ مُنَادٍ فِي الْمَشْرِقِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا الشَّامَ فَإِنَّهَا مَعْقِلُ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامُكُمْ بِهَا، قَالَ حُذَيْفَةُ : فَخَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ رَوَاحِلُ يُرْحَلُ عَلَيْهَا إِلَى الشَّامِ ، وَأَحْمِرَةٌ يُنْقَلُ عَلَيْهَا حَتَّى يَلْحَقَ بِدِمَشْقَ، وَيَبْعَثُ إِمَامُهُمْ إِلَى الْيَمَنِ : أَعِينُونِي، فَيُقْبِلُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْيَمَنِ عَلَى قَلَائِصِ عَدَنَ، حَمَائِلُ سُيُوفِهِمُ الْمَسَدُ، يَقُولُونَ : نَحْنُ عِبَادُ اللهِ حَقًّا حَقًّا، لَا نُرِيدُ عَطَاءً وَلَا رِزْقًا، حَتَّى يَأْتُوا الْمَهْدِيَّ بِعُمْقِ أَنْطَاكِيَةَ فَيَقْتَتِلُ الرُّومُ وَالْمُسْلِمُونَ قِتَالًا شَدِيدًا، فَيُسْتَشْهَدُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثُونَ أَلْفًا، وَيُقْتَلُ سَبْعُونَ أَمِيرًا نُورُهُمْ يَبْلُغُ إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ حُذَيْفَةُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ شُهَدَاءُ أُمَّتِي، شُهَدَاءُ الْأَعْمَاقِ وَشُهَدَاءُ الدَّجَّالِ، وَيَشْتَعِلُ الْحَدِيدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيَضْرِبُ الْعِلْجَ بِالسَّفُّودِ مِنَ الْحَدِيدِ، فَيَشُقُّهُ وَيَقْطَعُهُ بِاثْنَيْنِ، وَعَلَيْهِ دِرْعٌ فَتَقْتُلُونَهُمْ مَقْتَلَةً حَتَّى يَخُوضَ الْخَيْلُ فِي الدَّمِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَغْضَبُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ فَيُطْعَنُ بِالرُّمْحِ النَّافِذِ، وَيُضْرَبُ بِالسَّيْفِ الْقَاطِعِ، وَيُرْمَى بِالْقَوْسِ الَّتِي لَا تُخْطِئُ فَلَا رُومِيَّ يَسْمَعُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَتَسِيرُونَ قَدَمًا قَدَمًا فَلَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ خِيَارُ عِبَادِ اللهِ لَيْسَ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ زَانٍ، وَلَا غَالٌّ، وَلَا سَارِقٌ،

قَالَ حُذَيْفَةُ : أُخْبِرْنَا أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إِلَّا وَقَدْ أَثِمَ بِذَنْبٍ، إِلَّا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا فَإِنَّهُ لَمْ يُخْطِئْ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ اللهَ مَنَّ عَلَيْكُمْ بِتَوْبَةٍ تُطَهِّرُكُمْ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ النَّقِيُّ مِنَ الدَّنَسِ، لَا تَمُرُّونَ بِحِصْنٍ فِي أَرْضِ الرُّومِ

فَتُكَبِّرُونَ عَلَيْهِ إِلا خَرَّ حَائِطُهُ، فَتَقْتُلُونَ مُقَاتِلَتَهُ حَتَّى تَدْخُلُوا مَدِينَةَ الْكُفْرِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَتُكَبِّرُونَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَيَسْقُطُ حَائِطُهَا.

قَالَ حُذَيْفَةُ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ يُهْلِكُ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَرُومِيَّةَ، فَتَدْخُلُونَهَا، فَتَقْتُلُونَ بِهَا أَرْبَعَ مِائَةِ أَلْفٍ، وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهَا كُنُوزًا كَثِيرَةً ذَهَبًا، وَكُنُوزَ جَوْهَرٍ، تُقِيمُونَ فِي دَارِ الْبَلاطِ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا دَارُ الْبَلاطِ؟ قَالَ : دَارُ الْمُلْكِ، ثُمَّ تُقِيمُونَ بِهَا سَنَةً تَبْنُونَ الْمَسَاجِدَ، ثُمَّ تَرْتَحِلُونَ مِنْهَا، حَتَّى تَأْتُوا مَدِينَةً يُقَالُ لَهَا قَدَدُ مَارِيَةَ فَبَيْنَا أَنْتُمْ فِيهَا تَقْتَسِمُونَ كُنُوزَهَا إِذْ سَمِعْتُمْ مُنَادِيًا يُنَادِي : أَلا إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ بِالشَّامِ، فَتَرْجِعُونَ فَإِذَا الأَمْرُ بَاطِلٌ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَأْخُذُونَ فِي إِنْشَاءِ سُفُنٍ خَشَبُهَا مِنْ جَبَلِ لُبْنَانَ وَحِبَالُهَا مِنْ نَخْلِ بَيْسَانَ، فَتَرْكَبُونَ مِنْ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا : عَكَّا، فِي أَلْفِ مَرْكَبٍ وَخَمْسِ مِائَةِ مَرْكَبٍ مِنْ سَاحِلِ الأُرْدُنِّ بِالشَّامِ، وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعَةُ أَجْنَادٍ : أَهْلُ الْمَشْرِقِ، وَأَهْلُ الْمَغْرِبِ، وَأَهْلُ الشَّامِ ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ، كَأَنَّكُمْ وَلَدُ رَجُلٍ وَاحِدٍ، قَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّحْنَاءَ وَالتَّبَاغُضَ مِنْ قُلُوبِكُمْ، فَتَسِيرُونَ مِنْ عَكَّا إِلَى رُومِيَّةَ تُسَخَّرُ لَكُمُ الرِّيحُ كَمَا سُخِّرَتْ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، حَتَّى تَلْحَقُوا بِرُومِيَّةَ، فَبَيْنَمَا أَنْتُمْ تَحْتَهَا مُعَسْكِرُونَ، إِذْ خَرَجَ إِلَيْكُمْ رَاهِبٌ مِنْ رُومِيَّةَ، عَالِمٌ مِنْ عُلَمَائِهِمْ صَاحِبُ كُتُبٍ، حَتَّى يَدْخُلَ عَسْكَرَكُمْ، فَيَقُولُ : أَيْنَ إِمَامُكُمْ؟ فَيُقَالُ : هَذَا، فَيَقْعُدُ إِلَيْهِ، فَيَسْأَلُهُ عَنْ صِفَةِ الْجَبَّارِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَصِفَةِ الْمَلائِكَةِ، وَصِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَصِفَةِ آدَمَ، وَصِفَةِ الأَنْبِيَاءِ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى مُوسَى وَعِيسَى، فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّ دِينَكُمْ دِينُ اللَّهِ وَدِينُ أَنْبِيَائِهِ، لَمْ يَرْضَ دِينًا غَيْرَهُ، وَيَسْأَلُ هَلْ يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَيَشْرَبُونَ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ، فَيَخِرُّ الرَّاهِبُ سَاجِدًا سَاعَةً، ثُمَّ يَقُولُ : مَا دِينِي غَيْرُهُ وَهَذَا دِينُ مُوسَى، وَاللَّهُ أَنْزَلَهُ عَلَى مُوسَى وَعِيسَى، وَأَنَّ صِفَةَ نَبِيِّكُمْ عِنْدَنَا فِي الإِنْجِيلِ الْبَرْقَلِيطُ صَاحِبُ الْجَمَلِ الأَحْمَرِ، وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ هَذِهِ الْمَدِينَةِ، فَدَعُونِي فَأَدْخُلَ إِلَيْهِمْ فَأَدْعُوَهُمْ، فَإِنَّ الْعَذَابَ قَدْ أَظَلَّهُمْ، فَيَدْخُلُ فَيَتَوَسَّطُ الْمَدِينَةَ، فَيَصِيحُ : يَا أَهْلَ رُومِيَّةَ جَاءَكُمْ وَلَدُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

الَّذِينَ تَجِدُونَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ نَبِيُّهُمْ صَاحِبُ الْجَمَلِ الأَحْمَرِ، فَأَجِيبُوهُمْ وَأَطِيعُونِ، فَيَثِبُونَ إِلَيْهِ فَيَقْتُلُونَهُ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ نَارًا مِنَ السَّمَاءِ، كَأَنَّهَا عَمُودٌ حَتَّى تَتَوَسَّطَ الْمَدِينَةَ، فَيَقُومُ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ، فَيَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الرَّاهِبَ قَدِ اسْتُشْهِدَ،

قَالَ حُذَيْفَةُ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُبْعَثُ ذَلِكَ الرَّاهِبُ فِئَةً وَحْدَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُونَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، فَيَسْقُطُ حَائِطُهَا، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ رُومِيَّةَ لأَنَّهَا كَرُمَّانَةٍ مُكْتَنِزَةٍ مِنَ الْخَلْقِ فَيَقْتُلُونَ بِهَا سِتَّ مِائَةِ أَلْفٍ، وَيَسْتَخْرِجُونَ مِنْهَا حُلِيَّ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالتَّابُوتَ الَّذِي فِيهِ السَّكِينَةُ وَمَائِدَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَرَضَاضَةَ الأَلْوَاحِ، وَعَصَا مُوسَى، وَمِنْبَرَ سُلَيْمَانَ، وَقَفِيزَيْنِ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ. قَالَ حُذَيْفَةُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَصَلُوا إِلَى هَذَا؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا اعْتَدَوْا وَقَتَلُوا الأَنْبِيَاءَ بَعَثَ اللَّهُ بُخْتَنَصَّرَ فَقَتَلَ بِهَا سَبْعِينَ أَلْفًا ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَحِمَهُمْ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ فَارِسَ مُؤْمِنٍ أَنْ سِرْ إِلَى عِبَادِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَاسْتَنْقِذْهُمْ مِنْ بُخْتَنَصَّرَ فَاسْتَنْقَذَهُمْ وَرَدَّهُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ : فَأَتَوْا بَيْتَ الْمَقْدِسِ مُطِيعِينَ لَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ إِنَّهُمْ يَعُودُونَ،

فَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا إِنْ عُدْتُمْ فِي الْمَعَاصِي عُدْنَا عَلَيْكُمْ بِشْرٍ مِنَ الْعَذَابِ، فَعَادُوا فَسُلِّطَ عَلَيْهِمْ طَيَالِيسُ مَلِكُ رُومِيَّةَ فَسَبَاهُمْ، وَاسْتَخْرَجَ حُلِيَّ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالتَّابُوتُ، وَغَيْرُهُ فَيَسْتَخْرِجُونَهُ وَيَرُدُّونَهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَأْتُوا مَدِينَةً يُقَالُ لَهَا : الْقَاطِعُ، وَهِيَ عَلَى الْبَحْرِ الَّذِي لا يَحْمِلُ جَارِيَةً يَعْنِي السُّفُنَ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَ لا يَحْمِلُ جَارِيَةً؟ قَالَ : لأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ قَعْرٌ، وَإِنَّ مَا تَرَوْنَ مِنْ خُلْجَانِ ذَلِكَ الْبَحْرِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَنَافِعَ لِبَنِي آدَمَ لَهَا قُعُورٌ فَهِيَ تَحْمِلُ السُّفُنَ.

قَالَ حُذَيْفَةُ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّ صِفَةَ هَذِهِ الْمَدِينَةِ فِي التَّوْرَاةِ، طُولُهَا أَلْفُ مِيلٍ، وَهِيَ تُسَمَّى فِي الإِنْجِيلِ : فَرَعًا أَوْ قَرَعًا،

طُولُهَا أَلْفُ مِيلٍ، وَعَرْضُهَا خَمْسُ مِائَةِ مِيلٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَهَا سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ بَابٍ يَخْرُجُ مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنْهَا مِائَةُ أَلْفِ مُقَاتِلٍ، فَيُكَبِّرُونَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، فَيَسْقُطُ حَائِطُهَا فَيَغْنَمُونَ مَا فِيهَا، ثُمَّ تُقِيمُونَ فِيهَا سَبْعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَقْفُلُونَ مِنْهَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَيَبْلُغُكُمْ أَنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ مِنْ يَهُودِيَّةِ أَصْبَهَانَ ، إِحْدَى عَيْنَيْهِ مَمْزُوجَةٌ بِالدَّمِ وَالأُخْرَى كَأَنَّهَا لَمْ تُخْلَقْ، يَتَنَاوَلُ الطَّيْرُ مِنَ الْهَوَاءِ، لَهُ ثَلَاثُ صَيْحَاتٍ، يَسْمَعُهُنَّ أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَأَهْلُ الْمَغْرِبِ، يَرْكَبُ حِمَارًا أَبْتَرَ، بَيْنَ أُذُنَيْهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، يَسْتَظِلُّ تَحْتَ أُذُنَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفًا، يَتْبَعُهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْيَهُودِ عَلَيْهِمُ التِّيجَانُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَالْتَفَتَ الْمَهْدِيُّ فَإِذَا هُوَ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَدْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فِي ثَوْبَيْنِ كَأَنَّمَا يَقْطُرُ مِنْ رَأْسِهِ الْمَاءُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذًا أَقُومُ إِلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأُعَانِقُهُ، فَقَالَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّ خَرْجَتَهُ هَذِهِ لَيْسَتْ كَخَرْجَتِهِ الأُولَى، تُلْقَى عَلَيْهِ مَهَابَةٌ كَمَهَابَةِ الْمَوْتِ يُبَشِّرُ أَقْوَامًا بِدَرَجَاتٍ مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ لَهُ الإِمَامُ : تَقَدَّمْ فَصَلِّ بِالنَّاسِ، فَيَقُولُ لَهُ عِيسَى : إِنَّمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لَكَ، فَيُصَلِّي عِيسَى خَلْفَهُ، قَالَ حُذَيْفَةُ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ أَفْلَحَتْ أُمَّةٌ أَنَا أَوَّلُهَا وَعِيسَى آخِرُهَا.

قَالَ : وَيُقْبِلُ الدَّجَّالُ وَمَعَهُ أَنْهَارٌ وَثِمَارٌ، يَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ، وَيَأْمُرُ الأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ، مَعَهُ جَبَلٌ مِنْ ثَرِيدٍ فِيهِ يَنَابِيعُ السَّمْنِ، وَمِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِأَعْرَابِيٍّ قَدْ هَلَكَ أَبُوهُ وَأُمُّهُ، فَيَقُولُ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ أَبَاكَ وَأُمَّكَ تَشْهَدُ أَنِّي رَبُّكَ، قَالَ : فَيَقُولُ : بَلَى، قَالَ : فَيَقُولُ لِشَيْطَانَيْنِ فَيَتَحَوَّلَانِ وَاحِدٌ أَبُوهُ وَآخَرُ أُمُّهُ، فَيَقُولَانِ : يَا بُنَيَّ اتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ، يَطَأُ الأَرْضَ جَمِيعًا إِلا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَيَقْتُلُهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بِمَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا : لُدٌّ، بِأَرْضِ فِلَسْطِينَ، قَالَ : فَعِنْدَ ذَلِكَ خُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، قَالَ : فَيُوحِي اللَّهُ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ السَّلَامُ أَحْرِزْ عِبَادِي بِالطُّورِ طُورِ سِنِينَ،

قَالَ حُذَيْفَةُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ؟ قَالَ : يَأْجُوجُ أُمَّةٌ، وَمَأْجُوجُ أُمَّةٌ، كُلُّ أُمَّةٍ أَرْبَعُ مِائَةِ أَلْفِ أُمَّةٍ، لا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى أَلْفِ عَيْنٍ تَطْرِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ صُلْبِهِ. قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْ لَنَا يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، قَالَ : هُمْ ثَلاثَةُ أَصْنَافٍ : صِنْفٌ مِنْهُمْ أَمْثَالُ الأَرْزِ الطِّوَالِ، وَصِنْفٌ آخَرُ مِنْهُمْ عَرَضُهُ وَطُولُهُ سَوَاءٌ عِشْرُونَ وَمِائَةُ ذِرَاعٍ فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا وَهُمُ الَّذِينَ لا يَقُومُ لَهُمُ الْحَدِيدُ، وَصِنْفٌ يَفْتَرِشُ إِحْدَى أُذُنَيْهِ وَيَلْتَحِفُ بِالأُخْرَى.

قَالَ حُذَيْفَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَكُونُ جَمْعٌ مِنْهُمْ بِالشَّامِ وَسَاقَتُهُمْ بِخُرَاسَانَ، يَشْرَبُونَ أَنْهَارَ الْمَشْرِقِ حَتَّى تَيْبَسَ، فَيَحُلُّونَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَعِيسَى وَالْمُسْلِمُونَ بِالطُّورِ، فَيَبْعَثُ عِيسَى طَلِيعَةً يُشْرِفُونَ عَلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِ، فَيُخْبِرُونَهُ أَنَّهُ لَيْسَ تُرَى الأَرْضُ مِنْ كَثْرَتِهِمْ. قَالَ : ثُمَّ إِنَّ عِيسَى يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ مَعَهُ فَيَدْعُو اللَّهَ وَيُؤَمِّنُ الْمُؤْمِنُونَ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ دُودًا يُقَالُ النَّغَفُ، فَيَدْخُلُ فِي مَنَاخِرِهِمْ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الدِّمَاغِ فَيُصْبِحُونَ أَمْوَاتًا، قَالَ : فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَطَرًا وَابِلا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَيُغْرِقُهُمْ فِي الْبَحْرِ، فَيَرْجِعُ عِيسَى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَظْهَرُ الدُّخَانُ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا آيَةُ الدُّخَانِ؟

قَالَ : يُسْمَعُ لَهُ ثَلاثُ صَيْحَاتٍ، وَدُخَانٌ يَمْلأُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيُصِيبُهُ زَكْمَةٌ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَصِيرُ مِثْلَ السَّكْرَانِ، يَدْخُلُ فِي مَنْخَرَيْهِ وَأُذُنَيْهِ وَفِيهِ وَدُبُرِهِ، وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الدَّابَّةُ؟ قَالَ : ذَاتُ وَبَرٍ وَرِيشٍ عَظَمُهَا سِتُّونَ مِيلا، لَيْسَ يُدْرِكُهَا طَالِبٌ وَلا يَفُوتُهَا هَارِبٌ، تَسِمُ النَّاسَ مُؤْمِنًا وَكَافِرًا، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَتَتْرُكُ وَوَجْهَهُ كَالْكَوْكَبِ الدُّرِّيِّ، وَتَكْتُبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مُؤْمِنٌ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَتَنْكُتُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُكْتَةً سَوْدَاءَ وَتَكْتُبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، وَنَارٌ مِنْ بَحْرِ عَدَنَ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ

مَغْرِبِهَا، يَكُونُ طُولُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ ثَلاثَ لَيَالٍ، لا يَعْرِفُهَا إِلا الْمُوَحِّدُونَ أَهْلُ الْقُرْآنِ، يَقُومُ أَحَدُهُمْ فَيَقْرَأُ أَجْزَاءَهُ فَيَقُولُ قَدْ عَجِلَتْ اللَّيْلَةُ، فَيَضَعُ رَأْسَهُ فَيَرْقُدُ رَقْدَةً، ثُمَّ يَهُبُّ مِنْ نَوْمِهِ، فَيَسِيرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَيَقُولُونَ : هَلْ أَنْكَرْتُمْ مَا أَنْكَرْنَا؟ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : غَدًا تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا فَعِنْدَ ذَلِكَف لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا،

قَالَ : فَيَمْكُثُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ : ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا مِنْ قِبَلِ مَكَّةَ سَاكِنَةً، تَقْبِضُ رَوْحَ ابْنِ مَرْيَمَ، وَأَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ مَعَهُ، وَيَبْقَى سَائِرُ الْخَلْقِ لا يَعْرِفُونَ رَبًّا، وَلا يَشْكُرُونَ شُكْرًا، فَيَمْكُثُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَتَقُومُ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ وَهُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ.

[৫৯৭] হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জাওরা নামক স্থানে একটি ঘটনা ঘটবে। সাহাবায়ে কিরাম রা. প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ রাসুল, জাওরা কী? তিনি বললেন, পূর্বদেশ ও সাগরের মাঝের একটি শহর, যেখানে আল্লাহ তাআলার নিকৃষ্ট সৃষ্টিসমূহ ও আমার উম্মতের অত্যাচারী সম্প্রদায়ের বাস। তাদের ওপর চার প্রকারের শাস্তি প্রেরণ করা হবে। যথা : তলোয়ার, ভূমিধস, ভূ-কম্পন ও চেহারা বিকৃতি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন সুদানের উত্থান হবে, তখন তারা আরবকে চাইবে। তারা বিজয়ী হবে এবং আধিপত্য বিস্তার করবে; এমনকি পৃথিবীর মধ্যভাগ অথবা বললেন, জর্ডানের মধ্যাঞ্চলে চলে আসবে। তারা এ অবস্থায় থাকতেই তিনশ ষাটজনের একটি বাহিনী নিয়ে সুফিয়ানির আবির্ভাব ঘটবে। সে দামেশকে এসে পৌঁছবে। এমন কোনো মাস যাবে না, যে মাসে ত্রিশ হাজার কুকুর তার হাতে বাইআত হবে না। সে ইরাকের দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করবে, জাওরা নামক স্থানে এক লাখ লোককে হত্যা করা হবে। অতঃপর তারা কুফার দিকে নেমে আসবে এবং সেখানে তারা লুটপাট করতে থাকবে। এমতাবস্থায় পূর্বদিক থেকে একটি প্রাণী বের হবে, যাকে বনি তামিমের এক লোক হাঁকিয়ে নিয়ে আসবে। তার নাম হবে, শুআইব বিন সালিহ। সে তাদের হাতে কুফার যত বন্দী থাকবে, তাদেরকে উদ্ধার করবে এবং সে বাহিনীর সবাইকে হত্যা করবে। সুফিয়ানির আরেকটি বাহিনী বের হবে মদিনার দিকে। তারা সেখানে তিনদিন পর্যন্ত লুটপাট চালাতে থাকবে। এরপর তারা মক্কার দিকে যাবে। তারা যখন বাইদা

নামক স্থানে পৌছবে, তখন আল্লাহ তাআলা জিবরাইল আলাইহিস সালাম-কে পাঠাবেন। আল্লাহ তাআলা জিবরাইল আলাইহিস সালাম-কে বলবেন, হে জিবরাইল, তাদেরকে শাস্তি দাও। সুতরাং তিনি পা দ্বারা তাদেরকে আঘাত করবেন। আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে এমনভাবে ধসিয়ে দেবেন যে, তাদের দু'জন লোক ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। তারা সুফিয়ানির কাছে গিয়ে তাকে তার বাহিনীর ধসে যাওয়ার সংবাদ দেবে। এ সংবাদ তাকে বিচলিত করবে না। এরপর কুরাইশের কিছু লোক ভেগে কুসতুনতুনিয়ায় চলে যাবে। সুফিয়ানি রোমের বাদশাহকে বলবে, আপনি তাদের সবাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। তিনি বলেন, অতঃপর তাদেরকে ফেরত পাঠালে সুফিয়ানি দামেশক শহরের প্রবেশদ্বারে তাদের সবাইকে হত্যা করে ফেলবে।

হুজাইফা রা. বলেন, দামেশকের মসজিদে নারীকে কাপড় পরিয়ে মজলিসে মজলিসে ঘুরানো হবে। এমনকি সে এসে সুফিয়ানির উরুতে বসে যাবে, যখন সে মসজিদের মিহরাবে বসা থাকবে। মুসলমানদের একজন দাঁড়িয়ে বলবে, তোমাদের নাশ হোক! তোমরা কি ইমান গ্রহণ করার পর আবার কুফরে ফিরে গিয়েছ? এসব তো কোনোক্রমেই বৈধ নয়! সে উঠে দামেশকের মসজিদেই এই মুসলমানের গর্দান উড়িয়ে দেবে এবং আরও যারা তার সমর্থন দেবে তাদেরকেও সে হত্যা করবে। এমতাবস্থায় আসমান থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করবে যে, হে মানুষসকল, আল্লাহ তাআলা তোমাদের থেকে অত্যাচারী, মুনাফিক ও দোসরদের দৌরাত্ম শেষ করেছেন এবং উম্মতে মুহাম্মাদির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে তোমাদের অভিভাবক বানিয়েছেন। তোমরা মক্কায় তার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হও। আর তিনি হচ্ছেন মাহদি, যাঁর নাম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ।

হুজাইফা রা. বলেন, এমন সময় ইমরান বিন হুসাইন খুজায়ি রা. দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, এটা কীভাবে হবে? আমরা কীভাবে তাঁকে চিনতে পারব? তিনি বললেন, তিনি হবেন বনি ইসরাইল বংশদ্ভূত কিনানার সন্তানদের থেকে। তাঁর গায়ে কাত্তানের দুটি আলখেল্লা থাকবে। তাঁর চেহারা যেন উজ্জ্বল তারকা। তাঁর ডান গালে কালো একটি তিলক থাকবে। বয়স হবে চল্লিশের মাঝামাঝি। শামের বুজুর্গগণ তাদের অনুরূপ ব্যক্তিবর্গ তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন। মিশরের উত্তম ব্যক্তিবর্গ তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হবেন। পূর্বদিকের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও তাদের অনুরূপ ব্যক্তিরাও আসবেন। এমনকি তাঁরা সবাই মক্কায় চলে আসবেন। মাকামে ইবরাহিম ও জমজমের মধ্যবর্তী জায়গাতে তাঁরা তাঁর হাতে বাইআত হবেন। এরপর তিনি শামের দিকে বেরিয়ে পড়বেন। তাঁর অগ্রভাগে থাকবেন জিবরাইল আলাইহিস সালাম আর পশ্চাদ্ভাগে থাকবেন মিকাইল আলাইহিস সালাম। তাঁর কারণে আসমানবাসী, জমিনবাসী, পশু-পাখি,

সাগরের মাছ সবাই আনন্দিত থাকবে। তার শাসনকালে পানি বেড়ে যাবে, নদীগুলো দীর্ঘ হবে, জমি তার ফসলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে, ধনভান্ডার বেরিয়ে পড়বে। তিনি শামে আগমন করবেন এবং সুফিয়ানিকে একটি গাছের নিচে হত্যা করবেন, যার শাখা-প্রশাখা বুহাইরা তাবরিয়ার দিকে প্রসারমান। তিনি কুকুরকে হত্যা করবেন। হুজাইফা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত সে ব্যক্তিই, যে কালবের দিবসে (যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গনিমত না পেয়ে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; যদিও একটি রশি দিয়েই হোক না কেন।

হুজাইফা রা. বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, তাদের সঙ্গে লড়াই করা কীভাবে বৈধ হবে; তারা তো একত্ববাদের অনুসারী? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে হুজাইফা, তারা সেদিন মুরতাদ হয়ে যাবে। তারা মনে করবে, মদ হালাল, সালাত আদায় করার প্রয়োজন নেই। মাহদি সামনে অগ্রসর হবেন। একপর্যায়ে তিনি ও তাঁর সঙ্গী মুসলমানেরা দামেশকে গিয়ে উপনীত হবেন। তাদের বিপক্ষে আল্লাহ তাআলা রোমবাসীকে প্রেরণ করবেন, তারা হবে হিরাকলের বংশের পঞ্চম প্রজন্ম। তাকে বলা হবে, তোবারা। সেই হবে মহাযুদ্ধের সেনাপতি। তোমরা তাদের সঙ্গে সাত বছরের জন্য সন্ধি করবে। তোমরা ও তারা মিলে তাদের পশ্চাদভাগের শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করবে। তোমরা ও তারা সবাই মিলে গনিমত ভাগ করে নেবে। তোমরা একটি সাগর উপত্যকা জি-তুলুল অঞ্চলে অবতরণ করবে। মানুষেরা তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে। ইত্যবসরে একজন রোমক বলে উঠবে, ক্রুশের বিজয় হয়েছে। তখন মুসলমানদের একজন গিয়ে সে খ্রিষ্টানকে হত্যা করে ক্রুশ ভেঙে ফেলবে এবং বলবে, আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন বিজয়দানকারী। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এরপর তারা গাদ্দারি করে বসবে। আর তারা মূলত গাদ্দারি করার মতোই সম্প্রদায়। মুসলমানদের সেই দলটির সবাই শহিদ হয়ে যাবে, তাদের থেকে কেউই রক্ষা পাবে না। এরপর তারা তোমাদের বিপক্ষে মহাযুদ্ধের জন্য যা সমবেত করবে, তা একজন গর্ভবতী নারীর গর্ভের ন্যায় হবে। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে আশিটি পতাকা নিয়ে বের হবে, যার প্রতিটি পতাকাতলে বারো হাজারের একটি বাহিনী হবে। তারা গিয়ে আন্তাকিয়া অঞ্চলের গভীরে অবতরণ করবে। হিরা ও শামের সকল খ্রিষ্টানই সেদিন ক্রুশ বহন করবে।

তিনি বলেন, সাবধান! তোমাদের কেউ যদি কোনো খ্রিষ্টান অঞ্চলে থাকে, তাহলে সে যেন তাকে সাহায্য করে। অতিসত্বর তোমাদের ইমাম ও তাঁর সঙ্গীরা আন্তাকিয়ার আ'মাকে রওনা করবে। তোমাদের ইমাম শামবাসীর নিকট আহবান জানাবেন যে, তোমরা আমাকে সাহায্য করো। তিনি পূর্বদিকের

মানুষের কাছেও আহবান পাঠাবেন যে, ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত খোরাসান থেকে আমাদের শত্রুবাহিনী আক্রমন করেছে। সে শত্রু চল্লিশ দিন পর্যন্ত রক্ষক্ষয়ী লড়াই করবে। এরপর আল্লাহ তাআলা পূর্বদিকের অধিবাসীদের জন্য সাহায্য প্রেরণ করবেন। সুতরাং তাদের (শত্রুদের) নয় লাখ নিরানব্বই হাজারজন নিহত হবে। তাদের অবশিষ্টরা তাদের কবরে আবিষ্কৃত হবে। এ সময় পূর্বদিকের একজন আহবানকারী বলবে, হে মানুষ, তোমরা শামের ভূমিতে প্রবেশ করো। কেননা, তা মুসলমানদের ঘাঁটি এবং তোমাদের ইমাম ও নেতা সেখানে অবস্থান করছেন।

হুজাইফা রা. বলেন, সেদিন মুসলমানদের উত্তম সম্পদ হবে তাদের বাহনসমূহ, যার মাধ্যমে তারা সেদিন শামে গিয়ে পৌঁছবে। তারা গাধার ওপর আরোহণ করবে এবং দামেশকে গিয়ে উপনীত হবে। তাদের ইমাম সেদিন ইয়ামানের দিকে সাহায্যের আহবান পাঠাবেন যে, তোমরা আমাকে সাহায্য করো। সুতরাং শাম থেকে সত্তর হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী আদন অঞ্চলের উপকণ্ঠে এগিয়ে আসবে। তারা তাদের তলোয়ারগুলো বহন করবে রশিতে বেঁধে। তারা বলবে, আমরা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর বান্দা, আমরা কোনো পুরষ্কারের বা রিজিকের প্রত্যাশা করি না। মাহদি তাদেরকে নিয়ে আন্তাকিয়ার আ'মাকে চলে আসবেন। মুসলমানেরা ও রোমীয়রা সেদিন কঠিন লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। ত্রিশ হাজার মুসলমান সেদিন শহিদ হয়ে যাবে। তাদের সত্তর জন কমান্ডারও নিহত হবে, যাঁদের নুর সেদিন আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

হুজাইফা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের উত্তম শহিদ হচ্ছে, আ'মাকের শহিদগণ এবং দাজ্জালের সঙ্গে লড়াইয়ে শহিদগণ। লোহা লোহায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে সেদিন আলো ছড়াবে। মুসলমানদের এক ব্যক্তি লোহার শিক দ্বারা শক্তিশালী শত্রুকে আঘাত করবে এবং তাকে দু'টুকরো করে ফেলবে; অথচ তার গায়ে তখন বর্ম থাকবে। তারা সেদিন তাদের সঙ্গে এমন লড়াই করবে যে, তাদের ঘোড়া সেদিন তাদের রক্তে ডুবে যাবে। এ সময় আল্লাহ তাদের ওপর রাগান্বিত হবেন। সুতরাং তাদেরকে উন্মুক্ত বর্শা দ্বারা ঘায়েল করবেন, নাঙ্গা ধারালো তলোয়ার দ্বারা আঘাত করবেন, লক্ষ্যভেদী তির দ্বারা তাদেরকে বিদ্ধ করবেন। সেদিন কোনো রোমীয় কানে শুনতে পাবে না। আর তোমরা পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে থাকবে। নিশ্চয়ই সেদিন তোমরা হবে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে উত্তম বান্দা। সেদিন তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যভিচারী, আত্মসাৎকারী ও চোর থাকবে না।

হুজাইফা রা. বলেন, আমাদেরকে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, বনি আদমের সবাই কোনো না কোনো গুনাহ করেছে, তবে ইয়াহইয়া বিন জাকারিয়া ব্যতীত; তিনিই কেবল কোনো গুনাহে লিপ্ত হননি। তিনি বলেন, এরপর রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তাওবার নিয়ামতের মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে যাবতীয় গুনাহ থেকে পবিত্র করেন; যেমনিভাবে কাপড় ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়। তোমরা যখনই রোমের কোনো অঞ্চল অতিবাহিত করবে, অতঃপর তোমরা তাকবির ধ্বনি দেবে, তখনই তার দেয়ালগুলো ধসে পড়বে। তোমরা তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করবে। একসময় তোমরা কুফরের শহর কুসতুনতুনিয়ায় প্রবেশ করবে। সেখানে তোমরা চারটি তাকবির দেবে, আর এতে কুসতুনতুনিয়ার দেওয়াল ধসে পড়বে।

হুজাইফা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কুসতুনতুনিয়া ও রোমবাসীকে ধ্বংস করে দেবেন, এরপর তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে। সেখানে তোমরা চার লাখ মানুষ হত্যা করবে। তোমরা সেখান থেকে ব্যাপক ধনসম্পদ, মণিমুক্তার ভান্ডার উদ্ধার করবে, যার অধিকাংশই হবে স্বর্ণ। তোমরা দারুল বালাতে অবস্থান করবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহ রাসুল, দারুল বালাত কী? তিনি বললেন, তা হচ্ছে দারুল মুলক বা রাজত্বের ঘর। এরপর তোমরা তাতে এক বছর অবস্থান করবে এবং সেখানে অনেক মসজিদ নির্মাণ করবে। এরপর তা থেকে তোমরা প্রস্থান করবে। তোমরা এমন একটি শহরে আসবে, যার নাম হবে দারু মারিয়া। যখন তোমরা সেখানে তার ধনসম্পদগুলো বণ্টন করতে শুরু করবে, এমন সময় এক ঘোষককে ঘোষণা করতে শুনবে, সাবধান! দাজ্জাল তোমাদের পেছনে তোমাদের পরিবারের ওপর শামে চড়াও হয়েছে। এ কথা শুনে যখন তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে, দেখা যাবে বিষয়টি মিথ্যা ছিল।

এবার তোমরা এমন একটি জাহাজ বানাতে শুরু করবে, যার কাঠ হবে লেবাননের পাহাড়ের এবং তার রশি হবে বাইসানের খেজুর গাছের। এরপর তোমরা আক্কা নামক শহর থেকে বাহনে আরোহণ করে রওনা হবে। তোমাদের বাহন হবে এক হাজার। আর পাঁচশত বাহন নেবে তোমরা শামের সীমান্ত অঞ্চল জর্ডান থেকে। সেদিন তোমরা চারটি বাহিনীতে বিন্যস্ত হবে। পূর্বের বাহিনী, পশ্চিমের বাহিনী, শামের বাহিনী ও হিজাজের বাহিনী। তোমরা যেন এক ব্যক্তির সন্তান, আল্লাহ তোমাদের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেবেন। তোমরা আক্কা থেকে রওনা হয়ে রোমে যাবে। বাতাসকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেওয়া হবে, যেভাবে সুলাইমান বিন দাউদ আলাইহিস সালাম-এর নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হয়েছিল। তোমরা রোমবাসীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে। তোমরা একটি গাছের নিচে অবস্থানকালে রোমের এক পাদরি তোমাদের কাছে আসবে, যে হবে তাদের মধ্যকার একজন আলিম এবং আসমানি কিতাবের

বিশেষজ্ঞ। সে তোমাদের সেনা ছাউনিতে গিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে, তোমাদের নেতা (ইমাম) কোথায়? তাকে বলা হবে, ইনি। সে তাঁর কাছে গিয়ে বসবে এবং আল্লাহ তাআলার গুণাবলি, ফেরেশতাদের গুণাবলি, জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা, আদম আলাইহিস সালাম-এর পরিচয় এবং নবিগণের পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। এমনকি এভাবে সে মুসা আলাইহিস সালাম ও ইসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুবে। এবার সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমাদের দ্বীন হচ্ছে আল্লাহর প্রকৃত দ্বীন, তাঁর নবিগণের দ্বীন, যে দ্বীন ব্যতীত তিনি কারও প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। সে প্রশ্ন করবে, জান্নাতবাসীরা কি পানাহার করবে? তিনি বলবেন, হ্যাঁ। এটা শুনে পাদরি কিছুক্ষণ সময় পর্যন্ত সিজদায় পড়ে যাবে। এরপর সে বলবে, এ ব্যতীত আমার আর কোনো ধর্ম নেই। এটিই তো মুসা আলাইহিস সালাম-এর ধর্ম। আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালাম ও ইসা আলাইহিস সালাম-এর ওপর এ দ্বীন অবতীর্ণ করেছিলেন। তোমাদের নবির গুণাবলি আমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে। যাকে বলা হয়েছে, বারকিলিত অর্থাৎ লাল উটের অধিকারী। তোমরাই এই শহরের প্রকৃত হকদার। তোমরা আমাকে সুযোগ দাও, আমি তাদের কাছে যাব। তাদেরকে দাওয়াত দেবো। শাস্তি তাদেরকে ঢেকে নিয়েছে।

সুতরাং সে শহরের মধ্যভাগে প্রবেশ করে উঁচু আওয়াজে আহবান করবে, হে রোমবাসী, তোমাদের কাছে ইসমাইল বিন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর সন্তান এসে পৌঁছেছে, যাদের কথা তোমরা তাওরাত ও ইনজিলে পেয়েছ, যাদের নবি লাল উটের অধিকারী। তোমরা তাদের আনুগত্য করো এবং (ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে) আমার অনুসরণ করো। তারা তার দিকে ক্রোধান্বিত হয়ে বেরিয়ে আসবে এবং তাকে হত্যা করবে। আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর আসমান থেকে আগুন প্রেরণ করবেন, যা দেখতে পিলারের ন্যায় মনে হবে। তা শহরের মধ্যভাগে এসে পড়বে। মুসলমানদের ইমাম দাঁড়িয়ে বলবেন, হে মানুষসকল, পাদরিকে শহিদ করে দেওয়া হয়েছে।

হুজাইফা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সেই পাদরিকে একাই একটি দল হিসেবে পুনরুত্থান ঘটানো হবে। এরপর মুসলামনেরা সে শহরে চারটি তাকবির দেবে। এতে শহরের দেয়াল ধসে পড়বে। রোমবাসীকে এ নামে নামকরণ করার কারণ হচ্ছে, তারা রুম্মান অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে চেহারা আকৃতিতে ডালিমের ন্যায়। সেখানে তাদের ছয় লাখ মানুষ নিহত হবে। তারা সেখান থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের অলংকার, ধনসম্পদ, সাকিনা ও বনি ইসরাইলের আসমান থেকে খাবার আসার দস্তরখান, চলমান কাষ্ঠখণ্ড, মুসা আলাইহিস সালাম-এর লাঠি, সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর

মিম্বর, দুই কাফিজ গম, যা বনি ইসরাইলের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা দুধের চেয়েও সাদা ছিল এবং তাবুত বের করে আনবে।

হুজাইফা রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, তারা এসবের কাছে কীভাবে পৌঁছবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন বনি ইসরাইল সীমালঙ্ঘন করে চলল, নবিদেরকে হত্যা করতে লাগল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর বুখতে নাসরকে পাঠালেন। সে এসে তাদের সত্তর হাজারকে হত্যা করল। এরপর আল্লাহ তাদের প্রতি সদয় হলেন। আল্লাহ তাআলা পারস্যের এক মুমিন বাদশাহর কাছে ওহি প্রেরণ করলেন যে, তুমি আমার বান্দা বনি ইসরাইলের নিকট গমন করে তাদেরকে বুখতে নাসরের কবল থেকে উদ্ধার করো। অতঃপর তিনি তাদেরকে উদ্ধার করলেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরিয়ে আনলেন। তিনি বললেন, তারা চল্লিশ বছর যাবত তার আনুগত্য করে বাইতুল মুকাদ্দাসে আসতে পারল। এরপর আবার তারা (আল্লাহর অবাধ্যতায়) ফিরে আসবে। আর একথাই কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা যদি আবার ফিরে যাও, তবে আমিও ফিরে যাব।' অর্থাৎ তোমরা যদি আবার আল্লাহর অবাধ্যতায় নিমজ্জিত হও, তবে আমিও তোমাদের আরও জঘন্য শাস্তি প্রদান করব। এরপর তারা আবার গুনাহের দিকে ফিরে গেলে আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর রোমের বাদশা তায়ালিসকে চাপিয়ে দিলেন। সে তাদেরকে বন্দী করতে শুরু করল। বাইতুল মুকাদ্দাসের ধনসম্পদ, তাবুত ইত্যাদি বের করে আনতে বললে তারা তা বের করে আনল। সুতরাং তারা তা বাইতুল মুকাদ্দাসে নিয়ে এল। এরপর তারা এক শহরে গমন করবে, যার নাম হবে কাতি। সে শহরটি এমন এক সাগরের তীরে অবস্থিত, যেখানে কোনো জাহাজ চলতে পারে না। জিজ্ঞাসা করা হলো, কোনো জাহাজ কেন চলতে পারে না? তিনি বললেন, কেননা, তার কোনো গভীরতা নেই। তোমরা সে সাগরের যে তরঙ্গমালা দেখতে পাও, আল্লাহ তাআলা তা বনি আদমের জন্য উপকারী বানিয়েছেন। সাগরের গভীরতা থাকলেই সেখানে জাহাজ চলাচল করতে পারে।

হুজাইফা রা. বলেন, এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ বিন সাল্লাম রা. বললেন, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, এ শহরের এই বৈশিষ্ট্যগুলো তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে। তার দৈর্ঘ্য হবে এক হাজার মাইল। ইনজিলে যাকে বলা হয়েছে ফারাআ বা কারআ। তার দৈর্ঘ্য এক হাজার মাইল, আর প্রস্থ পঞ্চাশ হাজার মাইল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তার তিনশ ষাটটি ফটক হবে, যার প্রতিটি ফটক দিয়ে এক লাখ সৈন্য বেরিয়ে আসবে। মুসলমানেরা সে শহরে চারটি তাকবির দেবে, যার কারণে তার দেওয়াল ধসে পড়বে। এরপর তারা সেখানে যা পাবে, তা গনিমত

হিসেবে গ্রহণ করবে। সেখানে তারা সাত বছর অবস্থান করবে। আবার সেখান থেকে তারা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। এরপর তোমাদের প্রবল ধারণা জন্মাবে যে, দাজ্জাল ইসফাহানের ইহুদি সম্প্রদায় থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে। তার একটি চোখ রক্তলাল থাকবে, আরেকটি হবে এমন, যেন তা সৃষ্টিই করা হয়নি। সে শূন্য থেকে পাখি ধরে ফেলবে। সে তিনটি চিৎকার দেবে, পূর্ব-পশ্চিমের সবাই যা শুনতে পাবে। সে একটি লেজকাটা বা ত্রুটিপূর্ণ গাধায় আরোহণ করবে, যার দুই কানের মাঝে প্রস্থ হবে চল্লিশ গজ। তার দুই কানের মাঝে সত্তর হাজার মানুষ ছায়া গ্রহণ করতে পারবে।

সত্তর হাজার ইহুদি তার অনুসরণ করবে, যাদের মাথায় মুকুট থাকবে। জুমআর দিন ফজরের সালাতের যখন সময় হবে এবং সালাতের ইকামত দেওয়া হবে, তখন মাহদি হঠাৎ তাকিয়ে দেখবে ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম আসমান থেকে দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় অবতরণ করছেন। যেন তার মাথা থেকে টপ টপ করে পানি ঝরছে। আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমি কি তখন দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করব? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবু হুরাইরা, তাঁর এই আবির্ভাব প্রথম আবির্ভাবের ন্যায় হবে না। তার ওপর মৃত্যুর ন্যায় ভীতিকর এক প্রভাব ঢেলে দেওয়া হবে। তিনি কিছু লোককে জান্নাতের অনেক উঁচু স্থানের সুসংবাদ দেবেন। ইমাম তাকে বলবেন, অগ্রসর হোন এবং মানুষদের সালাতের ইমামতি করুন। ইসা আলাইহিস সালাম তাঁকে বলবেন, আপনার জন্য সালাতের ইকামত দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইসা আলাইহিস সালাম তার পেছনে সালাত আদায় করবেন।

হুজাইফা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সেই সম্প্রদায় অবশ্যই সফল, যাদের অগ্রভাগে থাকব আমি এবং শেষভাগে ইসা আলাইহিস সালাম। তিনি বলেন, দাজ্জাল অগ্রসর হবে। তার সঙ্গে থাকবে পানির নদী, নানা ফলমূল। আসমানকে সে আদেশ করলে আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করবে। জমিনকে আদেশ করবে উৎপাদন করতে, সুতরাং জমি থেকে উৎপাদন হবে। তার সঙ্গে সারিদ খাবারের পাহাড় থাকবে, যাতে চর্বিযুক্ত গোশত থাকবে। তার ফিতনার অন্যতম হচ্ছে, সে এক গ্রাম্য লোকের পাশ দিয়ে গমন করবে, যার মা-বাবা মৃত্যু বরণ করেছে। সে তাকে বলবে, আমি যদি তোমার মা-বাবাকে জীবিত করতে পারি, তবে তুমি কি আমাকে রব হিসেবে গ্রহণ করবে? সে বলবে, অবশ্যই। অতঃপর সে দু'জন শয়তানকে আদেশ করলে তারা তার মা-বাবার আকৃতি ধারণ করে বলবে, হে আমার বৎস, তুমি তার অনুসারী হয়ে যাও। কারণ, সেই তোমার রব। সে সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে, তবে মক্কা, মদিনা ও বাইতুল মুকাদ্দাসে যেতে পারবে না। ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম তাকে ফিলিস্তিনের লুদ নামক শহরে হত্যা করবেন।

তিনি বলেন, এরপর ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব ঘটবে। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা ইসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে অহি প্রেরণ করবেন যে, আপনি আমার বান্দাদেরকে তুর পাহড়ে একত্র করুন। হুজাইফা রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, ইয়াজুজ মাজুজ কী? তিনি বললেন, ইয়াজুজ একটি জাতি এবং মাজুজ একটি জাতি। তাদের প্রতিটি সম্প্রদায়ের চার লাখ জাতি বা সম্প্রদায় হবে। তাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ না তার বংশ থেকে তার চারপাশে এক হাজার চোখ পলক ফেলবে। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজের গুণাবলি বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তারা হবে তিন প্রকারের। তাদের এক প্রকার হবে লম্বায় আরজ গাছের ন্যায়। আরেক প্রকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সমান সমান একশ বিশ গজ লম্বা, একশ বিশ গজ চওড়া। তাদের সামনে কোনো লোহা কার্যকর হবে না। আরেক প্রকার হবে, যারা তাদের এক কানকে বিছানা বানাবে এবং অপর কানকে কম্বল হিসেবে ব্যবহার করবে।

হুজাইফা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তারা শামে একত্র হবে, তবে তাদের শেষভাগ থাকবে খোরাসানে। পূর্বপ্রান্তের নদীর পানি তারা এমনভাবে পান করে নিঃশেষ করে দেবে যে, তা শুকিয়ে যাবে। এরপর তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে গমন করবে। আর ইসা আলাইহিস সালাম ও মুসলমানেরা তুর পাহাড়ে অবস্থান নেবে। ইসা আলাইহিস সালাম একটি দল প্রেরণ করবেন, যারা বাইতুল মুকাদ্দাসের ওপর উঁকি মেরে দেখে তাঁর কাছে ফিরে যাবে। তারা তাঁকে গিয়ে সংবাদ দেবে যে, তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে জমিনের কোনো অংশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। তিনি বলেন, এরপর ইসা আলাইহিস সালাম আসমানের দিকে হাত তুলবেন, তার সঙ্গে মুমিনেরাও হাত তুলবে। তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকবেন, আর মুমিনগণ আমিন বলবে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর এক প্রকারের পোকা পাঠাবেন, যাকে বলা হয় নাগাফ। সে পোকা তাদের নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে মগজে পৌঁছে যাবে। যার কারণে তারা সকালে সবাই মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ তাদের ওপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, আর এতে তারা সাগরে ডুবে যাবে। এরপর ইসা আলাইহিস সালাম ও মুমিনগণ বাইতুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসবেন। এসময় দুখান বা ধোঁয়া প্রকাশ পাবে। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, এটি কোন ধোঁয়া? তিনি বলেন, ধোঁয়া প্রকাশকালে তিনটি চিৎকার শোনা যাবে। ধোঁয়াটি পূর্ব-পশ্চিমে ছেয়ে যাবে। মুমিনেরা তার কারণে কাশতে থাকবে, আর কাফিররা তার কারণে বেহুশের ন্যায় হয়ে যাবে। কাফিরের নাকের ছিদ্র, কান, মুখ ও পশ্চাদ্দেশ দিয়ে ধোঁয়া প্রবেশ করবে।

একটি ভূমি ধস হবে পশ্চিমে, একটি ভূমিধস হবে পূর্বে এবং একটি ভূমিধস হবে আরব উপদ্বীপে। দাব্বাতুল আরজের প্রকাশ ঘটবে। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, দাব্বাতুল আরজ কী? তিনি বলেন, লোম ও পশমবিশিষ্ট প্রাণী। তার হাড় হবে ষাট মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। তাকে কোনো অন্বেষণকারী খুঁজে পাবে না, আবার কোনো পলায়নকারী তার থেকে পলায়ন করে থাকতে পারবে না। সে প্রাণী মানুষকে মুমিন ও কাফির হিসেবে চিহ্নিত করবে। যে মুমিন হবে, তার চেহারা সে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় রেখে যাবে। তার দু'চোখের মাঝে লিখে দেবে 'মুমিন'। আর যে কাফির হবে, তার দুচোখের মাঝে একটি কালো তীলক রেখে দেবে এবং তার দু'চোখের মাঝে 'কাফির' লিখে দেবে।

আদন সাগর থেকে একটি আগুন বের হবে, যা মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। পশ্চিম থেকে সূর্যোদয় হবে। সে রাতের দৈর্ঘ্য হবে তিন রাতের সমান। তা একমাত্র একত্ববাদে বিশ্বাসী ও কুরআনের অনুসারীগণই বুঝতে সক্ষম হবে। তাদের কেউ একজন রাতের কোনো ভাগে দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করতে শুরু করবে। কয়েক পারা সে তিলাওয়াত করে ফেলবে। এরপর রাত শেষ না হওয়ার কারণে সে বলবে, আমি হয়তো একটু আগেই উঠে গেছি। এরপর সে আবার একটু মাথা রেখে ঘুমিয়ে নেবে। এরপর আবার সে তার ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠবে। একজন অপরজনের কাছে গমন করতে থাকবে এবং বলবে, আমরা যে অজানা শংকুল পরিস্থিতি দেখছি, তোমরাও কি তা অনুধাবন করছ? তারা একে অপরকে বলতে থাকবে, আগামীকাল হয়তো পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হবে। এরপর ঠিকই পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয় হবে। (আল্লাহর বাণী :) 'সেদিন কোনো মানুষের (নতুন করে) ইমান আনয়ন আর কাজে আসবে না, যে ইতিপূর্বে ইমান আনেনি কিংবা ইমান অনুসারে কোনো সৎকাজ করেনি।' [সুরা আল-আনআম : ১৫৮]

তিনি বলেন, ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে মোট চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। এরপর আল্লাহ তাআলা মক্কার দিক থেকে একটি সুশীতল বাতাস প্রেরণ করবেন, যা ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর রুহ কবজ করবে, তার সঙ্গে মুমিনগণের রুহও কবজ করবে। এরপর কেবল এমন সব লোকেরাই থেকে যাবে, যারা তাদের রবকে চিনে না এবং যারা তার কোনো কৃতজ্ঞতা আদায় করে না। আল্লাহ তাআলা যতদিন চান, তারা এভাবে অবস্থান করবেন। তাদের ওপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে, আর তারা হবে সর্বনিকৃষ্ট মাখলুক।[৫৯৭]

---

[৫৯৭] মওজু, তবে এ দীর্ঘ হাদিসের কিছু কিছু অংশ বিশুদ্ধ সূত্রেও প্রমাণিত।

রোমীয়দের আবির্ভাব

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : يُجَيِّشُ الرُّومُ فَيُخْرِجُونَ أَهْلَ الشَّامِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ فَيَسْتَغِيثُونَ بِكُمْ، فَتُغِيثُونَهُمْ، فَلا يَتَخَلَّفُ عَنْهُمْ مُؤْمِنٌ، فَيَقْتَتِلُونَ فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ قَتْلٌ كَثِيرٌ، ثُمَّ تَهْزِمُونَهُمْ، فَيَنْتَهُونَ إِلَى أُسْطُوَانَةٍ، إِنِّي لأَعْلَمُ مَكَانَهَا غَلَّتُهُمْ عِنْدَهَا الدَّنَانِيرُ، فَيَكْتَالُونَهَا بِالتِّرَاسِ فَيَتَلَقَّاهُمُ الصَّرِيخُ بِأَنَّ الدَّجَّالَ يَحُوسُ ذَرَارِيَّكُمْ فَيُلْقُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَأْتُونَ.

[৫৯৮] আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রোমবাসী সৈন্য সমাবেশ করবে। তারা শামবাসীদের দিকে রওনা হবে। তারা তোমাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে তোমরা তাদেরকে সাহায্য করবে। তাদের থেকে কোনো মুমিন পিছিয়ে থাকবে না। তারা লড়াই করতে থাকবে। তাদের মাঝে অনেক লোক নিহত হবে। এরপর তোমরা তাদেরকে পরাজিত করবে। তারা উসতুওয়ানায় গিয়ে ক্ষান্ত হবে। আমি অবশ্যই তার স্থান সম্পর্কে জানি। সেখানে তারা তাদের গনিমত হিসেবে স্বর্ণ-রুপা পেয়ে যাবে। তারা ঢাল দিয়ে তা মাপতে শুরু করবে। এমন সময় তারা একটি চিৎকার শুনতে পাবে যে, দাজ্জাল তোমাদের পরিবার-পরিজনকে লাঞ্ছিত করছে। তারা তাদের হাতে যা থাকবে, সব ফেলেই চলে আসবে।[৫৯৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُّوا قَالَتِ الرُّومُ : خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ : لا وَاللَّهِ لا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا فَتُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لا يُفْتَنُونَ أَبَدًا، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ فَيَخْرُجُونَ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّامَ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَعُدُّونَ لِلْقِتَالِ وَيُسَوُّونَ الصُّفُوفَ إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّهُمْ، فَإِذَا

---

[৫৯৮] সহিহ, মাওকুফ।

رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ تَعَالَى بِيَدِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ.

[৫৯৯] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যতদিন পর্যন্ত রোমবাসী আ'মাক বা দাবিকে অবতরণ না করবে, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। মদিনা থেকে একটি বাহিনী বেরিয়ে আসবে, যারা তাদের সময়ে সর্বোত্তম বলে গণ্য হবে। যখন তারা সারিবদ্ধ হবে, তখন রোমীয় বাহিনী বলবে, তোমরা আমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াও। আমরা লড়াই করব তাদের বিরুদ্ধে, যারা আমাদের কিছু লোককে বন্দী করেছে। মুসলমানগণ বলবে, আল্লাহর কসম, আমরা আমাদের ভাইদেরকে তোমাদের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না। সুতরাং তোমরা তাদের সঙ্গে লড়াই করবে। তোমাদের এক-তৃতীয়াংশ পলায়ন করবে। আল্লাহ এদের তাওবা কখনোই কবুল করবেন না। তাদের এক-তৃতীয়াংশ শহিদ হবে। এঁরা হবে আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বোত্তম শহিদ। আর অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ বিজয় অর্জন করবে। তাঁরা আর কখনো কোনো ফিতনায় পতিত হবে না। তাঁরা কুসতুনতুনিয়া বিজয় করবে। তলোয়ার জাইতুন গাছে লটকিয়ে যখন তারা গনিমতের সম্পদ বণ্টন করতে শুরু করবে, এমন মুহূর্তে শয়তান তাদের মাঝে চিৎকার করে বলে উঠবে যে, মাসিহে দাজ্জাল তোমাদের পরিবারের লোকদেরকে লাঞ্ছিত করছে! তারা সবাই (বাড়ির উদ্দেশে) বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু বিষয়টি হবে মিথ্যা। তারা যখন শামে আসবে, তখন (সত্যিসত্যিই) দাজ্জাল বের হয়ে আসবে। যখন তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করবে, লড়াইয়ের সারি ঠিক করতে থাকবে, তখন সালাতের সময় হয়ে গেলে ইকামত দেওয়া হবে। এমন মুহূর্তে ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম আসমান থেকে অবতরণ করবেন, অতঃপর সালাতের ইমামতি করবেন। আল্লাহ তাআলার দুশমন (দাজ্জাল) তাঁকে দেখামাত্রই গলে যেতে শুরু করবে, যেভাবে লবণ পানির মধ্যে গলে যায়। যদি তিনি তাকে ছেড়েও দিতেন, তবুও সে গলে গিয়ে একপর্যায়ে ধ্বংস হয়ে যেত। তবে আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর হাতে হত্যা করাবেন। অতঃপর তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে তার রক্ত প্রত্যক্ষ করাবেন।[৫৯৯]

নোট : কুফুরি শক্তির সঙ্গে মুসলমানদের সর্বশেষ লড়াইয়ের আলোচনাসমৃদ্ধ হাদিসগুলো অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এত পরিমাণ অস্ত্র মজুদ করবে, যার কোনো সীমারেখা নেই এবং তাদের

---

[৫৯৯] সহিহ মুসলিম : ২৮৯৭

অস্ত্রগুলোর মোকাবিলা করার মতো পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোনো শক্তিও থাকবে না। মুসলমানগণ তাদের সেসব অস্ত্রের সামনে অসহায় হয়ে পড়বে। মুসলমানদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা হবে এবং রক্তক্ষয়ী লড়াই চলতে থাকবে। মুসলমানগণ তো আল্লাহ তাআলার সাহায্যের ওপরই নির্ভরশীল, তাই তারা আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাইতে থাকবে। আর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য কৃত অঙ্গীকার অনুসারে সাহায্য করতে থাকবেন। কাফিররা এ যাবৎ যত শক্তি অর্জন করেছে, তা নিয়ে তারা যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, তখন আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের বিশেষভাবে সাহায্য করবেন। আর সে ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ যুদ্ধে কাফিররা ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও কল্পনাতীত শক্তি অর্জন করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। এসব অস্ত্র ও শক্তি কাফিররা লাভ করবে দাজ্জালের মাধ্যমে। বাহ্যত দাজ্জালের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জয়ের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। ঠিক সে মুহূর্তেই আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের ওপর অশেষ দয়া করে তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসুল ইসা আলাইহিস সালাম-কে আসমান থেকে প্রেরণ করবেন। তিনি এসে দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং কুফরি শক্তিকে মূল থেকে একেবারে বিনাশ করে দেবেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ، مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

[৬০০] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যতদিন পর্যন্ত রোমের অধিবাসীরা আ'মাকে অবতীর্ণ না হবে, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। হাদিসটি শেষ পর্যন্তই বর্ণনা করেছেন। এটা আবু হুরাইরা রা. পর্যন্ত মাওকুফ হিসেবে বর্ণিত, মারফু হিসেবে নয়।[৬০০]

عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ : يَقُولُ طَاغِيَةُ الرُّومِ فِي خُرُوجِهِ عَلَى أَهْلِ الإِسْلامِ : إِذَا أَصْبَحْتُمْ فَشُدُّوا عَلَى كُلِّ ذَاتِ حَافِرٍ، ثُمَّ طَئُوا هَذَا الدِّينَ وَطْأَةً لا يُدْعَى بَعْدُ يَعْنِي الإِسْلامَ، قَالَ : فَيَغْضَبُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَيَكُونُ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ وَفِيهَا سِلاحُهُ وَعِقَابُهُ، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : لَمْ يَبْقَ إِلا أَنَا وَدِينِي الإِسْلامُ وَيَمَنٌ وَقَيْسٌ، فَيَا يَمَنُ أَحِبِّي قَيْسًا، وَيَا قَيْسُ لا تُبْغِضِي يَمَنًا فَإِنَّهُ لا يُحَامِي عَنْ دِينِ اللَّهِ غَيْرُكُمَا.

---

[৬০০] মাওকুফ। এটা মারফু হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে।

[৬০১] ইসমাইল রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রোমের তাগুতেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকালে বলবে, যখন তোমরা সকাল করবে, তখন তোমরা প্রতিটি সওয়ারির ওপর লাগাম বেঁধে নেবে। এরপর এই ধর্মকে এমনভাবে পদদলিত করবে যে, এর পর থেকে ইসলামের নামও নেওয়া হবে না। তিনি বলেন, এতে আল্লাহ তাআলা রাগান্বিত হবেন। তিনি চতুর্থ আসমানে আসবেন, যেখানে তার অস্ত্র ও শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি ও আমার দ্বীন ইসলাম, ইয়ামানবাসী এবং বনি কায়িস ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সুতরাং হে ইয়ামান, কায়িসকে ভালোবাসো। হে কায়িস, তুমি কখনো ইয়ামানের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ো না। কারণ, আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে তোমরা ব্যতীত আর কেউ রক্ষণাবেক্ষণ করবে না।[৬০১]

নোট : আল্লাহ তাআলার চতুর্থ আসমানে আগমন করার অবস্থা কী হবে? কীভাবে আল্লাহ তাআলা শেষ রাতে পৃথিবীর আসমানে আগমন করেন? এ জাতীয় মাসআলায় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-এর আকিদা হচ্ছে, সেটি আল্লাহ তাআলার সত্তার জন্য যেমনটি শোভা পায়, তেমনটিই হবে। কীভাবে তিনি আগমন করবেন, সে সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। আমরা শুধু এতটুকুই বলব যে, শুনলাম ও মানলাম। এর ধরণ ও বিশদ বিবরণ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া জায়িজ নেই।

حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ الْقُرَشِيُّ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو : أَبْصِرْ مَا تَقُولُ، قَالَ : أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ إِنَّ فِيهِمْ لَخِصَالا أَرْبَعًا : إِنَّهُمْ لأَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ، وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ : وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ.

[৬০২] মুসা বিন আলি রহ. তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমর বিন আস রা.-এর কাছে মুসতাওরিদ কুরাশি রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, কিয়ামত তখন সংঘটিত হবে, যখন রোমবাসীর সংখ্যাধিক্য হবে। আমর বিন আস রা. তাঁকে বললেন, তুমি যা বলছ, বুঝেশুনে বলো! তিনি বললেন, আমি যা বলছি, তা আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, (ভালো

---

[৬০১] সনদ দুর্বল ও মতন (ভাষ্য) মুনকার।

হতো,) যদি তুমি বলতে যে, তাদের মাঝে চারটি অভ্যাস রয়েছে। যথা : এক. ফিতনাকালীন তারাই হবে সবচেয়ে ধৈর্যশীল। দুই. বিপদের পর তারাই হবে সবচেয়ে দ্রুত ভালো ও সুস্থ। তিন. জটিলতার পর তারাই হবে সবচেয়ে দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী। চার. দরিদ্র, এতিম ও দুর্বলদের ক্ষেত্রে তারাই হবে সর্বোত্তম। পঞ্চম বৈশিষ্ট্যটি অনেক সুন্দর ও চমৎকার। আর সেটি হচ্ছে, বাদশাহদের জুলুম থেকে তারাই হবে সবচেয়ে অধিক বাধা প্রদানকারী।[৬০২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ.

[৬০৩] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইরাকের দিরহাম ও কফিজের ওপর অবরোধ আরোপ হবে। শামের মুদ ও দিনারের ওপর অবরোধ আরোপ হবে। মিশরের ইরদাব ও দিনারের ওপর অবরোধ আরোপ হবে। তোমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলে আবার সেদিকেই ফিরে যাবে। তোমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলে আবার সেদিকেই ফিরে যাবে। তোমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলে আবার সেদিকেই ফিরে যাবে। (আবু হুরাইরা রা. বলেন,) এ কথার ওপর আবু হুরাইরা রা.-এর রক্তমাংস সাক্ষী।[৬০৩]

নোট : কফিজ ইরাকের বিশেষ একটি পরিমাপের নাম। এতে আট মুকুক পণ্য সঙ্কুলান হয়। এক মুকুকে হয় দেড় সা' পরিমাণ। মুদা হলো শামের একটি বিশেষ পরিমাপের নাম। এতে পঁয়তাল্লিশ রিতল পণ্য সঙ্কুলান হয়। ইরাকি ফকিহদের নিকট আট রিতলে এক সা' হয়। সুতরাং তাদের হিসেবে এক মুদায় সাড়ে পাঁচ সা' ও এক রিতল হবে। ইরদাব মিশরের বড় একটি পরিমাপের নাম। এতে চব্বিশ সা' পণ্যের সঙ্কুলান হয়।

ইরাকের ওপর আন্তর্জাতিক অবরোধ এবং সেসময় না খেয়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু এসব হাদিসের বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলছে। বর্তমান শাম তথা সিরিয়াতেও একই অবস্থা বিরাজ করছে। তাদের অর্থ ও খাবারের অভাব আজ পুরো বিশ্বই জানে, কিন্তু তাদের সাহায্য করার মতো কোনো লোক নেই। মিশরও হয়তো শীঘ্রই সে পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

---

[৬০২] সহিহু মুসলিম : ২৮৯৮

[৬০৩] সহিহু মুসলিম : ২৮৯৬

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَلا يُجْبَى إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلا دِرْهَمٌ مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ يَمْنَعُونَ ذَلِكَ.

[৬০৪] জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অচিরেই অনারবদের পক্ষ থেকে ইরাকবাসীদের নিকট কোনো কফিজ (পণ্যদ্রব্য) ও দিরহাম (অর্থ) যেতে দেওয়া হবে না। তারা তাদের ওপর অবরোধ আরোপ করবে।[৬০৪]

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَلا يُجْبَى إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلا دِرْهَمٌ، قُلْنَا : مِنْ أَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ، يَمْنَعُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ : يُوشِكُ أَهْلُ الشَّامِ أَلا يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلا مُدى، قُلْنَا : مِنْ أَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الرُّومِ.

[৬০৫] আবু নাজরা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা.-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি বলেন, অচিরেই ইরাকবাসীদের নিকট কোনো দিরহাম ও কফিজ যেতে দেওয়া হবে না। আমরা বললাম, এ অবরোধ কোনদিক থেকে হবে? তিনি বললেন, অনারবদের পক্ষ থেকে। তারাই (ইরাকবাসীর ওপর) এ অবরোধ আরোপ করবে। এরপর তিনি আবার বললেন, অচিরেই শামবাসীদের নিকট কোনো দিনার ও মুদা যেতে দেওয়া হবে না। আমরা বললাম, তা কাদের পক্ষ থেকে হবে? তিনি বললেন, রোমের পক্ষ থেকে।[৬০৫]

---

[৬০৪] সহিহ মুসলিম : ২৯১৩

[৬০৫] প্রাগুক্ত।

عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ : شَمَتَتِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ حِينَ خَرِبَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهَا : لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكِ مِنْ يَفْتَضُّ عَذَارَاكِ وَيُقَسِّمُ كُنُوزَكِ وَلَأُبَلِّغَنَّ دُخَانَكِ السَّمَاءَ.

[৬০৬] শাইবানি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংসের সময় কুসতুনতুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করলে আল্লাহ তাআলা তার নিকট অহি পাঠালেন যে, (শেষ জমানায়) আমি তোমার নিকট এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করব, যে তোমার কৌমার্য ছিন্ন করবে, তোমার সম্পদ বণ্টন করবে এবং তোমার ধোঁয়া আসমানে গিয়ে পৌঁছবে।[৬০৬]

عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ، قَالَ : إِذَا أَبَقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ فَقَدْ حَضَرَ أَمْرُهَا.

[৬০৭] কাবে আহবার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরাইশের এক ব্যক্তি যখন পালিয়ে কুসতুনতুনিয়ায় চলে যাবে, তখনই তার (কুসতুনতুনিয়া ধ্বংসের) চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে।[৬০৭]

عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يُسْأَلُ أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلُ قُسْطَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ؟ قَالَ : فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بِصُنْدُوقٍ فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَابًا فَجَعَلَ يَقْرَأُهُ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ سُئِلَ أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلُ قُسْطَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ، قَالَ : لا بَلْ مَدِينَةُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلًا، يَعْنِي قُسْطَنْطِينِيَّةَ.

[৬০৮] আবু কাবিল রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, আব্দুল্লাহ বিন আমর রা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কুসতুনতুনিয়া ও রোম শহর দুটির মধ্যে কোনটি আগে বিজয় হবে? বর্ণনাকারী বলেন, তখন আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. একটি বক্স আনতে বললেন এবং সেখান থেকে একটি গ্রন্থ বের করে তা পড়তে শুরু করলেন। তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

[৬০৬] ইসরাইলাত।
[৬০৭] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ৬৬৪৫

সাল্লাম এর কাছে ছিলাম। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন শহরটি আগে বিজয় হবে, কুসতুনতুনিয়া নাকি রোম? তিনি বললেন, না; বরং হিরাকলের শহর আগে বিজয় করা হবে। অর্থাৎ কুসতুনতুনিয়া।[৬০৮]

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذُ بِأُذُنِي وَيَقُولُ : يَا ابْنَ أَخِي إِنْ أَدْرَكْتَ فَتْحَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ فَلَا تَدَعْ أَنْ تَأْخُذَ بِحَظِّكَ مِنْهَا.

[৬০৯] বিশর বিন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াসার রা. বলেন, আব্দুল্লাহ বিন বুসর রা. ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবি। তিনি আমার কান ধরে বললেন, হে আমার ভাতিজা, যদি তুমি কুসতুনতুনিয়া বিজয় পেয়ে যাও, তবে অবশ্যই তুমি তার অংশ নিতে বা তাতে অংশ নিতে ছাড়বে না।[৬০৯]

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ : قَالَ أَنَسٌ، كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّهَا تُفْتَحُ مَعَ السَّاعَةِ، يَعْنِي الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ.

[৬১০] ইয়াহইয়া বিন সাইদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস রা. বলেছেন, আমরা শোনতাম যে, কিয়ামতের সাথে (অর্থাৎ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে) কুসতুনতুনিয়া বিজয় হবে।[৬১০]

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ مَعَ قِيَامِ السَّاعَةِ.

[৬১১] আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের সাথে (অর্থাৎ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে) কুসতুনতুনিয়ার বিজয় জড়িত।[৬১১]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : عِمَارَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ خُرُوجُ الدَّجَّالِ " ثُمَّ ضَرَبَ عَلَى فَخِذَيِ الَّذِي حَدَّثَهُ يَعْنِي مُعَاذًا أَوْ عَلَى مَنْكِبِهِ، وَقَالَ : هَذَا حَقٌّ كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا، أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ.

---

[৬০৮] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ৬৬৪৫

[৬০৯] মাওকুফ।

[৬১০] সহিহ, মাওকুফ। সুনানুত তিরমিজি : ২৩৫৪

[৬১১] প্রাগুক্ত।

[৬১২] মুআজ বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বাইতুল মুকাদ্দাসের আবাদি মদিনা ধ্বংসের কারণ হবে। মদিনার ধ্বংস মহাযুদ্ধ সংঘটনের কারণ হবে। মহাযুদ্ধ সংঘটন কুসতুনতুনিয়া বিজয়ের কারণ হবে। কুসতুনতুনিয়া বিজয় দাজ্জাল আবির্ভাবের কারণ হবে। (বর্ণনাকারী বলেন,) এরপর মুআজ বিন জাবাল রা. আমার উরুতে অথবা কাঁধে থাপ্পর মেরে বললেন, এটি এমনই সত্য যে, যেমনটি তোমার এখানে উপস্থিত হওয়া অথবা তোমার এখানে বসে থাকাটা সত্য।[৬১২]

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، فَقَالَ حَدَّثَنَا مَنْ لا يُتَّهَمُ : أَنَّ عِمْرَانَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ، وَخَرَابَ يَثْرِبَ حُضُورُ الْمَلْحَمَةِ، وَحُضُورَ الْمَلْحَمَةِ حُضُورُ فَتْحِ مَدِينَةِ هِرَقْلَ وَحُضُورُ فَتْحِ مَدِينَةِ هِرَقْلَ خُرُوجُ الدَّجَّالِ.

[৬১৩] ইয়াহইয়া বিন আবি আমর রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইবনে মুহাইরিজ রহ.এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি বলেন, বিতর্কহীন এক ব্যক্তি আমাদেরকে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, বাইতুল মুকাদ্দাসের আবদি মদিনা ধ্বংসের কারণ হবে। মদিনার ধ্বংস মহাযুদ্ধ সংঘটনের কারণ হবে। মহাযুদ্ধ সংঘটন হিরাকলের শহর কুসতুনতুনিয়া বিজয়ের কারণ হবে। আর হিরাকলের শহর কুসতুনতুনিয়া বিজয় দাজ্জাল আবির্ভাবের কারণ হবে।[৬১৩]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِينَةِ سِتُّ سِنِينَ، وَيَخْرُجُ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ.

[৬১৪] আব্দুল্লাহ বিন বুসর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহাযুদ্ধ ও কুসতুনতুনিয়া শহর বিজয়ের মাঝে ছয় বছরের ব্যবধান হবে। আর সপ্তম বছরে দাজ্জাল প্রকাশ পাবে।[৬১৪]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِنَّ مَا بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِينَةِ سِتَّ سِنِينَ، وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ.

---

[৬১২] হাসান। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৯৪

[৬১৩] প্রাগুক্ত।

[৬১৪] সনদ দুর্বল। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৯৬

[৬১৫] আব্দুল্লাহ বিন বুসর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহাযুদ্ধ ও কুসতুনতুনিয়া বিজয়ের মাঝে ছয় বছরের ব্যবধান হবে। আর সপ্তম বছরে দাজ্জাল প্রকাশ পাবে।[৬১৫]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ : بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَخَرَابِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَخُرُوجِ الدَّجَّالِ حَمْلُ امْرَأَةٍ.

[৬১৬] আব্দুল্লাহ বিন মুহাইরিজ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহাযুদ্ধ, কুসতুনতুনিয়ার ধ্বংস ও দাজ্জাল প্রকাশের মাঝে মহিলার গর্ভধারণের সময়ের ব্যবধান হবে।[৬১৬]

নোট : অর্থাৎ সাত থেকে নয় মাস। তবে অন্যান্য হাদিস থেকে জানা যায়, এ সময়টা আরও বেশি তথা ছয় থেকে সাত বছর হবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

عَنْ مَالِكِ بْنِ صُحَارٍ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بَلَنْجَرَ، فَقُلْنَا : نَرْجِعُ قَابِلَ فَنَفْتَحُهَا، فَقَالَ : لا تُفْتَحُ، وَلا مَدِينَةُ الْكُفْرِ وَلا جَبَلَ الدَّيْلَمِ إِلا عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

[৬১৭] মালিক বিন সুহার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সালমান বিন রাবিআ রা.-এর সঙ্গে বালানজার যুদ্ধে ছিলাম। আমরা বললাম, আমরা কাবিলে ফিরে গিয়ে তা জয় করে ফেলব। তখন তিনি বললেন, এটা বিজয় করা সম্ভব হবে না, কুফরের শহর কুসতুনতুনিয়াও বিজয় করা যাবে না এবং দাইলাম পাহাড়ও বিজয় করা যাবে না। এগুলোর বিজয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের একজনের (অর্থাৎ মাহদির) হাতেই কেবল সম্পন্ন হবে।[৬১৭]

عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ : وَالِي الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَفْتَحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

[৬১৮] আবু জাহিরিয়্যা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলমানদের যে নেতা কুসতুনতুনিয়া বিজয় করবেন, তিনি হবেন বনি হাশিমের একজন।[৬১৮]

---

[৬১৫] প্রাগুক্ত।

[৬১৬] মাকতু।

[৬১৭] সনদ দুর্বল ও মতন (ভাষ্য) মুনকার। মাওকুফ।

[৬১৮] সনদ দুর্বল, মাকতু।

عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ : أَمِيرُ الْجَيْشِ الَّذِي يَفْتَحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ لَيْسَ بِسَارِقٍ وَلا زَانٍ وَلا غَالٍّ.

[৬১৯] ইয়াজিদ বিন খুমাইর রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুসতুনতুনিয়া বিজয়ের সেনাপ্রধান চোর, ব্যভিচারী ও আত্মসাৎকারী হবেন না।[৬১৯]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: تَسْتَعْجِلُونَ بِفَتْحِ مَدِينَةِ هِرَقْلَ فَرُبَّ ذُلٍّ وَصَغَارٍ مَعَ فَتْحِهَا

[৬২০] আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা হিরাকলের শহর (কুসতুনতুনিয়া) জয়ের জন্য তাড়াহুড়ো করবে। এটা জয়ের সাথে (কাফিরদের) কত লাঞ্ছনা ও অপমান জড়িত আছে![৬২০]

عَنْ كَعْبٍ، قَالَ : أَنْصَارُ اللهِ الَّذِينَ يَنْتَصِرُ بِهِمْ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ الْكُبْرَى أَهْلُ إِيمَانٍ، لا غِشَّ فِيهِمْ، يَفْتَحُهَا اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَسِيرُونَ فَيَدْخُلُونَ أَرْضَ الرُّومِ، فَلا يَمُرُّونَ بِحِصْنٍ إِلا اسْتَنْزَلُوهُ، وَلا بِأَرْضٍ إِلا دَانَتْ لَهُمْ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى الْخَلِيجِ فَيُيْبِسُهُ اللهُ لَهُمْ حَتَّى تَجُوزَهُ الْخَيْلُ ثُمَّ يَسِيرُوا حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيُغْدُونَ عَلَيْهِمْ يَوْمًا حَتَّى يُدْنُوا حَائِطَهَا، فَيُكَبِّرُوا تَكْبِيرَةً فَيَضَعُ اللهُ لَهُمْ مَا بَيْنَ بُرْجَيْنِ حَتَّى يَنْهَضُوا إِلَيْهَا، وَلا يَدْخُلُوهَا حَتَّى يَعُودُوا إِلَيْهَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، فَيَفْعَلُونَ مِثْلَ الْيَوْمِ الأَوَّلِ ثُمَّ يَعُودُونَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى حَائِطِهَا، فَيُكَبِّرُوا تَكْبِيرَةً يَضَعُ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ مَا بَيْنَ بُرْجَيْنِ، ثُمَّ يَنْهَضُوا إِلَيْهَا فَيَفْتَحُهَا اللهُ عَلَيْهِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ فَيَأْتِيهِمْ آتٍ مِنَ الشَّامِ فَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ فَلا يَفْزَعَنَّكُمْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لا يَخْرُجُ لِسَبْعِ سِنِينَ بَعْدَ فَتْحِهَا، فَخُذُوا وَاحْتَمِلُوا مِنْ غَنِيمَتِهَا.

[৬২১] কাবে আহবার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারুল্লাহ (আল্লাহর সাহায্যকারী বাহিনী), যারা মহাযুদ্ধের বিজয়ী হবে, তারা হচ্ছে খাঁটি মুমিন, যাদের মাঝে কোনোপ্রকার ধোঁকা-প্রতারণা নেই। আল্লাহ তাআলা তাদের হাতে বিজয় দান করবেন। এরপর তারা অগ্রসর হয়ে রোমের ভূমিতে প্রবেশ করবে। তারা যে দুর্গের পাশ দিয়েই অতিক্রম করবে, সেটাকে তারা বিজয়

---

[৬১৯] সনদ দুর্বল, মাকতু।

[৬২০] মাওকুফ।

করে ছাড়বে। যে অঞ্চলের পাশ দিয়ে যাবে, তা তাদের করতলগত হবে। এমনকি তারা একটি উপসাগরের পাশে যখন যাবে, আল্লাহ তাআলা সেটাকে শুষ্ক করে দেবেন; এমনকি ঘোড়াগুলো সে সাগর পার হয়ে যাবে। এরপর তারা কুসতুনতুনিয়ায় এসে তাদের অধিবাসীদের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হবেন। এরপর একদিন সকালে যুদ্ধ করতে করতে তারা কুসতুনতুনিয়ার দেয়ালের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। তখন সবাই সমস্বরে এমন তাকবির ধ্বনি দেবে, যার কারণে আল্লাহ দুই বুরুজের মাঝে তাদের জন্য জায়গা করে দেবেন। এরপর তারা সেখানে প্রচণ্ড আক্রমণ করলেও সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। দ্বিতীয়দিন তারা আবার শহরের দিকে ফিরে আসবে, এদিনও তারা প্রথম দিনের ন্যায়ই করবে। এরপর তারা তৃতীয় দিনও শহরের দিকে ফিরে আসবে এবং তারা শহরের দেয়ালের গোড়ায় এসে পৌঁছবে। তারা একটি তাকবির ধ্বনি দিলে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য দুই বুরুজের মাঝে জায়গা করে দেবেন। এরপর তারা সেখানে প্রচণ্ড আক্রমণ করলে অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিজয় দান করবেন। তারা তা বিজয় করে নিতেই শামের দিক থেকে এক ব্যক্তি এসে তাদেরকে সংবাদ দেবে যে, দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটেছে। (তিনি বলেন,) সে খবর যেন তোমাদেরকে বিচলিত না করে। কারণ, এ শহর বিজয়ের সাত বছর পর তার আবির্ভাব ঘটবে। সুতরাং তোমরা এ শহর থেকে প্রাপ্ত গনিমত গ্রহণ করো এবং তা বহন করে (বাড়িতে) নিয়ে যাও।[৬২১]

عَنْ كَعْبٍ، قَالَ : إِنَّ أُمَّةً تُدْعَى النَّصْرَانِيَّةِ فِي بَعْضِ جَزَائِرِ الْبَحْرِ، تُجَهِّزُ أَلْفَ مَرْكَبٍ فِي كُلِّ عَامٍ، فَيَقُولُونَ : ارْكَبُوا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَإِنْ لَمْ يَشَأْ، قَالَ : فَإِذَا وَقَعُوا فِي الْبَحْرِ، بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ، كَسَرَتْ سُفُنَهُمْ، قَالَ : فَتَصْنَعُ ذَلِكَ مِرَارًا، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرًا، اتَّخَذَتْ سُفُنًا لَمْ يُوضَعْ عَلَى ظَهْرِ الْبَحْرِ مِثْلُهَا قَطُّ، ثُمَّ تَقُولُ : ارْكَبُوا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ : فَيَرْكَبُونَ فَيَمُرُّونَ بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، قَالَ : فَيَفْزَعُونَ لَهُمْ، فَيَقُولُونَ : مَا أَنْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ : نَحْنُ أُمَّةٌ تُدْعَى النَّصْرَانِيَّةُ، نُرِيدُ هَذِهِ الأُمَّةَ الَّتِي أَخْرَجَتْنَا عَنْ بِلادِنَا وَبِلادِ آبَائِنَا، قَالَ : فَيُمِدُّونَهُمْ سُفُنًا، قَالَ : فَيَنْتَهُونَ إِلَى عَكًّا، فَيُخْرِجُونَ سُفُنَهُمْ وَيَحْرِقُونَهَا، وَيَقُولُونَ : بِلادُنَا وَبِلادُ آبَائِنَا، قَالَ : وَأَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَيَبْعَثُ إِلَى مِصْرَ فَيَسْتَمِدُّهُمْ، وَيَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ فَيَسْتَمِدُّهُمْ، وَيَبْعَثُ إِلَى أَهْلِ

---

[৬২১] সনদ দুর্বল, ইসরাইলিয়াত।

الْيَمَنِ فَيَسْتَمِدُّهُمْ، قَالَ : فَيَجِيئُهُ رَسُولُهُ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ مِصْرَ، فَيَقُولُونَ : إِنَّا بِحَضْرَةِ بَحْرٍ، وَالْبَحْرُ حَمَّالٌ، فَلَا يُمِدُّونَهُ، وَيَأْتِيهِ رَسُولُهُ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَيَقُولُونَ : نَحْنُ بِحَضْرَةِ بَحْرٍ، وَالْبَحْرُ حَمَّالٌ، فَلَا يُمِدُّونَهُ، قَالَ : فَيَمُرُّ الرَّسُولُ بِحِمْصَ، وَقَدْ غَلَقَهَا أَهْلُهَا مِنَ الْعَجَمِ عَلَى مَنْ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيُخْبِرُ الرَّسُولُ بِذَلِكَ أَمِيرَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ : وَيُمِدُّهُ أَهْلُ الْيَمَنِ عَلَى قُلْصَانِهِمْ، قَالَ : وَيَكْتُمُ الْخَبَرَ وَيَقُولُ : أَيَّ شَيْءٍ نَنْتَظِرُ الْآنَ؟ يُغْلِقُ أَهْلُ كُلِّ مَدِينَةٍ عَلَى مَنْ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ : فَيَنْهَضُ إِلَيْهِمْ، فَيُقْتَلُ ثُلُثٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَأْخُذُ ثُلُثٌ بِأَذْنَابِ الْإِبِلِ، وَيَلْحَقُونَ بِالْبَرِّيَّةِ وَيَهْلِكُونَ فِي مَهْبِلٍ مِنَ الْأَرْضِ، قَالَ : فَلَا إِلَى أَهْلِيهِمْ يَرْجِعُونَ، وَلَا الْجَنَّةَ يَرَوْنَهَا، قَالَ : وَيَفْتَحُ الثُّلُثُ فَيَتْبَعُونَهُمْ فِي جَبَلِ لُبْنَانَ حَتَّى يَنْتَهِيَ أَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْخَلِيجِ، وَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَى مَا كَانَ النَّاسُ عَلَيْهِ، الْوَالِي يَحْمِلُ الرَّايَةَ فَيَرْكُزُ لِوَاءَهُ وَيَأْتِي الْمَاءَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، قَالَ : فَيَتَبَاعَدُ الْمَاءُ مِنْهُ، قَالَ : فَيَتْبَعُهُ فَيَتَبَاعَدُ مِنْهُ، فَإِذَا رَأَى ذَلِكَ أَخَذَ لِوَاءَهُ وَاتَّبَعَ الْمَاءَ، حَتَّى يَجُوزَ مِنْ تِلْكَ النَّاحِيَةِ، ثُمَّ يَرْكُزُهُ، ثُمَّ يُنَادِي : أَيُّهَا النَّاسُ أَجِيزُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَقَ لَكُمُ الْبَحْرَ كَمَا فَرَقَهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ : فَيَجُوزُ النَّاسُ، قَالَ : فَيَسْتَقْبِلُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ، قَالَ : فَيُكَبِّرُونَ، فَيَهْتَزُّ حَائِطُهَا، ثُمَّ يُكَبِّرُونَ، فَيَهْتَزُّ، ثُمَّ يُكَبِّرُونَ، فَيَسْقُطُ مِنْهَا مَا بَيْنَ اثْنَيْ عَشَرَ بُرْجًا، قَالَ : فَيَدْخُلُونَهَا فَيَجِدُونَ فِيهَا ثَلَاثَةَ كُنُوزٍ، مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَكَنْزٍ مِنْ نُحَاسٍ فَيَقْتَسِمُونَ غَنَائِمَهُمْ عَلَى التُّرْسَةِ.

[৬২২] কাবে আহবার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সমুদ্র উপদ্বীপে বসবাসরত খ্রিষ্টান সম্প্রদায় প্রতি বছর এক হাজার জাহাজ তৈরি করবে এবং বলবে, আল্লাহ চান বা না চান তোমরা তাতে আরোহণ করো। যখন তারা সাগরের মাঝে পৌঁছবে, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করবেন, যা তাদের জাহাজগুলোকে ভেঙে ফেলবে। তারা এভাবে কয়েকবার করবে। এরপর আল্লাহ তাআলা যখন বিষয়টি চাইবেন, তখন তারা এমন কিছু জাহাজ তৈরি করবে, যা ইতিপূর্বে কখনো সাগরে নামানো হয়নি। এরপর তারা বলবে, আল্লাহ চাইলে তোমরা আরোহণ করো। এরপর তারা তাতে আরোহণ করে কুসতুনতুনিয়ায় যাবে। তারা তাদেরকে দেখে ভড়কে যাবে এবং বলবে,

তোমরা কারা? তারা বলবে, আমরা এমন এক জাতি, যাদেরকে খ্রিষ্টান বলা হয়। আমরা এই সম্প্রদায়কে উদ্ধার করতে এসেছি, যাদেরকে তোমরা আমাদের দেশ এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের দেশ থেকে বের করে এনেছ। তারা তাদের জাহাজগুলোকে ছড়িয়ে দেবে, যার দৈর্ঘ্য আক্কা গিয়ে পৌঁছবে। তারা তাদের জাহাজগুলো বের করে আনবে এবং তা জ্বালিয়ে দেবে এবং বলবে, এটি আমাদের দেশ এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের দেশ।

তিনি বলেন, সে সময় মুসলমানদের আমির বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করবেন। তিনি মিশরের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠাবেন, ইরাকের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠাবেন এবং ইয়ামানের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠাবেন। তিনি বলেন, মিশরবাসীর দিক থেকে দূত এসে বলবে, আমরা সাগরের পাশে আছি, আর এদিকে সাগর উত্তাল। সুতরাং তারা তাঁকে সাহায্য করবে না। ইরাকবাসীর দিক থেকে দূত এসে বলবে, আমরা সাগরের পাশে আছি, আর এদিকে সাগর উত্তাল। তারাও তাঁকে সাহায্য করবে না। তিনি বলেন, এরপর দূত হিমসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, যাকে অনারবরা সেখানে থাকা মুসলমানদেরকে অবরোধ করে রেখেছিল। দূত মুসলমানদের আমিরকে সে সংবাদ জানিয়ে দেবে। তিনি বলেন, ইয়ামানবাসী তাকে তাদের দারিদ্র্য ও অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সাহায্য করবে। তিনি (তাঁর সেনাবাহিনীর কাছে বিভিন্ন অঞ্চলের সাহায্য না করার) সংবাদটি গোপন রাখবেন এবং বলবেন, তোমরা কীসের অপেক্ষা করছ; অথচ ওদিকে প্রত্যেক শহরের অধিকর্তাগণ আমাদের মুসলমান ভাইদের ওপর অবরোধ আরোপ করে রেখেছে! বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি (মুসলিমদের আমির মুসলিম সেনাদের নিয়ে) তাদের (শত্রুদের) ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ শহিদ হয়ে যাবে। এক-তৃতীয়াংশ উটের লেজ ধরে পালাবে। এরা স্থলভাগে গিয়ে পৌঁছবে এবং একটি পাহাড়ী ঝড়ের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বলেন, তারা না পারবে তাদের পরিবারের কাছে পৌঁছতে, আর না তারা জান্নাতের দর্শন পাবে।

তিনি বলেন, বাকি এক-তৃতীয়াংশ বিজয় অর্জন করবে। সুতরাং তারা তাদের পিছু ধাওয়া করে লেবাননের পাহাড়ে পৌঁছবে; এমনকি মুসলমানদের আমির উপসাগরে গিয়ে ক্ষান্ত হবে। বিষয়টি মানুষ যেভাবে আছে, সেভাবেই চলতে থাকবে। আমির পতাকা বহন করে তা এক জায়গায় গেঁড়ে দেবেন এবং ফজরের সালাত আদায় করার জন্য অজু করতে (সাগরের) পানির কাছে আসবেন। কিন্তু পানি তার থেকে দূরে সরে যাবে। তিনি তার পিছু নেবেন আর পানি তার থেকে দূরে সরতে থাকবে। তিনি যখন এমনটি দেখবেন, তখন তিনি তাঁর পতাকা নিয়ে পানির পিছু নেবেন। এমনকি তিনি এ প্রান্ত পার হয়ে যাবেন। এরপর তিনি পতাকাটি গেঁড়ে দেবেন। অতঃপর তিনি ডাক দিয়ে

বলবেন, হে মানুষ সকল, তোমরা সাগর পার হয়ে চলে এসো। আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য সাগরের পানিকে সরিয়ে দিয়েছেন, যেভাবে বনি ইসরাইলের জন্য দিয়েছিলেন। সুতরাং মানুষেরা সাগর পার হবে। তিনি বলেন, এরপর তারা কুসতুনতুনিয়ার দিকে অগ্রসর হবে। তারা তাকবির ধ্বনি দিলে শহরের দেওয়াল হেলে পড়বে। আবার ধ্বনি দিলে তা আরও হেলে পড়বে। তারা আবারও ধ্বনি দিলে শহরের বারোটি গম্বুজ ধসে পড়বে। এরপর তারা তাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তারা তিন প্রকারের ধনভান্ডার পাবে। স্বর্ণ, রুপা ও মণিমুক্তা। তারা তাদের গনিমতকে (যুদ্ধের) ঢাল দিয়ে মেপে বণ্টন করবে।[৬২২]

নোট : উপরোল্লেখিত হাদিসগুলোতে কুসতুনতুনিয়ার (যা কিনা বর্তমান তুরস্কের একটি শহর বা অঞ্চল) কথাই আলোচনা করা হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে তা খুব কম মানুষই বিজয় করতে পেরেছে। আর সর্বশেষ এর বিজয়ের সঙ্গে দাজ্জালের আবির্ভাব ও কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি জড়িত। এর অর্থ এই নয়, এ শহর বিজয় হলেই কিয়ামত হয়ে যাবে; বরং তা বিজয়ের মাধ্যমে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সব দরজা-জানালা খুলে যাবে। একের পর এক এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকবে, যা কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে প্রকাশ পাবে এবং অন্যান্য আলামত প্রকাশ শেষ হলে কিয়ামত সংঘটিত হবে।

---

[৬২২] ইসরাইলিয়াত।

দাজ্জালের আবির্ভাব

عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا.

[৬২৩] হাফসা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দাজ্জাল প্রচণ্ড রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বের হয়ে আসবে।[৬২৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ، جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟ قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ، قَالُوا : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا. قَالَ ثَوْرٌ : لا أَعْلَمُهُ إِلا قَالَ : الَّذِي فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ يَقُولُ الثَّانِيَةَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الآخَرُ، ثُمَّ يَقُولُ الثَّالِثَةُ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَيُفْرَجُ لَهُمْ فَيَدْخُلُونَهَا فَيَغْنَمُونَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ، فَقَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ.

[৬২৪] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি এমন একটি শহরের কথা শুনেছ, যার এক পার্শ্ব স্থলভাগ আর অন্য পার্শ্ব জলভাগ (অর্থাৎ কুসতুনতুনিয়া শহর)? সাহাবায়ে কিরাম রা. বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতদিন না বনি ইসহাকের সত্তর হাজার মানুষ সেখানে লড়াই করবে। যখন তারা সে শহরে আসবে, সেখানে তারা অবতরণ করবে। তারা কোনো অস্ত্র দ্বারা লড়াই করবে না এবং কোনো তিরও নিক্ষেপ করবে না। তারা বলবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার'। এতে শহরের দুই পাশের এক পার্শ্ব ধসে পড়বে। বর্ণনাকারী সাওর রহ. বলেন, আমার জানামতে এটাই বলেছেন যে, সাগরের দিকের পার্শ্বটি ধসে পড়বে। এরপর তারা দ্বিতীয়বার বলবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার'। এতে তার অপর পার্শ্বও ধসে পড়বে। এরপর তারা তৃতীয়বার বলবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার'। এতে তাদের জন্য পথ খুলে যাবে এবং তারা তাতে প্রবেশ করবে এবং গনিমত অর্জন করবে। তারা সবাই গনিমত বণ্টন করতে শুরু করবে, ইতিমধ্যেই এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলবে,

---

[৬২৩] সহিহ মুসলিম : ২৯৩২

দাজ্জালের আবির্ভাব হয়ে গেছে। এ কথা শুনে তারা গনিমতের সব কিছু ফেলে (নিজ নিজ বাড়িতে) ফিরে যাবে।[৬২৪]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : أَوَّلُ مِصْرَ مِنْ أَمْصَارِ الْعَرَبِ يَدْخُلُهُ الدَّجَّالُ الْبَصْرَةُ.

[৬২৫] আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আরবের যে শহরটিতে দাজ্জাল প্রথম প্রবেশ করবে, তা হচ্ছে বসরা।[৬২৫]

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ، حَدَّثَنِي تَمِيمٌ الدَّارِيُّ أَنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِهِ كَانُوا فِي الْبَحْرِ فِي سَفِينَةٍ لَهُمْ فَانْكَسَرَتْ بِهِمْ، فَرَكِبَ بَعْضُهُمْ عَلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ، فَخَرَجُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِامْرَأَةٍ شَعْثَاءَ شَعِثَةٍ لَهَا شَعْرٌ مُنْكَرٌ، فَقَالُوا لَهَا : مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالَتْ : أَتَعْجَبُونَ مِنِّي؟ قَالُوا : نَعَمْ، قَالَتْ : فَادْخُلُوا الْقَصْرَ، فَدَخَلُوا فَإِذَا هُمْ بِشَيْخٍ مَرْبُوطٍ بِسَلَاسِلَ فَسَأَلَهُمْ مَنْ هُمْ؟ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ لَهُمْ : مَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغَرَ؟ وَمَا فَعَلَتِ الشَّجَرَةُ وَنَخَلَاتُ بَيْسَانَ؟ فَأَخْبَرُوهُ، قَالَ : فَوَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ لَا تَبْقَى أَرْضٌ إِلَا وَطِئْتُهَا بِقَدَمِي هَذِهِ، إِلَا طَابَةَ، فَقَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَهَذِهِ طَيْبَةُ.

[৬২৬] ফাতিমা বিনতে কাইস রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের ওপর বসে বললেন, হে মানুষ সকল, আমাকে তামিম দারি রা. বর্ণনা করেছে যে, সে তার সম্প্রদায়ের কিছু লোকের সঙ্গে জাহাজে সাগর ভ্রমণে ছিল। তাদের সে জাহাজটি ভেঙে গেলে তারা জাহাজের বিভিন্ন কাঠের টুকরোয় ভেসে সাগরের একটি দ্বীপে গিয়ে উঠল। তারা এলোমেলো ও অদ্ভুত কেশে ভরপুর এক নারীর সামনে গিয়ে পড়ল। তারা তাকে বলল, তুমি কে? সে বলল, আমি জাসসাসা বা গোয়েন্দা। সে বলল, তোমরা কি আমাকে দেখে আশ্চর্য হচ্ছ? তারা বলল, হ্যাঁ। সে বলল, তবে তোমরা এই ভবনটিতে প্রবেশ করো। তারা সেখানে প্রবেশ করল। তারা সেখানে এক বৃদ্ধকে দেখতে পেল, যে ছিল শিকল দিয়ে আবদ্ধ। সে তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কারা? তারা তাকে তাদের সংবাদ বলল। সে

[৬২৪] সহিহু মুসলিম : ২৯২০

[৬২৫] মাওকুফ।

তাদেরকে বলল, জুগারের ঝরনার খবর কী? আর খেজুর বৃক্ষ ও বাইসানের গাছের অবস্থা কী? তারা তাকে তার অবস্থাও বলল। সে বলল, সেই সত্তার কসম, যার নামে আমি কসম করি, ভূ-পৃষ্ঠের এমন কোনো অঞ্চল থাকবে না, যেখানে আমি আমার এ পা দিয়ে ভ্রমণ করব না, তবে তাবা (অর্থাৎ তাইবা বা পবিত্র শহর তথা মদিনা) ব্যতীত। বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবায়ে কিরাম রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, এটিই তো তাইবা।[৬২৬]

নোট : এ বর্ণনায় দাজ্জাল শুধু মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না বলা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বিশুদ্ধ বর্ণনায় মক্কা ও মদিনা উভয় শহরের কথা এসেছে।

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ : سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي، مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُنَادِي : الصَّلاةُ جَامِعَةٌ، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكُنْتُ فِي النِّسَاءِ اللاتِي تَلِي ظُهُورَ الْقَوْمِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاتَهُ، جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ، ثُمَّ قَالَ : لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلاهُ، ثُمَّ قَالَ : أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلا لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَّالِ، حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلاثِينَ رَجُلا مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامٍ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ ثُمَّ أَرْفَأُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حَيْثُ مَغْرِبُ الشَّمْسِ فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعْرِ، لا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعْرِ، فَقَالُوا : وَيْلَكِ مَا أَنْتِ؟ قَالَ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالُوا : وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَ : أَيُّهَا الْقَوْمُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ، قَالَ : لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلا فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا، حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا، مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ، قُلْنَا : وَيْلَكَ مَا أَنْتَ؟ قَالَ : قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي، فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قُلْنَا : نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ، رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ، فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا، ثُمَّ

---

[৬২৬] সহিহ মুসলিম : ২৯৪২

أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ، كَثِيرُ الشَّعْرِ لا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعْرِ، فَقُلْنَا : وَيْلَكِ! مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قُلْنَا : وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ : اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا وَفَزِعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانًا، فَقَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ، قُلْنَا : عَنْ أَيِّ شَيْءٍ تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ : أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا هَلْ تُثْمِرُ؟ قُلْنَا : نَعَمْ، قَالَ : أَمَا إِنَّهَا يُوشِكُ أَلا تُثْمِرَ، قَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ، قُلْنَا : عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ : هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قُلْنَا : هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، قَالَ : إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ، قَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ، قَالُوا : عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ : هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا : نَعَمْ، هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا، قَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا : قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ ، قَالَ : قَاتَلَتِ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا : نَعَمْ، قَالَ : كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟، فَأَخْبَرْنَاهُ بِأَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ، وَأَطَاعُوهُ، قَالَ : قَالَ لَهُمْ قَدْ كَانَ ذَلِكَ؟ قُلْنَا : نَعَمْ، قَالَ : أَمَا إِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَأَخْرُجُ، فَأَسِيرُ فِي الأَرْضِ، فَلا أَدَعُ قَرْيَةً إِلا وَهَبَطْتُهَا فِي الأَرْبَعِينَ لَيْلَةٍ غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا، كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلائِكَةً يَحْرُسُونَهَا "، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ : هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ يَعْنِي الْمَدِينَةَ، أَلا هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ النَّاسُ : نَعَمْ. وَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيمٍ أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ، أَلا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، قَالَتْ : فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

[৬২৭] ফাতিমা বিনতে কাইস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন আহবানকারীকে বলতে শুনেছি,

'আস-সালাতু জামিআ' বা সালাতের সময় হয়ে গেছে। আমি সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে গেলাম এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। আমি ওইসব মহিলার মধ্যে ছিলাম, যারা (কাতারে) পুরুষদের পেছনে (অন্য নারীদের আগে) থাকত। যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শেষ করে মিম্বরের ওপর বসলেন, তিনি তখন হাসছিলেন। এরপর বললেন, প্রত্যেকেই তার সালাতের জায়াগাতেই বসে থাকো। তারপর তিনি সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কি জানো, কেন তোমাদেরকে একত্র করেছি? সাহাবায়ে কিরাম রা. বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে উৎসাহমূলক কোনো আমল বা ভীতিকর কোনো বিষয় জানানোর জন্য একত্র করিনি। আমি তোমাদেরকে জমা করেছি এজন্য যে, তামিমে দারি ছিল একজন খ্রিষ্টান। সে এসেছে এবং বাইআত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করেছে, আমি তোমাদেরকে এতদিন দাজ্জাল সম্পর্কে যা বলতাম, তার অনুরূপ। সে আমাকে বলেছে, সে লাখাম ও জুজাম গোত্রের ত্রিশজন যাত্রী নিয়ে সাগরের জাহাজে আরোহণ করেছিল। হঠাৎ তারা প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়ে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল। এক মাস পর্যন্ত ঢেউ তাদেরকে নিয়ে খেলা করতে লাগল। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে চলল। অবশেষে ঢেউ তাদেরকে পশ্চিমের একটি অজানা দ্বীপে ঠেলে দিল। লাকড়ির জন্য ছোট নৌকায় করে দ্বীপে গেলে তারা এক আশ্চর্য প্রাণী দেখতে পেল। প্রাণীটি এত মোটা ও ঘন লোমবিশিষ্ট ছিল যে, তার সামনের দিক আর পেছনের দিক নির্ধারণ করা যাচ্ছিল না। তারা তাকে দেখে বলল, তোর নাশ হোক! কে তুই?

সে বলল, আমি জাসসাসা (গোয়েন্দা বা সংবাদবাহক)। জিজ্ঞাসা করা হলো, তা আবার কী? সে বলল, আগে তোমরা ওই গির্জার ভেতরে অবস্থান করা লোকটির কাছে যাও। সে তোমাদের সংবাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তামিম দারি রা. বলেছেন, যখন সে আমাদের একজনের নাম বলল, তখন আমরা এ কথা ভেবে খুব ঘাবড়ে গেলাম যে, সে শয়তান কি না। আমরা তাড়াতাড়ি গির্জায় ঢুকে পড়লাম। দেখলাম, সেখানে শিকলে বাঁধা বিশালাকার এক মানুষ! এমন ভয়ানক আকৃতির মানুষ আমরা ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। তার দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত আর পা গোড়ালি পর্যন্ত মজবুত শিকল দিয়ে বাঁধা। বললাম, ধ্বংস হোক তোর! কে তুই? সে বলল, আমার অবস্থা তো তোমরা দেখেই ফেলেছ! এবার বলো, তোমরা কারা? উত্তরে বললাম, আমরা আরব সম্প্রদায়। এরপর ঝড়ের কবলে পড়ে আমাদের এ করুণ অবস্থা হয়েছে। অবশেষে এ দ্বীপে পৌঁছার যাবতীয় ঘটনা তাকে বিস্তারিত বর্ণনা করলাম। সে জিজ্ঞেস করল, বাইসানের খেজুর গাছগুলোতে কি এখনো খেজুর আছে? বললাম, হ্যাঁ। সে

বলল, অচিরেই ওখানকার গাছগুলোতে খেজুর আসা বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর সে জিজ্ঞেস করল, বুহাইরা তাবরিয়ার হাওড়ে কি পানি আছে? জবাব দিলাম, হ্যাঁ, ওখানে প্রচুর পরিমাণে পানি আছে। সে বলল, অচিরেই তার পানি শুকিয়ে যাবে। এবার সে জিজ্ঞেস করল, জুগারের ঝরনার খবর কী? সে ঝরনা থেকে কি পানি প্রবাহিত হয়? স্থানীয় লোকেরা কি তা থেকে পানি নিয়ে চাষাবাদ করে? বললাম, হ্যাঁ। আবার সে জিজ্ঞেস করল, উম্মি সম্প্রদায়ের নবির খবর কী? তাঁর ব্যাপারে আমাকে খবর দাও! সে কী কী করছে? বললাম, তিনি তো মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে গিয়েছেন। সে জিজ্ঞেস করল, আরবের মানুষেরা কি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেনি? বললাম, যুদ্ধ করেছে। সে আবার জিজ্ঞেস করল, তাদের সঙ্গে তিনি কী আচরণ করেছেন? তাকে সব ঘটনা খুলে বর্ণনা করে বললাম যে, সমগ্র আরবের ওপর তিনি বিজয়ী হয়েছেন। অধিকাংশ আরবই তাকে মেনে নিয়েছে। সে বলল, তাঁকে মেনে নেওয়াই আরবদের জন্য কল্যাণকর। এরপর সে বলল, শোনো, আমি হচ্ছি মাসিহ দাজ্জাল। অচিরেই আমাকে ভূ-পৃষ্ঠে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। আমি বের হয়ে বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করব। পৃথিবীর এমন কোনো শহর থাকবে না, যেখানে আমি প্রবেশ করব না। চল্লিশটি রাত এভাবে ঘুরে বেড়াব, তবে মক্কা ও তাইবা শহরে (অর্থাৎ মদিনায়) আমি প্রবেশ করতে পারব না। এই দুই শহরে প্রবেশ করতে গেলেই একজন ফেরেশতা তলোয়ার উঁচিয়ে আমার গতি রোধ করবে। কারণ, এ শহর দুটির প্রতিটি ফটকে-রাস্তায় ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে।

ঘটনাটি উপস্থিত সাহাবিদের শুনিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাঠি দিয়ে (মদিনার) মাটিতে আঘাত করে বললেন, এটি হচ্ছে তাইবা শহর! এটি হচ্ছে তাইবা শহর! আমি কি তোমাদের নিকট পরিপূর্ণরূপে পৌঁছাতে পেরেছি? উপস্থিত সবাই বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তামিম দারি রা.-এর ঘটনাটি আমাকে চমৎকৃত করেছে। আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল ও মক্কা-মদিনা সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছিলাম, তার ঘটনাটি এর সাথে পুরোপুরি মিলে গেছে। এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জেনে রেখো, দাজ্জাল বর্তমানে শামের সমুদ্রে বা ইয়ামানের সমুদ্রে অবস্থান করছে! না; বরং সে পূর্বদিকে আছে! পূর্বদিকে আছে!! পূর্বদিকে আছে!!! এ বলে তিনি পূর্বদিকে ইঙ্গিত করলেন। ফাতিমা রা. বলেন, আমি এ হাদিসটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সংরক্ষণ করেছি।[৬২৭]

নোট : এখানে বর্ণিত দাজ্জালের প্রশ্নের জায়গাগুলোকে সামনে রেখেই আজ সারা বিশ্ব সাজ সাজ রবে সাজছে। মালহামার যে কথা হাদিসে আছে, তা হবে

---

[৬২৭] প্রাগুক্ত।

এসব অঞ্চলেই। বাইসান আর তাবারিয়া হ্রদের পাশেই ঐতিহাসিক হিত্তিনের যুদ্ধে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি রহ. খ্রিষ্ট বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। এখানেই হয়েছিল বিখ্যাত আইনে জালুতের লড়াই। ভবিষ্যতের ইসলাম ও কুফরের চূড়ান্ত লড়াইও এসব এলাকার আশপাশেই হবে। এই যুদ্ধক্ষেত্রকে পরিচালনা করার জন্য অতীতে যেমন খ্রিষ্ট বাহিনী বাইতুল মুকাদ্দাসকে তাদের যুদ্ধ পরিচালনা কেন্দ্র বানিয়েছিল, আবারও তারা সেটিকেই তাদের কেন্দ্র বানাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে আমেরিকার সরকার সে বাইতুল মুকাদ্দাসের এলাকাকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা করে বসেছে। তবে পার্থক্য হচ্ছে, আগের যুদ্ধগুলোতে বাইতুল মুকাদ্দাস অক্ষত ছিল, কিন্তু এ যুদ্ধের আগেই ইহুদি ও খ্রিষ্টান বিশ্ব তা ধ্বংস করে সেখানে হাইকেলে সুলাইমান বা সুলাইমান টেম্পল তৈরি করতে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছে। কাফিররা দাজ্জাল আগমনের জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রাখলেও আমাদের মুসলিম সমাজের অধিকাংশই আজ এ ব্যাপারে চরম উদাসীন।

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ : قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رَكِبَ الْبَحْرَ فَتَاهَتْ بِهِ سَفِينَتُهُ فَسَقَطَ إِلَى جَزِيرَةٍ فَخَرَجَ إِلَيْهَا يَلْتَمِسُ الْمَاءَ، فَلَقِيَ إِنْسَانًا يَجُرُّ شَعْرَهُ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ : ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، قَدْ وَطِئْتُ الْبِلَادَ كُلَّهَا غَيْرَ طَيْبَةَ، فَأَخْرَجَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى النَّاسِ فَحَدَّثَهُمْ، قَالَ : هَذِهِ طَيْبَةُ وَذَاكَ الدَّجَّالُ.

[৬২৮] ফাতিমা বিনতে কাইস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তামিমে দারি রা. নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসলেন। তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন যে, তিনি সাগর ভ্রমণে ছিলেন। জাহাজ তাকে নিয়ে চক্কর দিয়ে ফিরতে শুরু করল এবং একটি দ্বীপে গিয়ে পড়ল। সেখানে তিনি পানির সন্ধানে বের হলেন। সেখানে তিনি এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলেন, যে তার চুল (অতি লম্বা হওয়ার কারণে) টেনে টেনে চলছে। এরপর অবশিষ্ট হাদিস বর্ণনা করলেন। সেখানে তিনি বলেন, এরপর সে বলল, যখন আমাকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে, তখন আমি তাইবা (মদিনা) ব্যতীত সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করে বেড়াব। এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের সামনে গিয়ে হাদিস বর্ণনা করলেন এবং বললেন, এটি হচ্ছে তাইবা এবং সে হচ্ছে দাজ্জাল।[৬২৮]

---

[৬২৮] প্রাগুক্ত।

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مِنْ أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ، مَعَهُ قَوْمٌ، وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ.

[৬২৯] আবু বকর সিদ্দিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, দাজ্জাল পূর্বদিকের খোরাসান নামক এক অঞ্চল থেকে বের হবে। তার সঙ্গে এমন এক জাতি থাকবে, যাদের চেহারা হবে ঢালের মতো স্ফীত।[৬২৯]

عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الدَّجَّالُ خَارِجٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مِنْ أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ، مَعَهُ أَقْوَامٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ.

[৬৩০] আমর বিন হুরাইস রহ. থেকে বর্ণিত, আবু বকর রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, দাজ্জাল পূর্বদিকের খোরাসান নামক একটি অঞ্চল থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। তার সঙ্গে কিছু লোক থাকবে, যাদের চেহারা হবে ঢালের মতো স্ফীত চওড়া।[৬৩০]

নোট : অন্য হাদিসে আছে দাজ্জাল ইরানের ইস্পাহান অঞ্চল থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। এ দুই হাদিসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ, খোরাসান বলতে বিস্তৃত একটি অঞ্চলকে বুঝায়, যার মাঝে ইরানেরও তার কিছু অংশ রয়েছে। আর সে কারণেই হয়তো এ হাদিসে খোরাসান নামক এলাকা থেকে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ : يَتْبَعُ الدَّجَّالَ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ.

[৬৩১] ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস বিন মালিক রা.-কে বলতে শুনেছি, ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইহুদি দাজ্জালের অনুগামী হবে, যারা তাইলাসি কাপড় পরিহিত থাকবে।[৬৩১]

নোট : এ হাদিসে একটি বিষয় লক্ষণীয়, আর তা হচ্ছে ইস্পাহান বা ইরানের সত্তর হাজার ইহুদি দাজ্জালের অনুসরণ করবে। ইরানে এত ইহুদি কোথা থেকে

---

[৬২৯] সহিহ। সুনানুত তিরমিজি : ২৩৫২; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৭২

[৬৩০] প্রাগুক্ত।

[৬৩১] সহিহ, মাওকুফ। হাদিসটি মারফু হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। সহিহু মুসলিম : ২৯৪৪

আসবে? ইরান তো শিয়াপ্রধান রাষ্ট্র, যারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে। তবে ইহুদি কোথা থেকে আসবে? এর উত্তরে বলতে হয়, তবে কি শিয়ারা মুসলমান নয়? নাকি ইহুদিরা ইরান দখল করে নেবে? পরের সম্ভাবনাটি খুবই কম; বরং প্রথমটি নিয়ে ভাবলেই উত্তর পাওয়া সহজ হয়ে যাবে। কেননা, বিশ্বের সকল হকপন্থী উলামায়ে কিরাম ফতোয়া হচ্ছে, শিয়া ইসনা আশারার সবাই কাফির। ইরানের প্রায় অধিকাংশ নাগরিক শিয়া ইসনা আশারার অনুসারী। তাদের আসল ও আদি সম্পর্ক হচ্ছে ইহুদিদের সঙ্গে। তারা মূলত ইহুদিদেরই একটি অংশ বলে মনে হচ্ছে। এই ইহুদিরাই মুসলমানদের মাঝে বিরোধকে উস্কে দেওয়ার জন্য একটি দল তৈরি করেছিল, যারা খলিফায়ে রাশিদ উসমান রা.-কে শহিদ করেছে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ، وَقَالَ ﷺ : مَا مِنْ بَلَدٍ إِلا سَيَدْخُلُهُ الدَّجَّالُ إِلا الْحَرَمَيْنِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ.

[৬৩২] আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইহুদি দাজ্জালের অনুগামী হবে। যারা তাইলাসি কাপড় পরিহিত থাকবে। তিনি আরও বলেন, মক্কা ও মদিনা ব্যতীত দাজ্জাল প্রতিটি শহরেই প্রবেশ করবে।[৬৩২]

حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَلَسَ مَجْلِسًا فَحَدَّثَهُمْ عَنِ الدَّجَّالِ، فَقَالَ : اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَأَنَّ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٌ أَوْ غَيْرُ كَاتِبٍ.

[৬৩৩] আসমা বিনতে ইয়াজিদ রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি আসরে বসে তাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা মনে রেখো, আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ সত্তা, তিনি অন্ধ নন। অপরদিকে দাজ্জাল হবে অন্ধ, তার চোখ লেপ্টানো থাকবে। তার দু'চোখের মাঝে লিখা থাকবে 'কাফির'। তা শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রত্যেক মুমিনই পড়তে পারবে।[৬৩৩]

---

[৬৩২] সহিহু মুসলিম : ২৯৪৪

[৬৩৩] হাসান, তবে এ সনদটি দুর্বল। মুসনাদু আহমাদ : ৬/৪৫৩, ৪৫৫, ৪৫৯

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلا أُخْبِرُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيثًا مَا حَدَّثَهُ مَا نَبِيٌّ قَوْمَهُ، إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ مِثْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ، وَإِنِّي أُنْذِرُكُمْ بِهِ كَمَا أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ.

[৬৩৪] আবু সালামা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা রা.-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে একটি হাদিস বলব না, যা কোনো নবি তাঁর সম্প্রদায়কে বলে যাননি? আর তা হচ্ছে, সে (দাজ্জাল) হবে অন্ধ। তার সঙ্গে জান্নাত-জাহান্নামের সদৃশ্য কিছু থাকবে। যেটাকে সে জান্নাত বলবে, তা হবে বস্তুত জাহান্নাম। আমি তোমাদেরকে সেভাবেই সতর্ক করছি, যেভাবে নুহ আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিলেন।[৬৩৪]

নোট : দাজ্জাল সম্পর্কে বর্তমানে অনেকেই বলে যে, দাজ্জাল কোনো রক্তমাংসের মানুষ নয়; বরং বর্তমানের ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতাই হলো দাজ্জাল। এরা মূলত মূর্খতা ও অজ্ঞতাবশত কিংবা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এসব কথা বলে থাকে। নইলে এতসব স্পষ্ট হাদিসে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, দাজ্জাল রক্ত-মাংসের একজন মানুষ হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে ইবনে সাইয়াদ ও তামিম দারি রা.-এর ঘটনা এবং সর্বশেষ ইসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক দাজ্জাল হত্যার হাদিস ইত্যাদি সামনে রাখলে সামান্য সন্দেহ হওয়ারও অবকাশ থাকে না যে, সে একজন মানুষ। বিভিন্ন হাদিসে পরিষ্কার বলা হয়েছে, তার মা-বাবা কেমন হবে, কোথায় জন্ম নেবে, কোথায় অবস্থান করবে, কোথা থেকে আত্মপ্রকাশ করবে, কখন আত্মপ্রকাশ করবে, কোন অঞ্চল দখল করবে, তার বাহন কেমন হবে, গতি কেমন হবে, তার চোখ-চুল ইত্যাদি কেমন হবে, কতদিন পৃথিবীতে অবস্থান করবে, কোথায় প্রবেশ করতে পারবে, কোথায় করতে পারবে না। সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা হাদিসে দেওয়া হচ্ছে, তারপরও তার মানুষ হওয়া নিয়ে সন্দেহের আর কী আছে?! এ ব্যাপারে সচেতন কোনো মুমিন বিভ্রান্ত হতে পারে না।

যারা বলেন, দাজ্জাল ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতার নাম, তাদেরকে বলব, হাদিসে আছে, দাজ্জাল মক্কা-মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। আজ কি এসব জায়গায়, ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতা প্রবেশ করেনি? সন্দেহ থাকলে চোখ-কান খোলা রেখে এসব এলাকা থেকে একটু ঘুরে আসুন। এরপর বলুন, ইহুদি-

---

[৬৩৪] সহিহুল বুখারি : ২৯৩৬

খ্রিষ্টান সভ্যতাই যদি দাজ্জাল হয়, তাহলে সে সভ্যতা মক্কা-মদিনায় কীভাবে প্রবেশ করল?

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيثًا لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَبِيٌّ قَبْلِي، إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ مِثْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ : إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ، وَالَّتِي يَقُولُ : إِنَّهَا النَّارُ هِيَ الْجَنَّةُ.

[৬৩৫] আবু সালামা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা রা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে একটি হাদিস বলব না, যা কোনো নবি তার সম্প্রদায়কে বলে যাননি? আর তা হচ্ছে, সে হবে অন্ধ। তার সঙ্গে জান্নাত-জাহান্নামের সদৃশ্য কিছু থাকবে। যেটাকে সে জান্নাত বলবে, তা হবে বস্তুত জাহান্নাম। আর যেটাকে সে জাহান্নাম বলবে, সেটি হবে মূলত জান্নাত।[৬৩৫]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : يُجَيِّشُ الرُّومُ فَيَسْتَمِدُّ أَهْلُ الإِسْلامِ فَيَسْتَغِيثُونَ فَلا يَتَخَلَّفُ عَنْهُمْ مُؤْمِنٌ، قَالَ : فَيَهْزِمُونَ الرُّومَ حَتَّى يَنْتَهُوا بِهِمْ إِلَى أُسْطُوَانَةٍ قَدْ عَرَفُوا مَكَانَهَا، فَبَيْنَمَا هُمْ عِنْدَهَا إِذَا جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ، أَلا إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَ فِي عِيَالِكُمْ، فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيُقْبِلُونَ نَحْوَهُ.

[৬৩৬] আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, রোমবাসীরা সৈন্য সমাহার ঘটাবে। তখন ইসলামের অনুসারীগণ সাহায্য চেয়ে পাঠালে তারা সাহায্য পাবে। তাদেরকে সাহায্য করা থেকে কোনো মুমিন পিছপা হবে না। তিনি বলেন, অতঃপর তারা রোমীয় সৈন্যদের এমনভাবে পরাজিত করবে যে, তারা (তাদেরকে ধাওয়া করতে করতে) এমন এক স্তম্ভের কাছে গিয়ে পৌঁছে যাবে, যেখানকার জায়গা তারা চিনে নেবে। এমন সময় এক আহবানকারী এসে বলবে, সাবধান! দাজ্জাল তোমাদের পেছনে তোমাদের পরিবারের ওপর চড়াও হয়েছে। সুতরাং তারা তাদের হাতের (গনিমতের) সবকিছু ফেলে সেদিকে এগিয়ে যাবে।[৬৩৬]

---

[৬৩৫] প্রাগুক্ত।

[৬৩৬] সহিহ, মাওকুফ।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَجِيءُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَنْزِلَ بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ تَرْجُفُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ.

[৬৩৭] আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দাজ্জালের আগমন হবে এবং সে মদিনার এক পাশে অবস্থান নেবে। সে (পা দ্বারা) তিনবার ভূ-কম্পন সৃষ্টি করবে, যার কারণে (মদিনা থেকে) প্রতিটি কাফির ও মুনাফিক বেরিয়ে আসবে।[৬৩৭]

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَجِيءُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَنْزِلَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ فَتَرْجُفُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ.

[৬৩৮] আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দাজ্জালের আগমন হবে এবং সে মদিনার এক পাশে অবস্থান নেবে। সে (পা দ্বারা) তিনবার ভূকম্পন সৃষ্টি করবে। যার কারণে (মদিনা থেকে) প্রতিটি কাফির ও মুনাফিক বেরিয়ে আসবে।[৬৩৮]

حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلا عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ صَافِّينَ تَحْرُسُهَا، فَيَنْزِلُ بِالسَّبْخَةِ فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ يَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ.

[৬৩৯] আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মক্কা-মদিনা ব্যতীত এমন কোনো শহর থাকবে না, যেখানে দাজ্জালের পদচারণা হবে না। মক্কা-মদিনার প্রতিটি প্রবেশ পথেই কিছু ফেরেশতা থাকবে সারিবদ্ধভাবে, যারা তা পাহারা দেবে। সে (মদিনার অদূরে) সাবখা নামক স্থানে অবতরণ করবে এবং (পা দ্বারা) তিনবার ভূকম্পন সৃষ্টি করবে, যার কারণে প্রতিটি কাফির ও মুনাফিক বেরিয়ে আসবে।[৬৩৯]

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا، فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : هَذِهِ طَيْبَةُ يَعْنِي الْمَدِينَةَ مَرَّتَيْنِ، لا يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ لَيْسَ مِنْهَا نَقْبٌ إِلا عَلَيْهِ مَلَكٌ شَاهِرٌ السَّيْفَ.

---

[৬৩৭] সহিহুল বুখারি : ১৮৮১, ৭১২৪, ৭১৩৪, ৭৪৭৩; সহিহু মুসলিম : ২৯৪৩

[৬৩৮] প্রাগুক্ত।

[৬৩৯] প্রাগুক্ত।

[৬৪০] ফাতিমা বিনতে কাইস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (ঘর থেকে) বের হয়ে এসে মিম্বরের ওপর বসলেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটি হচ্ছে তাইবা অর্থাৎ মদিনা। কথাটি তিনি দু'বার বললেন। এখানে দাজ্জাল প্রবেশ করবে না। তার প্রতিটি প্রবেশপথেই একজন ফেরেশতা তলোয়ার উঁচিয়ে পাহারারত থাকবে।[৬৪০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونَ وَلَا الدَّجَّالُ.

[৬৪১] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মদিনার প্রবেশপথগুলোতে অনেক ফেরেশতা থাকবেন। এতে কোনো প্লেগ রোগ এবং দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।[৬৪১]

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ الْمَدِينَةَ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ.

[৬৪২] আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, মাসিহ দাজ্জালের কোনো ভীতি মদিনায় প্রবেশ করবে না। সেদিন মদিনার সাতটি প্রবেশপথ থাকবে, যার প্রতিটিতে দু'জন করে ফেরেশতা থাকবে।[৬৪২]

عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ: قِيلَ يَوْمًا عِنْدَ حُذَيْفَةَ: قَدْ خَرَجَ الدَّجَّالُ، فَقَالَ: لَقَدْ أَفْلَحْتُمْ إِنْ خَرَجَ وَأَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فِيكُمْ، وَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ حَتَّى لَا يَكُونَ غَائِبٌ أَحَبُّ إِلَى النَّاسِ مِنْهُ مِمَّا يَلْقَوْنَ مِنَ الشَّرِّ.

[৬৪৩] সিলা বিন জুফার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হুজাইফা রা.-এর নিকট বলা হলো, দাজ্জাল বেরিয়ে গেছে, একথা শুনে তিনি বললেন, তোমরা সফলকাম, যদি তোমাদের মাঝে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গীগণ থাকাবস্থায় তার আবির্ভাব ঘটে। (কিন্তু স্মরণ রেখো,)

---

[৬৪০] হাসান, তবে এ সনদটি দুর্বল। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৭৪

[৬৪১] সহিহুল বুখারি : ১৮৮০, ৫৭৩১, ৭১১৩; সহিহ মুসলিম : ১৩৭৯

[৬৪২] সহিহুল বুখারি : ১৮৭৯, ৭১২৫, ৭১২৬

ততক্ষণ পর্যন্ত তার আবির্ভাব ঘটবে না, যতক্ষণ না মানুষদের কাছে তাদের সাথে ঘটা মন্দের চেয়ে অদৃশ্য কোনো বিষয়ই অধিক প্রিয় হবে।[৬৪৩]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

[৬৪৪] আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এই দুআ সেভাবেই শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি তাদেরকে কুরআনে আয়াত শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে জাহান্নামের আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কবরের আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, মাসিহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[৬৪৪]

عَنْ عَمْرِو بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ لِلنَّاسِ وَهُوَ يُحَذِّرُهُمْ فِتْنَةَ الدَّجَّالِ : إِنَّهُ لَيْسَ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ حَتَّى يَمُوتَ، وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَأُهُ كُلُّ مَنْ كَرِهَ عَمَلَهُ.

[৬৪৫] আমর বিন সাবিত আনসারি রহ. বলেন, তাকে কিছু সাহাবি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে লক্ষ্য করে বলছিলেন, - যখন তিনি তাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করছিলেন- মনে রেখো, তোমাদের কেউ মৃত্যুর পূর্বে তার রবকে দেখতে পারবে না। আর দাজ্জালের দু'চোখের মাঝে লেখা থাকবে, 'কাফির'। লেখাটি তারাই পড়তে পারবে, যারা তার কাজকে (অন্তর থেকে) অপছন্দ করবে।[৬৪৫]

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : الدَّجَّالُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَفَرَ أَيْ كَافِرٌ.

---

[৬৪৩] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

[৬৪৪] সহিহুল বুখারি : ১৩৭৭

[৬৪৫] সহিহ। সুনানুত তিরমিজি : ২৩৫০

[৬৪৬] কাতাদা রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দাজ্জালের দু'চোখের মাঝে লেখা থাকবে, 'কাফারা' অর্থাৎ 'কাফির'।[৬৪৬]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَفَرَ ثُمَّ تَهَجَّاهَا كَفَرَ يَقْرَأُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ.

[৬৪৭] আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দাজ্জাল হবে চোখামুছা। তার দু'চোখের মাঝে লেখা থাকবে 'কাফারা'। এরপর তিনি 'কাফারা' শব্দটিকে (আলাদাভাবে) বানান করে বললেন। প্রতিটি (প্রকৃত) মুসলমানই তা পড়তে পারবে।[৬৪৭]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ، قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ، أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ لِي : الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ لِي الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ.

[৬৪৮] আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাকে কাবার পাশে এক রাতে স্বপ্নে দেখানো হলো। আমি স্বপ্নে তাম্রবর্ণের একজন লোক দেখতে পেলাম, যিনি ছিলেন তোমার দেখা মানবসন্তানের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন। তার কাঁধে বাবরি চুল ছিল, যা তোমার দেখা বাবরি চুলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। তিনি তা চিরুনি করেছেন, যার কারণে তার সে চুল বেয়ে টপ টপ করে পানি ঝরছে। তিনি দুইজন ব্যক্তির ওপর বা (বলেছেন,) দুইজন ব্যক্তির কাঁধের ওপর ভর দিয়ে আছেন। তিনি কাবা তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যক্তি কে? আমাকে কেউ বলল, ইনি হলেন মাসিহ ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম। এরপর আমি আরেক ব্যক্তির পাশে গেলাম, যার ছিল কুকড়ানো চুল এবং ডান চোখ

---

[৬৪৬] সহিহুল বুখারি : ৭১৩১, ৭৪০৮; সহিহু মুসলিম : ২৯৩৩

[৬৪৭] প্রাগুক্ত।

অন্ধ। যেন তা একটি ঝুলে থাকা আঙুর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কে? আমাকে বলা হলো, এ হচ্ছে মাসিহ দাজ্জাল।[৬৪৮]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ : إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ، عَيْنُهُ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ.

[৬৪৯] ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের কথা মানুষের মাঝে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের মহান রব অন্ধ নন, অপরদিকে মাসিহ দাজ্জাল হচ্ছে অন্ধ। তার ডান চোখ হবে ঝুলে থাকা আঙুরের ন্যায়।[৬৪৯]

عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلا وَقَدْ وَصَفَ الدَّجَّالَ لأُمَّتِهِ وَلأَصِفَنَّهُ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي، إِنَّهُ أَعْوَرُ وَاللَّهُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ.

[৬৫০] দাউদ বিন আমির বিন সাদ রহ. তার বাবা সূত্রে তার দাদা (সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সব নবিই তার উম্মতদেরকে দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য জানিয়েছেন। আর আমি তোমাদেরকে তার এমন একটি বৈশিষ্ট্যের কথা শোনাব, যা আমার পূর্বে কেউ বলেননি। সে হবে অন্ধ; অথচ আল্লাহ তাআলা অন্ধ নন।[৬৫০]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ الْمَسِيحَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنُ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ.

[৬৫১] ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মাঝে দাজ্জালের কথা আলোচনা করলেন। বললেন, নিশ্চয়ই

---

[৬৪৮] সহিহুল বুখারি : ৩৪৪০, ৩৪৪১, ৫৯০২, ৬৯৯৯, ৭০২৬, ৭১২৮; সহিহু মুসলিম : ১৬৯

[৬৪৯] সহিহুল বুখারি : ৩৪৩৯, ৭১২৩, ৭৪০৭; সহিহু মুসলিম : ৬৯

[৬৫০] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ১৫২৬

আল্লাহ অন্ধ নন। আর দাজ্জালের ডান চোখ হবে অন্ধ। তার চোখটি হবে ঝুলে পড়া আঙুরের ন্যায়।[৬৫১]

عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : خَرَجَ إِلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ يَوْمًا وَنَحْنُ نَذْكُرُ الدَّجَّالَ، قَالَ : فَقَالَ : مَا بَالُ الْقَوْمِ؟ قُلْتُ : كُنَّا نَذْكُرُ الدَّجَّالَ، فَقَالَ : أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَعْجَلَ الشَّيْءِ أَنْ يُذْكَرَ، فَكَيْفَ صَبْرُكُمْ، وَالْقَوْمُ طَاعِمُونَ وَأَنْتُمْ جِيَاعٌ؟ وَكَيْفَ صَبْرُكُمْ وَالْقَوْمُ آمِنُونَ وَأَنْتُمْ خَائِفُونَ؟، وَكَيْفَ صَبْرُكُمْ وَالْقَوْمُ فِي الظِّلِّ وَأَنْتُمْ فِي الضِّحِّ؟، أَلَا إِنَّهُ يُؤَجَّلُ فِيكُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُونُ فِيهِنَّ، وَيُسَلَّطُ عَلَى الْأَرْضِ وَتُطْوَى لَهُ طَيَّ الْفَرْوَةِ، وَلَعَلَّ الْيَوْمَ يَكُونُ مِثْلَ الْجُمُعَةِ، وَلَعَلَّ الْجُمُعَةَ تَكُونُ مِثْلَ الشَّهْرِ، وَلَعَلَّ الشَّهْرَ يَكُونُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ مِنَ السَّنَةِ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَحْسِبُ الْأَيَّامَ فَشَغَلَنِي ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ قَوْلِهِ، فَانْتَبَهْتُ وَهُوَ يَقُولُ : فَتُقَاتِلُونَهُمْ فَتَقْتُلُونَهُمْ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ : يَا مُسْلِمُ أَوْ يَا مُؤْمِنُ هَذَا يَهُودِيٌّ عِنْدِي فَاقْتُلْهُ وَحَتَّى الشَّجَرَةُ مِثْلَ ذَلِكَ.

[৬৫২] আশআস বিন আবিশ শাসা মুহারিবি রহ. সূত্রে তার বাবা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন ইবনে মাসউদ রা. আমাদের কাছে আগমন করলেন, যখন আমরা দাজ্জালের আলোচনা করছিলাম। তিনি আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, লোকেদের কী হয়েছে? আমি বললাম, আমরা দাজ্জালের কথা আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা কি জানো না, সবচেয়ে দ্রুততম বিষয় হচ্ছে, তার আলোচনা করা হবে। তোমরা কীভাবে ধৈর্য ধারণ করবে, যখন লোকেরা খাবারের স্বাদ ভক্ষণ করবে, আর তোমরা থাকবে ক্ষুধার্ত? তোমরা কীভাবে ধৈর্য ধারণ করবে, যখন লোকেরা নিশ্চিন্তে নিরাপদে থাকবে, আর তোমরা থাকবে ভীতসন্ত্রস্ত? তোমরা কীভাবে ধৈর্য ধারণ করবে, যখন লোকেরা থাকবে ছায়ায়, আর তোমরা থাকবে রৌদ্রে? জেনে রেখো, সে তোমাদের মাঝে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। আল্লাহই ভালো জানেন, সেদিনগুলোতে কী ঘটবে। পৃথিবীর ওপর তাকে চাপিয়ে দেওয়া হবে। পৃথিবীকে তার জন্য পশমের পোশাকের মতো ভাঁজ করে দেওয়া হবে। তখন একদিন হবে এক সপ্তাহের মতো, এক সপ্তাহ হবে এক মাসের মতো এবং এক মাস হবে সে হিসেবে এক বছরের মতো। তিনি (আবুশ শাসা রহ.) বলেন, আমি তখন দিন গণনার হিসাব শুরু করলাম। এতে আমার তাঁর কিছু কথা ছুটে

---

[৬৫১] সহিহুল বুখারি : ৩৪৩৯, ৭১২৩, ৭৪০৭; সহিহু মুসলিম : ৬৯

গেল। এরপর আমি সজাগ হলাম, যখন তিনি বলছিলেন, অতঃপর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে হত্যা করবে। এমনকি পাথর বলবে, হে মুসলিম, অথবা বলবে, হে মুমিন, এই যে একজন ইহুদি আমার কাছে রয়েছে; তাকে হত্যা করো। অনুরূপ গাছও একই কাণ্ড ঘটাবে।[৬৫২]

عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الدَّجَّالِ : إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا، فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ، وَمَاؤُهُ نَارٌ.

[৬৫৩] হুজাইফা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, দাজ্জালের সঙ্গে পানি ও আগুন থাকবে। সুতরাং তার আগুনটি হবে মূলত শীতল পানি আর তার পানি হবে আগুন।[৬৫৩]

عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ : إِذَا خَرَجَ الدَّجَّالُ كَانَ النَّاسُ ثَلَاثَ فِرَقٍ : فِرْقَةٌ تُقَاتِلُهُ، وَفِرْقَةٌ تَفِرُّ مِنْهُ، وَفِرْقَةٌ تُشَايِعُهُ، فَمَنِ اسْتَحْرَزَ مِنْهُ فِي رَأْسِ جَبَلٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَتَاهُ رِزْقُهُ، وَأَكْثَرُ مَنْ يُشَايِعُهُ مِنَ الْمُصَلِّينَ أَصْحَابُ الْعِيَالِ يَقُولُونَ : إِنَّا لَنَعْرِفُ ضَلَالَتَهُ، وَلَكِنْ لَا نَسْتَطِيعُ تَرْكَ عِيَالِنَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ، وَتُسَخَّرُ لَهُ أَرْضَانِ : أَرْضٌ جَدْبَةٌ كَرِيهَةٌ، يَقُولُ : هَذِهِ النَّارُ، وَأَرْضٌ خَضِرَةٌ حَسَنَةٌ، يَقُولُ : هَذِهِ الْجَنَّةُ، وَيُبْتَلَى الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى يَقُولَ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ : وَاللَّهِ مَا نَصْبِرُ عَلَى هَذَا، لَأَخْرُجَنَّ إِلَى هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَبِّي فَإِنْ كَانَ رَبِّي فَمَا أَنَا بِسَابِقِهِ، وَلَأَسْتَرِيحَنَّ مِمَّا أَنَا فِيهِ، فَيَقُولُ لَهُ الْمُسْلِمُونَ : اتَّقِ اللَّهَ، فَإِنَّهُ الْبَلَاءُ، فَيَأْبَى فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَبْصَرَهُ الْمُؤْمِنُ شَهِدَ عَلَيْهِ بِالضَّلَالَةِ وَالْكُفْرِ وَالْكَذِبِ، فَيَقُولُ الْأَعْوَرُ : انْظُرُوا إِلَى هَذَا الَّذِي خَلَقْتُهُ وَهَدَيْتُهُ وَهُوَ يَشْتُمُنِي، أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنَا قَتَلْتُهُ ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ أَتَشُكُّونَ فِيَّ؟ فَيَقُولُونَ : لَا، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً فَيَشُقُّهُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يَضْرِبُهُ الْأُخْرَى، فَيَعِيشُ، فَيَزِيدُ الْمُؤْمِنَ فِيهِ بَصِيرَةً، وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ وَالْكَذِبِ، وَلَا يُسَخَّرُ لَهُ أَنْ يُحْيِيَ غَيْرَهُ، فَيَقُولُ : انْظُرُوا إِلَيْهِ قَتَلْتُهُ ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ وَهُوَ يَشْتُمُنِي، قَالَ : وَمَعَ الْأَعْوَرِ سِكِّينٌ فَيُجَأُ بِهَا الْمُؤْمِنَ فَيَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السِّكِّينِ نُحَاسٌ، فَلَا يَحِيكُ فِي الْمُؤْمِنِ، فَيَأْخُذُ الْأَعْوَرُ الْمُؤْمِنَ فَيَحْمِلُهُ، فَيَقُولُ :

---

[৬৫২] সহিহ, মাওকুফ। হাদিসটি বিশুদ্ধ সূত্রে মারফু হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে।

[৬৫৩] সহিহুল বুখারি : ৩৪৫০, ৭১৩০; সহিহু মুসলিম : ২৯৩৪

أَلْقُوهُ فِي النَّارِ، فَيُلْقَى فِي تِلْكَ الْأَرْضِ الْجَدْبَةِ الْكَرِيهَةِ الَّتِي يَزْعُمُ أَنَّهَا النَّارُ، وَإِنَّهَا لَبَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ فِيهَا.

[৬৫৪] আবু মিজলাজ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন দাজ্জাল বের হবে, তখন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে। একদল তার সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। আরেকদল তার থেকে পলায়ন করবে। আরেকদল তার অনুসারী হবে। সুতরাং যে তার থেকে পলায়ন করতঃ পাহাড়ের শৃঙ্গে চল্লিশ দিনের জন্য আশ্রয় নেবে, তার কাছে তার রিজিক আসতে থাকবে। আর তার অধিকাংশ সমর্থক হবে ওইসব নামাজি ব্যক্তি, যাদের সন্তানাদি ও পরিবার থাকবে। তারা বলবে, আমরা তার ভ্রান্তি সম্পর্কে অবশ্যই অবগত, তবে (ক্ষুধা-কষ্টে) আমাদের পরিবারবর্গকে ছাড়তে পারছি না। সুতরাং যারা এমনটি করবে, তারা তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। দুই প্রকারের জমিনকে তার অধিনস্থ করে দেওয়া হবে। এক প্রকার হচ্ছে এমন ভূমি, যা শুষ্ক ও অনুর্বর। সে বলবে, এটি হচ্ছে জাহান্নাম। আরেক প্রকারের জমি হবে সবুজশ্যামল ও উর্বর। সে বলবে, এটি হচ্ছে জান্নাত। মুমিনদেরকে পরীক্ষায় ফেলে দেওয়া হবে। এমনকি এক মুমিন বলবে, আল্লাহর কসম, আমরা এর (এত ক্ষুধা-কষ্টের) ওপর ধৈর্য ধরতে পারব না। আমি অবশ্যই এই ব্যক্তির উদ্দেশে বেরিয়ে যাব, যে বলে যে, সে আমার রব। সে যদি আমার রব হয়, তবে আমি তার বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারব না। আর আমি যে (কষ্টের) অবস্থায় আছি, তা থেকে নিষ্কৃতি পাব। তখন মুসলমানগণ তাকে বলবে, আল্লাহকে ভয় করো। সে (দাজ্জাল) হলো একটি পরীক্ষা। কিন্তু সে অস্বীকার করে দাজ্জালের উদ্দেশে বের হয়ে যাবে। যখন মুমিন ব্যক্তি তার দিকে তাকাবে, তখন সে তার ব্যাপারে গোমরাহি, কুফর ও মিথ্যারোপের সাক্ষ্য দেবে। তখন অন্ধ (দাজ্জাল) বলবে, তোমরা এই লোকটিকে দেখো, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি এবং পথপ্রদর্শন করেছি; অথচ সে আমাকে গালি দিচ্ছে। তোমরা কী বলো, যদি আমি তাকে হত্যা করে আবার জীবিত করি, তবে কি তোমরা আমার (রব হওয়ার) ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করবে? লোকেরা বলবে, না। তখন সে তাকে এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। এরপর পুনরায় আঘাত করলে সে জীবিত হয়ে যাবে। এতে তার (দাজ্জাল হওয়ার) ব্যাপারে মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি আরও বৃদ্ধি পাবে এবং তার ব্যাপারে সে কুফর ও মিথ্যারোপের সাক্ষ্য দেবে। তাকে আর এই ক্ষমতা দেওয়া হবে না যে, সে আর কাউকে হত্যা করে জীবিত করবে। সে এবার বলবে, তোমরা দেখো, আমি তাকে হত্যা করেছি আবার জীবিত করেছি; অথচ সে আমাকে গালমন্দ করছে। তিনি বলেন, অন্ধের সঙ্গে একটি চাকু থাকবে। অতঃপর মুমিনকে তার কাছে নিয়ে আসা হবে। তখন তার মাঝে ও ছুরির মাঝে একটি তামা প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে, যার কারণে তা মুমিনের ওপর

কার্যকর হবে না। এবার অন্ধ (দাজ্জাল) মুমিন ব্যক্তিকে ধরে (তার সৈন্যদেরকে) বলবে, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। তাকে সে অনুর্বর ভূমিতে নিক্ষেপ করা হবে, যাকে সে জাহান্নাম মনে করে; অথচ তা হবে জান্নাতের দরজাসমূহের একটি দরজা, যা দিয়ে মুমিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৬৫৪]

নোট : দেখুন হাদিসে কী বলা হচ্ছে, 'তার অধিকাংশ অনুসারী হবে ওইসব নামাজি ব্যক্তি, যাদের সন্তানাদি ও পরিবার-পরিজন থাকবে। তারা বলবে, আমরা তার ভ্রান্তির কথা সম্পর্কে অবশ্যই অবগত, তবে আমাদের পরিবারবর্গকে তো আর ক্ষুধা-কষ্টে রেখে ত্যাগ করতে পারি না। সুতরাং যারা এমনটি করবে, তারা তার দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।'

আজ যেমনটি আমরা বলে বেড়াই, আরে ভাই, আমি জানি বিষয়টি ঠিক নয়, তবে পরিবার বা সমাজের কথা মাথায় রেখে তো চলতে হবে নাকি!? ঠিক তাদের কথার সুরেই বলা হচ্ছে, যা হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন।

আমার প্রিয় মুসলিম ভাইদেরকে বলব, আমরাও কিন্তু আজ এসব কথা বলে অনেক নাজায়িজ বা শরিয়ত গর্হিত কাজ করে বসছি। পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য আজ আমরা এমন কত কিছুকেই জায়িজ বানিয়ে নিচ্ছি! আজ যদি আমরা একটু ত্যাগের চর্চা করতে না পারি, তবে কিন্তু যেদিন দাজ্জাল সবকিছুকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেবে। আমার গ্রামের মাতব্বরের হাতেও কিছু থাকবে না, আমার বসও সেদিন তার সামনে অসহায় হয়ে পড়বে। তখন আর ইমান চর্চা করার সময় পাওয়া যাবে না। তাই আজ থেকেই দ্বীনি বিষয়ে আমাদের কুরবানি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার চর্চা বাড়ানো দরকার, যেন দাজ্জালের অনুদান গ্রহণ না করে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করতে পারি।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : أَوَّلُ مِصْرَ مِنْ أَمْصَارِ الْعَرَبِ يَدْخُلُهُ الدَّجَّالُ الْبَصْرَةُ.

[৬৫৫] আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আরবের যে শহরে দাজ্জাল প্রথম প্রবেশ করবে, তা হচ্ছে বসরা।[৬৫৫]

---

[৬৫৪] মাকতু।
[৬৫৫] মাওকুফ।

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ : يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتْبَعُهُ قَوْمٌ فَيَقُولُونَ : نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّهُ كَافِرٌ، وَإِنَّمَا نَتَّبِعُهُ لِنَأْكُلَ مِنْ طَعَامِهِ، وَنَرْعَى مِنْ شَجَرِهِ، فَإِذَا نَزَلَ غَضَبُ اللَّهِ نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا.

[৬৫৬] উবাইদ বিন উমাইর লাইসি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটলে একদল তার পিছু নিয়ে বলবে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে কাফির। কিন্তু আমরা তার অনুসরণ করছি এজন্য যে, তার প্রদত্ত খাবার থেকে কিছু খেতে পারি এবং তার গাছপালায় (আমাদের পশু) চরাতে পারি। কিন্তু যখন আল্লাহর গজব অবতীর্ণ হবে, তখন তাদের সবার ওপরই তা আসবে।[৬৫৬]

নোট : আজ আমরা এভাবেই সুদের কোম্পানি আর ব্যাংকগুলোতে চাকরি করছি, ইসলামের বিরুদ্ধে বয়ান-বক্তৃতা দিয়ে চলছি আর বলছি, আমরা জানি সে একজন মুনাফিক, তবে তার অনুসারী হওয়ার উদ্দেশ্য, আমরা কেবল তার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করব, আর তার এসব অফিস ফ্যাক্টরি দেখাশোনা করব। কিন্তু ভাই, আমাদের মনে রাখতে হবে, যখন আজাব আসবে, তখন আমার এসব যুক্তি কোনো কাজে আসবে না। দাজ্জালের ফিতনায়ও কিন্তু মানুষ ঠিক এ অজুহাতেই জড়িয়ে পড়বে। তাই এখন থেকেই এসব অজুহাত ত্যাগ করতে অভ্যস্ত হতে হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الأَعْوَرِ الدَّجَّالِ.

[৬৫৭] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কবরের আজাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো, জাহান্নামের আজাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো এবং অন্ধ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।[৬৫৭]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَرَأَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

---

[৬৫৬] সনদ দুর্বল, মাকতু।
[৬৫৭] সহিহ মুসলিম : ৫৮৮

[৬৫৮] আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সুরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।[৬৫৮]

عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ الْكُبْرَى وَخَرَابِ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ وَخُرُوجِ الدَّجَّالِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ أَوْ سَبْعَةٌ، الشَّكُّ مِنْ أَبِي طَالِبٍ.

[৬৫৯] মাকহুল রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহাযুদ্ধ, কুসতুনতুনিয়ার ধ্বংস ও দাজ্জাল প্রকাশের মাঝে নয় মাস অথবা সাত মাস সময় হবে। (নয় নাকি সাত শব্দ দুটির মাঝে) সংশয় আবু তালিব রহ. থেকে হয়েছে।[৬৫৯]

---

[৬৫৮] সহিহ মুসলিম : ৮০৯

[৬৫৯] মুরসাল।

ইবনে সাইয়াদের আলোচনা

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ صَائِدٍ الدَّجَّالُ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تَحْلِفُ بِاللَّهِ؟ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَحْلِفُ بِذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ ﷺ.

[৬৬০] মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা.-কে আল্লাহর নামে কসম করে বলতে শুনেছি যে, ইবনে সাইয়াদই হচ্ছে দাজ্জাল। আমি তাকে বললাম, আপনি কি আল্লাহর নামে কসম করে বলছেন? তিনি বলেন, আমি উমর বিন খাত্তাব রা.-কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখে কসম করতে দেখেছি, কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা অস্বীকার করেননি।[৬৬০]

عَنْ نَافِعٍ، قَالَ : لَقِيَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَ صَائِدٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ قَوْلًا أَغْضَبَهُ فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلَأَ السِّكَّةَ، فَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى حَفْصَةَ وَقَدْ بَلَغَهَا، فَقَالَتْ لَهُ : رَحِمَكَ اللَّهُ مَا أَرَدْتَ مِنَ ابْنِ صَائِدٍ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا.

[৬৬১] নাফি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে উমর রা. একবার ইবনে সাইয়াদের সঙ্গে মদিনার একটি রাস্তায় মিলিত হলেন। তিনি তাকে এমন কিছু কথা বললেন, যা তাকে রাগান্বিত করল। সে ফুলতে লাগল, এমনকি তার স্ফীত শরীরে গলির রাস্তা পূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর ইবনে উমর রা. হাফসা রা.-এর কাছে গেলেন। তাকে রাগান্বিত করার কথা হাফসা রা.-এর কাছে আগেই পৌঁছেছিল, তাই তিনি তাকে বললেন, আল্লাহ তোমাকে রহম করুন। ইবনে সাইয়াদ থেকে তোমার কী উদ্দেশ্য ছিল? তুমি কি জানো না, সে (দাজ্জাল) কোনো বিষয়ে রাগান্বিত হওয়ার কারণেই আত্মপ্রকাশ করবে?[৬৬১]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَرَرْنَا بِصِبْيَانٍ فِيهِمُ ابْنُ صَائِدٍ فَفَرَّ الصِّبْيَانُ وَجَلَسَ ابْنُ الصَّيَّادِ فَكَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : تَرِبَتْ يَدَاكَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ : لَا بَلْ تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ

---

[৬৬০] সহিহুল বুখারি : ৭৩৫৫; সহিহু মুসলিম : ২৯২৯
[৬৬১] সহিহু মুসলিম : ২৯৩২

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : ذَرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى أَقْتُلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ يَكُنِ الَّذِي تَرَى فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ.

[৬৬২] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা কিছু বাচ্চার পাশ দিয়ে গমন করলাম, যাদের মাঝে ইবনে সাইয়াদও ছিল। সকল বাচ্চারা পালিয়ে গেল, আর ইবনে সাইয়াদ বসে থাকল। মনে হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি অপছন্দ করলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তোমার নাশ হোক, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসুল? সে বলল, না; বরং আপনি সাক্ষ্য দেবেন যে, আমি আল্লাহর রাসুল। উমর বিন খাত্তাব রা. বললেন, হে আল্লাহ রাসুল, আমাকে ছাড়ুন, আমি তাকে হত্যা করে ফেলব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যা মনে করছ (অর্থাৎ দাজ্জাল), সে যদি তা-ই হয়, তবে তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না।[৬৬২]

নোট : উমর রা. তাকে হত্যা করতে না পারার কারণ হলো, দাজ্জালকে কেবল ইসা আলাইহিস সালাম-ই হত্যা করতে পারবেন, অন্য কেউ নয়; যেমনটি অন্যান্য হাদিসে এসেছে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ : لَقِيَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ هُوَ : أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، مَا تَرَى؟ قَالَ : أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ، وَمَا تَرَى؟ قَالَ : أَرَى صَادِقِينَ وَكَاذِبًا أَوْ كَاذِبِينَ وَصَادِقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لُبِّسَ عَلَيْهِ دَعْوهُ.

[৬৬৩] আবু সাইদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর রা. ও উমর রা. মদিনার এক রাস্তায় তার (ইবনু সাইয়াদের) সঙ্গে মিলিত হলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসুল? এবার সে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসুল? তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা ও তাঁর

---

[৬৬২] সহিহ মুসলিম : ২৯২৪

গ্রন্থাদির ওপর ইমান রাখি। তুমি কী দেখো? সে বলল, আমি পানির ওপর আরশ দেখতে পাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি সাগরের ওপর ইবলিসের আরশ দেখতে পাও। আর কী দেখো? সে বলল, আমি অনেক সত্যবাদী ও একজন মিথ্যাবাদী কিংবা অনেক মিথ্যাবাদী ও একজন সত্যবাদী দেখতে পাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তার কাছে বিষয়টি গড়বড় হয়ে গেছে। তার বিষয়টি ছাড়ো।[৬৬৩]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : صَحِبْتُ ابْنَ صَيَّادٍ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ لِي : أَمَا قَدْ لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ يَزْعُمُونَ أَنِّي الدَّجَّالُ، أَلَسْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّهُ لا يُولَدُ لَهُ؟ قَالَ : قُلْتُ : بَلَى، قَالَ : فَقَدْ وَلَدَ لِي، أَوَ لَيْسَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ وَلا مَكَّةَ، قُلْتُ : بَلَى، قَالَ : فَقَدْ وُلِدْتُ بِالْمَدِينَةِ وَهَذَا أَنَا أُرِيدُ مَكَّةَ، قَالَ لِي فِي آخِرِ قَوْلِهِ : أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ مَوْلِدَهُ وَمَكَانَهُ وَأَيْنَ هُوَ، قَالَ : فَلَبَسَنِي.

[৬৬৪] আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, মক্কার এক ভ্রমণে আমি ইবনে সাইয়াদের সঙ্গী ছিলাম। তখন সে আমাকে বলল, লোকদের সাথে আমার দেখা হলে তারা বলে যে, আমি নাকি দাজ্জাল! আপনি কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শোনেননি যে, দাজ্জালের কোনো সন্তান হবে না। তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, কিন্তু আমার তো সন্তান আছে। আপনি কি নবিজি তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শোনেননি যে, দাজ্জাল মক্কা-মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না? আমি বললাম, হ্যাঁ, শুনেছি। সে বলল, কিন্তু আমি তো মদিনার অধিবাসী এবং (এখন) মক্কায় যাচ্ছি। আবু সাইদ রা. বলেন, পরিশেষে ইবনে সাইয়াদ আমাকে বলল, জেনে রেখো, আল্লাহর শপথ করে বলছি, অবশ্যই আমি দাজ্জালের জন্মকাল, তার জন্মস্থান এবং বর্তমানে সে কোথায় অবস্থান করছে, সবই জানি। তিনি বলেন, (এ কথা শোনার পর) এবার সে তার বিষয়টি আমার কাছে এলোমেলো করে দিল।[৬৬৪]

নোট : ইবনে সাইয়াদ দাজ্জাল কি না, সে ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। সাহাবায়ে কিরামসহ পরবর্তী উলামায়ে কিরামও এ ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। যারা ইবনে সাইয়াদকে

---

[৬৬৩] সহিহু মুসলিম : ২৯২৫

[৬৬৪] সহিহু মুসলিম : ২৯২৭

দাজ্জাল মানেন না, তাদের যুক্তি হলো, দাজ্জাল কাফির হবে, মক্কা-মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না এবং তার কোনো ছেলে-সন্তান হবে না। তামিমে দারি রা.-এর ঘটনাও তাদের অন্যতম প্রমাণ।

আর যারা তাকে দাজ্জাল বলার চেষ্টা করেন, তাদের যুক্তি হচ্ছে, নবিজি তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণিত দাজ্জালের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে পাওয়া যায়। এমনকি তার মা-বাবার বৈশিষ্ট্য পর্যন্ত ঠিক পাওয়া যাচ্ছে। সেই সঙ্গে এমন কোনো ব্যক্তিও দেখা যায়নি, যার মধ্যে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়। যদি এসব বৈশিষ্ট্য যাচাই না করেই দাজ্জালকে খুঁজে পাওয়া যায়, তবে তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন এত নিদর্শন বলতে যাবেন? উমর রা. কসম করলেন ইবনে সাইয়াদ দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে। নবিজি তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কসমকেও প্রত্যাখ্যান করেননি। যা একরকম স্বীকারোক্তিই বটে। সেই সঙ্গে ইবনে সাইয়াদের উক্তি, আল্লাহর শপথ করে বলছি, অবশ্যই আমি দাজ্জালের জন্মকাল সম্পর্কে জানি। তার জন্মস্থান সম্পর্কে ভালোভাবে জানি। এও জানি, বর্তমানে সে কোথায় অবস্থান করছে। তার মা-বাবাকেও ভালো করে চিনি। এসব কিছু তার দাজ্জাল হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।

প্রথম মতের যুক্তির জবাব দ্বিতীয় দল এভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেন যে, তার কাফির হওয়ার বিষয়টি তখনই প্রকাশ হয়ে গেছে, যখন তাকে তার সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করেছিল, তোকে দাজ্জাল বানিয়ে দেওয়া হলে তোর কেমন লাগবে? সে বলেছিল, দাজ্জালের অলৌকিক আর জাদুময় বিষয়গুলো আমাকে প্রদান করা হলে আমি দাজ্জাল হওয়াকে অপছন্দ করব না। একথা বলাতেই সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে। ছেলে-সন্তানের বিষয়টিও হয়তো এই যে, যখন সে তার ক্ষমতা নিয়ে বিশ্বময় ঘুরে বেড়াবে, তখন তার সঙ্গে ছেলে-সন্তান, আত্মীয়স্বজন কেউ থাকবে না। আর তার মক্কা-মদিনা ভ্রমণ—সে ব্যাপারে ইমাম নববি রহ. বলেন, বাহ্যিকভাবে তার ইসলাম প্রকাশ, হজে গমন ও জিহাদে অংশগ্রহণ দ্বারা একথা স্পষ্ট নয় যে, সে দাজ্জাল ছাড়া অন্য কেউ ছিল। তার মক্কা-মদিনায় প্রবেশের ব্যাপারে এও বলা যায় যে, সে যখন চূড়ান্তরূপে দাজ্জাল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, তখন সে আর মক্কা-মদিনায় অনুপ্রবেশ করতে পারবে না।

সাহাবিদের মধ্যে উমর রা.-সহ, আবু জর গিফারি রা., আব্দুল্লাহ বিন উমর রা., জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. ছাড়াও উঁচুস্তরের আরও অনেক সাহাবি তাকে দাজ্জাল হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম বুখারি রহ.ও ইবনে সাইয়াদকে দাজ্জাল বলে অবিহিত করেছেন। জাবির রা. থেকে বর্ণিত, উমর রা.-এর

কথাটিকেই তিনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট মনে করতেন। তামিমে দারি রা.-এর ঘটনাও তিনি তাই উল্লেখ করেননি। (ফাতহুল বারি : ১৩/৩২৮)

প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, ইবনে সাইয়াদই ভবিষ্যতে দাজ্জাল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। কেননা, তার মধ্যে দাজ্জাল হওয়ার অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই পাওয়া গেছে। আর শেষের দিকে সে হঠাৎ করেই মদিনা থেকে হাওয়া হয়ে গেছে। হতে পারে, এখন সে কোনো এক দ্বীপে আছে। নির্ধারিত সময় হলে সে আবার বেরিয়ে আসবে এবং পুরো দুনিয়াতে তার ফিতনার বিস্তার করবে।

এ ব্যাপারে আমাদের নীরব থাকাটাই সবচেয়ে ভালো ও নিরাপদ। আমরা শুধু এতটুকু বিশ্বাস রাখব যে, শেষ জমানায় দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। সে মানুষকে ফিতনায় ফেলে তাদের ইমান বিনষ্ট করবে। তার অনেক কাজ অস্বাভাবিক ও আলৌকিক বলে মনে হবে, যা দিয়ে সে মানুষকে ধোঁকা দেবে। অবশেষে আসমান থেকে ইসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করে তাকে হত্যা করবেন।

عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ الأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ، فَقَالَ : مَنِ الدَّجَّالُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ : يَا أَصْبَغُ، الدَّجَّالُ الصَّافِي بْنُ الصَّائِدِ، الشَّقِيُّ مَنْ صَدَّقَهُ، وَالسَّعِيدُ مَنْ كَذَّبَهُ، أَلَا إِنَّ الدَّجَّالَ يَطْعَمُ الطَّعَامَ، وَاللَّهُ لَا يَطْعَمُ، وَيَشْرَبُ الشَّرَابَ، وَاللَّهُ لَا يَشْرَبُ، وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ، وَاللَّهُ لَا يَزُولُ، يَخْرُجُ مِنْ يَهُودِيَّةِ أَصْبَهَانَ عَلَى حِمَارٍ أَبْتَرَ، مَا بَيْنَ أُذُنَيِ حِمَارِهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، مَا بَيْنَ حَافِرِهِ إِلَى الْحَافِرِ الآخَرِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِ لَيَالٍ، تُطْوَى لَهُ الأَرْضُ مَنْهَلًا مَنْهَلًا، يَتَنَاوَلُ السَّمَاءَ بِيَدِهِ، أَمَامَهُ جَبَلٌ مِنْ دُخَانٍ، وَخَلْفَهُ جَبَلٌ آخَرُ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، مَطْمُوسُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ، فَمَنِ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلْيَقْرَأْ آخِرَ سُورَةِ الْكَهْفِ تَصِيرُ عَلَيْهِ النَّارُ بَرْدًا وَسَلَامًا، فَيُسَلِّطُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ بِإِذْنِ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى، ثُمَّ يَقُولُ : إِلَيَّ إِلَيَّ ! أَنَا الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، وَقَدَّرَ فَهَدَى، قَالَ عَلِيٌّ : كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، أَكْثَرُ أَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ يَوْمَئِذٍ أَصْحَابُ الرِّبَا، الْعَشَرَةُ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَأَوْلَادُ

الزِّنَا، يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِالشَّامِ عَلَى عَقَبَةِ أُفَيْقٍ لِثَلَاثِ سَاعَاتٍ مَضَتْ مِنَ النَّهَارِ، عَلَى يَدَيِ الْمَسِيحِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، أَلا وَبَعْدَ ذَلِكَ خُرُوجُ الدَّابَّةِ مِنَ الصَّفَا، مَعَهَا عَصَا مُوسَى، وَخَاتَمُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، يَرَاهَا أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، تُنَادِي : إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ، فَتَنْكُتُ بِالْعَصَا عَلَى جَبْهَةِ كُلِّ مُنَافِقٍ، فَتَكْتُبُ عَلَى وَجْهِهِ، هَذَا كَافِرٌ حَقًّا، وَتَخْتِمُ بِخَاتِمٍ عَلَى جَبْهَةِ كُلِّ مُؤْمِنٍ، فَتَكْتُبُ عَلَى وَجْهِهِ هَذَا مُؤْمِنٌ حَقًّا، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَقُولُ : يَا كَافِرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِثْلَكَ، وَحَتَّى إِنَّ الْكَافِرَ، لَيَقُولُ : يَا مُؤْمِنُ لَيْتَنِي الْيَوْمَ مِثْلُكَ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَلا وَبَعْدَ ذَلِكَ الطَّامَّةُ الطَّامَّةُ، ثُمَّ وَضَعَ رِجْلَهُ مِنَ الْمِنْبَرِ لِيَنْزِلَ فَقَامَ إِلَيْهِ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ كُلٌّ يَقُولُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِ الطَّامَّةُ الطَّامَّةُ، فَقَالَ : سَمِعْتُ حَبِيبِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا، ثُمَّ قَالَ : أَلا وَلا تَسْأَلُونِي عَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّ حَبِيبِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيَّ أَلا أُخْبِرَكُمْ بِهِ.

[৬৬৫] নাজজাল বিন সাবরা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলি বিন আবি তালিব রা. আমাদেরকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার হামদ ও প্রশংসা করে বললেন, হে মানুষেরা, আমাকে হারিয়ে ফেলার পূর্বেই প্রশ্ন করে জেনে নাও। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তার কথায় আসবাগ বিন নুবাতা দাঁড়ালেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, হে আমিরুল মুমিনিন, দাজ্জাল কে? তিনি উত্তর দিলেন, হে আসবাগ, দাজ্জাল হচ্ছে সাফি বিন সাইয়াদ। দুর্ভাগা হচ্ছে সে, যে তাকে সত্যায়ন করবে, আর সৌভাগ্যবান সে, যে তাকে মিথ্যাবাদী বলবে। জেনে রেখো, দাজ্জাল খানা খাবে; অথচ আল্লাহ তাআলা খাবার খান না। সে পান করবে; অথচ আল্লাহ তাআলা পান করেন না। সে বাজারে চলাফেরা করবে; অথচ আল্লাহ স্থির থাকেন। ইস্পাহানের ইহুদি অঞ্চল থেকে একটি লেজকাটা গাধার ওপর সওয়ার হয়ে সে বের হবে। তার গাধার দুই কানের মাঝের জায়াগা হবে চল্লিশ গজ। তার এক পদক্ষেপ থেকে অপর পদক্ষেপের মাঝে দূরত্ব হবে চার রাতের ভ্রমণের সমান। পুরো পৃথিবীকে তার জন্য ঘাট ঘাট করে নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে। সে হাত দিয়ে (বাহ্যত) আসমানের নাগাল পাবে। তার সম্মুখে ধোঁয়ার এক পাহাড় থাকবে, আর তার পেছনে থাকবে আরেকটি পাহাড়। তার দু'চোখের মাঝে লেখা থাকবে 'কাফির'। প্রত্যেক মুমিনই তা পড়তে পারবে। তার ডান চোখ থাকবে লেপ্টানো। তার সঙ্গে (কৃত্রিম) জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। মূলত তার

জাহান্নাম হবে জান্নাত এবং তার জান্নাত হবে জাহান্নাম। যাকে তার জাহান্নামে দিয়ে পরীক্ষায় ফেলা হবে সে যেন সুরা কাহাফের শেষাংশ তিলাওয়াত করে। এতে তার (কথিত) জাহান্নাম তার জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে উম্মতে মুহাম্মাদির এক ব্যক্তির ওপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করবেন। সুতরাং সে তাঁকে হত্যা করে পুনরায় তাকে আল্লাহ তাআলার হুকুমে জীবিত করবে। অতঃপর বলবে, আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় রব। এরপর সে বলবে, আমার দিকে আসো, আমার দিকে আসো। আমিই হচ্ছি সে সত্তা, যে সৃষ্টি করেছে এবং সুষম হয়েছে। সবকিছুকে যথাযথভাবে নির্ধারণ করেছে এবং তার সঠিক অবস্থান বুঝিয়ে দিয়েছে।

আলি রা. বলেন, আল্লাহর দুশমন (দাজ্জাল) মিথ্যা বলেছে। তার অধিকাংশ অনুসারী হবে সেদিন সুদখোর, দশকে বারোতে লেনদেনকারী (অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ দশ দিরহাম দিয়ে বারো দিরহাম আদান-প্রদানকারী) ও জারজ সন্তানেরা। আল্লাহ তাকে শামের আফিকের ঘাঁটিতে মাসিহ ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর হাতে হত্যা করাবেন, যখন দিনের মাত্র তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হবে। মনে রেখো, তার পরে সাফা থেকে দাব্বাতুল আরজের আবির্ভাব ঘটবে। তার সঙ্গে মুসা আলাইহিস সালাম-এর লাঠি ও সুলাইমান বিন দাউদ আলাইহিস সালাম-এর আংটি থাকবে। পূর্বপশ্চিমের সবাই তাকে দেখবে। সে ডাক দিয়ে বলবে, আমাদের নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে লোকেরা বিশ্বাস রাখত না। সে লাঠি দ্বারা প্রতিটি মুনাফিককে আঘাত করবে এবং তার কপালে লিখে দেওয়া হবে, এ হচ্ছে প্রকৃত অর্থেই কাফির। আংটি দ্বারা প্রতিটি মুমিনের কপালে মোহর মেরে দেবে। তার কপালে লিখে দেওয়া হবে, এ হচ্ছে প্রকৃত মুমিন। মুমিন বলবে, হে কাফির, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাকে তোমার ন্যায় (দুর্ভাগা) বানাননি। আর কাফির বলবে, হে মুমিন, হায়, আজ যদি আমি তোমার মতো হতাম, তবে তো আমি মহা সাফল্য অর্জন করতাম। আর তারপরেই আসবে মহাপ্রলয়, মহাপ্রলয়। এরপর তিনি মিম্বর থেকে নামার জন্য পা রাখলে মানুষেরা বলতে লাগল, হে আমিরুল মুমিনিন, আমাদেরকে 'মহাপ্রলয়, মহাপ্রলয়' এর ব্যাখ্যা দিন। তিনি বললেন, আমি আমার বন্ধু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হবে। সেদিন আর কোনো মানুষের (নতুন করে) ইমান আনয়ন কাজে আসবে না। এরপর তিনি বললেন, তোমরা এর পরের বিষয়গুলো আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। আমার বন্ধু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমি যেন তোমাদেরকে সে সম্পর্কে না বলি।[৬৬৫]

নোট : এ হাদিসে ইবনে সাইয়াদের দাজ্জাল হওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। তবে এ হাদিসের সনদ দুর্বল হওয়ায় বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। তার ব্যাপারে উত্তম অবস্থান সেটাই, যেটা একটু পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : كُنَّا نَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبَأً، فَقَالَ : دُخٌّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : ذَرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَضْرِبُ عُنُقَهُ، فَقَالَ : دَعْهُ، إِنْ يَكُنِ الَّذِي تَخَافُ فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ.

[৬৬৬] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে হাঁটছিলাম। তিনি ইবনে সাইয়াদের পাশ দিয়ে গমনকালে তাকে বললেন, আমি তোমার জন্য মনে একটি কথা লুকিয়েছি। সে বলল, দুখ। (দুখান শব্দের আংশিক উচ্চারণ) তার উত্তর শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দূর হও; তুমি তোমার নির্ধারিত সময়ের আগে কিছুই করতে পারবে না। উমর রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে ছাড়ুন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তুমি যার আশঙ্কা করছ, সে যদি তা (অর্থাৎ দাজ্জাল) হয়, তবে তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না।[৬৬৬]

---

[৬৬৫] সনদ অত্যন্ত দুর্বল, মাওকুফ।
[৬৬৬] সহিহ মুসলিম : ২৯২৪

ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ يَحْرِقُونَهُ كُلَّ يَوْمٍ يَعْنِي السَّدَّ، حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَهُ غَدًا، فَيُعِيدُهُ اللَّهُ كَأَشَدِّ مَا كَانَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ، وَأَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ حَفَرُوا، حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَغْدُونَ إِلَيْهِ وَهُوَ كَهَيْئَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ، فَيَحْفِرُونَهُ فَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ فَيُنْشِفُونَ الْمِيَاهَ، وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ، فَيَرْمُونَ سِهَامَهُمْ فَتَرْجِعُ وَفِيهَا الدِّمَاءُ، فَيَقُولُونَ قَهَرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَغَفًا فِي أَقْفَائِهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا.

[৬৬৭] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রতিদিনই প্রাচীরটি ভাঙতে থাকে। একপর্যায়ে যখন তারা সূর্যের কিরণ দেখার নিকটবর্তী হয়ে যায়, তখন তাদের নেতা বলে, তোমরা ফিরে যাও, আগামীকাল তোমরা তা শীঘ্রই খুঁড়ে ফেলবে। অতঃপর (তাদের বিরতির সময়ে) আল্লাহ তাআলা প্রাচীরটি আগের তুলনায় আরও শক্ত করে দেন। এভাবে চলতে চলতে যখন তাদের (বের হওয়ার নির্ধারিত) সময় হবে এবং আল্লাহ তাআলা চাইবেন তাদেরকে মানুষের কাছে প্রেরণ করতে তখন তারা তা খুঁড়ে ফেলতে পারবে। (একদিন) যখন তারা (প্রাচীর খুঁড়তে খুঁড়তে) সূর্যের কিরণ দেখার নিকটবর্তী হয়ে যাবে, তখন তাদের নেতা বলবে, তোমরা ফিরে চলো, আগামীকাল ইনশাআল্লাহ (বাকিটা) খনন করে ফেলবে। পরের দিন সকালে এসে তারা দেখবে যে, গতকাল প্রাচীরটি তারা যেভাবে রেখে গিয়েছিল, ঠিক সেভাবেই আছে। এবার তারা তা খনন করে ফেলবে এবং মানুষের কাছে বেরিয়ে আসবে। সমস্ত পানি তারা পান করে শুকিয়ে ফেলবে। মানুষেরা তাদের দুর্গগুলোতে আশ্রয় নেবে। তারা আসমানের দিকে তির নিক্ষেপ করতে শুরু করলে সে তিরগুলো তাদের দিকে রক্তমাখা অবস্থায় ফিরে আসবে। তখন তারা বলতে শুরু করবে, আমরা পৃথিবীবাসীকে পরাজিত করেছি এবং আসমানবাসীর ওপরও বিজয় অর্জন

করেছি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের গর্দানের পেছনভাগে এক প্রকার পোকা প্রেরণ করবেন, যা তাদের জন্য মৃত্যু ডেকে আনবে।[৬৬৭]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : يَخْرُجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ يَمْرَحُونَ فِي الأَرْضِ، فَيُفْسِدُونَ فِيهَا. ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ عَلَيْهِمْ دَابَّةً مِثْلَ النَّغَفِ، فَتَلِجُ فِي أَسْمَاعِهِمْ وَمَنَاخِرِهِمْ فَيَمُوتُونَ مِنْهَا، قَالَ : فَتُنْتِنُ الأَرْضُ مِنْهُمْ فَتَجْأَرُ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَيُرْسِلُ اللهُ مَاءً فَيُطَهِّرُ الأَرْضَ مِنْهُمْ.

[৬৬৮] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াজুজ মাজুজ আত্মপ্রকাশ করে পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াবে। তারা সেখানে বিপর্যয় ঘটাতে থাকবে। এরপর ইবনে মাসউদ রা. এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, 'তারা প্রতিটি উঁচুস্থান থেকে দ্রুতবেগে নেমে আসতে থাকবে।' [সুরা আল-আম্বিয়া : ৯৬] এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে একপ্রকার প্রাণী প্রেরণ করবেন, যা তাদের কান ও নাক দিয়ে প্রবেশ করবে। আর এতে তারা মৃত্যুবরণ করবে। তিনি বলেন, তাদের মৃত্যুর কারণে পৃথিবী দুর্গন্ধময় হয়ে উঠবে। তখন (মুসলমানদের পক্ষ থেকে) আল্লাহ তাআলার কাছে (এ বিকট দুর্গন্ধ থেকে মুক্তির জন্য) সাহায্য চাওয়া হলে আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যার দ্বারা তিনি পুরো পৃথিবীকে তাদের থেকে পবিত্র করে দেবেন।[৬৬৮]

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ بَعْضِ مَنْ أَدْرَكَ : أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، يَقْتُلُ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدٍّ أَوْ غَيْرِهَا فَبَيْنَمَا النَّاسُ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لا يَدَ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَأَحْرِزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ كَمَا قَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِف وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَق فَيَمُرُّ أَوَّلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ، فَيَقُولُونَ : قَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَاءٌ مَرَّةً، وَيَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلِ الْخُمْرَةِ لا يَعْدُونَهُ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : قَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الأَرْضِ إِلا مَنْ دَانَ لَنَا، فَهَلُمُّوا فَنَقْتُلُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، فَيَرْمُونَ نُشَّابَهُمْ نَحْوَ السَّمَاءِ، فَيَرُدُّهَا اللهُ مَخْضُوبَةً دَمًا، وَيَحْصُرُونَ نَبِيَّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابَهُ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ رَغِبُوا إِلَى اللهِ فَأَرْسَلَ

---

[৬৬৭] সহিহ। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৮০

[৬৬৮] হাসান, মাওকুফ। তবে এ সনদটি দুর্বল। তাফসিরুত তাবারি : ১৭/৯০

عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَيَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ، فَيَرْغَبُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَنْ مَعَهُ إِلَى اللَّهِ فَيُرْسِلُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَيُلْقِيهِمْ فِي الْمَهْبِلِ. قُلْتُ : يَا أَبَا يَزِيدَ : وَأَيْنَ الْمَهْبِلُ؟ قَالَ : مَطْلِعُ الشَّمْسِ.

[৬৬৯] আতা বিন ইয়াজিদ রহ. তার দেখা জনৈক লোক (অর্থাৎ সাহাবি) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে লুদ অথবা অন্য কোনো গেটে হত্যা করবেন। মানুষেরা যখন এ অবস্থায় থাকবে, তখন আল্লাহ তাআলা ইসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে অহি পাঠাবেন এই বলে যে, আমি আমার এমন কিছু বান্দা বের করব, যাদের সঙ্গে লড়াই করার কারও শক্তি নেই। অতএব, আপনি আমার বান্দাদেরকে তুর পর্বতে নিয়ে রক্ষা করুন। আল্লাহ তাআলা এ সময় ইয়াজুজ মাজুজকে প্রেরণ করবেন। তাদের অবস্থা হবে যেমনটি আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, 'তারা প্রতিটি প্রান্ত থেকে নেমে আসবে।' [সুরা আল-আম্বিয়া : ৯৬] তাদের প্রথম দলটি তাবরিয়া হ্রদ অতিক্রম করবে। তারা সেখানের সব পানি এমনভাবে খেয়ে ফেলবে যে, তাদের অপর দল যখন সেখান দিয়ে অতিক্রম করবে, তারা বলবে, এখানে কোনো একসময় হয়তো পানি ছিল। তারা সম্মুখে অগ্রসর হবে। একসময় তারা (বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী) খুমরা পর্বতে পৌঁছে যাবে, কিন্তু সেটি তারা অতিক্রম করতে পারবে না। তাদের তারা পরস্পরে বলাবলি করবে, আমাদের অনুগত লোক ছাড়া আমরা পৃথিবীর সবাইকে হত্যা করে ফেলেছি। এবার চলো, আসমানে যারা আছে তাদেরকে হত্যা করি। তাদের তিরন্দাজরা আসমানের দিকে তির ছুঁড়তে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাদের তিরগুলোকে রক্ত মেখে ফিরিয়ে দেবেন। তারা ইসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সঙ্গীদেরকে অবরোধ করবে। এ অবস্থাতে তাঁরা আল্লাহ তাআলার দিকে মনোনিবেশ করলে আল্লাহ তাআলা নাগাফ নামক একপ্রকার পোকা তাদের (ইয়াজুজ-মাজুজের) গর্দানে পাঠাবেন। সকালে তারা সবাই এমনভাবে মরে থাকবে, যেন একটি প্রাণের মৃত্যু হয়েছে। আল্লাহর নবি ইসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সঙ্গীগণ পাহাড় থেকে অবতরণ করবেন। তাঁরা পৃথিবীতে এক বিঘত পরিমাণ জায়গা খালি পাবেন না। পুরোটাই তাদের রক্ত, পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত লাশে ভরপুর হয়ে থাকবে। ইসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সঙ্গীগণ আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে প্রার্থনা করবেন। তখন আল্লাহ তাআলা উটের ন্যায় গলাবিশিষ্ট এক ধরনের পাখি পাঠাবেন। সে পাখি তাদের সব লাশ গর্তে

নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আবু ইয়াজিদ, সে গর্ত কোথায়? তিনি বললেন, তা হচ্ছে সূর্যের উদয়স্থল।[৬৬৯]

عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ، قَالَ : إِذَا خَرَجَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ خَلْقًا مِنْ خَلْقِي لا يُطِيقُهُمْ أَحَدٌ غَيْرِي فَمُرَّ بِمَنْ مَعَكَ إِلَى جَبَلِ الطُّورِ، وَمَعَهُ مِنَ الذَّرَارِي اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا.

[৬৭০] আরতাত বিন মুনজির রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইয়াজুজ-মাজুজ বের হবে, তখন আল্লাহ তাআলা ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর নিকট অহি পাঠাবেন যে, আমি আমার এমন কিছু সৃষ্টিকে বাহির করছি, যাদেরকে আমি ব্যতীত কেউ আয়ত্ত করতে পারবে না। অতএব, আপনি আপনার সঙ্গীদেরকে নিয়ে তুর পাহাড়ে চলে যান। তার সঙ্গে তখন বারো হাজার অনুসারী হবে।[৬৭০]

عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ، إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ذَرْأُ جَهَنَّمَ، لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ صِدِّيقٌ قَطُّ، وَإِنَّهُمْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَثْلَاثٍ : ثُلُثٌ عَلَى طُولِ الْأَرْزِ وَالشِّبْرَيْنِ، وَثُلُثٌ مُرَبَّعٌ طُولُهُ وَعَرْضُهُ سَوَاءٌ وَهُمْ أَشَدُّ، وَثُلُثٌ يَفْتَرِشُ أَحَدُهُمْ أُذُنَهُ وَيَلْتَحِفُ الْأُخْرَى وَهُمْ مِنْ وَلَدِ نُوحٍ مِنِ ابْنِهِ يَافِثَ.

[৬৭১] আরতাত বিন মুনজির রহ. থেকে বর্ণিত, ইয়াজুজ-মাজুজ হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী। তাদের মাঝে কখনোই কোনো সিদ্দিক (সত্যবাদি ও নেককার) ছিল না। তারা তিন ভাগে বিভক্ত। তাদের এক তৃতীয়াংশ চিরহরিৎ গাছের চেয়েও দুই বিঘত লম্বা। আরেক তৃতীয়াংশ চতুষ্কোণী, যাদের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সব সমান। এরা হলো সবচেয়ে মজবুত ও শক্তিশালী। আর তাদের আরেক তৃতীয়াংশ একটি কানকে বিছানা বানায় এবং অপরটিকে চাদর বানিয়ে গায়ে দেয়। এ জাতিটি হলো নুহ আলাইহিস সালাম-এর সন্তান ইয়াফিসের বংশধর।[৬৭১]

---

[৬৬৯] সহিহ, মাওকুফ। তবে হাদিসের শেষে يا ابا يزيد، وأين المهبل؟ قال مطلع الشمس বাক্যটুকু বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। হাদিসটি মারফু সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, সহিহু মুসলিম : ২৯৩৭; সুনানুত তিরমিজি : ২৩৫৫

[৬৭০] সনদ দুর্বল, মাকতু।

[৬৭১] সনদ দুর্বল, মাকতু।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقِيَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ مَتَى هِيَ فَبَدَأُوا، فَسَأَلُوهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ فَرَدُّوا الْحَدِيثَ إِلَى عِيسَى ﷺ فَقَالَ : عَهِدَ اللهِ إِلَيَّ فِيمَا دُونَ وَجْبَتِهَا فَأَمَّا وَجْبَتُهَا فَلا يَعْلَمُهَا إِلا اللهُ، قَالَ : فَذَكَرَ خُرُوجَ الدَّجَّالِ، فَأَهْبِطُ فَأَقْتُلُهُ، قَالَ : ثُمَّ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلادِهِمْ فَيَسْتَقْبِلُهُمْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، لا يَمُرُّونَ بِمَاءٍ إِلا شَرِبُوهُ وَلا بِشَيْءٍ إِلا أَفْسَدُوهُ، فَيَنْحَازُونَ إِلَيَّ فَأَدْعُو اللَّهَ فَيَفْتَحُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِالْمَاءِ فَيَحْمِلُ أَجْسَادَهُمْ فَيَقْذِفُهَا فِي الْبَحْرِ.

[৬৭২] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, মিরাজের রাতে যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম, মুসা আলাইহিস সালাম ও ইসা আলাইহিস সালাম-এর সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁরা পরস্পর কিয়ামত নিয়ে আলোচনা করলেন যে, তা কখন হবে। এ বিষয়ে তাঁরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে (সেসময়) তাঁর কোনো জ্ঞান ছিল না। অতঃপর তাঁরা কথাটি ইসা আলাইহিস সালাম-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের (নিকটবর্তী) সময়ে আমাকে (দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য দুনিয়ায় প্রেরণের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তবে এর চূড়ান্ত সময় একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কেউ জানে না। তিনি বলেন, এরপর তিনি (ইসা আলাইহিস সালাম) দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন, আমি অবতরণ করে তাকে হত্যা করব। তিনি বলেন, এরপর লোকেরা তাদের দেশে ফিরে গেলে তাদের সামনে ইয়াজুজ-মাজুজ এসে পড়বে। তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি থেকে দ্রুতবেগে নেমে আসবে। তারা যে পানির পাশ দিয়েই অতিক্রম করবে, তা সব পান করে ফেলবে। যা কিছু তাদের সামনে পড়বে, সব ধ্বংস করে ফেলবে। অতঃপর তারা (তুর পর্বতের দিকে) আমার কাছে আসলে আমি আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের বিরুদ্ধে বদ দুআ করব। তখন তিনি আসমানের পানির দরজাগুলো খুলে দেবেন, যা তাদের শরীরগুলোকে বহন করে সাগরে নিয়ে নিক্ষেপ করবে।[৬৭২]

عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ، قَالَ : مَعَاقِلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ الطُّورُ.

---

[৬৭২] দুর্বল। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৮১

[৬৭৩] কাব আহবার রহ. বলেন, ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে মুসলমানদের আত্মরক্ষার ঘাঁটি হবে তুর পর্বত।[৬৭৩]

عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ : يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ أُمَّتَانِ، فِي كُلِّ أُمَّةٍ أَرْبَعُ مِائَةِ أَلْفِ أُمَّةٍ، لَيْسَ مِنْهَا أُمَّةٌ تُشْبِهُ الأُخْرَى.

[৬৭৪] হাসসান বিন আতিয়া রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াজুজ-মাজুজ দুটি সম্প্রদায়। তাদের প্রত্যেকটিতে আবার চার লাখ করে সম্প্রদায় রয়েছে। এদের মধ্যে কোনো জাতিই অপর জাতির মতো নয়।[৬৭৪]

عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، الأَرْضُ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ، فَخَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْهَا يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَجُزْءٌ فِيهِ سَائِرُ الْخَلْقِ.

[৬৭৫] আওজায়ি রহ. থেকে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, পৃথিবী ছয়টি ভাগে বিভক্ত। তার পাঁচ ভাগে রয়েছে ইয়াজুজ-মাজুজ, আর এক ভাগে রয়েছে অন্য সমস্ত সৃষ্টি।[৬৭৫]

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : الأَرْضُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفَ فَرْسَخٍ، فَاثْنَا عَشَرَ أَلْفِ فَرْسَخٍ السِّنْدُ وَالْهِنْدُ، وَثَمَانِيَةُ آلافِ الصِّينُ، وَثَلاثَةُ آلافِ الرُّومُ، وَأَلْفُ الْعَرَبُ.

[৬৭৬] কাতাদা রহ. থেকে বর্ণিত, পৃথিবী হচ্ছে চব্বিশ হাজার ফারসাখ। তার বারো হাজার হচ্ছে সিন্ধু এবং হিন্দুস্তান। আট হাজার হচ্ছে চীন। তিন হাজার হচ্ছে রোম। এক হাজার হচ্ছে আরব।[৬৭৬]

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَأْجُوجُ أُمَّةٌ وَمَأْجُوجُ أُمَّةٌ كُلُّ أُمَّةٍ أَرْبَعُ مِائَةِ أَلْفِ أُمَّةٍ، لا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى أَلْفِ عَيْنٍ تَطْرِفُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ صُلْبِهِ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْ لَنَا يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، قَالَ : هُمْ ثَلاثَةُ أَصْنَافٍ : صِنْفٌ مِنْهُمْ أَمْثَالُ الأَرْزِ الطِّوَالِ، وَصِنْفٌ آخَرُ مِنْهُمْ عَرْضُهُ وَطُولُهُ سَوَاءٌ عِشْرُونَ وَمِائَةُ ذِرَاعٍ فِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ذِرَاعًا وَهُمُ الَّذِينَ لا يَقُومُ لَهُمُ

---

[৬৭৩] হাসান, তবে এ সনদটি দুর্বল। মাকতু।

[৬৭৪] মাকতু।

[৬৭৫] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

[৬৭৬] সনদ দুর্বল, মাকতু।

الْحَدِيدُ، وَصِنْفٌ يَفْتَرِشُ إِحْدَى أُذُنَيْهِ وَيَلْتَحِفُ الْأُخْرَى، قَالَ حُذَيْفَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تَكُونُ مُقَدَّمَتُهُمْ بِالشَّامِ وَسَاقُهُمْ بِخُرَاسَانَ، يَشْرَبُونَ أَنْهَارَ الْمَشْرِقِ حَتَّى تَيْبَسَ، فَيَحِلُّونَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَعِيسَى وَالْمُسْلِمُونَ بِالطُّورِ.

[৬৭৭] হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইয়াজুজ একটি জাতি এবং মাজুজ একটি জাতি। প্রতিটি জাতির আবার চার লাখ করে উপজাতি আছে। তাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে না, যতক্ষণ না সে তার সামনে ঔরসজাত এক হাজার সন্তানকে দেখবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদেরকে ইয়াজুজ-মাজুজের পরিচয় বলুন। তিনি বলেন, তারা তিন প্রকারের। তাদের এক প্রকার হচ্ছে, চিরহরিৎ বৃক্ষের মতো লম্বা। আরেক প্রকার দৈর্ঘে-প্রস্থে সমান; একশ বিশ বাই একশ বিশ হাত। এদের (শরীরের) ওপর লোহা (অর্থাৎ তির-তলোয়ার) স্থির থাকবে না। তাদের অপর আরেকটি প্রকার এক কানকে বিছানা বানাবে এবং অপরটিকে চাদর বানিয়ে গায়ে দেয়। হুজাইফা রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তাদের প্রথম ভাগ থাকবে শামে আর পেছনের ভাগ খোরাসানে। তারা পূর্বদিকের সাগরের পানি এমনভাবে খেয়ে ফেলবে যে, তা শুকিয়ে যাবে। তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করবে, যখন ইসা আলাইহিস সালাম ও মুসলমানগণ তুর পাহাড়ে থাকবেন।[৬৭৭]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ خَمْسَةَ أَنْهَارٍ : سَيْحُونَ وَهُوَ نَهْرُ الْهِنْدِ، وَجَيْحُونَ وَهُوَ نَهْرُ بَلْخٍ، وَدِجْلَةَ وَالْفُرَاتَ وَهُمَا نَهْرَا الْعِرَاقِ، وَالنِّيلَ وَهُوَ نَهْرُ مِصْرَ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ مِنْ عُيُونِ الْجَنَّةِ مِنْ أَسْفَلِ دَرَجَةٍ مِنْ دَرَجَاتِهَا، عَلَى جَنَاحَيْ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَاسْتَوْدَعَهَا الْجِبَالَ، وَأَجْرَاهَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ فِيهَا مَنَافِعَ لِلنَّاسِ فِي أَصْنَافِ مَعَايِشِهِمْ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ : وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ كُلَّهُ، وَالْحَجَرَ الْأَسْوَدَ مِنْ رُكْنِ الْبَيْتِ، وَمَقَامَ إِبْرَاهِيمَ، وَتَابُوتَ مُوسَى بِمَا فِيهِ، وَهَذِهِ الْأَنْهَارَ الْخَمْسَةَ فَيَرْفَعُ كُلَّ ذَلِكَ إِلَى

[৬৭৭] মওজু। আল-মাওজুআত, ইবনুল জাওজি : ১/২০৬

السَّمَاءِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، فَإِذَا رُفِعَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَدَ أَهْلُهَا خَيْرَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا.

[৬৭৮] ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঁচটি নদী অবতীর্ণ করেছেন। এক. সাইহুন। আর এটা হচ্ছে হিন্দুস্থানের নদী। দুই. জাইহুন। আর এটা হচ্ছে বলখ অঞ্চলের নদী। তিন. দজলা। চার. ফুরাত। উভয়টিই ইরাকের নদী। পাঁচ. নীলনদ। আর তা হচ্ছে মিশরের নদী। আল্লাহ তাআলা জিবরাইলের দুই ডানার মাধ্যমে সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতের একটি ঝরনা থেকে এ নদীগুলো (দুনিয়ায়) অবতীর্ণ করেছেন। এগুলোকে পাহাড়ের কাছে আমানত রেখে পৃথিবীতে প্রবাহিত করেছেন। মানুষের নানাবিধ জীবিকার ক্ষেত্রে এতে অনেক উপকারিতা রেখেছেন। আর এটাই হলো আল্লাহর বাণী : 'আর আমি আসমান হতে পানি অবতরণ করেছি নির্দিষ্ট পরিমাণে, যা দ্বারা আমি জমিকে সিক্ত করেছি।' [সুরা আল-মুমিনুন : ১৮] যখন ইয়াজুজ-মাজুজ বের হওয়ার সময় হবে, তখন আল্লাহ তাআলা জিবরাইল আলাইহিস সালাম-কে প্রেরণ করবেন। তিনি পৃথিবী থেকে কুরআন, সকল জ্ঞান, বাইতুল্লাহর রুকনে ইয়ামান থেকে হাজরে আসওয়াদ, মাকামে ইবরাহিম, মুসা আলাইহিস সালাম-এর তাবুত ও এর মধ্যে থাকা আসবাবপত্র এবং এই পাঁচটি নদী সবগুলোকেই আসমানে তুলে নেবেন। আর এটা হলো আল্লাহ তাআলার বাণী : 'আর আমি এসব কিছু তুলে নিতে সক্ষম।' [সুরা আল-মুমিনুন : ১৮] যখন এসব কিছু তুলে নেওয়া হবে, তখন পৃথিবীবাসী দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় কল্যাণ হারিয়ে ফেলবে।[৬৭৮]

عَنْ كَعْبٍ، قَالَ : يَمْكُثُ النَّاسُ بَعْدَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ فِي الرَّخَاءِ وَالْخِصْبِ وَالدَّعَةِ عَشْرَ سِنِينَ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَيْنِ يَحْمِلَانِ الرُّمَّانَةَ الْوَاحِدَةَ وَيَحْمِلَانِ بَيْنَهُمَا الْعُنْقُودَ الْوَاحِدَ مِنَ الْعِنَبِ، فَيَمْكُثُونَ عَلَى ذَلِكَ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَلَا تَذَرُ مُؤْمِنًا إِلَا قَبَضَتْ رُوحَهُ، ثُمَّ يَبْقَى النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَهَارَجُونَ كَمَا تَتَهَارَجُ الْحُمُرُ فِي الْمُرُوجِ فَيَأْتِيهِمْ أَمْرُ اللَّهِ وَالسَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

[৬৭৯] কাব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াজুজ-মাজুজের পর দশটি বছর মানুষ খুবই স্বাচ্ছন্দে ও আরাম-আয়েশে থাকবে। এমনকি দু'জন মানুষ একটি

---

[৬৭৮] সনদ অত্যন্ত দুর্বল। তবে নদীগুলো যে জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, সেটা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত। দেখুন, সহিহ মুসলিম : ২৮৩৯

ডালিম বহন করে নিয়ে যাবে এবং তাদের দুজনে আঙুরের একটি কাঁদি বহন করবে। এভাবে তারা দশ বছর বসবাস করবে। এরপর আল্লাহ তাআলা একটি মনোরম বাতাস প্রেরণ করবেন। বাতাসটি সব মুমিনের রুহ কবজ করে নেবে। এর পরে মানুষেরা যারা থাকবে, তারা পরস্পরে মারামারি শুরু করবে, যেভাবে গাধার পাল লড়াইয়ের সময় মারামারি করে। তাদের এ অবস্থা চলাকালীনই তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার আদেশ ও কিয়ামত সংঘটিত হবে।[৬৭৯]

عَنْ كَعْبٍ، قَالَ : إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ يَنْقُرُونَ كُلَّ يَوْمٍ بِمَنَاقِيرِهِمْ فِي السَّدِّ فَيُسْرِعُونَ فِيهِ فَإِذَا أَمْسَوْا، قَالُوا : نَرْجِعُ غَدًا فَنَفْرُغُ مِنْهُ فَيُصْبِحُونَ وَقَدْ عَادَ كَمَا كَانَ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خُرُوجَهُمْ قَذَفَ عَلَى أَلْسُنِ بَعْضِهِمُ الاسْتِثْنَاءَ، فَقَالَ : نَرْجِعُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَنَفْرُغُ مِنْهُ فَيُصْبِحُونَ وَهُوَ كَمَا تَرَكُوهُ فَيَنْقُبُونَهُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ، فَلا يَأْتُونَ عَلَى شَيْءٍ إِلا أَفْسَدُوهُ فَيَمُرُّ أَوَّلُهُمْ عَلَى الْبُحَيْرَةِ وَيَشْرَبُونَ مَاءَهَا، وَيَمُرُّ أَوْسَطُهُمْ فَيَلْحَسُونَ طِينَهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ قَدْ كَانَ هَاهُنَا مَرَّةً مَاءٌ فَيَقْهَرُونَ النَّاسَ وَيَفِرُّ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي الْبَرِّيَّةِ وَالْجِبَالِ، فَيَقُولُونَ : قَدْ قَهَرْنَا أَهْلَ الأَرْضِ فَهَلُمُّوا إِلَى أَهْلِ السَّمَاءِ فَيَرْمُونَ نِبَالَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ تَقْطُرُ دَمًا، فَيَقُولُونَ : قَدْ فَرَغْنَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ وَأَهْلِ السَّمَاءِ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَضْعَفَ خَلْقِهِ النَّغَفَ دُودَةً تَأْخُذُهُمْ فِي رِقَابِهِمْ فَتَقْتُلُهُمْ حَتَّى تُنْتِنَ الأَرْضُ مِنْ جِيفِهِمْ وَيُرْسِلَ اللَّهُ طَيْرًا فَتَنْقُلَ جِيَفَهُمْ إِلَى الْبَحْرِ، ثُمَّ يُرْسِلَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ فَتُطَهِّرَ الأَرْضَ، وَتُخْرِجَ الأَرْضُ زَهْرَتَهَا وَبَرَكَتَهَا وَيَتَرَاجَعَ النَّاسُ حَتَّى إِنَّ الرُّمَّانَةَ لَتُشْبِعُ السَّكَنَ قِيلَ : وَمَا السَّكَنُ؟ قَالَ : أَهْلُ الْبَيْتِ، وَيَكُونُ سَلْوَةً مِنْ عَيْشٍ، فَبَيْنَمَا النَّاسُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُمْ خَبَرٌ أَنَّ ذَا السُّوَيْقَتَيْنِ صَاحِبَ الْحَبَشِ قَدْ غَزَا الْبَيْتَ، فَيَبْعَثُ الْمُسْلِمُونَ جَيْشًا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْهِمْ، وَلا يَرْجِعُونَ إِلَى أَصْحَابِهِمْ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ رِيحًا يَمَانِيَةً مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَتَكْفِتُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ، ثُمَّ لا أَحَدَ قَبْلَ السَّاعَةِ إِلا رَجُلٌ أَنْتَجَ مُهْرًا لَهُ فَهُوَ يَنْتَظِرُ مَتَى يَرْكَبُهُ، فَمَنْ تَكَلَّفَ مِنْ أَمْرِ السَّاعَةِ مَا وَرَاءَ هَذَا فَهُوَ مُتَكَلِّفٌ.

---

[৬৭৯] সনদ অত্যন্ত দুর্বল, মাকতু।

[৬৮০] কাব রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াজুজ-মাজুজ প্রতিদিনই প্রাচীরটি খুবই দ্রুত খনন করতে থাকে। যখন সন্ধ্যা হয়, তারা বলে, আজ আমরা ফিরে যাই, আগামীকাল আমরা দেওয়ালটির কাজ শেষ করে ফেলব। তারা সকালে আসে, আর ইতিমধ্যেই প্রাচীর তার আগের অবস্থানেই চলে যায়। এরপর আল্লাহ তাআলা যখন তাদের বের করতে চাইবেন, তখন তাদের কথায় 'ইনশাআল্লাহ' বলার সুযোগ করে দেবেন। তারা বলবে, আমরা ফিরে যাই, আগামীকাল ইনশাআল্লাহ শেষ করব। তার পরের দিন সকালে এসে তারা দেখবে, এবার প্রাচীরটি তারা যেমন রেখে গিয়েছিল, তেমনই আছে। এবার তারা তা খনন করে মানুষের সামনে চলে আসবে। তারা যেখান দিয়েই যাবে, তার সবকিছুকেই তারা ধ্বংস করে দেবে। তাদের প্রথম দল একটি সাগরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তার সমস্ত পানি পান করে ফেলবে। তাদের মধ্যভাগ যখন সে অঞ্চল অতিক্রম করবে, তারা তার কাদামাটি লেহন করবে। আর তাদের শেষ দলটি সে অঞ্চল অতিক্রমকালে বলবে, এখানে কোনো একসময় পানি ছিল। তারা মানুষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে। মানুষ তাদের থেকে পালিয়ে স্থলভাগে ও পাহাড়ে আশ্রয় নেবে। তারা বলবে, আমরা জমিনবাসীর ওপর বিজয়ী হয়েছি। তাহলে চলো, এবার আসমানবাসীকে ধরা যাক। তারা তাদের তিরগুলো আসমানের দিকে মারতে শুরু করবে। তিরগুলো রক্তরঞ্জিত হয়ে ফিরে আসবে। তখন তারা বলবে, আমরা জমিনবাসী ও আসমানবাসী থেকে অবসর হয়েছি। এবার আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর তার সবচেয়ে দুর্বল সৃষ্টি নাগাফ নামক পোকা প্রেরণ করবে, যা তাদের ঘাড়ে আঘাত করবে এবং তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। জমিন তাদের পঁচা লাশের গন্ধে দুর্গন্ধময় হয়ে উঠবে। তখন আল্লাহ তাআলা একপ্রকার পাখি প্রেরণ করবেন, যারা তাদের লাশগুলোকে সাগরে নিক্ষেপ করবে। এরপর আল্লাহ তাআলা মেঘমালা পাঠালে (বৃষ্টি বর্ষণ করে) তা পৃথিবীকে পবিত্র করে দেবে। জমি তার ফুল-ফসল ও সমস্ত বারাকাহ উগড়ে দেবে। মানুষেরা আবার সবাই ফিরে আসবে। একটি ডালিম একটি সাকানকে তৃপ্ত করে দেবে। জিজ্ঞেস করা হলো, সাকান কী? তিনি বললেন, একটি পরিবার। জীবিকায় স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। মানুষের মাঝে যখন এ অবস্থা বিরাজ করবে, তখনই খবর আসবে যে, লম্বা বাজুর অধিকারী হাবশার বাদশা কাবাগৃহ আক্রমণ করেছে। তখন মুসলমানরা একটি বাহিনী প্রেরণ করবে। তবে তারা তাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না এবং তাদের সঙ্গীদের কাছেও ফিরে আসতে পারবে না। ইতিমধ্যেই আল্লাহ তাআলা আরশের নিচ থেকে একটি দখিনা বাতাস প্রেরণ করবেন, যা প্রতিটি মুমিনের রুহ কবজা করে নেবে। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত আর কেউ থাকবে না, তবে এক ব্যক্তি থাকবে, যে একটি অশ্বশাবকের জন্ম দিয়ে অপেক্ষায় থাকবে যে,

কখন সে তাতে আরোহণ করবে। সুতরাং কিয়ামতের বিষয়ে যে ব্যক্তি এর অতিরিক্ত জানতে চাইবে, সে হলো অতিরঞ্জনকারী।[৬৮০]

নোট : এ হাদিসের শেষাংশে ثُمَّ لا أَحَدَ قَبْلَ السَّاعَةِ إِلا رَجُلٌ أَنْتَجَ مُهْرًا لَهُ فَهُوَ يَنْتَظِرُ مَتَى يَرْكَبُهُ এ বাক্যটি সম্ভবত কোনো বর্ণনাকারী থেকে বিকৃত হয়ে গেছে। এখানে সঠিক ভাষ্যটি হবে এমন, ثُمَّ لا أَجِدُ مَثَلَ السَّاعَةِ إِلا كَرَجُلٍ أَنْتَجَ مُهْرًا لَهُ فَهُوَ يَنْتَظِرُ مَتَى يَرْكَبُهُ অর্থাৎ 'অতঃপর কিয়ামতের দৃষ্টান্ত আমি কেবল এমন ব্যক্তির সাথেই খুঁজে পাই, যে একটি অশ্বশাবকের জন্ম দিয়ে অপেক্ষায় আছে যে, কখন সে তাতে আরোহণ করবে।' এসংক্রান্ত একটি বর্ণনা ইতিপূর্বে গত হয়েছে, যা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এ বর্ণনার ভাষ্যে কোনো বর্ণনাকারী থেকে কিছু শব্দের বিকৃতি ঘটেছে। এ বর্ণনায় যে বিকৃত বাক্য বর্ণিত হয়েছে, অন্যান্য হাদিসকে সামনে রাখলে সেটা কোনোভাবেই সঠিক হয় না। কেননা, একাধিক বিশুদ্ধ হাদিস থেকে জানা যায় যে, মুমিনরা মারা যাওয়ার পরও কাফিররা অনেকদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। আর সেটা নিশ্চয়ই একজন হবে না। অথচ এ বিকৃত বাক্য থেকে বুঝা যায়, মুমিনরা মারা যাওয়ার পর কেবল একজন কাফিরই বেঁচে থাকবে, যে তার অশ্বশাবক নিয়ে তাতে আরোহণ করার অপেক্ষায় প্রহর গুণবে! কিন্তু হাদিসের সঠিক বাক্যটি থেকে বুঝা যায়, এটা ছিল একটি দৃষ্টান্ত, বাস্তব কোনো দৃশ্য নয়।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : إِنَّ مِنْ بَعْدِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ لَثَلاثَ أُمَمٍ لا يَعْلَمُ عِدَّتَهُمْ إِلا اللَّهُ : تَاوِيلُ، وَتَارِيسُ، وَمَنْسَكُ.

[৬৮১] আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াজুজ-মাজুজের পর তিনটি জাতি থাকবে, তাদের সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর তারা হচ্ছে, তাবিল, তারিস ও মানসাক।[৬৮১]

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَيُحَجَّنَّ إِلَى الْبَيْتِ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ.

[৬৮২] আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাবের পর বাইতুল্লায় হজ-উমরা করা হবে।[৬৮২]

---

[৬৮০] ইসরাইলিয়াত।

[৬৮১] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর অবতরণ

عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ : لَيَجْلِسَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى أَعْوَادِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَاضِيًا مُقْسِطًا عِشْرِينَ سَنَةً.

[৬৮৩] অহাব বিন মুনাব্বিহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম অবশ্যই বাইতুল মুকাদ্দাসের সিংহাসনে বসে ন্যায়পরায়ণ বিচারক হিসেবে বিশ বছর শাসন করবেন।[৬৮৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ.

[৬৮৪] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, তখন তোমাদের কেমন লাগবে, যখন ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন; আর তোমাদের নেতা হবেন তোমাদেরই মধ্য থেকে?[৬৮৪]

নোট : অবশ্যই এটি হচ্ছে এ উম্মতের এমন একটি মর্যাদা, যা অন্য কোনো উম্মতকে দেওয়া হয়নি। পৃথিবীতে কোনো নবি থাকতে কখনোই উম্মত নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করতে পারে না, কিন্তু এ উম্মতকে সে বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে, যা উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য একটি খুশির বিষয়। এটা আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা আদায়ের বিষয় এবং নিজেদেরকে নিয়ে গর্ব করার বিষয় যে, আমি এমন এক নবির উম্মত হতে পেরেছি, যার উম্মতের মধ্যে একজন নবিও আছেন।

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ نَازِلٌ لا مَحَالَةَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَرْبُوعُ الْخَلْقِ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سَبْطُ الرَّأْسِ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ مَاءً، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، فَيَكْسِرُ

---

[৬৮২] সহিহুল বুখারি : ১৫৯৩

[৬৮৩] মাকতু। বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, দাজ্জাল নিহত হওয়ার পর ইসা আ. ও মুমিনরা সাত বছর থাকবে। এরপর মৃদু এক বাতাসের ছোঁয়ায় সব মুমিন মারা যাবে। দেখুন, সহিহু মুসলিম : ২৯৪০

[৬৮৪] সহিহুল বুখারি : ৩৪৪৯; সহিহু মুসলিম : ১৫৫

الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الإِسْلَامِ، فَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا غَيْرَ الإِسْلَامِ، وَحَتَّى تَقَعَ الأَمَنَةُ فِي الأَرْضِ، وَحَتَّى يَرْتَعَ الأَسَدُ مَعَ الإِبِلِ، وَالنُّمُورُ مَعَ الْبَقَرِ وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ، وَيَلْعَبَ الْغِلْمَانُ بِالْحَيَّاتِ لا يَضُرُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

[৬৮৫] হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নবিগণ হচ্ছেন বৈমাত্রীয় ভাই। তাদের মা তো ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু তাদের দ্বীন একটিই। আর আমি ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী। তাঁর মাঝে আর আমার মাঝে কোনো নবি নেই। (শেষ জমানায়) তিনি নিঃসন্দেহে অবতরণ করবেন। যখন তিনি অবতরণ করবেন, তোমরা তার পরিচয় বুঝে নেবে। তিনি হবেন গঠন আকৃতির দিক থেকে না অতি লম্বা, আর না অধিক বেটে। বর্ণ লাল ও শ্বেত রঙের মিশ্রণের। তার মাথার চুল হবে লম্বা সিক্তি, যেন তার মাথা থেকে টপ টপ করে পানি ঝরছে, যদিও তা কোনো আর্দ্রতা স্পর্শ করেনি। তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং ইসলামের জন্য মানুষের সঙ্গে লড়াই করবেন। তাঁর সময়ে আল্লাহ তাআলা ইসলাম ব্যতীত আর সব ধর্মকে ধ্বংস করে দেবেন। জমিনে নিরাপত্তা বিরাজ করবে। সিংহ উটের সাথে, বাঘ গরুর সাথে এবং নেকড়ে বকরির সাথে একই জায়গায় বিচরণ করবে। শিশুরা সাপের সঙ্গে খেলা করবে। তারা একজন অপরজনের কোনো ক্ষতি করবে না।[৬৮৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، يَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، يَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ.

[৬৮৬] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, অচিরেই তোমাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর আগমন হবে। তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, (দুনিয়ায় কাফির-মুশরিক না থাকায়) জিজিয়া তুলে দেবেন এবং সম্পদকে এমনভাবে বিলাতে থাকবেন যে, কেউ আর গ্রহণ করার থাকবে না।[৬৮৬]

---

[৬৮৫] সহিহ, মুরসাল। সহিহুল বুখারি : ৩৪৪২, ৩৪৪৩; সহিহু মুসলিম : ২৩৬৫, সুনানু আবি দাউদ : ৪৩২৪; মুসনাদু আহমাদ : ৯২৭০, ৯৬৩২,৯৬৩৩

[৬৮৬] সহিহুল বুখারি : ৩৪৪৮; সহিহু মুসলিম : ১৫৫

عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي تُقَاتِلُ عَنِ الْحَقِّ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، يَنْزِلُ عَلَى الْمَهْدِيِّ، فَيُقَالُ لَهُ : تَقَدَّمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَصَلِّ لَنَا، فَيَقُولُ : إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةُ أَمِينٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ لِكَرَامَتِهِمْ عَلَى اللَّهِ ﷺ.

[৬৮৭] জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল হকের পক্ষ হয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ না ফজরের সময় বাইতুল মুকাদ্দাসে ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর আগমন ঘটে। তিনি মাহদির কাছে আসলে তাঁকে বলা হবে, হে আল্লাহর নবি, সামনে অগ্রসর হোন এবং আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করুন। তিনি বলবেন, আল্লাহর নিকট এ উম্মতের বিশেষ মর্যাদার কারণে এরা একে অপরের জন্য আমানতদার ও বিশ্বস্ত।[৬৮৭]

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ : مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتُ الدَّجَّالَ، قَالَ : فَلا تَبْكِينَ، فَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا حَيٌّ أَنَا أَكْفِيكُمُوهُ، وَإِنْ أَمُتْ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ مَعَهُ يَهُودُ أَصْبَهَانَ فَيَسِيرُ حَتَّى يَنْزِلَ بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ شِرَارُ أَهْلِهَا، فَيَنْطَلِقُ حَتَّى يَأْتِيَ لُدًّا، فَيَنْزِلُ عِيسَى فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ عِيسَى فِي الأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِمَامًا عَدْلا وَحَكَمًا مُقْسِطًا.

[৬৮৮] উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবেশ করলেন, যখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি বললেন, কী কারণে কাঁদছ? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, দাজ্জালের (ভয়ানক ফিতনার) কথা মনে পড়ে গেছে। তিনি বললেন, কেঁদো না। আমার জীবদ্দশায় যদি তার আগমন ঘটে, তবে আমিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হব। আর যদি আমি মৃত্যুবরণ করি, তবে তোমরা মনে রেখো, তোমাদের রব অন্ধ নন। তার সঙ্গে ইস্পাহানের ইহুদিরা বের হবে। সে চলতে চলতে মদিনার পাশে এসে থেমে যাবে। তখন মদিনার সাতটি প্রবেশপথ

[৬৮৭] সহিহ মুসলিম : ১৫৬

থাকবে। প্রতিটি দরজায় দু'জন করে ফেরেশতা থাকবেন। এরপর মদিনার মন্দ লোকেরা তার কাছে চলে যাবে। সে চলতে চলতে লুদ শহরে চলে যাবে। অতঃপর ইসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করে তাকে হত্যা করবেন। এরপর ইসা আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন অথবা তার কাছাকাছি।[৬৮৮]

عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ الدَّجَّالَ مَعَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَيَنْجُونَ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا.

[৬৮৯] কাবে আহবার রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গে দাজ্জালের বিরুদ্ধে লড়াই করে মুসলমানদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবেন, তাদের সংখ্যা হবে বারো হাজার।[৬৮৯]

নোট : এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, তখন খুব কম মুসলমানই তাঁর সঙ্গ দেবে। কিংবা এটাও হতে পারে যে, এই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে অনেক মুসলমান শরিক হলেও তাদের অধিকাংশই নিহত হয়ে যাবেন।

عَنْ عَمِّهِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الْمَسِيحَ بِبَابِ لُدٍّ.

[৬৯০] মুজাম্মি বিন জারিয়া আনসারি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম মাসিহ দাজ্জালকে লুদ নামক গেটে হত্যা করবেন।[৬৯০]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمِّي مُجَمِّعَ بْنَ جَارِيَةَ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : يَقْتُلُ الدَّجَّالَ ابْنُ مَرْيَمَ بِبَابِ لُدٍّ.

[৬৯১] আব্দুর রহমান বিন ইয়াজিদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুজাম্মি বিন জারিয়া রা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

[৬৮৮] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ৬/৭৫
[৬৮৯] ইসরাইলাত।
[৬৯০] সহিহ। সুনানুত তিরমিজি : ২৩৫৯

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে লুদ নামক গেটে হত্যা করবেন।[৬৯১]

নোট : লুদ তেলআবিব থেকে পনেরো কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত ইসরাইলের একটি শহর। বর্তমানে লুদে বিমান ঘাঁটি তৈরি করা হয়েছে। হয়তো দাজ্জাল বিমান বা এমন কোনো প্রযুক্তির বাহনে আরোহণ করে পলায়ন করতে চাইবে। আর তখনই তাকে হত্যা করা হবে। বোঝা যাচ্ছে, ভবিষ্যতে দাজ্জালের সুবিধা ও সাহায্যের জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই ইসরাইলে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

عَنْ هُرَيْرَةَ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الدَّجَّالَ، وَتَقُومُ الْكَلِمَةُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَفَلا تَرَوْنِي شَيْخًا كَبِيرًا، قَدْ كَادَتْ أَنْ تَلْتَقِيَ تَرْقُوَتَاي مِنَ الْكِبَرِ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لا أَمُوتَ حَتَّى أَلْقَاهُ وَأُحَدِّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُصَدِّقَنِي، فَإِنْ أَنَا مِتُّ قَبْلَ أَنْ أَلْقَاهُ وَلَقِيتُمُوهُ بَعْدِي فَاقْرَءُوا عَلَيْهِ مِنِّي السَّلامَ.

[৬৯২] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (শেষ জমানায়) ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম আগমন করে ক্রুশ ভেঙে দেবেন, শূকর হত্যা করবেন, (দুনিয়ায় কাফির-মুশরিক না থাকায়) জিজিয়া তুলে দেবেন তার সময়েই আল্লাহ তাআলা দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন এবং (পুরো বিশ্বে) আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে। আবু হুরাইরা রা. বলেন, তোমরা কি আমাকে বয়োবৃদ্ধ দেখতে পাচ্ছ না? বয়সের কারণে আমার গলার দুটি হাড় একত্র হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আমি আশাবাদী যে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে আমার মৃত্যু হবে না এবং আমি তাঁকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদিস শোনালে তিনি আমাকে সত্যায়ন করবেন। আর যদি তাঁর সাথে সাক্ষাতের পূর্বেই আমার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে তোমরা তাঁকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে।[৬৯২]

---

[৬৯১] প্রাগুক্ত।

[৬৯২] সহিহুল বুখারি : ৩৪৪৮; সহিহু মুসলিম : ১৫৫ হাদিসের প্রথম অংশটি আগেও বর্ণিত হয়েছে। হাদিসের শেষাংশে তিনি সবাইকে তাঁর পক্ষ থেকে ইসা আ.-কে সালাম পৌঁছে দেওয়ার জন্য অসিয়ত করেছেন।

عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قَالَ : نُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِالسَّاعَةِ، لَا تَشُكَّنَّ فِيهَا.

[৬৯৩] কাতাদা রহ. থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার বাণী : 'আর নিশ্চয়ই তা কিয়ামতের সুনিশ্চিত একটি নিদর্শন।' [সুরা জুখরুফ : ৬১] তিনি (এর ব্যাখ্যায়) বলেন, তা হচ্ছে ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম। সুতরাং কিয়ামত সম্পর্কে দ্বিধায় থেকো না এবং এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ কোরো না।[৬৯৩]

عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ : مَرَرْتُ عَلَى عَامِرٍ فِي مَجْلِسِ بَنِي أَسَدٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هَؤُلَاءِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ : مَنْ لَقِيَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مِنْكُمْ فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ.

[৬৯৪] ইবনে আওন রহ. বলেন, বনু আসাদের একটি মজলিসে আমি আমির (ইমাম শাবি) রহ.এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। তিনি বললেন, আমাকে তাদের থেকে এক বা ততোধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আবু হুরাইরা রা. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর সাক্ষাৎ লাভ করবে, সে যেন আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম জানায়।[৬৯৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيُثَنِّيَنَّهُمَا، يَعْنِي يَقْرِنُهُمَا.

[৬৯৫] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, হজ বা উমরা পালন করতে অথবা হজ্জে কিরানের জন্য ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম রওহার রাস্তায় তালবিয়া পাঠ করবেন।[৬৯৫]

---

[৬৯৩] সহিহ, মাকতু।

[৬৯৪] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ৭৯৭০, ৭৯৭১

[৬৯৫] সহিহু মুসলিম : ১২৫২

দাব্বাতুল আরজের আত্মপ্রকাশ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَمْ يَنْفَعْ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا : الدَّابَّةُ، وَالدَّجَّالُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا.

[৬৯৬] আবু হুরাইরা রা. সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনটি বিষয় যখন প্রকাশ হয়ে যাবে, তখন কোনো মানুষের (নতুন করে) ইমান আনয়ন আর কাজে আসবে না, যে ইতিপূর্বে ইমান আনেনি কিংবা ইমান অনুসারে কোনো সৎকাজ করেনি। সে তিনটি বিষয় হলো, দাব্বাতুল আরজ, দাজ্জাল ও পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়।[৬৯৬]

নোট : এ হাদিস নিয়ে একটি বিষয় গভীরভাবে ভাবার আছে, আর তা হচ্ছে, এসব বিষয় প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর আর ইমান গ্রহণ কোনো কাজে আসবে না। কোনো নেকির কাজ না করে থাকলে আর করার সুযোগ পাওয়া যাবে না। তবে যদি কেউ আগেই ইমান এনে থাকে এবং পূর্বেই সৎকর্ম করে থাকে, তাহলে সেটা তার কাজে লাগবে।

আমরা অনেকেই একথা জানি যে, শেষ জমানায় ইমান ও কুফরের মাঝে একটি চূড়ান্ত লড়াই হবে। আমরা অনেকেই ভাবছি, আমি যেহেতু ইমানদার, আমি তখন ইসলামের পক্ষেই অবস্থান গ্রহণ করব। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন কিছু বলে। এ হাদিসে যেমন বলা হয়েছে যে, পূর্বে ইমান না এনে থাকলে এবং আমল না করে থাকলে দাজ্জাল আসার পর নতুন করে আর তা করার সুযোগ থাকবে না, সেভাবে দাজ্জাল আসার পূর্বেই দাজ্জালি কর্মকাণ্ড চিনে সে অনুসারে প্রস্তুতি গ্রহণ না করলে তখন আর দাজ্জালের বিরুদ্ধে যাওয়ার মতো শক্তি বা সামর্থ্য কিছুই থাকবে না। তাই এখন শুধু মনে মনে ভাবলেই যথেষ্ট হবে না; বরং যথাযথ প্রস্তুতি নিলে তবেই আশা করা যায়, আল্লাহ আমাদের মুমিনদের তাবুতে রাখবেন।

حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ، قَالَ : وَجَدْتُ فِي كِتَابِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَتْحُ الْمَدِينَةِ وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ وَالدَّابَّةِ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ قَالَ : تِسْعَةِ أَشْهُرٍ، شَكَّ أَبُو طَالِبٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : كُلُّهُ سَبْعَةٌ.

---

[৬৯৬] সহিহ মুসলিম : ১৫৮

[৬৯৭] ইবনে আইয়াশ রহ. তার জনৈক উস্তাদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি খালিদ বিন মাদান রহ.এর গ্রন্থে পেয়েছি, আবু হুরাইরা রা. বলেন, কুসতুনতুনিয়া শহর বিজয়, দাজ্জালের আবির্ভাব ও দাব্বাতুল আরজের প্রকাশ হবে ছয় মাসের ভেতরেই। অথবা তিনি বলেছেন, নয় মাসের মধ্যে। আবু তালিব রহ. শব্দ বর্ণনায় সন্দেহ করেছেন। কিন্তু ইয়াহইয়া বিন মাইন রহ. বলেন, সবগুলো হবে সাতের মধ্যে (তিনি মাস বা বছরের কথা উল্লেখ করেননি)।[৬৯৭]

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَجْتَمِعَ أَهْلُ الْبَيْتِ عَلَى الإِنَاءِ الْوَاحِدِ فَيَعْرِفُونَ مُؤْمِنِيهِمْ مِنْ كَافِرِيهِمْ، قَالُوا: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّ الدَّابَّةَ تَخْرُجُ حِينَ تَخْرُجُ وَهِيَ دَابَّةُ الأَرْضِ فَتَمْسَحُ كُلَّ إِنْسَانٍ عَلَى مَسْجِدِهِ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَتَكُونُ نُكْتَةً بَيْضَاءَ فَتَفْشُو فِي وَجْهِهِ حَتَّى يَبْيَضَّ لَهَا وَجْهُهُ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَتَكُونُ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فَتَفْشُو فِي وَجْهِهِ حَتَّى يَسْوَدَّ لَهَا وَجْهُهُ حَتَّى إِنَّهُمْ يَتَبَايَعُونَ فِي أَسْوَاقِهِمْ، يَقُولُ هَذَا: كَيْفَ تَبِيعُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ؟ وَيَقُولُ هَذَا: كَيْفَ تَأْخُذُ هَذَا يَا كَافِرُ، فَمَا يَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

[৬৯৮] আলা বিন জিয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না, যতক্ষণ না পরিবারের লোকেরা একটি পাত্রের ওপর একত্র হবে। অতঃপর নিজেদের মধ্যে কে মুমিন আর কে কাফির, তারা এর পরিচয় পেয়ে যাবে লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, তা কীভাবে হবে? তিনি বললেন, দাব্বাতুল আরজ তার নির্ধারিত সময়ে বের হয়ে প্রতিটি মানুষের সিজদার জায়গাগুলো স্পর্শ করবে। সুতরাং যে মুমিন, তার জন্য একটি সাদা বিন্দু হবে, যা তার চেহারায় ছড়িয়ে পড়বে; এমনকি তার চেহারা আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আর যে কাফির, তার একটি কালো বিন্দু হবে, যা তার চেহারায় ছড়িয়ে পড়বে, এতে তার চেহারা কালো কুৎসিত হয়ে যাবে। তারা তাদের বাজারে বেচাকেনা করবে। একজন বলবে, হে মুমিন, তুমি এটি কীভাবে ক্রয় করবে? সে বলবে, হে কাফির, তুমি এটি কীভাবে গ্রহণ করবে? সুতরাং তারা কেউ কারও কথার কোনো জবাব দেবে না।[৬৯৮]

---

[৬৯৭] সনদ দুর্বল, মাওকুফ। সুনানু আবি দাউদ : ৪২৯৫; সুনানুত তিরমিজি : ২৩৫৩; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৯২

[৬৯৮] দুর্বল, মাওকুফ। সিলসিলাতুল আহাদিসিজ জইফা : ১১০৮

عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَخِيهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَتَخْرُجَنَّ الدَّابَّةُ حَتَّى تَدْخُلَ عَلَى النَّاسِ فِي بُيُوتِهِمْ فَتُخْبِرَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ حَتَّى تَقُولَ : أَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فِي وُجُوهِهِمْ.

[৬৯৯] উম্মে আব্দুল্লাহ রহ. সূত্রে তার ভাই আব্দুল্লাহ বিন খালিদ বিন মাদান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অবশ্যই দাব্বাতুল আরজ বের হবে। সে মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হয়ে তাদের আমল সম্পর্কে সংবাদ বলবে। এমনকি সে তাদের মুখের ওপরই বলে দেবে, তুমি জান্নাতবাসী, আর তুমি জাহান্নামবাসী।[৬৯৯]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ فِي دَابَّةِ الأَرْضِ : إِنَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ سِيمَا وَإِنَّ سِيمَاهَا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ أَنَّهَا تَتَكَلَّمُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ.

[৭০০] আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি দাব্বাতুল আরজ সম্পর্কে বলেন, তার মধ্যে প্রতিটি জাতিরই বৈশিষ্ট্য থাকবে। তার মধ্যে এই জাতির বৈশিষ্ট্য এটা থাকবে যে, সে স্পষ্ট আরবি ভাষায় কথা বলবে।[৭০০]

عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ : هِيَ دَابَّةٌ ذَاتُ زَغْبٍ وَرِيشٍ، لَهَا أَرْبَعُ قَوَائِمَ تَخْرُجُ مِنْ أَوْدِيَةِ تِهَامَةَ.

[৭০১] কাতাদা রহ. থেকে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস রা. বলতেন, দাব্বাতুল আরজ হবে পশম ও লোম বিশিষ্ট। তার চারটি পা থাকবে। সে তিহামা উপত্যকা থেকে বের হয়ে আসবে।[৭০১]

নোট : তিহামা লোহিত সাগরের পাশে ইয়ামানের একটি ঐতিহাসিক এলাকা, যাকে আরব উপদ্বীপের একটি অঞ্চল হিসেবে গণ্য করা হয়।

عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ، يَقُولُ : تَخْرُجُ دَابَّةُ الأَرْضِ مِنْ مَكَّةَ.

[৭০২] সিমাক রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি ইবরাহিম রহ.কে বলতে শুনেছেন, দাব্বাতুল আরজ মক্কা থেকে বের হবে।[৭০২]

---

[৬৯৯] মাকতু।
[৭০০] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।
[৭০১] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।
[৭০২] মাকতু।

নোট : আগের হাদিসে বলা হলো তিহামা থেকে, আর এখানে বলা হচ্ছে মক্কা থেকে। এর কী ব্যাখ্যা হবে? বিষয়টি দুটির মাঝে সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, তার আত্মপ্রকাশের মূল জায়গা হবে তিহামা, আর জনসম্মুখে প্রকাশের জায়গা হবে মক্কা। আল্লাহই প্রকৃত বিষয় ভালো জানেন।

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا : طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَدَابَّةَ الأَرْضِ، وَخُوَيِّصَةَ أَنْفُسِكُمْ، وَأَمْرَ الْعَامَّةِ، يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

[৭০৩] হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছয়টি বিষয়ের পূর্বেই তোমরা আমলের ব্যাপারে মনোযোগী হও। এক. পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয়। দুই. দুখান বা ধোঁয়া। তিন. দাজ্জাল। চার. দাব্বাতুল আরজ। পাঁচ. তোমাদের বিশেষ বিপদ (অর্থাৎ মৃত্যু)। ছয়. সর্বব্যাপী বিষয় অর্থাৎ কিয়ামত।[৭০৩]

---

[৭০৩] সহিহ, মাকতু। সহিহু মুসলিম : ২৯৪৭

পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا، قَالَ : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا.

[৭০৪] উবাইদ বিন উমায়রির রহ. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর বাণী : 'যেদিন তোমার রবের কিছু নিদর্শন প্রকাশ হয়ে পড়বে, সেদিন কোনো মানুষের (নতুন করে) ইমান আনয়ন আর কাজে আসবে না, যে ইতিপূর্বে ইমান আনেনি কিংবা ইমান অনুসারে কোনো সৎকাজ করেনি।' [সুরা আল-আনআম : ১৫৮] তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা হচ্ছে পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়।[৭০৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنُوا كُلُّهُمْ فَذَلِكَ حِينَ : لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا.

[৭০৫] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতদিন না পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় হবে। যখন মানুষ তা দেখবে, সবাই ইমান গ্রহণ করবে। এটা হলো সে সময়ের কথা, যখন কোনো মানুষের (নতুন করে) ইমান আনয়ন আর কাজে আসবে না, যে ইতিপূর্বে ইমান আনেনি কিংবা ইমান অনুসারে কোনো সৎকাজ করেনি।[৭০৫]

عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَقَالَ : مَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ : قُلْتُ : جِئْنَا ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ سَنَةً، لا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا مِنْ نَحْوِهِ.

[৭০৬] জির বিন হুবাইশ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাফওয়ান বিন আসাল মুরাদি রহ.এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, তোমার কী প্রয়োজন?

---

[৭০৪] সহিহ, মাকতু।

[৭০৫] সহিহুল বুখারি : ৪৬৩৫, ৪৬৩৬, ৬৫০৬, ৭১২১; সহিহু মুসলিম : ১৫৭

আমি বললাম, আমরা ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে এসেছি। তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, পশ্চিমে তাওবার জন্য সত্তর বছর প্রশস্তের একটি দরজা খোলা আছে। তা পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়ের আগে বন্ধ করা হবে না।[৭০৬]

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ بَابَ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ قِبَلَ الْمَغْرِبِ، أَوْ إِنَّ بِالْمَغْرِبِ بَابَ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ مَسِيرَةَ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ لا يَزَالُ مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ أُغْلِقَ.

[৭০৭] সাফওয়ান বিন আসাল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, পশ্চিমদিকে তাওবার একটি দরজা খোলা আছে। অথবা বললেন, পশ্চিমে তাওবার জন্য পাঁচশ বছর প্রশস্তের একটি দরজা খোলা আছে। পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত তা খোলা থাকবে। যখন পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় হবে, তখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে।[৭০৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، وَذَلِكَ حِينَ : لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا.

[৭০৮] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতদিন না পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় হবে। যখন মানুষ তা দেখবে, সবাই ইমান গ্রহণ করবে। এটা হলো সে সময়ের কথা, যখন কোনো মানুষের (নতুন করে) ইমান আনয়ন আর কাজে আসবে না, যে ইতিপূর্বে ইমান আনেনি কিংবা ইমান অনুসারে কোনো সৎকাজ করেনি।[৭০৮]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَقَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَدْرِي أَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ عِنْدَ رَبِّهَا، فَتَسْتَأْذِنُ فَيُؤْذَنُ لَهَا، وَيُوشِكُ

---

[৭০৬] হাসান। মুসনাদু আহমাদ : ১৮২০৯৩;

[৭০৭] হাসান। সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৮৩; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৭০

[৭০৮] সহিহুল বুখারি : ৪৬৩৫, ৪৬৩৬, ৬৫০৬, ৭১২১; সহিহু মুসলিম : ১৫৭

أَنْ تَسْتَأْذِنَ فَلا يُؤْذَنُ لَهَا حَتَّى تَسْتَشْفِعَ وَتَطْلُبَ، فَإِذَا طَالَ عَلَيْهَا، قِيلَ لَهَا : اطْلُعِي مَكَانَكِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.

[৭০৯] আবু জর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (একদিন) সূর্যোদয়ের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মসজিদে ছিলাম। তিনি বললেন, হে আবু জর, তুমি কি জানো, সূর্য কোথায় অস্ত যায়? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, সে চলতে থাকে, এমনকি তার রবের নিকট আরশের নিচে গিয়ে সিজদা করে। সে (প্রতিদিন উদয়ের জন্য) অনুমতি চায়, অতঃপর তাকে অনুমতি প্রদান করা হয়। অচিরেই একদিন সে অনুমতি চাইবে, কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না। সে প্রার্থনা করতেই থাকবে, দরখাস্ত করতে থাকবে। যখন সময় অনেক পেরিয়ে যাবে, তাকে বলা হবে, তুমি তোমার (ডুবার) জায়গা থেকে উদয় হও। আর সেটাই হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী : 'আর সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। আর তা হচ্ছে, জ্ঞানী মহাপরাক্রমশালী সত্তার নিরূপণের কারণে।'[৭০৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا : طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَخَاصَّةَ أَنْفُسِكُمْ، وَأَمْرَ الْقِيَامَةِ.

[৭১০] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ছয়টি বিষয়ের পূর্বেই তোমরা আমলের ব্যাপারে মনোযোগী হও। এক. পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয়। দুই. দুখান বা ধোঁয়া। তিন. দাজ্জাল। চার. দাব্বাতুল আরজ। পাঁচ. বিশেষ বিপদ (অর্থাৎ মৃত্যু)। ছয়. কিয়ামত।[৭১০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا.

[৭১১] আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতদিন না পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় হয়। যখন মানুষ তা দেখবে, সবাই ইমান গ্রহণ করবে। সেদিন

---

[৭০৯] সহিহুল বুখারি : ৩১৯৯, ৪৮০২, ৪৮০৩, ৭৪২৪, ৭৪৩৩; সহিহু মুসলিম : ১৫৯
[৭১০] সহিহু মুসলিম : ২৯৪৭

কোনো মানুষের (নতুন করে) ইমান আনয়ন আর কাজে আসবে না, যে ইতিপূর্বে ইমান আনেনি কিংবা ইমান অনুসারে কোনো সৎকাজ করেনি।[৭১১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَطْلُعَ تَقَاعَسَتْ حَتَّى تُضْرَبَ بِالْعُمُدِ، وَتَقُولُ : يَا رَبِّ إِنِّي إِذَا طَلَعْتُ عُبِدْتُ دُونَكَ، فَتَطْلُعُ عَلَى وَلَدِ آدَمَ فَتَجْرِيَ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَغْرِبَ فَتُسَلِّمَ فَيُرَدَّ عَلَيْهَا، وَتَسْجُدَ فَيُنْظَرَ إِلَيْهَا، ثُمَّ تَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنَ لَهَا فَتَجْرِيَ إِلَى الْمَشْرِقِ، وَالْقَمَرُ كَذَلِكَ، حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا يَوْمٌ تَغْرُبُ فِيهِ، فَتُسَلِّمُ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا وَتَسْجُدُ فَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا، وَتَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، فَتُحْبَسُ حَتَّى يَجِيءَ الْقَمَرُ، وَيُسَلِّمُ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَيَسْجُدُ فَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِ، ثُمَّ يَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهُ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُمَا : ارْجِعَا مِنْ حَيْثُ جِئْتُمَا، فَيَطْلُعَانِ مِنَ الْمَغْرِبِ كَالْبَعِيرَيْنِ الْمُقْتَرِنَيْنِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ.

[৭১২] আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেদিক থেকে সুবহে সাদিক হয়, সূর্য সেদিক থেকেই উদয় হয়। সে যখন উদয় হতে ইচ্ছা করে, তখন একটু দেরি করে; এমনকি তাকে খুঁটি দিয়ে প্রহার করা হবে। সে বলে, হে আমার রব, আমি যখন উদিত হই, তখন আপনার পরিবর্তে আমার উপাসনা করা হয়। অতঃপর সে বনি আদমের ওপর উদয় হয় এবং চলতে চলতে পশ্চিমাকাশে গিয়ে পৌঁছে। অতঃপর সে সালাম দিলে তার সালামের জবাব দেওয়া হয়। সিজদা দিলে তার দিকে তাকানো হয়। এরপর সে (উদয়ের) অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। অতঃপর সে পূর্বদিকে চলতে থাকে। তেমনিভাবে চাঁদও একই কাজ করে। এভাবে একদিন সে অস্ত যাবে। কিন্তু সেদিন সালাম দিলে তার সালামের জবাব দেওয়া হবে না। সিজদা করলে তার দিকে তাকানো হবে না। (উদয়ের) অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না। তাকে আটকে রাখা হবে। এভাবে চাঁদ আসবে। সে সালাম দেবে, কিন্তু তার সালামের জবাব দেওয়া হবে না। সিজদা করবে, কিন্তু তার দিকে তাকানো হবে না। (উদয়ের) অনুমতি চাইবে, কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না। এবার তাদের উভয়কেই বলা হবে, তোমরা যেদিক থেকে এসেছ, সেদিকেই ফিরে যাও। এবার তারা পশ্চিম থেকে দুটি জমজ উটের

[৭১১] সহিহুল বুখারি : ৪৬৩৫, ৪৬৩৬, ৬৫০৬, ৭১২১; সহিহু মুসলিম : ১৫৭

ন্যায় উদয় হবে। আর সেটিই হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী : 'যেদিন তোমার রবের কিছু নিদর্শন দেখা দেবে।' [সুরা আল-আনআম : ১৫৮][৭১২]

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًّا : طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا.

[৭১৩] আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ছয়টি বিষয়ের পূর্বেই তোমরা আমলের প্রতি মনোযোগী হও। (একটি হলো,) পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়।[৭১৩]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : لَيَبْقَيَنَّ النَّاسُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ سَنَةٍ.

[৭১৪] আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়ের পর মানুষ একশ বিশ বছর পর্যন্ত বাকি থাকবে।[৭১৪]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : اللَّيْلَةُ الَّتِي تَطْلُعُ فِي صَبِيحَتِهَا الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا طُولُهَا قَدْرُ ثَلاثِ لَيَالٍ.

[৭১৫] ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রাতের পর সকালে পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্যোদয় হবে, সে রাতটি হবে তিন রাতের সমান।[৭১৫]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، فَالأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا.

[৭১৬] আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একটি হাদিস মুখস্থ করেছি, যা আমি এখনো ভুলে যাইনি। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে

---

[৭১২] সনদ অত্যন্ত দুর্বল, মাওকুফ। তবে এর মূল বক্তব্য বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, সহিহুল বুখারি : ৩১৯৯, ৪৮০২, ৪৮০৩, ৭৪২৪, ৭৪৩৩; সহিহু মুসলিম : ১৫৯

[৭১৩] সহিহু মুসলিম : ২৯৪৭; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৫৬

[৭১৪] মাওকুফ।

[৭১৫] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, প্রথম যে নিদর্শন দেখা দেবে, তা হচ্ছে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় এবং দ্বিপ্রহরের সময় মানুষের কাছে দাব্বাতুল আরজের প্রকাশ। এ উভয়ের যেটিই আগে দেখা দেবে, তার পরক্ষণেই আসবে অপরটি।[৭১৬]

নোট : অর্থাৎ দুটি বিষয় খুবই কাছাকাছি সময়ে হবে। এসব হচ্ছে পৃথিবীর চূড়ান্ত পর্ব, যার পরেই আসবে পৃথিবীসহ পুরো মহাবিশ্ব ধ্বংসের পালা।

---

[৭১৬] সহিহ মুসলিম : ২৯৪১

শিঙায় ফুঁক

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ أَعْرَابِيٌّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الصُّورُ؟ قَالَ : قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ.

[৭১৭] আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন, এক গ্রাম্য লোক বলল, হে আল্লাহর রাসুল, শিঙা কী জিনিস? তিনি বললেন, এটি একটি শিং, যাতে ফুঁক দেওয়া হবে।[৭১৭]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : يُنْفَخُ فِي الصُّورِ مِنْ بَابِ إِيلِيَاءَ الشَّرْقِيِّ أَوِ الْغَرْبِيِّ، وَالنَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الْبَابِ الآخَرِ.

[৭১৮] আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইলিয়ার পূর্ব অথবা পশ্চিম দরজার দিক থেকে শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে। আর দ্বিতীয় ফুঁক দেওয়া হবে অন্য দরজার দিক থেকে।[৭১৮]

عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : حِينَ بُعِثَ إِلَيَّ بُعِثَ إِلَى صَاحِبِ الصُّورِ فَأَهْوَى بِهِ إِلَى فِيهِ وَقَدَّمَ رِجْلا وَأَخَّرَ رِجْلا يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ فَيَنْفُخَ، أَلا فَاتَّقُوا النَّفْخَةَ.

[৭১৯] আবু ইমরান জাওনি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন আমাকে নবুওয়াত দিয়ে পাঠানো হয়েছে, তখন শিঙার অধিকারী ফেরেশতার কাছেও (শিঙায় ফুঁ দেওয়ার জন্য) বার্তা পাঠানো হয়েছে। অতঃপর তিনি তার মুখের দিকে মনোনিবেশ করে এক পা অগ্রসর করলেন এবং এক পা পেছনে নিলেন। তিনি এখন অপেক্ষা করছেন যে, কখন তাকে আদেশ করা হবে, আর তিনি তাতে ফুঁৎকার দিয়ে দেবেন। অতএব সাবধান! তোমরা সেই ফুঁৎকারকে ভয় করো।[৭১৯]

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ وَأَصْغَى إِلَى السَّمْعِ، يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ فَيَنْفُخَ، فَلَمَّا

---

[৭১৭] সহিহ। সুনানু আবি দাউদ : ৪৭৪২; সুনানুত তিরমিজি : ২৫৬০, ৩৪৭২

[৭১৮] সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

[৭১৯] সহিহ, মুরসাল।

سَمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا نَقُولُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قُولُوا : حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

[৭২০] জাইদ বিন আরকাম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি কীভাবে আয়েশ করতে পারি; অথচ শিঙার ফেরেশতা শিঙা মুখে দিয়ে রেখেছেন! তিনি তাঁর মাথা নুইয়ে রেখেছেন এবং কানের দিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে রেখেছেন। তিনি অপেক্ষায় আছেন যে, কখন তাকে আদেশ দেওয়া হবে আর তিনি ফুঁক দেবেন। সাহাবায়ে কিরাম রা. যখন তা শুনলেন, তখন তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, তাহলে আমরা কী বলব? তিনি বললেন, তোমরা বলো, 'حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ' অর্থাৎ আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট এবং তিনি কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক![৭২০]

নোট : এ ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা, যা একজন প্রকৃত বান্দার থাকা উচিত; অথচ আমরা তা থেকে অনেক অনেক দূরে। পার্থিব জীবনের চিন্তা ও ভোগবিলাস আমাদেরকে এমন ভাবনা থেকে যোজন যোজন পথ সরিয়ে নিয়ে গেছে।

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدِ الْتَقَمَهُ وَحَنَى ظَهْرَهُ وَأَصْغَى سَمْعَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ فَيَنْفُخَ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ : قُولُوا : حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

[৭২১] জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি কীভাবে আয়েশ করতে পারি; অথচ শিঙার ফেরেশতা শিঙা মুখে দিয়ে রেখেছেন! তার পিঠ ঝুঁকিয়ে রেখেছেন এবং কানের দিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে রেখেছেন। তিনি অপেক্ষায় আছেন যে, কখন তাকে আদেশ দেওয়া হবে, আর তিনি ফুঁক দেবেন। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদেরকে আপনি এ বিষয়ে কী আদেশ করছেন? তিনি বললেন, তোমরা বলো, 'হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকিল।' অর্থাৎ আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট এবং তিনি কতইনা উত্তম কর্মবিধায়ক![৭২১]

---

[৭২০] সহিহ। সুনানুত তিরমিজি : ২৫৬১

[৭২১] সহিহ। আস-সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা : ১০৭৯

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ، الأُولَى يُمِيتُ اللهُ بِهَا كُلَّ حَيٍّ، وَالأُخْرَى يُحْيِي اللهُ تَعَالَى بِهَا كُلَّ مَيِّتٍ.

[৭২২] হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুই ফুৎকারের মাঝে চল্লিশের (অর্থাৎ চল্লিশ বছরের) ব্যবধান থাকবে। প্রথমটির দ্বারা আল্লাহ তাআলা সব জীবকে মৃত্যু দান করবেন। আর দ্বিতীয়টির দ্বারা সমস্ত মৃতকে জীবিত করবেন।[৭২২]

عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ، قَالَ: يُؤْمَرُ إِسْرَافِيلُ أَنْ يَنْفُخَ فِي الصُّورِ مِنْ صَخْرَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

[৭২৩] কাতাদা রহ. থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার বাণী : 'যেদিন আহবানকারী নিকটতম স্থান থেকে আহবান করবে।' [সুরা কফ : ৪১] তিনি এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, ইসরাফিল আলাইহিস সালাম-কে আদেশ করা হবে, তিনি যেন বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রস্তরখণ্ডের দিক থেকে শিঙায় ফুঁক দেন।[৭২৩]

عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ فِي أَسْوَاقِهِمْ إِذِ انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَيَهْبِطُ مَنْ فِيهَا، فَأَحَاطُوا بِأَهْلِ الأَرْضِ، فَيَفِرُّ النَّاسُ وَالْوَحْشُ وَالْجِنُّ فِي أَقْطَارِ الأَرْضِ، فَلَيْسَ مِنْ وَجْهٍ يَذْهَبُونَ فِيهِ إِلا وَجَدُوا الْمَلائِكَةَ قَدْ أَحَاطُوا بِهِمْ.

[৭২৪] জাহহাক রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষেরা বাজারহাটে থাকবে। আর তখন হঠাৎ করেই আসমান ফেটে যাবে। অতঃপর সেখানকার অধিবাসীরা (ফেরেশতারা) সবাই পৃথিবীতে নেমে আসবেন। তারা পৃথিবীবাসীকে ঘিরে নেবেন। মানুষ, জীবজন্তু, জিনেরা পৃথিবীর দিকে দিকে পলায়ন করতে থাকবে। যেদিকেই তারা যাবে, সেদিকেই তারা ফেরেশতাদের দেখতে পাবে যে, তারা তাদেরকে ঘিরে রেখেছেন।[৭২৪]

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِنَّمَا تَقُومُ السَّاعَةُ فِي غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا الرَّبُّ.

---

[৭২২] সহিহ, মুরসাল। সহিহুল বুখারি : ৪৮১৪, ৪৯৩৫; সহিহু মুসলিম : ২৯৫৫

[৭২৩] মাকতু।

[৭২৪] সনদ দুর্বল, মাকতু।

[৭২৫] হাসান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহান রবের প্রচণ্ড ক্রোধের কারণেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।[৭২৫]

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، وَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : مَا هَذَا تُحَدِّثُ بِهِ؟ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهُمَا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أُحَدِّثَ أَحَدًا شَيْئًا أَبَدًا، إِنَّمَا قُلْتُ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلٍ أَمْرًا عَظِيمًا، يُحَرِّقُ الْبَيْتَ، وَيَكُونُ وَيَكُونُ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ عَامًا لا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ ، فَلا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَيْرٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلا قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ " قَالَ : سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلامِ السِّبَاعِ، لا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ : أَلا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ : فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلا أَصْغَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا، قَالَ : وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلِيطُ حَوْضَ إِبِلِهِ، قَالَ : فَيَصْعَقُ، وَيَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ أَوْ قَالَ : يُنْزِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ، نُعْمَانُ الشَّاكُّ، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. قَالَ : ثُمَّ يُقَالُ : أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ، فَيُقَالُ : مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ : مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ. قَالَ : فَذَاكَ يَوْمٌ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، وَذَلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ.

---

[৭২৫] সনদ অত্যন্ত দুর্বল, মাকতু। হাসান বসরি রহ. থেকে মুরসাল হিসেবেও হাদিসটি বর্ণনা করা হয়েছে।

[৭২৬] আসিম বিন উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন আমর রা.-কে বলতে শুনেছি, যখন তাঁর কাছে এক লোক এসে বলল, আপনি এসব কী বর্ণনা করছেন? আপনি নাকি বলছেন, অমুক সময়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে? তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অথবা এ ধরনের কোনো বাক্য বললেন, আমি তো ইচ্ছা করেছি, আমি আর কাউকে কিছু বলব না। আমি তো কেবল এটা বলেছি যে, তোমরা খুব কম সময়ের মধ্যেই কঠিন এক বিপদ প্রত্যক্ষ করবে, যা ঘরকে জ্বালিয়ে দেবে। আর তা হবেই হবে। এরপর তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মাঝে দাজ্জাল বের হয়ে চল্লিশ বছর অবস্থান করবে। আমি জানি না, তিনি কি চল্লিশ দিন বললেন, না চল্লিশ মাস, নাকি চল্লিশ বছর। এরপর তিনি ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম-কে পাঠাবেন, যিনি দেখতে অনেকটা উরওয়া বিন মাসউদ রা.-এর মতো হবেন। তিনি দাজ্জালকে খুঁজে বের করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। এরপর মানুষেরা সাত বছর অবস্থান করবে। সেসময় দু'জন মানুষের মাঝেও কোনো শত্রুতা-বিদ্বেষ থাকবে না। এরপর আল্লাহ তাআলা শামের দিক থেকে একটি মনোরম ঠান্ডা বাতাস প্রেরণ করবেন, যা প্রত্যেক এমন মুমিনের প্রাণ হরণ করবে, যার অন্তরে বিন্দুকণা পরিমাণ ইমান আছে। এমনকি তোমাদের কেউ যদি পাহাড়ের গুহায় গিয়ে ঠাঁই নেয়, তবুও সেখানে বাতাস প্রবেশ করে তার রুহ কবজ করে নেবে। তিনি বলেন, আমি কথাটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, এরপর পাখির দ্রুততা ও হিংস্র প্রাণীর স্বভাব নিয়ে দুনিয়ার সর্বনিকৃষ্ট লোকেরা বেঁচে থাকবে। তারা কোনো ভালো কাজ জানবে না এবং কোনো মন্দ কাজকে খারাপ বলে মনে করবে না। শয়তান মানুষের আকৃতিতে তাদের কাছে আসবে এবং বলবে, তোমরা কি আমার ডাকে সাড়া দেবে না? তারা বলবে, তুমি আমাদেরকে কী আদেশ করছ? সে তাদেরকে মূর্তিপূজার আদেশ করবে। তারা এভাবেই চলতে থাকবে। তারা এভাবেই অঢেল খাবার-পানীয় হবে ও বিলাসী জীবনযাপনের মধ্যে দিনাতিপাত করতে থাকবে। এরপর শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে। সবাই তা শুনবে গর্দান বাড়িয়ে এবং উঁচু করে। প্রথমে যে ব্যক্তি এটার আওয়াজ শুনবে, সে তখন তার উটের গোয়ালে (দেয়ালে বা মেঝেতে) প্লাস্টারের কাজ করবে। সে চিৎকার করে উঠবে, তার সঙ্গে অন্য মানুষেরাও চিৎকার করে উঠবে। এরপর আল্লাহ তাআলা হালকা বৃষ্টি বা শিশির বর্ষণ করবেন। এর দ্বারা মানুষের শরীর আবার পুনঃজীবিত করবেন। এরপর যখন আবার শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন তারা দাঁড়িয়ে (চারদিকে) দেখতে থাকবে। এরপর বলা হবে, হে মানুষেরা, তোমরা তোমাদের রবের দিকে এগিয়ে আসো। (ফেরেশতাদের বলা হবে,) তাদেরকে দাঁড় করিয়ে রাখো। নিশ্চয়ই তারা

জিজ্ঞাসিত হবে। তিনি বলেন, এরপর বলা হবে, জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে বের করো। জিজ্ঞাসা করা হবে, কতজন করে? বলা হবে, প্রতি হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন করে। তিনি বলেন, সেটিই হচ্ছে এমন দিন, যেদিন শিশুদেরকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে। এটাই সেদিন, যেদিন গোড়ালি থেকে পর্দা খুলে দেওয়া হবে।[৭২৬]

নোট : হাদিসের ভাষ্য 'এরপর পাখির দ্রুততা ও হিংস্র প্রাণীর স্বভাব নিয়ে দুনিয়ার সর্বনিকৃষ্ট লোকেরা বেঁচে থাকবে।' এর ব্যাখ্যায় ইমাম নববি রহ. বলেন, মন্দ কাজ, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ ও সকল বিশৃঙ্খলার কাজে দ্রুততা চাইবে; যেভাবে পাখি খুব দ্রুত উড়ে যায়। তারা এসব কাজে খুব বেশি অগ্রসর হবে এবং খুব তাড়াহুড়ো করবে। আর হিংস্র প্রাণীর স্বভাব বলতে জুলুম-অত্যাচার ও জবর-দখলের ক্ষেত্রে তারা মানুষের সাথে হিংস্র প্রাণীর ন্যায় আচরণ করবে। (শারহু সহিহি মুসলিম, নববি : ১৮/৭৭)

সমাপ্ত

---

[৭২৬] সহিহু মুসলিম : ২৯৪০

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

১। কিতাবুল ফিতান (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড)
মূল : ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ

২। যেমন হবে উম্মাহর দাঈগণ
মূল : শাইখ ইসমাইল ইবনে আব্দুর রহীম আল মাকদিসি

৩। ভালোবাসতে শিখুন
মূল : ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ও শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

৪। যেভাবে স্বামীর হৃদয় জয় করবেন
মূল : শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ

৫। যেভাবে স্ত্রীর হৃদয় জয় করবেন
মূল : শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ

৬। ভালোবাসার বন্ধন
সংকলন- বিয়ে : অর্ধেক দ্বীন টিম

৭। ধৈর্য হারাবেন না
মূল : শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

৮। ফুল হয়ে ফোটো
মূল : শাইখ আহমাদ মুসা জিবরীল ও মোহাম্মাদ হোবলস

৯। অমুসলিমদের সাথে যেমন ছিলেন রাসুল সা.
মূল : ড. রাগিব সারজানি

প্রকাশিতব্য

১। বিয়ে : অর্ধেক দ্বীন
সম্পাদনা : গাজী মুহাম্মাদ তানজিল

২। যেভাবে মা-বাবার হৃদয় জয় করবেন
মূল : শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ

৩। ওপারের সুখগুলো
মূল : ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ.